সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক গুণাবলী

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

সচ্চরিত্রতা

ও

চারিত্রিক গুণাবলী

সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক গুণাবলী

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক গুণাবলী

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, আলোচক ও দাঈ,
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক গুণাবলী

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক)

প্রকাশক

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান

দাওরায়ে হাদীস ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট, বি.এ অনার্স, এম.এ. ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট, রা.বি.
সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ, রাণীবাজার, রাজশাহী।
joynulabadin88@gmail.com/01733027351

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ
কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

১ম শাখা: রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের উত্তরে), রাজশাহী।

০১৭০৮-৫২৪ ৫২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

২য় শাখা: সোনাদিঘী মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

০১৭৩৭-১৫২০৩৬, **অভিযোগ/পরামর্শ:**০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

ওয়েব: **http://wahidiyalibrary.blogspot.com**
ইমেইল: wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৭ ঈসায়ী।

তথ্যসূত্র ও বিন্যাস: মো: হাবিবুল্লাহ
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন: মাকৃছুদুর রহমান

নির্ধারিত মূল্য: ২০০ টাকা।

বাঁধাই: ওয়াহীদিয়া বুক বাইণ্ডার্স, রাণীবাজার, রাজশাহী- ০১৭০৮-৫২৪৫২৫
মুদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী।

সূচীপত্র

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

চরিত্র মানব-জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। কেউ হয় কুচরিত্রবান, আবার কেউ হয় সুচরিত্রবান। যে কোন মানুষই সুচরিত্রবান হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সচ্চরিত্রতার একটি অতিরিক্ত ও পৃথক বৈশিষ্ট্য হল মহান স্রষ্টার প্রতি সঠিক ঈমান ও তাঁর নিষ্ঠাময় আনুগত্য।

অন্যের নিকট এমন অনেক কর্ম সুচরিত্রবানের আচরণ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিমের জন্য তা সচ্চরিত্রতার নিদর্শন নাও হতে পারে। যেহেতু মুসলিমের সচ্চরিত্রতা তার মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, তার সচ্চরিত্রতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা থেকে আগত আলোর উজ্জ্বল রূপরেখা।

মুসলিম জীবনের কর্মাবলীকে ভাগ করলে দেখা যাবে, তাতে রয়েছে মহান প্রতিপালকের ইবাদত বা উপাসনা, রয়েছে ব্যবহারিক জীবনে তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠা এবং রয়েছে সকলের সাথে প্রয়োগযোগ্য সুন্দর চরিত্র। তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, ইসলামের সকল আমল ও ইবাদতের মাঝেই নিহিত রয়েছে সচ্চরিত্রতার প্রশিক্ষণ ও সদাচারিতার বহিঃপ্রকাশ। এই জন্য একজন নিষ্ঠাবান প্রকৃত মুসলিম হয় চরিত্রবান শিশু, চরিত্রবান কিশোর-কিশোরী, চরিত্রবান তরুণ-তরুণী বা যুবক-যুবতী, চরিত্রবান স্বামী-স্ত্রী, চরিত্রবান পিতামাতা এবং চরিত্রবান সন্তান-সন্ততি।

মুসলিম হয় চরিত্রবান শিক্ষক, চরিত্রবান ছাত্র, চরিত্রবান চাষী, চরিত্রবান চাকুরে, চরিত্রবান ব্যবসায়ী, চরিত্রবান ডাক্তার, চরিত্রবান ইঞ্জিনিয়ার, চরিত্রবান নেতা, চরিত্রবান জনগণ, এক কথায় চরিত্রবান মানুষ।

নারী হয়ে চরিত্রবতী হয়, সতী-সাধ্বী হয়, সুন্দর ব্যবহারের অধিকারিণী হয়।

বক্ষমাণ পুস্তকে চরিত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী চরিত্রের একটি রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর কাছে আশা, আমাদের প্রবীণ-প্রবীণা ও নবীন-নবীনারা এখান থেকে আলোর ঝিলিক পাবেন।

তাঁর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে চরিত্রবান বানান। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৯/৫/১৪৩৭, ২৭/২/২০১৬

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী এর জীবনী

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত আলেফনগর গ্রামে ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

হাতে-খড়ি গ্রামের মক্তব থেকেই বাংলা লেখাপড়া আউশগ্রাম হাই স্কুলে। আরবী শিক্ষার প্রাথমিক মাদরাসা হলো পুবার ইসলামিয়া নিজামিয়া মাদরাসা। এখানকার আদর্শ উস্তায ছিলেন মুহতারাম নাজমে আলম শামসী (হাফিযাহুল্লাহ)।

মাধ্যমিক বিভাগের পড়াশুনা হয় বীরভূম জেলার মহিষাডহরীর জামিআ রিয়াযুল উলুমে। এখানকার আদর্শ উস্তায ছিলেন শাইখুল হাদীস মুহাতারাম আব্দুর রউফ শামীম (হাফিযাহুল্লাহ)।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান "জামিআ ফাইযে আম" সফর করেন। এখানে তাঁর আদর্শ উস্তায ছিলেন হাফিয নিসার আহমদ আ'যমী (হাফিযাহুল্লাহ)।

ফাইযে আম থেকে তিনি স্কলারশীপ নিয়ে সৌদিআরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সাথে "লিসান্স" ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি সৌদিআরবের আল-মাজমাআহ শহরে ইসলামিক সেন্টারে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করে থাকেন।

এযাবৎ তিনি ছোট বড় প্রায় শতাধিক বই রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাব

- তাফসীরে আহসানুল বায়ান (অনুবাদ)
- স্বলাতে মুবাশ্‌শির (সাঃ)
- জ্বীন ও শয়তান জগৎ
- প্রেমরোগ প্রতিপাদন ও প্রতিবিধান
- নাম অভিধান
- পাপ তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়
- ফিরিশতা জগৎ
- অযাহাক্বাল বাতিল
- মরণকে স্মরণ
- ছোটদের ছোট গল্প
- ইসলামী জীবন ধারা
- হাদীস সম্ভার ১ম-২য় খণ্ড

নজরুল ইসলামী সংগীত ও কবিতায় অনৈসলামী আকীদা

সূচীপত্র

চরিত্র নিয়ে আলোচনা কেন?

আমরা জানি চরিত্রের ব্যাপারটা দ্বীনের মধ্যেই শামিল, তবুও পৃথকভাবে চরিত্র নিয়ে লেখা বা পড়ার কী প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আছে?

আসলে সচ্চরিত্রতার শেখা ও জানার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। যেহেতু আমরা দেখি, কোন কোন মানুষ দ্বীনদার, অথচ চরিত্রবান নয়। কোন কোন মানুষ চরিত্রবান, কিন্তু দ্বীনদার নয়। সুতরাং চরিত্র নিয়ে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা চারভাবে অনুভব করতে পারি ঃ

এক: সচ্চরিত্রতাকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই মহানবী ﷺ কে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এই মহান উদ্দেশ্যকেই সফল করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ (مكارم) الْأَخْلَاقِ

"আমি মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[১] যদি বলেন, মহান আল্লাহ তো বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।"[২]

আপনি কি মনে করেন, উভয় বক্তব্যের মাঝে পরস্পর বিরোধিতা আছে? না কক্ষনই না। যেহেতু রহমত ও করুণা প্রতিষ্ঠার জন্য সচ্চরিত্রতা চাই।

যে সমাজের মানুষেরা পরস্পর ধোঁকাবাজি করে, আমানতে খিয়ানত করে, অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, সে সমাজে কি রহমত থাকতে পারে?

যে পরিবারের সদস্যদের মাঝে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা থাকে, হিংসা থাকে, অশ্রদ্ধা থাকে, সে পরিবারে কি রহমত, করুণা, সুখ বা শান্তি বিরাজ করে? কোনদিনও না।

বলা বাহুল্য কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের মাঝে নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু 'সুন্দর চরিত্র' ছাড়া 'করুণা' প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না।

যদি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"[৩]

---

১. *আহমাদ ৮৯৫২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৭৩, হাকেম ৪২২১, বাইহাক্বী ২১৩০১*

২. *সূরা আম্বিয়া-২১:১০৭*

৩. *সূরা যারিয়াত-৫১:৫৬*

আর রসূল ﷺ কে পাঠানো হয়েছে সেই ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সুতরাং চরিত্রের চাইতে ইবাদত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রের তুলনায় স্বলাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদির গুরুত্ব বেশি।

আমরা বলি, সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব বেশি। যেমন এ কথা অন্যত্র উল্লিখিত হবে। যেহেতু প্রত্যেক ইবাদতের পশ্চাতে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে মানুষের সুচরিত্র গঠন করা। যে স্বলাতে চরিত্র গঠন হয় না, সে স্বলাত কেবল এক প্রকার ব্যায়াম হয়। যে যাকাতে পবিত্রতা আসে না, সে যাকাত কেবল ব্যয় করা হয়। যে সিয়ামে চরিত্র সংশোধন হয় না, তাতে কেবল উপবাস হয় এবং যে হজ্জে হাজীর চরিত্র সুন্দর হয় না, সে হাজীর কেবল দেশভ্রমণ হয়।

দুইঃ চরিত্র ও ইবাদতকে পৃথকভাবে দেখার যে মানসিকতা রয়েছে তা দূর করা। অন্য কথায় দ্বীন ও দুনিয়াকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার যে প্রবণতা রয়েছে তা অপসারণ করা।

আপনি দেখবেন, মুসলিম যখন মসজিদে আসে, তখন কী সুন্দর মানুষ সে! কিন্তু পরক্ষণে মসজিদের বাইরে তাকে অন্য মানুষ লক্ষ্য করবেন। মসজিদে ইবাদতে সে যেন দ্বীনদার মুসলিম। আর তার বাইরে যেন দ্বীনের সাথে তার কোন যোগসূত্রই নেই। তার অবস্থা যেন বলে, 'ইবাদত ঠিক থাকলেই হল। দ্বীনদারি হল মসজিদের ভিতরে। বাকি দুনিয়াদারিতে যা ইচ্ছে তাই করা যায়।' আর এমন ধারণা নিশ্চয় মহাভুল।

ইসলাম হল দ্বীন ও দুনিয়া। ইসলামে আছে আকীদা, ইবাদত ও ব্যবহার। সব মিলেই পরিপূর্ণ ইসলাম। ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। জীবনের কোন বিষয়কে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এমন মুসলিম হওয়া উচিত নয়, যে বড় আবেদ হবে, অথচ তার চরিত্র সুন্দর হবে না। অথবা যার চরিত্র বড় সুন্দর হবে, কিন্তু ইবাদতে হবে ফাঁকিবাজ।

সুতরাং আপনি দেখবেন, অনেক মুসলিম আছে, যারা আমানতদার, সত্যবাদী, ভদ্র ও পরোপকারী, কিন্তু তারা স্বলাত পড়ে না। এরই বিপরীত অনেক মুস্বাল্লী দেখবেন, তারা চরিত্রগতভাবে অনেক নিচে। অনেকে আকীদায় সহীহ, কিন্তু আখলাকে গোল্লায়। অথচ আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।"[৪]

---

৪. বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ১৮১

সেই মহিলাদের ভেবে দেখা উচিত, যারা কাপড় শুকানো নিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। পাশাপাশি অথবা উপর তলা-নিচু তলার বাসা হওয়ায় পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি নিয়ে কলহ বাধায়।

ভেবে দেখতে পারেন সেই মুস্বাল্লীর কথা, যে নিজের গাড়ি এমন জায়গায় পার্কিং ক'রে মসজিদে গেছে, যেখানে অন্য গাড়ি-ওয়ালা বা বাড়ি-ওয়ালার সমস্যা হচ্ছে। সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গেছে, কিন্তু তাঁর বান্দাকে রাগান্বিত ক'রে। ইবাদতে গেছে, কিন্তু চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে।

কে বেশি উত্তম? যার নফল স্বালাত-সিয়াম বেশি, কিন্তু চরিত্রে কম সে? নাকি যার নফল স্বালাত-সিয়াম কম, কিন্তু চরিত্রে উত্তম

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে জান্নাতে যাবে।"[৫]

অনুরূপভাবে আপনি দেখতে পাবেন, মহিলা বোরকা পরে, পর্দা করে, স্বলাতও পড়ে, কিন্তু চরিত্রহীনা, অসতী, কুলটা ও ভ্রষ্টা। অনেক মহিলার থাকে 'ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ!' পতির সংসারে উপপতির প্রেম। অনুরূপ পুরুষও হয়ে থাকে, দিনের বেলায় মোল্লাগিরি, রাতের বেলায় কলাই চুরি!

এখানে উদ্দেশ্য ইবাদতের গুরুত্ব কম করা নয়। উদ্দেশ্য হল, চরিত্রকে ঈমান ও ইবাদত থেকে পৃথক করা যাবে না। অথবা চরিত্রের গুরুত্বকে ছোট ক'রে দেখা যাবে না। লজ্জাশীলতা একটি সদাচরণের গুণ। সেটা ঈমানের একটি অংশ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে

৫. আহমাদ ৯৬৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৪, হাকেম ৭৩০৫, সহীহ তারগীব ২৫৬০

ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।”[৬]

কুরআন পাঠের সময় আপনি বুঝতে পারবেন, ইবাদত ও আখলাককে বহু স্থলে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“অবশ্যই মু’মিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের স্বলাতে বিনয়-নম্র। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আর যারা নিজেদের স্বলাতে যত্নবান থাকে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।”[৭]

আশা করি বুঝতে পেরেছেন, সফলকাম মু’মিন কারা? ফিরদাউস জান্নাতের অধিকারী কারা? যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং সেই সাথে নিজেদের চরিত্রকে সুন্দর করে।

মহান আল্লাহ তাঁর দাস ‘ইবাদুর রহমান’-এর গুণ বর্ণনা ক’রে বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً - وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً - وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً - وَالَّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

---

৬. *মুসলিম* ১৬২
৭. *সূরা মু’মিনূন:* ১-১১

“তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, ‘সালাম’। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। এবং যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক; নিশ্চয় তা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে অতীব নিকৃষ্ট!’ এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।”[৮]

উক্ত সূরার বাকী অংশটুকু পড়েও আপনি দেখতে পারেন, মহান আল্লাহর বান্দাগণের গুণাবলী কী? গুণাবলীতে রয়েছে আকীদা, ইবাদত ও সচ্চরিত্রতা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

“সুতরাং পরিতাপ সেই স্বলাত আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের স্বলাতে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক’রে তা) করে এবং যারা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।”[৯]

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? ‘যারা তাদের স্বলাতে অমনোযোগী’ এ কথার সাথে ‘যারা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে’---এ কথার কী সম্পর্ক আছে?

সম্পর্ক হল, ইবাদত ও চরিত্র পরস্পর একে অন্যের সম্পূরক। একটা ছাড়া অন্যটা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না অথবা উপকারে আসে না।

তিন ঃ আমাদের অনেকে আছে, যারা মুখে নৈতিকতার কথা বলে, কিন্তু কাজে করে না। অপরকে উপদেশ দেয়, নিজে মানে না।

অনেকে আছে, যারা অনেক নীতি কথা শোনে। প্রায় সকল শায়খদের দর্সে উপস্থিত হয়, তাঁদের অডিও-সিডি বিতরণ করে, ইসলামী বই সংগ্রহ করে, পড়ে ও বিতরণ করে, তাকে দাওয়াতের ময়দানে দক্ষ অশ্বারোহী রূপে দেখা যায়, কিন্তু আমলের ময়দানে তাদের টিকি দেখা যায় না।

---

৮. সূরা ফুরক্বান: ৬৩-৬৮
৯. সূরা মাঊন: ৪-৭

অনেকে পেশা বা চাকরি নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করে, দাওয়াতী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বড় দক্ষতার সাথে দুনিয়া শিকার করে, কিন্তু আমল ও চরিত্র গঠনের ময়দানে তাদের পা চলে না। অযোগ্য হয়েও ঘুস অথবা সুপারিশের বলে যোগ্য জায়গা পেয়ে দ্বীনের দাঈ হয়ে বসে আছে, কিন্তু তার দায়িত্ব পালনে কোন আগ্রহ নেই। দাওয়াতের অন্যতম শর্ত হল, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও।' কিন্তু তারা পরকে শেখায়, নিজেরা শিক্ষা নেয় না, পরকে তরবিয়ত দেয়, নিজের পরিবারকে দেয় না বা দিতে চায় না।

বহু শিক্ষক আদর্শবান নন, তাঁরা চাকরি করেন, কিন্তু শিক্ষাদান করেন না। বরং অনেক সময় শিক্ষার বিপরীত চরিত্রহীনতার কাজে জড়িয়ে পড়েন।

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দেবে তারে শিক্ষা?'

এই জন্য পৃথক ক'রে সচ্চরিত্রতার আলোচনা। যাতে আমরা পৃথকভাবে গুরুত্ব দিয়ে ও নিয়ে চরিত্রবান হতে পারি, আদর্শ ও নীতিবান হতে পেরে নিজেদেরকে আগে সুশিক্ষিত ও 'মানুষ' রূপে গড়ে তুলতে পারি।

আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। আসুন! আমরা সকলেই একে অপরের জন্য অসিয়ত করি, একে অপরের জন্য দুআ করি। চরিত্র গঠনে নিজের ব্যাপারে এখতিয়ার থাকলেও অনেক সময় পরিবারের অনেকের ব্যাপারে এখতিয়ার থাকে না। সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।'

চার ঃ উপরোক্ত কারণেরই সারনির্যাস, আমরা যারা মুসলিম, মুস্বাল্লী, পরহেযগার, আলেম, দাঈ, ইমাম সাহেব, মুদার্রিস, শিক্ষক, তারা যেন সাধারণ মানুষের ফিতনার কারণ না হয়ে থাকি। অর্থাৎ, আমরা সমাজের এমন বিকৃত নমুনা না হই, যা লক্ষ্য ক'রে মানুষ হিদায়াতের জায়গায় গোমরাহ হয়ে যায়।

অনেক সময় কোন ভালো মানুষের প্রশংসা করলে অথবা তার মতো হতে উদ্বুদ্ধ করলে শুনতে পাওয়া যায়,

'অমুকের কথা বলছেন পরহেযগার? তাতেই ডিউটিতে এসে ঘুমায়।'

'অমুকের মতো হতে বলছেন? ওর কপালে দাগ আছে, কিন্তু সূদ খায়।'

'অমুক মেয়ের কথা বলছেন? ও বোরকা পরে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু পর-পুরুষের সাথে ওপেন ভিডিও-চ্যাট করে।'

‘অমুক মেয়ের কথা বলছেন? ও দাওয়াতের কাজ করে, কিন্তু স্বামী মানে না।’

‘অমুক সাহেবের কথা বলছেন? উনি বড় বড় বুলি আওড়ান, কিন্তু ওনার বউ-বেটি বেপর্দা।’

এইভাবে আরো কত কি? অবশ্য তার মধ্যে অনেক কথা অপবাদও হতে পারে। তবুও যেটা বাস্তব উদাহরণ, আমরা সেটার কথা উল্লেখ ক’রে বলতে চাই, আমরা যেন সমাজের জন্য আদর্শ হতে পারি। আমরা যেন আমাদের চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি।

আসুন! আমরা সচ্চরিত্রতা নিয়ে পড়ার আগে সেই সংকল্প করি যে, আমরা যা পড়ব তা মানব। আমরা চরিত্র গঠন করব। অপরকে তা শিক্ষা দেব এবং প্রয়োজনে ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করব। আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন। আমীন।[১০]

সচ্চরিত্রতার অর্থ

সচ্চরিত্রতা তাই, যা প্রয়োগ করলে আপোসের মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য কায়েম হয় এবং অসচ্চরিত্রতা তাই, যা প্রয়োগ করলে আপোসের মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى

‘তা হল, সর্বদা হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।’[১১]

একদা তাঁকে বলা হল, ‘সচ্চরিত্রতার সারকথা বলুন।’ তিনি বললেন, ‘রাগ বর্জন কর।’

ইবনে মানসূর উল্লেখ করেছেন, সচ্চরিত্রতা হল এই যে, তুমি রাগান্বিত হবে না এবং গরম হবে না। লোকেদের দুর্ব্যবহারে সহনশীলতা অবলম্বন করবে।

হাফেয ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, সচ্চরিত্রতা হল সমূহ সৎকর্ম সম্পাদন করা এবং সমূহ অপকর্ম থেকে বিরত থাকা।

হাসান বাসরী বলেছেন, ‘সচ্চরিত্রতার প্রকৃতত্ত্ব হল মানুষের উপকার করা, কষ্টদানে বিরত থাকা এবং চেহারাকে হাস্যময় রাখা।’

---

১০. আখলাকুল মু’মিন পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত
১১. তিরমিযী হা/২০০৫, সুনানে দারেমী হা/৩৩৭৮

অসচ্চরিত্রতার ব্যাপারে আহনাফ বিন কায়স বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় রোগ হল নিকৃষ্ট চরিত্র এবং অশ্লীল ভাষা।'

কিছু বিদ্বান বলেছেন, 'চরিত্রবান হল সে, যে সব দিক দিয়ে আরামে আছে এবং লোকেরাও তার ব্যাপারে নিরাপদ আছে।'

শা'বী বলেছেন, 'সচ্চরিত্রতা হল পরোপকার, দানশীলতা ও হাস্যমুখ থাকার নাম।'

মুক্বাতিল বলেছেন, 'সচ্চরিত্রতা হল উদারতা ও ক্ষমাশীলতার নামান্তর।'

সাফারীনী বলেছেন, 'সচ্চরিত্রতা হল মুসলিমদের অধিকার আদায় করার নাম।'

সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে হাসান বাসরী বলেছেন, তা হল 'শক্তিশালিতার সাথে নম্রতা, দ্বীনের ব্যাপারে কর্তব্যনিষ্ঠা, ঈমানের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়, ইল্‌মের ব্যাপারে অনুরাগ, খরচের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা, অভাবমুক্ত থাকার সময় খরচ করা, অভাবের সময় অল্পে তুষ্ট থাকা, বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, দানশীল হয়ে দান করা এবং অবিরত পুণ্যবান থাকা।'[১২]

সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

মানব জীবনে সুন্দর চরিত্রের অতি গুরুত্ব রয়েছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব অনেক। তাই শরীয়ত আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠন করতে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।"[১৩]

সুন্দর চরিত্র পুরুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা, মহিলার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার ও প্রসাধন। সচ্চরিত্রতা সুদর্শন পুরুষকে আরো বেশি সুদর্শন ক'রে তোলে এবং সুন্দরী-রূপসীর সৌন্দর্য ও রূপ আরো বৃদ্ধি করে। সচ্চরিত্রতার মতো সুন্দর অলংকার ও প্রসাধন আর কিছু নেই এ দুনিয়াতে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا»

"তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর

১২. *গিয়াউল আলবাব ২৮৩পৃ.*
১৩. *আহমাদ ২১৩৫৪, তিরমিযী ১৯৮৭, হাকেম ১৭৮, সহীহুল জামে ৯৭*

সূচীপত্র

হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে না।”[১৪]

সুন্দর চরিত্র মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। মানুষ হিসাবে মানুষ এর চাইতে বড় কিছু উপহার পায়নি। উসামাহ বিন শারীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মানুষকে দেওয়া দানসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী দেওয়া হয়েছে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “সুন্দর চরিত্র।”[১৫]

সুন্দর চরিত্রের নারী-পুরুষের বংশ হল সবার চাইতে উচ্চ। সচ্চরিত্রতা হল শ্রেষ্ঠ কৌলীন্য। এর চাইতে বড় কুলমর্যাদা কোন বংশে হতে পারে না। উচ্চ বংশের মানুষের যদি চরিত্রই না থাকে, তাহলে তার বংশ কোন কাজে লাগবে? এই জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ، وأفضلكم حَسَباً أحسنكم خُلُقا

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।”[১৬]

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, ‘সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল জ্ঞান, সবচেয়ে নিম্ন মানের দীনতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় বাতুলতা হল গর্ব এবং সবচেয়ে বড় বংশ হল সুন্দর চরিত্র।’

সচ্চরিত্রতা ও সুন্দর চরিত্রের নারী-পুরুষ মহান প্রতিপালকের নিকট বেশি পছন্দনীয়। মহান আল্লাহ সৌন্দর্য ভালোবাসেন, বান্দার দেহে সুন্দর পোশাক ভালোবাসেন, ভালোবাসেন তার চারিত্রিক সৌন্দর্য। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»

“নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।”[১৭]

যার চরিত্র সুন্দর, তাকে মহান আল্লাহ সবার চাইতে বেশি ভালোবাসেন। এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

---

১৪. আবূ য়্যা'লা ৩২৯৮, সহীহুল জামে ৪০৪৮

১৫. আহমাদ ১৮৪৫৪, ইবনে হিব্বান ৬০৬১, হাকেম ৪১৬, বাইহাক্বী ২০০৫৩, সঃ তারগীব ২৬৫২

১৬. আল-আদাবুল মুফরাদ ৮৯৯

১৭. ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৯০৬, সহীহুল জামে ১৭৪৩

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই, যার চরিত্র সুন্দর।"[১৮]

সুন্দর চরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষ সকল মানুষের কাছেই বরণীয় আদরণীয়। কে না ভালোবাসে তাদেরকে? চরিত্রবানরা সেরা মানব মহানবী ﷺ এর নিকটও বেশি পছন্দনীয়। তিনি বলেছেন,

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتَ ، الْعَيْبَ

"আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তারা, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। যারা অমায়িক (সহজ-সরল), যারা সম্প্রীতির বন্ধনে সহজে আবদ্ধ হয়। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি তারা, যারা চুগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়।"[১৯]

চরিত্রবানেরা দুনিয়াতে তাদের প্রিয় নবী ﷺ এর বেশি ভালোবাসার পাত্র, কিয়ামতেও তারাই তাঁর বেশি নিকটবর্তী জায়গায় স্থানলাভ করবে। তিনি বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أَخْلَاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।"[২০]

---

১৮. *ত্বাবারানী ৪৭৩, সহীহুল জামে ১৭৯*
১৯. *ত্বাবারানী ৮৩৫*
২০. *তিরমিযী ২০১৮*

তিনি আরো বলেছেন,

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ

“কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই সব লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।”[২১]

সাধারণ লোকেদের ভিতরে যারা চরিত্রে সুন্দর, তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। আব্দুল্লাহ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?’ উত্তরে তিনি বললেন,

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ

“সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?’ বললেন,

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

“যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তারপর কে?’ বললেন,

«الَّذِي يشنأ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ»

“যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তারপর কে?’ বললেন,

«مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنٍ»

“সুন্দর চরিত্রের মুমিন।”[২২]

লক্ষণীয় যে, “যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী” সে একজন মহান চরিত্রের অধিকারী। অতএব শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা তার অবশ্যই প্রাপ্য।

---

২১. *আহমাদ ১৭৭৩২, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১*

২২. *ইবনে মাজাহ ৪২১৬, সহীহুল জামে ৩২৯১*

সূচীপত্র

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقاً

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।"[২৩]

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন সর্বোচ্চ মানের চরিত্রের অধিকারী। যেহেতু তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[২৪]

তাঁর খাদেম আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন।'[২৫]

সচ্চরিত্রতা মানেই পুণ্য, আর পুণ্যই হল সচ্চরিত্রতা। নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তিনি বললেন,

البِرُّ : حُسنُ الخُلُقِ ، والإثمُ : مَا حَاكَ فِي صَدرِكَ ، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"পুণ্য হল সচ্চরিত্রতার নাম। আর পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক, এ কথা তুমি অপছন্দ কর।"[২৬]

অনেকে ঈমানদার বা মু'মিন হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ ঈমানদার বা মু'মিন সবাই হতে পারে না। চরিত্রবান মানুষই সবার চাইতে বেশি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম। আর তোমাদের উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"[২৭]

---

২৩. *বুখারী* ৩৫৫৯, ৩৭৫৯, *মুসলিম* ৬১৭৭
২৪. *ক্বালাম* ৪৪
২৫. *বুখারী* ৬২০৩, *মুসলিম* ৫৭৪৭
২৬. *মুসলিম* ৬৬৮০
২৭. *তিরমিযী* ১১৬২

সূচীপত্র

তিনি আরো বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا ، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর, সহজ-সরল। যারা অপরকে প্রীতির বাঁধনে জড়াতে পারে এবং নিজেরাও অপরের প্রীতির বাঁধনে জড়িত হয়। আর সেই ব্যক্তির মাঝে কোন মঙ্গল নেই, যে প্রীতির বাঁধনে কাউকে বাঁধতে পারে না এবং নিজেকেও অপরের প্রীতির বাঁধনে আনে না।"[২৮]

সুন্দর চরিত্র কেবল মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য। অন্যের মাঝে কোন সচ্চরিত্রতা থাকলে আংশিকভাবে থাকতে পারে। মুনাফিকের মাঝে সচ্চরিত্রতা এবং দ্বীনের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ ، وَلاَ فِقْهٌ فِي الدِّينِ

"দু'টি স্বভাব কোন মুনাফিকের ভিতরে জমা হতে পারে না; না সুন্দর চরিত্র, আর না দ্বীনী জ্ঞান।"[২৯]

চরিত্রবান মুসলিম নর-নারী সচ্চরিত্রতার মাধ্যমে নফল স্বালাত-সিয়ামের সওয়াব লাভ করতে পারে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

"অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) সিয়াম পালনকারী এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।"[৩০]

কিয়ামতের মীযানে বান্দার পাপ-পুণ্য ওজন হবে। দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারি হবে সচ্চরিত্রতা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ

"কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।"[৩১]

---

২৮. *ত্বাবারানী ৬০৫, সিঃ সহীহাহ ৭৫১*
২৯. *তিরমিযী ২৬৮৪, সহীহুল জামে' ৩২২৯*
৩০. *আবু দাউদ ৪৮০০*
৩১. *তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৬*

সচ্চরিত্রতা হল বেহেশ্‌ত যাওয়ার অসীলা। সুন্দর আচার-ব্যবহার এমন আমল, যা জান্নাতে যেতে অন্যান্য আমলের তুলনায় বেশি কাজে দেবে। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন,

تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।"

আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন,

الفَمُ وَالفَرْجُ "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।"[৩২]

চরিত্রবান নরনারীর জন্য সুউচ্চ বেহেশ্‌তের নিশ্চয়তা দিয়েছেন বেহেশ্‌তের সর্দার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলেছেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ

"আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।"[৩৩]

ধন-মাল দিয়ে সকল মানুষের মন সন্তুষ্ট করতে পারা সম্ভব নয়, কুলাতেও পারবে না কেউ। কিন্তু সুন্দর চরিত্র দ্বারা তা পারা যায়।

মানুষের তিরোধানের পরে তার চর্চা অবশিষ্ট থেকে যায়, মানুষের উচিত, তার চর্চাকে ভালো করে গড়ে তোলা।

মৃত্যুর পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, তা হচ্ছে তার অমায়িক ব্যবহার।

পরিচিত অনেকে হতে পারে, কিন্তু সুপরিচিত হতে অতিরিক্ত গুণের দরকার, সুন্দর চরিত্রের দরকার।

মানুষের ভদ্রতাই তার ব্যবহারকে সুন্দর করে। আর তার সুন্দর ব্যবহারই তাকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে। অতএব সুন্দর চরিত্র মানব-জীবনের দামী অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি।

---

৩২. *তিরমিযী ২০০৪, ইবনে হিব্বান ৪৭৬, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪*

৩৩. *আবু দাঊদ ৪৮০২, তিরমিযী ১৯৯৩, ইবনে মাজাহ ৫১, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩*

যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর দর্শন কী?' তাহলে তার উত্তরে বলা যায় যে, 'সচ্চরিত্রতা।'

যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'এক কথায় বিশ্বমানবতার চিকিৎসা কী?' তাহলে তার উত্তরে তিনি অবশ্যই বলবেন যে, 'সচ্চরিত্রতা।'

যদি ইউরোপের সমস্ত বিদ্বানগণ সমবেত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যাপারে অধ্যয়ন করেন, অতঃপর তার ফলস্বরূপ যেটা তাঁরা পেতে চান, সেটা হল 'সচ্চরিত্রতা।'

ইসলামে সচ্চরিত্রতার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব পৃথক ও অধিক বেশি। অন্য ধর্ম ও জাতির মানুষের মাঝেও সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব আছে। ইংরেজিতে বলা হয়, 'মনি লস ইজ নাথিং লস, হেল্‌থ লস ইজ সামথিং লস, বাট কারেকটর লস ইজ এভরিথিং লস।'

বাংলাতে বলা হয়,

'যদি ধন নাশ হয়, তায় কিবা আসে যায়,
যদি স্বাস্থ্য নাশ হয়, তবে কিছু হয় ক্ষয়,
হইলে চরিত্র নাশ সর্বনাশ হয়।'

খাওয়ারিযমী বলেছেন, 'মানুষের মাঝে চরিত্র থাকলে সে ১ নম্বর থাকে। অতঃপর তার মধ্যে রূপ থাকলে তার পাশে একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০ হয়। অতঃপর তার ধনবত্তা থাকলে আরো একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০০ হয়। অতঃপর তার কৌলীন্য থাকলে আরো একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০০০ হয়। কিন্তু ১ সংখ্যাটি অর্থাৎ চরিত্র বাদ পড়লে মানুষের মূল্য চলে যায় এবং পাশের শূন্যগুলি অকেজো হয়ে অবশিষ্ট থাকে।'

কবি বলেছেন,

'গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়,
নাহি সুখ ম্লানমুখ চিরদুখ সয়।
গুণবান্ মতিমান্ ধনবান্ হয়,
নাহি দুখ হাস্যমুখ সদা সুখময়।'

আরবী কবি বলেছেন,

و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

অর্থাৎ, জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, যতক্ষণ তার চরিত্র থাকে। জাতির চরিত্র গেলে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রকৃতি ও চরিত্র

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। শৈশব থেকেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের আচার-আচরণে ও চাল-চলনে। ধীরে ধীরে তা মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়। চরিত্র হয়ে যায় তার সকল কর্মকাণ্ড। তার মধ্যে কিছু হয় প্রকৃতিগতভাবেই স্বভাবজাত। আর কিছু হয় প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে। এই জন্য মানুষের চরিত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রকৃতিগত চরিত্র এবং পরিশীলিত চরিত্র।

➢ ১। প্রকৃতিগত চরিত্র

সৃষ্টিগতভাবে যেমন মানুষের বুদ্ধিমত্তার তারতম্য আছে, দৈহিক অঙ্গ গঠনে পার্থক্য আছে, তেমনি প্রকৃতিগত স্বভাবও। বহু গুণাগুণ আছে, যা মানুষের প্রকৃতিতে প্রক্ষিপ্ত আছে। যা অর্জন করার জন্য কোন অনুশীলন করতে হয় না। যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ, মিনমিনে স্বভাব অথবা তার বিপরীত। এই শ্রেণীর গুণাবলী মানুষকে তৈরি করতে হয় না। মহান স্রষ্টার সৃষ্টিগত প্রকৃতিতেই তা নিহিত আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ

"নিশ্চয় আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল আদমকে সৃষ্টি করেছেন এক মুষ্টি মাটি থেকে, যা তিনি সারা পৃথিবী থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই আদম সন্তান মাটি অনুসারে বিকাশ লাভ করেছে। তাদের কেউ রক্তিমবর্ণ, কেউ গৌরবর্ণ, কেউ কৃষ্ণবর্ণ, আবার কেউ এ সবের মাঝামাঝি। কেউ সহজ-সরল, কেউ দুর্দম-কঠিন, কেউ নোংরা চরিত্রের, কেউ সুন্দর চরিত্রের এবং কেউ এ সবের মাঝামাঝি।"[৩৪]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।" অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।' তিনি বললেন, "তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর

---

৩৪. আহমাদ ১৯৫৮২, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, তিরমিযী ২৯৫৫

পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।" তাঁরা বললেন, 'এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।' তিনি বললেন,

فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا

"তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে।"[৩৫] তিনি আরো বলেছেন,

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

"সোনা-রূপার খনিরাজির মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।"[৩৬]

লক্ষণীয় যে, মানুষ এক প্রকৃতির নয়। যত মানুষ, তত রকমের মন আছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মনে-মনে মিল থাকে। আর যার প্রকৃতি ভালো, সে সকল পরিবেশে ভালো। যে ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে ভালো ছিল, সে ইসলামের পরেও ভালো। প্রকৃতিগত সদাচরণ ও কদাচরণ মুসলিম-অমুসলিম সকলের মাঝে বিদ্যমান থাকে।

প্রকৃতিগত আচরণ প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয় না। তা প্রদর্শন করতে কোন প্রকার চেষ্টা বা কষ্টের দরকার হয় না। মানুষ না চাইলেও সময়ে স্বাভাবিকভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশাজ্জ্ আব্দুল কায়েসকে বলেছিলেন,

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ

"নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা ক'রে কাজ করা।"[৩৭]

৩৫. *বুখারী* ৩৩৫৩, *মুসলিম* ৬৩১১
৩৬. *মুসলিম* ৬৮৭৭
৩৭. *মুসলিম* ১২৬

নিম্নের একটি হাদীস থেকেও প্রকৃতিগত চরিত্রের কথা স্পষ্ট হয়। আমানতদারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। আর মানুষের মৌলিক চরিত্র এটাই যে, সে আমানতদার হবে।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই।[৩৮]

নবুয়ত প্রাপ্তির প্রাক্কালে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বহু গুণ ছিল প্রকৃতিগত সুচরিত্র। সে কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। জিবরীলকে দেখে হিরা গুহা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে ফিরে এসে বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

৩৮. বুখারী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, মুসলিম ৩৮৪

كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, কক্ষনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, নিঃস্বকে দান করেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[৩৯]

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগে মদ পান করেননি, এটা ছিল তাঁর প্রকৃতিগত চরিত্র। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা ক'রে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪০]

উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে একদল নারীর বায়আত গ্রহণ কালে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়আত করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক করবে না-----ব্যভিচার করবে না।" তখন হিন্দ বিন্তে উতবাহ বলেছিলেন, 'স্বাধীন মেয়েও কি ব্যভিচার করে?'

অবাক হয়ে এ প্রশ্নের মানে হল, তাঁর প্রকৃতিগত সুচরিত্রে ছিল যে, একজন স্বাধীনা মহিলা ব্যভিচার করতে পারে না। সেই নোংরা জাহেলী যুগেও না। ব্যভিচার করতে পারে দাসীরা।

৩৯. *বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২*
৪০. *সূরা মুমতাহিনাহঃ ১২*

➢২। পরিশীলিত চরিত্র

বহু শিষ্টাচার ও আচরণ এমন আছে, যা পরিশীলন ও অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করা যায়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে পরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ করা যায়। আর সেই মর্মেই শরীয়তের প্রায় সকল নির্দেশ এসেছে মানুষকে 'মানুষ' রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আমি মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ (مكارم) الْأَخْلَاقِ চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[৪১]

মানুষের চরিত্রের কি পরিবর্তন হতে পারে?

তার মানে তার অভ্যাস কি বদলাতে পারে? কৃপণ কি দানশীল হতে পারে? নির্লজ্জ কি লজ্জাশীল হতে পারে?

অনেকে ধারণা করেন, চরিত্র বদলানো যায় না। অভ্যাস পরিবর্তন করা অসম্ভব। এমন একটা হাদীসও আছে, "যদি শোন যে, কোন পাহাড় নিজ জায়গা হতে সরে গেছে, তাহলে বিশ্বাস করো। কিন্তু যদি শোন যে, কারো প্রকৃতি পাল্টে গেছে, তাহলে বিশ্বাস করো না।"[৪২]

প্রথমতঃ উক্ত হাদীস সহীহ নয়।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে প্রকৃতি বলতে যার পরিবর্তন সাধনে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। যেমন মহিলার প্রকৃতি, শিশুর প্রকৃতি অথবা কোন পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত নারী-সুলভ বা শিশুসুলভ প্রকৃতি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে চরিত্র পরিবর্তনে মানুষের হাত আছে। মানুষের এখতিয়ারাধীন অভ্যাস পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে। কোন মানুষকে তার কর্মে বাধ্য করা হয় না। পরিবেশের চাপে অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। অনুশীলনের কারণে চরিত্র ভালো থেকে মন্দে বা মন্দ থেকে ভালোতে বদলে যেতে পারে।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টা ও চর্চা করলে অনেক সুচরিত্রকে মানুষ নিজ জীবনে চিত্রিত করতে পারে। চরিত্র পরিবর্তন করা সম্ভব বলেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

---

৪১. আহমাদ ৮৯৫২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৭৩, হাকেম ৪২২১, বাইহাক্বী ২১৩০১
৪২. আহমাদ

"শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।[৪৩]

তিনি আরো বলেছেন,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে।"[৪৪]

চরিত্র বদলানো সম্ভব বলেই, আমাদের শরীয়ত চরিত্রকে সুন্দর করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

"আমি জান্নাতের সবার উপরে এক গৃহের জামিন তার জন্য, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করে।"[৪৫]

রাগী চরিত্র থেকে রাগ দূর করা সম্ভব বলেই মহানবী ﷺ রাগ করতে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন!' তিনি ﷺ বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।"[৪৬] অভ্যাস বদলানো অবাস্তব নয় বলেই মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ

"শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষা পাওয়া যায়। সহিষ্ণুতার অভ্যাস গড়লে সহিষ্ণু হওয়া যায়। যে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে, তাকে তা দেওয়া হবে এবং যে মন্দ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে, তাকে বাঁচানো হবে।"[৪৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, কিছু আনসারী আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান ক'রে দিলেন, তখন তিনি বললেন,

---

৪৩. সূরা শাম্‌স: ৭-১০
৪৪. সূরা নাজ্‌ম: ৩৯
৪৫. আবু দাউদ ৪৮০২, ত্বাবারানী ৭৩৬১
৪৬. বুখারী ৬১১৬
৪৭. ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৬৩, আওসাত্ব ২৬৬৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৭৩৯, সিঃ সহীহাহ ৩৪২

مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা ক'রে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।"[৪৮] মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর সেই প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৪৯]

এখানে আল্লাহর সৃষ্টি বা প্রকৃতি বলে ইসলাম ও তওহীদকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা মু'মিন-কাফের প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম ও তওহীদের প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য তওহীদ মানুষের প্রকৃতি অর্থাৎ সহজাত ও স্বভাব-ধর্ম। যেমন যে সময় আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেন তখন বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তার উত্তরে মানুষ বলেছিল, অবশ্যই। এ থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষের আসল ধর্ম হল একত্ববাদ।

৪৮. বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ২৪৭১
৪৯. সূরা রূম: ৩০

কিন্তু পরিবেশের চাপেও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। বিভিন্ন খারাপ পরিবেশ অথবা অন্য কোন প্রতিবন্ধক অনেককে সেই প্রকৃতি (ইসলামে) প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধা দান করে; ফলে তারা কাফের হয়েই থাকে। যেমন নবী ﷺ হাদীসে বলেছেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।"[৫০]

"আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।" এর মানে এই নয় যে, প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে না। বরং এর অর্থ হল, আল্লাহর সেই সৃষ্টি বা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করো না; সঠিক তরবিয়ত দিয়ে তার লালন-পালন কর ও তাকে বড় করে তোলো। যাতে ঈমান ও তওহীদ কচি-কাঁচা শিশুদের মনে-প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এখানে বাক্যটি খবর স্বরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহার হয়েছে আজ্ঞার অর্থে। অর্থাৎ, নেতিবাচক বাক্য নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ('আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' অর্থাৎ, 'আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন করো না।')[৫১]

চরিত্রের পরিবর্তন হয় বলেই তো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ক'রে চাওয়া হয়,

وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

"সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না।"[৫২]

৫০. বুখারী ১৩৫৯, ৪৭৭৫, মুসলিম ৬৯২৬
৫১. আহসানুল বায়ান
৫২. মুসলিম ১৮৪৮

সুচরিত্র হল দ্বীনের আত্মা

মুসলিমের সচ্চরিত্রতা যেন গোটা দ্বীনটাই। পুরো দ্বীনদারী, আনুগত্য ও পুণ্যবত্তাই যেন সচ্চরিত্রতা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ কর।"[৫৩]

আর সেই সচ্চরিত্রতার পরিপূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ (مكارم) الْأَخْلَاقِ

"আমি মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[৫৪]

সুতরাং ইসলামী সচ্চরিত্রতায় আমরা যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কয়েকটি বিষয় ঃ

১। ইসলামী সচ্চরিত্রতার উৎস হল অহী, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। যার জন্য তা সর্ব যুগের সর্ব স্থানের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উপযোগী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَنَكُمْ أخْلاَقاً

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।"[৫৫]

২। ইসলামী সচ্চরিত্রতা হল ব্যবহারিক ও বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য। শুধু তত্ত্বই নয়, বরং বাস্তবে আমলযোগ্য। আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمٍ

"তোমার মধ্যে চারটি জিনিস হলে দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও তোমার বয়ে যাবে না; ১। আমানত রক্ষা করা, ২। সত্য কথা বলা, ৩। চরিত্র সুন্দর করা এবং ৪। হালাল খাদ্য খাওয়া।"[৫৬]

৩। ইসলামী চরিত্রের উপর উদ্বুদ্ধকারী মূল জিনিস হল, মুসলিমের মনে

---

৫৩. মুসলিম ৬৬৮০-৬৬৮১

৫৪. আহমাদ ৮৯৫২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৭৩, হাকেম ৪২২১, বাইহাক্বী ২১৩০১

৫৫. বুখারী ৩৫৫৯, ৩৭৫৯, মুসলিম ৬১৭৭

৫৬. আহমাদ ৬৬৫২, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৭৩৩

মহান আল্লাহর ভয়, তাঁর স্মরণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির অনুসন্ধান।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন,

تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ

"আল্লাহ-ভীতি ও সচ্চরিত্র।"[৫৭] তিনি আরো বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا»

"নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।"[৫৮]

৪। ইসলামী চরিত্রে কেবল প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, বরং তাতে আন্তরকিতা ও আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধতা আবশ্যক। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল।"[৫৯]

৫। ইসলামী চরিত্রের বিষয়াবলী খুব যুক্তিযুক্ত ও বিবেকগ্রাহ্য। শরীয়তের প্রত্যেক আদেশ-নিষেধের পশ্চাতে একটা না একটা হিকমত আছে, যৌক্তিকতা আছে। যেমন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৬০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে

---

৫৭. তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪

৫৮. ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৯০৬, সহীহুল জামে ১৭৪৩

৫৯. বুখারী ১, মুসলিম ১৯০৭

৬০. সূরা বানী ইস্রাঈল: ৩২

চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও স্বলাতে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?[৬১]

অনুরূপ প্রত্যেক সচ্চরিত্রতার পিছনেও অবশ্যই কোন না কোন মঙ্গল আছে, হিকমত আছে। যা কারো সুস্থ বিবেক অগ্রাহ্য করে না।[৬২]

সুচরিত্র ও ঈমান

মুসলিমের সচ্চরিত্রতা কোন মযহাবী মতবাদ নয়, কোন বৈয়াক্তিক সুবিধাবাদ নয় এবং তা কোন পরিবেশগত আচার-আচরণ নয়, যা তার পরিবর্তনের ফলে চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। আসলে সচ্চরিত্রতা হল সঠিক ঈমান থেকে বিকীর্ণ আলো, যা মু'মিনের দেহ ও মনকে আলোকিত করে। সুচরিত্র কোন বিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব নয়, বরং তা একটি শিকলেরই কয়েকটি কড়া, আকীদা, ইবাদত ও ব্যবহার। সুতরাং মুসলিমের আকীদা সচ্চরিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত, তার ইবাদত সচ্চরিত্রতার সাথে জড়িত এবং তার আচার-আচরণও সুন্দর চরিত্রের সাথে মিলিত ও যুক্ত। এগুলির মধ্যে কোনও একটাতে ত্রুটি ঘটলে মু'মিনের ঈমানে ত্রুটি ঘটে থাকে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।"[৬৩]

পরিপূর্ণ মু'মিন মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলার অভ্যাস হল কাফের ও মুনাফিকের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

"যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না, তারাই শুধু মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"[৬৪]

---

৬১. সূরা মায়িদাহ: ৯০-৯১
৬২. মাকারিমুল আখলাক্ব ১২-১৩পৃ.
৬৩. বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, আসহাবে সুনান
৬৪. সূরা নাহ্‌ল: ১০৫

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সর্বদা অভিশাপকারী হতে পারে না। কথায়-কথায় বদ্দুআ দিতে পারে না।[৬৫] এমন করলে জানতে হবে, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়।

যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা যদি অপরের জন্য পছন্দ না করে, তাহলে সেও পরিপূর্ণ ঈমানের মু'মিন হতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য করে।"[৬৬]

অনুরূপ সেই ব্যক্তির ঈমানও অসম্পূর্ণ, যে পেটপূর্ণ খায় অথচ পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।"[৬৭]

যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে চরিত্রবান হতে পারে না, তার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়। একদা আল্লাহর নবী ﷺ কসম ক'রে বললেন,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ

"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।"

الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।"[৬৮]

বলা বাহুল্য, সুচরিত্র মানুষের ঈমানের দলীল। চরিত্রবান মুসলিম পূর্ণ ঈমানের মু'মিন। যে যত বেশি চরিত্রবান, সে তত বড় মু'মিন এবং যে যত বেশি পরিপূর্ণ মু'মিন, সে তত বড় সুচরিত্রের অধিকারী।

---

৬৫. *তিরমিযী ২০১৯*
৬৬. *মুসলিম ১৮০*
৬৭. *বুখারীর আদাব ১১২, ত্বাবারানী ১২৫৭৩, হাকেম, বাইহাকী ২০১৬০, সহীহুল জামে ৫৩৮২*
৬৮. *বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ১৮১*

ঈমানের সাথে সুচরিত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলেই মহান আল্লাহ ঈমানের কথা উল্লেখ ক'রে মু'মিনকে সম্বোধন করেছেন এবং চরিত্রবান হতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"[৬৯]

সুতরাং শক্তিশালী ঈমান শক্তিশালী সচ্চরিত্রতা সৃষ্টি করে। আর চারিত্রিক অবক্ষয় ঈমানে ক্ষয় ও ধস আনয়ন করে। উদাহরণ স্বরূপ লজ্জাশীলতা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إنَّ الحَيَاءَ والإِيمانَ قُرِنا جَميعاً فإذا رُفِعَ أحدُهُما رُفِعَ الآخَرُ

"অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।"[৭০]

যদি কারো ঈমান থাকে, তাহলে সে এ কাজ করবে না। আর যে এ কাজ করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلْ الْحَمَّامَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই এমন (ভোজনের) দস্তরখানে না বসে, যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় বিবস্ত্র হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ না করে।"[৭১]

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে

---

৬৯. সূরা তাওবাহ: ১১৯
৭০. হাকেম ৫৮, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩
৭১. আহমাদ ১২৫, সহীহ তারগীব ১৬৭

যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।"[৭২]

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا متفقٌ عَلَيْهِ

"আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।"[৭৩]

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

"যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।"[৭৪]

এইভাবে প্রত্যেক সুচরিত্রের সম্পর্ক কায়েম করা হয়েছে ঈমানের সাথে। আর কুচরিত্রের সম্পর্ক জোড়া হয়েছে মুনাফিকীর সাথে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।"[৭৫]

---

৭২. *বুখারী ৬১৩৮*
৭৩. *বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ৩৩৩১-৩৩৩২*
৭৪. *বুখারী ১২৮২, ৫৩৩৪, মুসলিম ৩৭৯৮-৩৭৯৯*
৭৫. *বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, মুসলিম ২১৯*

চরিত্র গঠনে ইবাদতের ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাতে কেবলই ইবাদতই আছে, মহান আল্লাহর হুকুমের তামীল আছে, তাঁর স্মরণ আছে, তা নয়। বরং তাতেও আছে মানব-চরিত্রের সুন্দর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।

উদাহরণ স্বরূপ, স্বলাত মানুষকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। নেতার নেতৃত্ব মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেয়।

স্বলাত মানুষকে নোংরা কাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রেখে চরিত্রবান বানায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে স্বলাত পড়। নিশ্চয় স্বলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।"[৭৬]

স্বলাত মহান প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে।

স্বলাত সমাজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে অভ্যাসী বানায়। জামাআতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব আরোপ করে।

যাকাতও মানুষের চরিত্র সুন্দর করে, সংশোধন ও পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে স্বাদক্বাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত ক'রে দেবে।"[৭৭]

বলা বাহুল্য, যাকাত মানুষের মাঝে বদান্যতা সৃষ্টি করে, আত্মকেন্দ্রিকতা হতে দূরে রাখে, কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতার চরিত্র থেকে পবিত্র করে।

রোযার ইবাদত তো মানুষকে মুত্তাক্বী-পরহেযগার বানানোর জন্যই ফরয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

৭৬. সূরা আনকাবূত: ৪৫
৭৭. সূরা তাওবাহ: ১০৩

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার।"[৭৮]

বলা বাহুল্য, সিয়াম রোযাদারের চরিত্র সংশোধন করে, ধৈর্যশীলতা শেখায়, যৌন-ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।"[৭৯]

সিয়ামপালনকারীর কর্তব্য সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ

"যখন তোমাদের কেউ সিয়ামপালন করবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, 'আমি সিয়াম পালনকারী।"[৮০]

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقَلْ : إِنِّى صَائِمٌ ، إِنِّى صَائِمٌ

"কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়। সিয়াম তো অসার, বাজে ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকার নাম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় অথবা তোমার সাথে কেউ মূর্খামি করে তবে তাকে বল, 'আমি সিয়াম রেখেছি। আমি সিয়াম রেখেছি।"[৮১]

---

৭৮. সূরা বাক্বারাহ-২: ১৮৩
৭৯. বুখারী ৫০৬৫-৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪-৩৪৬৬, মিশকাত ৩০৮০
৮০. বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ২৭৬২
৮১. হাকেম ১৫৭০, বাইহাক্বী ৮০৯৬, ইবনে খুযাইমা ১৯৯৬, সহীহুল জামে' ৫৩৭৬

সূচীপত্র

রোযার আসল উদ্দেশ্য সাধিত না হলে সিয়াম যে সম্পূর্ণ হয় না, সে ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল পরিহার না করল, তখন আল্লাহর কোন দরকার নেই যে, সে তার পানাহার ত্যাগ করুক।"[৮২]

স্বালাত-সিয়াম মানুষের চরিত্র গঠন করে। আবার সুচরিত্রের মাধ্যমে মানুষ স্বালাত-সিয়ামের সওয়াব লাভ করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

"অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) সিয়াম পালনকারী এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।"[৮৩]

অনুরূপ হজ্জও মানুষের চরিত্র সংশোধন করে এবং হাজীকে পাপ থেকে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো পবিত্র ক'রে সুন্দর মানুষরূপে ঘরে ফিরিয়ে আনে। হজ্জেও আছে বদান্যতা, সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও উদারতা, সংযমশীলতা ও পরহেযগারি, মহান আল্লাহর প্রতীকসমূহের তা'যীমের মাধ্যমে তাঁর তাক্বওয়া। তিনি বলেছেন,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

"সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।"[৮৪]

তিনি আরো বলেছেন,

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

৮২. *বুখারী ১৯০৩, ৬০৫৭*
৮৩. *আবু দাউদ ৪৮০০*
৮৪. *সূরা বাক্বারাহ-২: ১৯৭*

"এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।"[৮৫]

হজ্জকর্মের পুরোটাই সচ্চরিত্রতা। সেখানে হাজী সচ্চরিত্রতা প্রদর্শনে যত্নবান থাকে। কেউ কারো প্রতি রাগ দেখায় না, কেউ কাউকে গালি দেয় না, কেউ কারো প্রতি অন্যায়াচরণ করে না। মক্কায় গিয়ে প্রায় ২০ দিন মতো থাকতে হয় এবং সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ পালন ক'রে চলতে হয়। ত্রিশ লক্ষাধিক হাজী প্রত্যেক বছর সেখানে জমায়েত হয়। সেই প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে নিজের সুচরিত্র, আত্মসংযম ও আত্মসংবরণ প্রয়োগ করতে হয়। সেই নারী-পুরুষের কঠিন ভিড়ে পুরুষকে পুরুষের মতো এবং নারীকে নারীর মতো সদাচরণ প্রদর্শন করতে হয়। একই সাথে মিনা যাত্রা, সেখান হতে আরাফাত, আরাফাত হতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হতে পুনরায় মিনায় ফেরা। এই যাতায়াত ও অবস্থানের মাঝে কতটা সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা দরকার? কতটা সদাচরণ প্রয়োজন?

সুতরাং যে হাজী ৩০ লক্ষাধিক নারী-পুরুষের মাঝে প্রায় ২০ দিন সচ্চরিত্রতার অনুশীলন পায়, সে ফিরে এসে নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-প্রতিবেশী ও সমাজের সাথে সেই সদাচরণ প্রদর্শন করবে না?

বলা বাহুল্য, এইভাবে সকল ইবাদতের পশ্চাতে আছে চরিত্র গঠনের উপকারিতা, সুন্দর মানুষ হওয়ার তাকীদ এবং সচ্চরিত্রতার নির্দেশ।[৮৬]

শুধু তাই নয়, ইবাদত অপেক্ষা সুচরিত্রের গুরুত্ব বেশি। অনেকেই ইবাদত করে, কিন্তু চরিত্রে সজ্জন হতে পারে না। হয়তো-বা তাদের ইবাদত ঠিকমতো কাজে লাগে না। নচেৎ কীভাবে মুস্বাল্লী হয়ে অবৈধ নারী-প্রেমে জড়িত হতে পারে? কীভাবে একজন তাহাজ্জুদ পড়ে আবার নোংরা ফ্লিম্‌ও দেখে? কীভাবে মুস্বাল্লী মহিলা স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার প্রদর্শন করে না? শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে সদ্ভাব নেই? মুস্বাল্লী অথচ মানুষের সাথে ব্যবহার ভালো নয়?

সে যাই হোক, ইসলামে নফল স্বালাত-সিয়ামের চাইতে সচ্চরিত্রতার বেশি মাহাত্ম্য আছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে নিম্নের হাদীসটি পড়ুন।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)'

---

৮৫. সূরা হাজ্জ: ৩২

৮৬. মাকারিমুল আখলাক্ব ৩৬পৃ.

তিনি বললেন,

هِيَ فِي النَّارِ "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন,

هِيَ فِي الْجَنَّةِ "সে জান্নাতে যাবে।"[৮৭] আরো একটি হাদীস প্রণিধান করুন, এটাও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন,

إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصَلاَةٍ وَصِيامٍ وزَكَاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا ، وسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ

"আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন স্বলাত, সিয়াম ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৮৮]

প্রকৃতপক্ষেই সে নিঃস্ব, আসলেই সে একজন দেউলিয়া। এ হল সেই ব্যবসায়ীর মতো যার দোকানে হয়তো পাঁচ লক্ষ টাকার মাল আছে, কিন্তু তার দেনা আছে দশ লক্ষ টাকার। এমন ব্যবসায়ী কি আসলে লাখপতি, নাকি দেউলিয়া? আরো একটি হাদীস লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৮৭. আহমাদ ৯৬৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৪, হাকেম ৭৩০৫, সহীহ তারগীব ২৫৬০
৮৮. মুসলিম ৬৭৪৪, তিরমিযী ২৪১৮

آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।"[৮৯]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "যদিও সে সিয়াম রাখে এবং স্বলাত পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।"[৯০]

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামে ইবাদত অপেক্ষা সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশি। তাই একজন মুসলিমকে 'আবেদ' হওয়ার সাথে সাথে সুচরিত্রের অধিকারী হতে হয়। যেহেতু ইবাদত হল পুণের কাজ, আর অসচ্চরিত্রতা হল পাপ। পুণ্য করার চাইতে পাপ না করাটাই বেশি উত্তম।[৯১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল মহান চরিত্র। তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও ছিলেন সুচরিত্রবান। আর নবী হওয়ার পরে তো অবশ্যই। যেহেতু তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব রূপ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তাঁর চরিত্র কেমন ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।'[৯২]

অর্থাৎ, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর চরিত্র গঠিত ছিল। তিনি কুরআনের আদেশ পালন করতেন, নিষেধ বর্জন করতেন এবং তার অঙ্গীকার ও ধমক অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করতেন। কুরআন কারীমের যে চরিত্রের নিন্দা করা হয়েছে, তিনি সেই চরিত্র থেকে দূরে থেকেছেন। আর যে চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে, সেই চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন। আল-কুরআনই ছিল তাঁর সচ্চরিত্রতার উৎস। তার বাণীই ছিল তাঁর সুন্দর চরিত্রের অলঙ্কার।

মহান চরিত্রের অধিকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। আল-কুরআনও হল সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণাময় নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল করুণারূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

৮৯. বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০
৯০. মুসলিম ২২২
৯১. আখলাকু ফিল ইসলাম ৪পৃ.
৯২. মুসলিম ১৭৭৩, আহমাদ, আবূ দাঊদ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত (করুণা) সমাগত হয়েছে।"[৯৩]

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি; যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, তাদেরকে তুমি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ।"[৯৪]

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[৯৫]

তিনিও প্রেরিত হয়েছিলেন সারা বিশ্বের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। রহমতের কিতাবেই রহমান ঘোষণা করেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।[৯৬]

সেই রহমতের কিতাবই রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রহমতপূর্ণ চরিত্রে অলংকৃত করেছিল। তাই "তিনি ছিলেন সকল মানুষের চাইতে বেশি চরিত্রবান।"[৯৭]

যেহেতু তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। মানবতার সকল সদ্‌গুণ তাঁর মাঝে একত্রিত ছিল। সকল প্রশংসনীয় গুণের আধার ছিলেন তিনি। তাইতো মহান আল্লাহর সাক্ষ্য ছিল,

---

৯৩. সূরা ইউনুস: ৫৭
৯৪. সূরা নাহ্‌ল: ৬৪
৯৫. সূরা জাষিয়াহ: ২০
৯৬. সূরা আম্বিয়া: ১০৭
৯৭. বুখারী ৬২০৩, মুসলিম ৫৭৪৭

সূচীপত্র

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[৯৮]

মুজাহিদ উক্ত মহান চরিত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন,'দ্বীন।' অর্থাৎ, পুরো দ্বীনই তাঁর চরিত্র।

মহান চরিত্রের মাঝেই রয়েছে পরিপূর্ণ দ্বীনের বিধান। তিনিই ছিলেন দ্বীনের ধারক ও বাহক। আর সচ্চরিত্রতা সেই দ্বীনেরই বিধান।

সেই দ্বীনদারি ও ধার্মিকতা, যার বয়ান কুরআনে আছে, তাই হল তাঁর মহান চরিত্র।

আরো গভীরভাবে প্রণিধান করলে দেখা যাবে, উক্ত মহানতার কারণ হল তিনটি ঃ

এক ঃ তাঁর মধ্যে ছিল কুরআনের আদব।

দুই ঃ তাঁর মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ দ্বীন-এ-ইসলাম।

তিন ঃ তিনি ছিলেন সুশীল প্রকৃতির অধিকারী।

ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে আল্লাহর তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্রতা একত্রিত ছিল। তাক্বওয়া বান্দা ও তার প্রতিপালকের মাঝে সম্পর্ক সুন্দর করে। আর সচ্চরিত্রতা বান্দা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক সুন্দর করে। তাক্বওয়া আল্লাহর ভালোবাসা অবধারিত করে। আর সচ্চরিত্রতা মানুষকে তার ভালোবাসার প্রতি আহবান করে।[৯৯]

সচ্চরিত্রতা চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই স্তম্ভ ছাড়া সুচরিত্রের ইমারত খাড়া থাকতে পারে না। আর তা হল, ধৈর্যশীলতা, নৈতিক পবিত্রতা, সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা। সুচরিত্রের যাবতীয় আচরণের উৎসই হল এই চারটি গুণ।[১০০]

উক্ত চারটি গুণেরই গুণাধার ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তাঁর এমন বিশাল চরিত্র, যার বিশালতায় অতীতে কোন সৃষ্টি পৌঁছতে পারেনি, আর ভবিষ্যতেও পারবে না।

তিনি (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয়; রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত ছিলেন না। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারী ছিলেন না।

তিনি ছিলেন দয়াল নবী। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতেন, সত্য কথা

---

৯৮. সূরা ক্বালাম ঃ৪

৯৯. আল-ফাওয়াইদ ৫৪পৃ.

১০০. মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/৬৫৮, মাদারিজুস সালিকীন ২/৩০৮

বলতেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দিতেন, মেহমানের খাতির করতেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতেন।[১০১]

তিনি ছিলেন (রূপে-গুণে) সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, সবচেয়ে বড় দাতা এবং সবচেয়ে বড় সাহসী।[১০২]

তিনি ছিলেন বাআদব মানুষ। হাঁচির সময় নিজ মুখে হাত বা কাপড় রেখে নিতেন এবং শব্দ হাল্কা করতেন।[১০৩] হাই তুললে মুখে হাত রাখতে বলতেন।[১০৪]

তিনি প্রয়োজনে রাগতেন। আর যখন রাগতেন তখন তাঁর গণ্ডদেশ রাঙা হয়ে উঠত।[১০৫]

তিনি ছিলেন ন্যায়ের কাছে বিনম্র, কিন্তু অন্যায়ের কাছে কঠোর।

সচ্চরিত্রতা একটি ব্যাপক বিষয়। যাতে থাকে সকল সুন্দর আচরণ। ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা, গম্ভীরতা, নম্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরার্থপরতা, পরোপকারিতা, সত্যবাদিতা, সুদৃঢ়তা, সৎশীলতা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু সদ্‌গুণ তাঁর মাঝে ছিল।

তিনি অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করতেন না। তিনি সমাজের মানুষের প্রতি সমানুভূতি ও সহানুভূতি রাখতেন। যথা প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

তাঁর মাঝে বিষয়াসক্তি ছিল না। ষড়রিপু (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য) তাঁর চরিত্রে স্থান পায়নি।

তাঁর মধ্যে যশ ছিল, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ছিল, স্ফূর্তি ছিল, উদারতা ছিল, সভ্যতা ছিল, পরহিতৈষণা ছিল, বিশ্বস্ততা ছিল এবং আন্তরিকতা ছিল।

তাঁর এই সচ্চরিত্রতা ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। দ্বীনের দাঈরা যদি অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, তাহলে দ্বীনের প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে।

১০১. বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২
১০২. সঃ জামে' ৪৬৩৪
১০৩. সঃ জামে' ৪৭৫৫
১০৪. সঃ জামে' ৪২৬
১০৫. সঃ জামে' ৪৭৫৮

সালাফদের সুচরিত্রের কতিপয় নমুনা

সাহাবাগণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ না। তাঁরা ছিলেন আকাশের তারকা, হিদায়াতের প্রদীপ, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ চলার পথে আলো পেয়ে থাকে। তাঁরা ছিলেন নবীর সহযোগীরূপে সৃষ্ট একটি সম্প্রদায়।

তাঁরা ছিলেন জ্বলন্ত প্রদীপ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশী, তাঁর শিষ্য ও সহচর, ভক্ত ও ছাত্র। তাঁরা তাঁর সাথে সত্যের পতাকা উড্ডীন করেছেন।

তাঁরা রেখে গেছেন সকল সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে সুন্দর সুন্দর নমুনা। আন্তরিকতায়, কর্মে, সাহসিকতায়, সদিচ্ছায়, বদান্যতায়, আচরণে, ব্যবহারে, সর্বক্ষেত্রে তাঁদের সচ্চরিত্রতা অসাধারণ। তাঁরা মহান প্রতিপালকের নিকট নিজেদের জান-মাল বিক্রয় ক'রে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান ছিলেন। তাই তো তাঁদের পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

"যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিন (সাহাবা)দের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!"[১০৬]

তাঁদের জীবন আমাদের আদর্শ, তাঁদের চরিত্র আমাদের অনুসরণীয়, তাঁদের কর্ম আমাদের অনুকরণীয়। তাঁরা যে খোদ সুমহান চরিত্রের অধিকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কুরআনী তরবিয়তপ্রাপ্ত। তাই তাঁরা ছিলেন, "নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল।"[১০৭]

"যাঁদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও যাঁরা তাঁকে ভালবাসে, তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল।"[১০৮]

"তাঁরা সব এমন পুরুষ যাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং স্বলাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না।"[১০৯]

---

১০৬. সূরা নিসা: ১১৫
১০৭. সূরা সূরা ফাত্হ: ২৯
১০৮. সূরা মায়িদাহ: ৫৪
১০৯. সূরা নূর: ৩

আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এক ব্যক্তি গালি দিল। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমার ও জান্নাতের মাঝে বহু বাধা আছে। তা যদি আমি অতিক্রম করতে পারি, তাহলে তুমি যা বলছ, তা অপেক্ষা আমি বেশি উত্তম। আর যদি আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তুমি যা বলছ, তা অপেক্ষা আমি বেশি নিকৃষ্ট।'[১১০]

এক ব্যক্তি উম্মতের পণ্ডিত ইবনে আব্বাসকে গালি দিল। তিনি শিষ্য ইকরামাকে বললেন, 'হে ইকরামা! দেখ, লোকটার কোন প্রয়োজন আছে কি না, পূরণ ক'রে দাও!' এ কথা শুনে লোকটি মাথা নিচু ক'রে নিল এবং লজ্জিত হল।[১১১]

উমার বিন যার্রকে একজন গালি দিলে তিনি তাকে বললেন, 'ওহে অমুক! আমাদেরকে গালি দেওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। সন্ধি করার জায়গা রাখো। যেহেতু যে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আমরা তার ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করার মতো কোন বদলা পাই না!'[১১২]

আহনাফ বিন কাইসের সাথে এক ব্যক্তির রাগারাগি হল। সে বলল, 'তুমি একটা বললে দশটা শুনবে।' তার জবাবে তিনি বললেন, 'আর তুমি দশটা বললে একটাও শুনবে না!'[১১৩]

রবী' বিন খুষাইমের বিশ হাজার দামের একটি ঘোড়া চুরি হয়ে গেল। তাঁকে বলা হল, 'আপনি চোরের উপর বদ্দুআ করুন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! সে যদি ধনী হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা ক'রে দাও। আর অভাবী হলে তাকে অভাবমুক্ত ক'রে দাও!'[১১৪]

একদা খালেদ বিন অলীদ, আব্দুর রহমান বিন আওফ, আবূ যার্র ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কোন এক মজলিসে একত্রিত ছিলেন। অতঃপর কোন এক বিষয় নিয়ে তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়। বিলাল কোন এক বিষয়ে কথা বললে আবু যার্র তাঁকে 'কালুনীর বেটা' বলে উত্তর দেন।

যদিও বিলাল ছিলেন হাবশী ও কৃষ্ণাঙ্গ, তবুও তা বলে তাকে তুচ্ছ করা ইসলামের নীতি নয়। সুতরাং বিলাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর কাছে অভিযোগ জানালেন।

---

১১০. *কাশকূল ১৮৫পৃ.*
১১১. *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৭৮*
১১২. *বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮৪৬৪*
১১৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৯৩*
১১৪. *ইবনে হিব্বানের সিক্বাত ২৬২৪ন, সংক্ষিপ্ত স্বিফাতুস স্বাফওয়াহ ১/১৯৭*

রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযোগ শুনে রাগান্বিত হলেন এবং আবূ যার্রকে ডেকে বললেন, 'আবূ যার্র তুমি বিলালকে তার মা তুলে খোঁটা দিয়েছ? তুমি এমন একটা লোক, যার মধ্যে জাহেলী যুগের ছিট আছে!'

আবূ যার্র লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং নবী ﷺ কে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর গাল মাটিতে রেখে বিলালের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে বিলাল! তুমি যতক্ষণ না আমার গালে পা রেখে পার হয়েছ, আমি ততক্ষণ তা মাটি থেকে উঠাব না। তুমি সম্মানী, আমিই অসম্মানী।'

এ কথা শুনে বিলালও কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আবূ যার্র! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর কসম! আমি সেই মাথায় নিজ পা রাখতে পারি না, যে মাথা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য সিজদাবনত হয়।'

অতঃপর মুআনাকার মাধ্যমে পরস্পরকে ক্ষমা ক'রে দিলে সকলের হৃদয় পরিষ্কার হল।[১১৫]

বাকী আরো উদাহরণ অত্র পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে পরিবেশিত হয়েছে।

সচ্চরিত্রতা প্রার্থনার দুআ

মানুষ কিছু হওয়ার ইচ্ছা করলেই হতে পারে না, যদি না আল্লাহর ইচ্ছা থাকে। এই জন্য আমরা বলে থাকি, 'লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' অর্থাৎ, আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই।

এই জন্যই চরিত্রবান হওয়ার প্রচেষ্টা করার সাথে সাথে মহান প্রতিপালকের কাছে তার তওফীক প্রার্থনা করতে হবে। সুমহান চরিত্রের অধিকারী মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নবী মুহাম্মাদ ﷺ সুচরিত্র কামনা ক'রে মহান প্রভুর কাছে দুআ করতেন এবং মন্দ চরিত্র হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এখানে সে সব দুআ উল্লেখ করা হল, যাতে পাঠকও সেই প্রয়াসে দুআ করতে পারেন।

(১) স্বলাতে দাঁড়িয়ে তকবীর-এ-তাহরীমার পর পড়তে হয়।

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا

১১৫. *শাখস্বিয়্যাতুর রাসূল ১৬পৃঃ, ক্বাফেলাতুদ দাঈয়াত ১৫/১৬০*

أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْن اَللّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعاً إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ،وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ ،أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لاَ مَنْجا وَلاَ مَلْجأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ

অর্থ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার স্বলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। হিদায়াতপ্রাপ্ত সেই, যাকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[১১৬]

(২) যে কোন স্বলাতের সালাম ফেরার পর (হাত না তুলে) পঠনীয়।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وخَطايايَ كُلَّها، اللّٰهُمَّ أنْعِشْنِي واجْبُرْنِي، واهْدِني لِصالِحِ الأَعْمالِ والأَخْلاقِ، فإنَّهُ لا يَهْدِي لِصالِحِها ولا يَصْرِفُ سَيِّئَها إلاَّ أنْتَ

১১৬. *মুসলিম ১৮৪৮*

আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী অখাত্বায়ায়া কুল্লাহা। আল্লাহুম্মা আন্ইশনী অজ্বুরনী, অহদিনী লিস্বালিহিল আ'মালি অল-আখলাক্ব। ফাইন্নাহু লা য়্যাহদী লিস্বালিহিহা অলা য়্যাস্বরিফু সাইয়িআহা ইল্লা আন্ত্।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল পাপ ও ত্রুটিসমূহকে ক্ষমা ক'রে দাও। তুমি আমাকে প্রাণবন্ত কর, সংশোধন কর। আর উৎকৃষ্ট কর্ম ও চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ-প্রদর্শন কর। যেহেতু তার উৎকৃষ্টতার প্রতি তুমি ছাড়া অন্য কেউ পথ-প্রদর্শন করতে পারে না এবং তুমি ছাড়া অন্য কেউ তার নিকৃষ্টতা দূর করতে পারে না।[১১৭]

(৩) যে কোন মুনাজাতের সময় পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

আল্লা-হুম্মা কামা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাহাস্সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।[১১৮]

(৪) মন্দ চরিত্রাদি থেকে আশ্রয় চাইতে যে কোন মুনাজাতের সময় পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-ই অলআদওয়া-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১১৯]
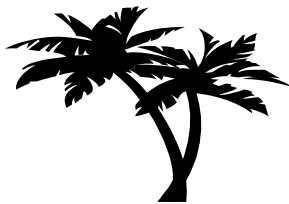
১১৭. হাকেম ৫৯৪২, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৯০৯, স্বাগীর ৬১০, সঃ জামে' ১২৬৬
১১৮. আহমাদ ৩৮২৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮৫৪৩, ইবনে হিব্বান ৯৫৯, সঃ জামে' ১৩০৭
১১৯. সঃ তিরমিযী ৩/১৮৪, সঃ জামে' ১২৯৮

সচ্চরিত্রতার মূলসূত্র

সচ্চরিত্রতার মূলসূত্র চারটি সদ্‌গুণ ঃ

➢ এক ঃ হিকমত

হিকমত বলতে বুঝানো হয়, এমন সুকৌশল ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা, যার দ্বারা সকল স্বেচ্ছাধীন কর্মে ভুল থেকে সঠিককে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ হিকমত-ওয়ালা মানুষ ভুলে পতিত হয় না, তার পদস্খলন ঘটে না, ভুল সিদ্ধান্ত নেয় না, ফিতনায় পড়ে না, ফিতনা সৃষ্টি করে না। যেহেতু সে লাঠির মাঝখানে ধরে সমতা বজায় রাখে, প্রত্যেক জিনিসকে তার স্বস্থানে রাখে।

➢ দুই ঃ ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি সদ্‌গুণ, যার অধিকারী কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য ষড়ুবর্গের আক্রমণের সময় নিজেকে বিজয়ী রাখতে পারে। উক্ত রিপুসমূহকে পরাজিত ও দমন ক'রে প্রয়োজনানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে।

➢ তিন ঃ বীরত্ব ও সাহসিকতা

এ গুণটিও রাগ ও ক্রোধ দমনে সহায়ক হয়। যেহেতু আসল বীর হল সেই, যে নিজ ক্রোধ দমনে বীরত্ব প্রদর্শন করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

"শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুশ্‌তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।"[১২০]

যেমন উক্ত গুণটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সহযোগিতা করে।

➢ চার ঃ চারিত্রিক পবিত্রতা

উল্লিখিত সদ্‌গুণটি যৌন-সংক্রান্ত পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। নিজ সুস্থ বিবেক ও দ্বীনদারী দ্বারা নিজেকে সকল প্রকার যৌন-নোংরামি থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে সহযোগিতা করে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত চারটি মৌলিক সদ্‌গুণ প্রয়োগে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। নচেৎ কম-বেশি হলে অভীষ্ট লাভে সফল হওয়া সম্ভব হবে না।

বলা বাহুল্য, মধ্যমভাবে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে পারলে মানুষ বিচক্ষণ হবে, সুবুদ্ধির অধিকারী হবে, ধারণার সঠিকতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে,

---

১২০. আহমাদ, বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯, মিশকাত ৫১০৫

সজাগ ও সতর্ক হবে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হলে মন্দ গুণ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কূট ষড়যন্ত্র, কুচক্রান্ত, ধোঁকাবাজি, ফন্দিবাজি, চালাকি, চাতুর্য, প্রতারণা ইত্যাদি। আর উক্ত ব্যাপারে শৈথিল্য হলে অন্য কিছু বদগুণ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বোকামি, মেড়ামি, আহাম্মকি, অসতর্কতা ইত্যাদি।

সাহসিকতাকে মধ্যমভাবে ব্যবহার করতে পারলে মানুষ দানশীল হবে, মহানুভব হবে, অপরের প্রাণ রক্ষা করতে আগ্রহী ও সাহসী হবে, স্বার্থপরতাকে কুরবানী দিয়ে পরার্থপর হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত হবে, ধৈর্যশীল ও সহ্যশীল হবে, রাগদমনকারী ও গম্ভীর হবে, ধীর-স্থির হবে ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে তাতে অতিরঞ্জন করলে দুঃসাহসিক হবে, বেপরোয়া ও উন্নাসিক হবে, দাম্ভিক ও অহংকারী হবে ইত্যাদি। আর তাতে শৈথিল্য করলে লাঞ্ছনা ও অপমান হজমে অভ্যস্ত হবে, অল্প শোকে কাতর হয়ে পড়বে, নীচতা, হীনতা ও পরাধীনতা বরণ করতে আগ্রহী হবে, কর্তব্যপালনে পিছপা থাকবে ইত্যাদি।

চারিত্রিক পবিত্রতাকে পরিমিতভাবে ব্যয় করলে মানুষের মাঝে দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্যশীলতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হবে। নিজের যা আছে তাই নিয়ে তুষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ হবে, অর্থাৎ লোভী হবে না। হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে ইত্যাদি। আর তাতে বাড়াবাড়ি করলে লোভী হবে, তার মাঝে অশ্লীলতা ও নোংরামি দেখা যাবে, ভেড়ামি ও ঈর্ষাহীনতার শিকার হবে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অসচেতন হবে, হিংসাপরায়ণ হবে, ধনীর পাচাঁটা গোলামে পরিণত হবে, দরিদ্রকে ঘৃণা করবে ইত্যাদি।

মোটকথা উক্ত মৌলিক চারটি সদ্‌গুণের অধিকারী হলে অবশিষ্ট শাখায়িত গুণাবলীতে মানুষ গুণান্বিত হবে। তবে সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণরূপে উক্ত চারটি সদ্‌গুণের অধিকারী হতে সক্ষম হবে না। একমাত্র তার অধিকারী ছিলেন একজনই। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহান আল্লাহ যাঁকে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[১২১]

১২১. *সূরা ক্বালাম ৪৪, দ্রঃ মাকারিমুল আখলাক্ব ২৮পৃ.*

চারিত্রিক কর্ম ও গুণাবলী বা সদাচরণবালী

➢ তাক্বওয়া

তাক্বওয়া বা পরহেযগারি সচ্চরিত্রতার মূল বলা যেতে পারে। দ্বীনদারি ও পরহেযগারি যার মধ্যে আছে, সে কোনদিন দুশ্চরিত্র হতে পারে না। আল্লাহ-ভীতি যার মধ্যে আছে সে অবশ্যই চরিত্রবান।

মহান প্রতিপালক নিজ পবিত্র গ্রন্থে বহুবারই মুসলিমকে তাক্বওয়া অবলম্বন করতে বলেছেন। তাক্বওয়ার পরিচ্ছদ দিয়ে সৌন্দর্য অবলম্বন করতে বলেছেন।

তাক্বওয়া অবলম্বন করলে মানুষ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি পায় ও হক-বাতিলের পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে।

তাক্বওয়ার সাথে জীবনযাপন করলে মানুষ শ্লীলতা-অশ্লীলতার মাঝে তফাৎ করার প্রয়াস লাভ করে।

তাক্বওয়ার পথে চললে মানুষ দুশ্চরিত্রতার ভ্রষ্টতা থেকে রেহাই পেতে পারে।

তাক্বওয়ার পথ মানেই সচ্চরিত্রতার পথ, সুখের পথ ও জান্নাতের পথ।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।"[১২২]

তাক্বওয়া না থাকলে মানুষ দুশ্চরিত্র হয়, নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট হয়। পাপাচারী ও দুষ্কৃতী হয়। এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহকে।' বলা হল, 'মানুষের মধ্যে কাকে?' বললেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে না, তাকে।' বলা হল, 'তা কেন? বললেন, 'যেহেতু যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে সব কিছু করতে পারে।'

তাক্বওয়া হল সংযমের বাঁধন। আর তা ছিন্ন হলে উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খলতা বন্যার মত প্রবাহিত হয়। সেই বন্যাতে মানুষের সংস্কার, শিক্ষা, চরিত্র সবই অনায়াসে ভেসে যায়; এমনকি শেষে লজ্জাও আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন সে কোন পাপেই ভয় করে না, লজ্জা করে না। 'লজ্জা নাই যার, রাজাও মানে হার।'

---

১২২. *তিরমিযী ২০০৪ ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪*

সূচীপত্র

➢ বিনয়

চরিত্রবানের একটি চরিত্র হল বিনয়। অমুসলিম হলেও অনেকের মাঝে এ চরিত্র প্রকৃতিগতভাবে থাকে। অনেকে শিক্ষিত হলে বিনয়ী হয়। শিক্ষা যত বাড়ে, বিনয় তত বৃদ্ধি লাভ করে। বিশেষ ক'রে ইসলামী শিক্ষা মানুষকে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী ক'রে তোলে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

"আল্লাহ তাআলা আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার অবলম্বন কর। যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো প্রতি যুলুম না করে।"[১২৩]

বিনয়ী হওয়া মানে নিচে নামা নয়, ছোট হওয়া নয়। বরং বিনয়ে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিশীল হয়। বিনয়ী মানুষের সম্মান ঋদ্ধিলাভ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ

"দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না। বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।"[১২৪]

মাটির মানুষ কিছুদিন পর মাটিতেই মিশে যাবে। নিকৃষ্ট শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্ট প্রাণীর অহংকার শোভা পায় না। পানি থেকে জন্ম জিনিসের আগুনের মতো গরম হওয়া সমীচীন নয়। কেউ হলে তার জন্য পরকালে আগুনই হবে প্রকৃষ্ট ঠিকানা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

"আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।"[১২৫]

---

১২৩. মুসলিম ৭৩৮৯
১২৪. মুসলিম ৬৭৫৭, প্রমুখ
১২৫. বুখারী ৪৯১৮, মুসলিম ৭৩৬৬

যে বিনয়ী না হয়ে অহংকারী হয়, তার ঠিকানা বেহেশ্ত হতে পারে না। মানুষকে ছোট করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং হক জানা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করা, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করা, তা অমান্য ও বর্জন করা মানুষের অহংকার ছাড়া আর কী হতে পারে?

এ ছাড়া ভালো পরিধান করা ও সাজ-সজ্জা করাতে অহংকার নেই। অহংকারের মূল 'অহম' চিন্তাধারাই হল কুচরিত্রের লক্ষণ। একদা মহানবী ﷺ বললেন,

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন,

إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"[১২৬]

হ্যাঁ, সত্য প্রত্যাখ্যান করা চরিত্রবান বিনয়ী মানুষের কাজ নয়। অহংকারপ্রসূত এমন চরিত্রের কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যখন ওদের নিকট আমার বাক্য আবৃত্তি করা হয়, তখন ওরা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়; যেন ওরা তা শুনতে পায়নি; যেন ওদের কান দু'টি বধির। অতএব ওদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।"[১২৭]

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে (নিজ মতবাদে) অটল থাকে; যেন সে তা শোনেইনি। সুতরাং ওকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।"[১২৮]

১২৬. *মুসলিম ২৭৫, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬*
১২৭. *সূরা লুক্বমান: ৭*
১২৮. *সূরা জাষিয়াহ: ৭-৮*

আর এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

"যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার।"[১২৯]

এই শ্রেণীর লোকেদেরকে যখন বলা হয়, 'পাপ করছ কেন?' তখন তারা লজ্জিত না হয়ে জবাবে নাক সিঁটকে বলে,

'তুমি খুব ভালো। তুমি নিজের ঘর সামলাও। তোমার অমুক কী করছে? নিজের চরকায় তেল দাও। আমাকে শিখাতে হবে না।' ইত্যাদি।

চরিত্রবান বিনয়ী নারী-পুরুষ কোন অন্যায় বা ভুল ক'রে ফেললে তা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। যেহেতু ভুল ক'রে ধরিয়ে দেওয়ার পরেও জেনেশুনে তা স্বীকার না করা এক মহাভুল। পরন্তু ভুল স্বীকারে মানুষের মর্যাদা কমে যায় না, বরং তাতে মহতের মহত্ত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ভুল স্বীকার না করা অহংকারীর লক্ষণ।

সুন্দর পোশাক পরিধান করলে এবং মনের ভিতরে অহংকার না থাকলে সমস্যা নেই। তবে পোশাক-পরিচ্ছদের ভিতরেও আছে অহংকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যান্ট্, পায়জামা মাটিতে) ছেঁচড়াবে।"[১৩০]

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ

"কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।"[১৩১]

১২৯. *সূরা বাক্বারাহ-২: ২০৬*
১৩০. *বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ৫৫৮৪*
১৩১. *মুসলিম ৩০৬*

একই কারণে পুরুষকে স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হয়নি। যেহেতু তাতে বিনয়ীর বিনয় লয় হতে পারে। বলা বাহুল্য, সুচরিত্রবান এমন কোন মুসলিম পুরুষকেই আপনি দেখতে পাবেন না, যে স্বর্ণের কোন জিনিস ব্যবহার করে অথবা রেশমবস্ত্র পরিধান করে অথবা পায়ের গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে।

পানাহারের উপবেশনেও বিনয়ীর বিনয় পরিলক্ষিত হতে পারে। আমাদের বিনয়ী নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً "আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না।"[১৩২]

তিনি হেলান দিয়ে খেতে নিষেধও করেছেন।[১৩৩]

যেহেতু অনুরূপ বসা বিনয়ীদের লক্ষণ নয় এবং হেলান দিয়ে খেলে বেশী খাওয়া হয়। আর বেশী খাওয়া তাঁর বাঞ্ছনীয় ছিল না।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী ﷺ এর একটি পাত্র ছিল যাকে 'গার্রা' বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো। একদা চাশ্তের সময়ে যখন চাশ্তের স্বলাত পড়ার পর ঐ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল---অর্থাৎ, তাতে 'সারীদ' (মাংস ও খণ্ড খণ্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন। (এরূপ দেখে) জনৈক বেদুঈন বলল, 'এ কেমন বসা?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً

"নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে ভদ্র (বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি।"[১৩৪]

তিনি বলতেন, "দাস যেভাবে খায়, আমি সেইভাবে খাই। দাস যেভাবে বসে, আমিও সেইভাবে বসি।"[১৩৫]

তিনি মাটিতে বসতেন, মাটিতে বসে খেতেন, ছাগল বাঁধতেন এবং ক্রীতদাস যবের রুটি খেতে দাওয়াত দিলেও তা গ্রহণ করতেন।[১৩৬]

তিনি ক্রীতদাসের সাথে খেতেন। নিম্নমানের খাবার খেতে দাওয়াত দিলেও তা গ্রহণ করতেন। পুরনো তেল দিয়ে যবের রুটি খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তা খেয়ে আসতেন।[১৩৭]

---

১৩২. *বুখারী ৫৩৯৮*
১৩৩. *সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১২২*
১৩৪. *আবূ দাঊদ ৩৭৭৫, ইবনে মাজাহ ৩২৬৩*
১৩৫. *সঃ জামে' ৭*
১৩৬. *সঃ জামে' ৪৯১৫*
১৩৭. *সঃ জামে' ৪৯৩৯*

সূচীপত্র

তিনি বলতেন,

مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارُ بِالأَسْوَاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا

"সে ব্যক্তি অহংকারী নয়, যার সাথে তার খাদেম আহার করে, বাজারে গাধায় চড়ে এবং ছাগী বেঁধে দোহন করে।"[১৩৮] তিনি আরো বলতেন,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

অর্থাৎ, যদি আমাকে ছাগলাদির পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব।[১৩৯]

তিনি পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি নিজের জুতা পরিষ্কার ও সিলাই করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন, স্বহস্তে নিজ কাপড় পরিষ্কার করতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়িতে সংসারের কাজ করে, অনুরূপ তিনিও কাজ করতেন।[১৪০]

তিনি মহান নেতা ও ইমামে আ'যম হয়েও নিজের খিদমত নিজেই করতেন। যদিও তাঁর দাস-দাসীও ছিল। কিন্তু বিনয়াপ্লুত প্রকৃতি তাঁকে এমন সকল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং সে সবকে নিজের মান-সম্মানের পরিপন্থী বলে মনে করতেন না।

তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হতেন এবং পিছনে অন্যকে সওয়ার-সঙ্গীও করে নিতেন।[১৪১] আর এ কাজকে সম্মানহানিকর ভাবতেন না। বরং তা ছিল তাঁর বিনয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাঁদের শিশুদেরকে সালাম দিতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতেন।[১৪২]

মদীনার ক্রীতদাসীদের মধ্যে কোন কোন ক্রীতদাসী নবী ﷺ এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত।[১৪৩]

---

১৩৮. আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৫০, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৮১৮৮, সহীহুল জামে ৫৫২৭
১৩৯. বুখারী ২৫৬৮
১৪০. সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১/২১৫, সহীহুল জামে' ৪৯৩৭, ৪৯৪৬, ৪৯৯৬
১৪১. সঃ জামে' ৪৯৪৫
১৪২. সঃ জামে' ৪৯৪৭
১৪৩. বুখারী ৬০৭২

বলা বাহুল্য, মহিলা বা শিশু বলে তিনি তাদেরকে তুচ্ছ করতেন না। শিশুকে তিনি সালাম দিতেন।[১৪৪] তাতে তাঁর বিনয় প্রকাশ পেত এবং শিশুদের মনে আনন্দ।

তিনি শিশুদেরকে নিয়ে খেলাতেন। আদর করে উম্মে সালামার শিশুকন্যা যয়নাবকে 'যুয়াইনাব' বলতেন।[১৪৫]

মাহমূদ বিন রাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বয়স তখন পাঁচ বছর। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেলাচ্ছলে বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তাঁর মুখে কুল্লি করে দিয়েছিলেন।[১৪৬]

কোথায় সে চরিত্র? কোথায় সে আদর্শ? মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সে চরিত্রের অনুসরণ নেই। আলেম হওয়া সত্ত্বেও সে চরিত্রের আমল নেই। কেউ তো শিক্ষা উচ্চ বলে তিনি এত উচ্চে পৌঁছে গেছেন যে, তাঁর সাথে কথা বলা যায় না, তাঁর সাথে দেখা করা যায় না। এক দস্তরখান বা এক মজলিসে বসলেও কথা বলেন না। এক জালসার বক্তা হয়েও পরিচয় জানতে চান না। কারণ তিনি কোন প্রদেশের নেতা বা আমীরে জামাআত!

অনেকের মাল বৃদ্ধি পেলে অহংকার বৃদ্ধি পায়। বেতন বেশি হলে আর কারো সাথে মেশেন না। কারো সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বেশি হলে অন্য কাউকে আর পাত্তা দেন না। অনেকে ইল্‌মী গোমড়ে গোমড়ামুখ থাকেন। কারো সাথে কুশল-বিনিময় করতে চান না, ফোনেও জবাব দেন না। এতে নাকি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট হয়!

পক্ষান্তরে প্রকৃতত্ব এই যে, অনেক বড় মানুষ আছেন, যাঁর সামনে গেলে নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত বড় মানুষ হলেন তিনিই, যাঁর সামনে গেলে কেউ নিজেকে ছোট ভাবে না। আর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন তিনি, যাঁর মেজাজ বড় ঠাণ্ডা। যাঁর স্বভাব হল মিশুক। বিনয়ের সাথে যিনি সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

দুনিয়া পেয়ে খোশ হওয়া ভালো নয়। বড় চাকরি পেয়ে অথবা ব্যবসায় প্রচুর লাভ পেয়ে মনে মনে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কেউ ধন নিয়ে দম্ভ করলে কারূনের ইতিহাস স্মরণ করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে

১৪৪. ঐ ৫০১৪
১৪৫. ঐ ৫০২৫
১৪৬. বুখারী ৭৭, মুসলিম ১৫৩০

বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।' আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।' অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। পূর্বদিন যারা তার (মত) মর্যাদা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখ, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি মাটিতে ধসিয়ে দিতেন। দেখ, অকৃতজ্ঞরা সফলকাম হয় না।' এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম।[১৪৭]

সুতরাং এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে গর্ব হয়, দম্ভ প্রকাশ পায়, অহংকার ফুটে ওঠে।

নিজের যা আছে, তার থেকে কম বলা ভালো। মিথ্যা বলে নয়, প্রকাশ না ক'রে।

সামনে কেউ দম্ভ করলে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয়। তার সামনে ছোট হতে হয়, তাহলে সে লজ্জিত হয়।

---

১৪৭. *সূরা ক্বাসাস্ব: ৭৬-৮৩*

সূচীপত্র

বিনয়ী চরিত্রবানের উচিত নয়, গর্বভরে চলাফেরা করা বা চলনে অহংকার প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।"[১৪৮] সেই উপদেশ দিয়েই লোকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না (অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না।"[১৪৯]

মহান স্রষ্টা এমন উদ্ধতকে ভালোবাসেন না বলেই দুনিয়াতেই এক ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছেন, যাতে অহংকারীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ

"একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।"[১৫০]

আর কিয়ামতেও এমন উদ্ধত মানুষ মহান আল্লাহর ক্রোধভাজন থাকবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।"[১৫১]

---

১৪৮. সূরা বানী ইস্রাঈল: ৩৭
১৪৯. সূরা লুক্বমান: ১৮
১৫০. বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ৫৫৮৬
১৫১. আহমাদ ৫৯৯৫, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/১৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭

এমন অহংকারীকে কি কোন মানুষও পছন্দ করে? কক্ষনো না। অহংকারী নিজেকে অনেক উপরে ভাবে। যেন সে হিমালয়ের উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছে। তাই সে সকল মানুষকে ছোট দেখে। আর অবশ্যই মানুষেও তাকে ছোটই দেখবে, বড় নয়।

অহংকারীরা মানুষকে নেহাতই ক্ষুদ্র ভাবে বলে কিয়ামতে তাদেরকে ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়ার মতো জমায়েত করা হবে।[১৫২]

বলা বাহুল্য, চরিত্রবানের চলন হবে রহমানের বান্দার মতো। যার গুণ বর্ণনা ক'রে রহমান বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

"তারাই রহমানের বান্দা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।[১৫৩]

চরিত্রবান বিনয়ী চায় না যে, তার জন্য কোন মানুষ উঠে দণ্ডায়মান হোক। অথবা লোকে তার সামনে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাক। মনে মনে এমন অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কামনা করলে সে অহংকারীতে পরিণত হবে। আর তার পরিণাম অবশ্যই ভালো নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।"[১৫৪]

বিনয়ী অপরের চোখে বড় হলেও নিজের চোখে বড় হয় না। আর নিজে বড় না হলে বাপ-দাদাকে নিয়ে বড় সাজতে চায় না। বাপদাদা বা বংশ নিয়ে গর্ব করা বিনয়ী মানুষের পরিচয় নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

"লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়।

---

১৫২. *আহমাদ ৬৬৭৭, তিরমিযী ২৪৯২*
১৫৩. *সূরা ফুরক্বান: ৬৩*
১৫৪. *আবূ দাঊদ ৫২৩১, তিরমিযী ২৭৫৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭*

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।"[১৫৫]

বংশ নিয়ে গর্ব করা জাহেল মানুষের কাজ, জাহেলী যুগের জাহেল লোকেদের প্রথা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ

"আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।[১৫৬]

পক্ষান্তরে ইসলামী পরিবেশের আচরণ হল, মু'মিন বিনয়ী হবে, সহজ ও সরল হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ إِنْ قِيدَ انْقَادَ، وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ

"মুমিনগণ সরল-বিনম্র হয়। ঠিক লাগাম দেওয়া উটের মত; তাকে টানা হলে চলতে লাগে এবং পাথরের উপরে বসতে ইঙ্গিত করলে বসে যায়।"[১৫৭]

আর তাদের জন্যই রয়েছে উপযুক্ত পুরস্কার, জান্নাতের মহল। সরল মনের বিনয়ী লোকেরা জাহান্নামে যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَيِّنًا هَيِّنًا سَهْلاً حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"যে ব্যক্তি বিনম্র ও সরল-সিধা হবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।"[১৫৮]

একদা রাত্রে উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক মেহমান ছিল। তিনি কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তেলের বাতি নিভুনিভু হল। মেহমানটি বলল, 'বাতিটা ঠিক করে দিই।' তিনি বললেন, 'মেহমানকে কাজে লাগানো বা মেহমানের নিকট থেকে খিদমত নেওয়া আতিথেয়তা বিরোধী।' বলল, 'তাহলে চাকরকে জাগিয়ে দিই।' বললেন, 'ও এই মাত্র প্রথম ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাও না।' অতঃপর তিনি নিজে উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে ঠিক করলেন।

---

১৫৫. তিরমিযী ৩৯৫৫, আহমাদ, আবূ দাঊদ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৫৪৮২
১৫৬. মুসলিম ২২০৩, ইবনে মাজাহ ১৫৮১
১৫৭. বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৮১২৯, সহীহুল জামে ৬৬৬৯
১৫৮. হাকেম ৪৩৫, বাইহাকী ২১৩২৭, সহীহুল জামে ৬৪৮৪

মেহমানটি বলল, 'আপনি নিজে কষ্ট করলেন, হে আমীরুল মু'মেনীন!' তিনি উত্তরে বললেন, '(তেল ভরতে) গেলাম তখন আমি উমার বিন আব্দুল আযীয ছিলাম, আর এলাম তখনও আমি উমার বিন আব্দুল আযীয। আমার মধ্যে কিছুই কমে যায়নি। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।'[১৫৯]

উদারতা

উদারতা এক সচ্চরিত্রতার নাম। অতিরঞ্জন, গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ির চরিত্র পছন্দনীয় নয় ইসলামে। উদারতা ও সরলতা ইসলামে বরণীয়। ধার্মিকতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দ্বীন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?' তিনি বললেন,

الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ। "একনিষ্ঠ সরল।"[১৬০]

এ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই। এ ধর্মের মানুষদের মাঝে অস্পৃশ্যতা নেই। বলপূর্বক কারো ঘাড়ে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার রীতি নেই ইসলামে। আর যে চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তার ইসলাম গ্রহণযোগ্যও নয় আল্লাহর কাছে।

চরিত্রবান মুসলিম অমুসলিমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। সে তার কথাবার্তা ও আচরণে অমুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি বিকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে না।

চরিত্রবান মুসলিম অমুসলিমের পাশাপাশি শান্তির সাথে বসবাস করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখে, পার্থিব লেনদেনে শরীক হয় এবং তাদের হিদায়াত কামনা করে। যেহেতু মহান প্রতিপালক বলেছেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"[১৬১]

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সব ধর্ম সমান মানতে হবে। যেহেতু ইসলামই মহান আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র ধর্ম।

---

১৫৯. আল-বিদায়াহ অন্‌নিহায়াহ ৯/২০৩
১৬০. আহমাদ ২১০৭, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮১
১৬১. সূরা মুমতাহিনাহ: ৮

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম।"[১৬২]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।"[১৬৩]

উদারতা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার মানে এই নয় যে, মুসলিম-অমুসলিম বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করতে হবে। পরস্পরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। যদি কেউ অন্যায় ও অসত্যের সাথে আপোস করতে বলে, তাহলে তাকে বলুন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"বল, হে অস্বীকারকারীর দল! আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা ক'রে থাক। এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন (শির্ক) তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন (ইসলাম) আমার জন্য।"[১৬৪]

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উদার ও সরল হয় চরিত্রবান মুসলিম। যেহেতু এমন মানুষ মহানবী ﷺ এর দুআতে শামিল হয়। তিনি বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, ঋণ পরিশোধ কালে উদার এবং ঋণ আদায়কালেও উদার।"[১৬৫]

নিজ স্বামী-সংসারে সরলা হয় চরিত্রবতী মুসলিম নারী। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতার শিকার হয় না সে। যা জোটে তাই খায়, তাই পরে। অতিরিক্ত কিছুর জন্য চাপ সৃষ্টি বা অভিমান করে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করে না।

---

১৬২. সূরা আলে ইমরান-৩: ১৯
১৬৩. সূরা আলে ইমরান-৩: ৮৫
১৬৪. সূরা কাফিরূন
১৬৫. বুখারী ২০৭৬, ইবনে মাজাহ ২২০৩, সহীহুল জামে' ৩৪৯৫

সূচীপত্র

সরল মনে স্বামীর ভালোবাসার অধিকারিণী হয়। তার সাথে কোন ছলাকলা বা চাতুর্য ব্যবহার ক'রে তাকে ধোঁকা দেয় না। সংসারের কারো প্রতি হিংসা করে না। তার মনে কারো প্রতি কোন কূটিলতা থাকে না, প্যাঁচ থাকে না। কথায় হয় অকপট ও সরল। প্রত্যেক স্বামী চায় এমনই সহধর্মিণী।

'আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা, কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি নানা ভান।
প্রাণ খোলা, মন খোলা, আপনি আপনা ভোলা,
তার স্নেহ-প্রীতি সবি হৃদয়ের টান।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।।'

স্ত্রীর জন্যও চরিত্রবান স্বামী হয় উদার-চিত্ত। ভালোবাসায় উজাড় করা বুক, সরল বাক্যে প্রেম ও হাসি-ভরা মুখ এবং ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ ক'রে স্ত্রীর ভুলকে ফুল দ্বারা পরিণত করে। চলার পথে একটা দোষ দেখে তার অন্য গুণাবলীকে দৃষ্টিচ্যুত করে না। মহানবী ﷺ এর নির্দেশ,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।"[১৬৬]

তবে সরল হওয়া মানে আঁচল-ধরা 'দাইয়ুস' হওয়া নয়। কারণ তা হলে তো বেহেশ্তই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে তার জন্য।

উদার হওয়ার মানে এই নয় যে, স্ত্রীকে বেপর্দা করতে হবে, বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দিতে হবে, মিশ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠাতে হবে, বয়ফ্রেণ্ড গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, একাকিনী বাজার যাওয়ার বা সফর করার অনুমতি দিতে হবে, পুরুষদের সাথে চাকরি করতে দিতে হবে, ইচ্ছামতো থাকার ও বাইরে যাওয়া-আসার স্বাধীনতা দিতে হবে ইত্যাদি। যেহেতু স্বাধীনতা পুণ্যময়ী স্ত্রীকেও নষ্ট ক'রে ফেলে।

এ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ অনুদার। অধিকাংশ মানুষ হক জানে না, হক মানে না। হক গ্রহণে উদারতা প্রদর্শন করে না, বরং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। হক মানতে তর্ক-বিতর্ক করে। এই শ্রেণীর বিতর্কপ্রিয় মানুষদের কথা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

১৬৬. *মুসলিম* ৩৭২১

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

“আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে; যাতে তার দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ ক'রে দেয়। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী ও যার দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সে সবকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ ক'রে থাকে।”[১৬৭]

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

“কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।”[১৬৮]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

“কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল এবং ওরা সত্যকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, ফলে আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!”[১৬৯]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

“মানুষের মধ্যে কতক আছে যারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।”[১৭০]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ - ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ - ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

---

১৬৭. *সূরা কাহফ: ৫৬*
১৬৮. *সূরা মু'মিন: 8*
১৬৯. *সূরা মু'মিন: 8-৫*
১৭০. *সূরা হাজ্জ:৩*

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। (সে বিতণ্ডা করে) ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করবার জন্য; তার জন্য ইহলোকে রয়েছে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাব জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সেদিন তাকে বলা হবে,) এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।” *(হাজ্জ ঃ ৮-১০)*

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

“যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়---তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের নিকট অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর ক'রে দেন।” *(মু'মিন ঃ ৩৫)*

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যা সফল হওয়ার নয়। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”[১৭১]

পক্ষান্তরে তিনি এই উম্মতকে আমভাবে তর্ক করতে অনুমতি দেননি। বিধর্মীদের সাথে তর্ক করতে হলে সৌজন্যের সাথে করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“সৌজন্যের সাথে ছাড়া তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান)দের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না; তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সাথে (তর্ক) নয়। আর বল, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।”[১৭২]

১৭১. *সূরা মু'মিন: ৫৬*
১৭২. *সূরা আনকাবূত: ৪৬*

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত।"[১৭৩]

আর স্বধর্মাবলম্বীদের সাথে তর্ক করতে আমভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ ক'রে আল্লাহর কিতাব ও তার অর্থ বা ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা মোটেই বৈধ নয়। একদা কুরআনী কোন বিষয় নিয়ে কিছু সাহাবাকে তর্ক করতে দেখে নবী ﷺ বললেন,

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ

"থামো হে লোক সকল! নবীদের ব্যাপারে মতভেদ এবং কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে তোমাদের পূর্বের বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এভাবে অবতীর্ণ হয়নি যে, তার একাংশ অন্য অংশকে মিথ্যায়ন করবে। বরং তার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা তোমরা বুঝতে পার, তার উপর আমল কর এবং যা বুঝতে পার না, তা তার জ্ঞানীর দিকে ফিরিয়ে দাও।"[১৭৪] তিনি আরো বলেছেন,

الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ

"কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।"[১৭৫]

আসলে চরিত্রবান উদার হয়, মু'মিনের ঈমান হয় অকপট প্রত্যয় ও সরল বিশ্বাস, মুসলিমের ইসলাম হয় দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ ও নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য। তার তর্কের প্রয়োজন হয় না, তর্কে জড়ায়ও না। যেহেতু সে বিতর্ক করতে আদিষ্ট নয়, সে আদিষ্ট প্রচার করতে ও পৌঁছে দিতে। আসলে তর্ক করে মুসলিম সমাজে বসবাসকারী মুসলিম নামধারী কিছু মুনাফিক অথবা কাফেরদের ছত্রছায়ায় বসবাসকারী কিছু ক্রীতমস্তিষ্কের মুর্তাদ। তারাই কুরআন নিয়ে নানা সন্দিহান ও

১৭৩. সূরা নাহ্ল: ১২৫
১৭৪. আহমাদ ৬৭০২, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ১/২১৮
১৭৫. আবূ দাঊদ ৪৬০৫, ইবনে হিব্বান ১৪৬৪, সহীহ তারগীব ১৩৮

বিতর্ক সৃষ্টি ক'রে ভিতর থেকে ইসলামকে দুর্বল করার অপচেষ্টা করে। আর সত্য কথা এই যে, তারা তর্কে সফলতা লাভ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

«لَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ وَلَا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ , فَوَاللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ , وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ»

"তোমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করো না এবং আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ দ্বারা কিছু অংশকে মিথ্যাজ্ঞান করো না। আল্লাহর কসম! মু'মিন কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে পরাজিত হবে এবং মুনাফিক কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে বিজয়ী হবে।"[১৭৬]

যিয়াদ বিন হুদাইর বলেন, একদা আমাকে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'তুমি জান কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন,

«يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ»

'ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং ভ্রষ্টকারী শাসকদের রাষ্ট্রশাসন।'[১৭৭]

উদার হওয়া ভালো, তর্ক করা ভালো নয়। প্রকৃত আলেম তর্কে জড়ান না। তর্ক করার জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করাও বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ

"যে ব্যক্তি উলামাদের সাথে তর্ক করার জন্য, অথবা মূর্খ লোকেদের সাথে বচসা করার জন্য এবং জন সাধারণের সমর্থন (বা অর্থ) কুড়াবার জন্য ইল্‌ম অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নাম প্রবেশ করাবেন।"[১৭৮]

لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَالنَّارُ النَّارُ

"তোমরা উলামাগণের সাথে তর্ক-বাহাস করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করো না, ইল্‌ম দ্বারা মূর্খ লোকেদের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডা করো না এবং তদ্দ্বারা আসন, পদ বা নেতৃত্ব) লাভের আশা করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"[১৭৯]

---

১৭৬. *ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৪৭*
১৭৭. *দারেমী ২১৪*
১৭৮. *তিরমিযী ২৬৫৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, হাকেম ২৯৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭২, সহীহ তারগীব ১০০*
১৭৯. *ইবনে মাজাহ ২৫৪, ইবনে হিব্বান ৭৭, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭১, সহীহ তারগীব ১০১*

তর্কে অনেক সময় হককে বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়। আর সে ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী লাভ হয়? আর এই জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

"হিদায়াতপ্রাপ্তির পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে সেই জাতির মধ্যেই কলহ-প্রিয়তা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন।

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

অর্থাৎ, তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।[১৮০]

তর্কপ্রিয় মানুষ মহান প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় নয়। বরং সে তাঁর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হল কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি।"[১৮১]

হকপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তর্ক করা উচিত নয়। যে তর্ক করে না, সে চরিত্রবান। তার জন্য রয়েছে বেহেশ্তী মহল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

"আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে, জান্নাতের মাঝে এক গৃহের জামিন তার জন্য যে উপহাস ছলেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং জান্নাতের সবার উপরে এক গৃহের জামিন তার জন্য যার চরিত্র সুন্দর হয়।"[১৮২]

---

১৮০. সূরা যুখরুফ ৫৮ আয়াত, আহমাদ ২২১৬৪, ২২২০৪, তিরমিযী ৩২৫৩, ইবনে মাজাহ ৪৮, ইবনে আবিদ্দুন্য়্যা, সহীহ তারগীব ১৩৬

১৮১. বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ৬৯৫১নং প্রমুখ

১৮২. আবু দাঊদ ৪৮০২, ত্বাবারানী ৭৩৬১

সূচীপত্র

আর বাতিলপন্থী হয়ে জেনেশুনে তর্ক করা অবশ্যই চরিত্রবান মানুষের কর্ম নয়। এমন লোক মহান প্রতিপালকের ক্রোধভাজন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

"--যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্ক করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।"[১৮৩]

তর্ক না করার ব্যাপারে জ্ঞানীদের উপদেশ হল ঃ

১। তর্ক করো না, কারণ তর্কে জেতা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তর্কে না জড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ।

২। কোন ধৈর্যশীল বা আহমকের সাথে তর্ক করো না। কারণ, ধৈর্যশীল তোমাকে পরাজিত করবে এবং আহমক তোমাকে ক্লিষ্ট করবে।

৩। আহমকের সঙ্গে তর্ক করো না, কারণ লোকে তোমাদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে ভুল করতে পারে।

৪। আরবী কবি বলেছেন,

إذا نطق السفيه فلا تجبه * فخير من إجابته السكوت

অর্থাৎ, আহমক যখন কথা বলে, তখন তুমি তার কথার জবাব দিয়ো না। যেহেতু তার কথার জবাব দেওয়া অপেক্ষা চুপ থাকা উত্তম।

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।"[১৮৪]

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

"ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন ওরা তা পরিহার ক'রে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য

১৮৩. আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬
১৮৪. সূরা ফুরক্বান: ৬৩

তোমরা দায়ী; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।”[১৮৫]

৫। মূর্খের সাথে তর্কযুদ্ধ বা বাক্‌যুদ্ধ করার মানেই হল পাথরের উপর হাত দিয়ে আঘাত করা। হাতই ক্ষত-বিক্ষত হবে, পাথরের কী হবে? কারণ, তা তো নির্জীব।

৬। বচনবাগিশ আর মূর্খের সাথে খবরদার তর্ক করো না। কারণ, প্রথমোক্তের কাছে তুমি পরাজিত হবে এবং দ্বিতীয়োক্তের কাছে হবে অপমানিত।

৭। জ্ঞানী যদি মূর্খের মোকাবিলায় পড়ে তবে তার নিকট থেকে সম্মানের আশা করা ঠিক নয়। আর কোন মূর্খ যদি জ্ঞানী লোকের মোকাবিলায় জিতে যায়, তবে আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ, পাথরের আঘাতে মুক্তার বিনাশ সহজেই হয়ে থাকে।[১৮৬]

৮। একটি মূল্যহীন পাথর যদি সোনার পাত্র ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তাতে পাথরের কোন প্রকার মূল্য বৃদ্ধি হয় না এবং সোনারও কোন প্রকার মূল্য হ্রাস হয় না।[১৮৭]

৯। মূর্খদের মজলিসে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা না চললে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নয়। কারণ, ঢাকের শব্দের কাছে তবলার শব্দ বিলীন হওয়া এবং রসুনের দুর্গন্ধের কাছে ধূপের সুগন্ধ বিলুপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।[১৮৮]

১০। একজন মূর্খ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে তর্কে হারিয়ে দিলে সে আস্ফালন করতে থাকে। কিন্তু তার এ কথা জানা নেই যে, ঢাকের ঢপঢপে শব্দের মাঝে মোহন বাঁশীর সুর বিলীন হয়ে যায়।[১৮৯]

১১। মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বলেন, কারো সাথে হুজ্জত করো না। কারণ, হুজ্জত দ্বীন নষ্ট করে দেয় এবং হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলি, তর্কে কোন লাভ নেই। তর্কে হককে বাতিল প্রতিপন্ন করা হতে পারে। তর্কে দলীল হারিয়ে প্রতিপক্ষ গালাগালি ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করে। পরে বাড়াবাড়ি হয়ে তা মারামারিতে পৌঁছে যেতে পারে। যেহেতু তর্কে নিজের ঘোলকে কেউ টক বলে না।

‘সকল পীড়ার ঔষধের সার সুরা, সুরাপায়ী কয় রে,
যে যাহার বশ গায় তার যশ শুনে মূঢ় বশ হয় রে।’

---

১৮৫. সূরা ক্বাস্বাস্ব: ৫৫
১৮৬. শেখ সা’দী
১৮৭. শেখ সা’দী
১৮৮. শেখ সা’দী
১৮৯. শেখ সা’দী

তাই কেউ হক না মানলে আপনি তার সাথে তর্ক করবেন না। আপনার কাজ হক পৌঁছে দেওয়া। হিদায়াতের মালিক আল্লাহ।

সংসার-ধর্মেও আপনি তর্ক বর্জন করুন। কথায়-কথায় তর্ক করলে লোক আপনার নিকট থেকে সরে যাবে, আপনার সাথে কেউ দেখা করতেও চাইবে না। তর্কাতর্কিতে ভালোবাসা মলিন হতে থাকে। বিশেষ ক'রে আপনি ছোট হলে বড়দের সাথে তর্ক করবেন না, করলে আপনি তার কাছে অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত হয়ে যাবেন। কারো কথা পছন্দ না হলে অথবা অযৌক্তিক লাগলে এবং মেনে নিতে না পারলেও তর্ক বর্জন করুন। তাতে শান্তি পাবেন, স্বস্তি পাবেন। নচেৎ এমনও হতে পারে, তর্ক এক সময় নিয়ে যাবে গালাগালিতে। অতঃপর শেষ হবে মারামারিতে।

সহিষ্ণুতা

চরিত্রবান নারী-পুরুষের একটি মহৎ গুণ হল সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। দেখবেন তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে অনুরূপ দুর্ব্যবহার করার ক্ষমতা অথবা তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে না। নিজের প্রতি কৃত অন্যায়কে সহ্য করে যাচ্ছে। তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অন্যায়াচরণকে বরদাস্ত করে না, কিন্তু নিজের ব্যাপারে অপরের অন্যায়াচরণকে বরদাস্ত ও হজম ক'রে নিচ্ছে।

শত্রুর শত্রুতার বিরুদ্ধে সংযম ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করছে।

বিরোধীর বিরোধিতার নীতির ব্যাপারে সহনশীলতা অবলম্বন করছে।

হিংসুকের হিংসার ছোবলে পড়েও সহিষ্ণু হয়ে জীবন-যাপন করছে।

অবাধ্য স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে চলেছে।

অত্যাচারী স্বামী-শ্বাশুড়ীর অত্যাচারের মুখে সহনশীলতার আদর্শ প্রদর্শন ক'রে চলেছে।

বারবার ভুলকারী দাস-দাসী ও ভৃত্য-চাকরের ভুলে সহনশীলতার সদাচার প্রয়োগ ক'রে চলেছে।

যালেম প্রশাসনের স্টিম রুলারের নিচে পিষ্ট হয়েও সহ্যশীলতার নীতি আঁকড়ে ধারণ ক'রে আছে।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের কটাক্ষ ও গালাগালির বিরুদ্ধেও সহিষ্ণু হওয়া ও ক্ষয়িষ্ণু না হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যার প্রতি উপকার করা হয়েছে, কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ, এমন নেমকহারামের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন ক'রে সংসার করছে।

তারা তা পারবে না কেন? তাদের আদর্শ যে সহিষ্ণু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إثماً ، فَإِنْ كَانَ إثماً ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله ، فَيَنْتَقِمَ للهِ تَعَالَى

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।'[১৯০]

তিনি আরো বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ ক'রে ফেলত), তাহলে মহান আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)।'[১৯১]

মহান আল্লাহও বড় সহিষ্ণু। বান্দাকে খেতে-পরতে দেন, আর তারা তাঁর অবাধ্যাচরণ করে। তাঁর সামনে অন্যায়াচরণ করে, নোংরামি করে। আর তিনি সব দেখেও সহ্য ক'রে যান; তড়িৎ শাস্তি দেন না। তিনি সহিষ্ণুতাকে পছন্দ করেন। যেমন তাঁর নবী ﷺও পছন্দ করেন সহনশীলতাকে।

একদা তিনি আশাজ্জ্ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন,

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ

"নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা ক'রে কাজ করা।"[১৯২]

সহিষ্ণুতার নীতির উপকারিতা কী? 'যে সয়, সে রয়। অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনে হয়ে যায় লয়।' একটা নমুনা দেখুন বর্ণিত হাদীসে।

১৯০. বুখারী ৩৫৬০, মুসলিম ৬১৯০
১৯১. মুসলিম ৬১৯৫
১৯২. মুসলিম ১২৬

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন,

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ

"যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল থাকবে।"[১৯৩]

এই সহিষ্ণু চরিত্রের মানবের মনেই সৃষ্টি হয় ক্ষমাশীলতা। এই মানব-মানবীরাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ধৈর্যশীলতা

ধৈর্যশীলতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। বিশেষ ক'রে দ্বীনের দাঈর মহান চরিত্রগুণ ধৈর্যধারণ করা। যেহেতু সাবালক-সাবালিকা হওয়ার পর মানুষের উপর সর্বপ্রথম ফরয হয় দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা, তারপর সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা, তারপর তা তাবলীগ ও প্রচার করা এবং উক্ত তিন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা। এই বিশাল বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লিখত হয়েছে সূরা আল-আস্‌রে।

ধৈর্য ধরার মানে হল প্রিয় জিনিসের বিয়োগে অথবা অপ্রিয় জিনিসের আগমনে হা-হুতাশ, অভিযোগ, আফসোস বা আর্তনাদ না করা।

সাধারণতঃ ধৈর্যধারণ করা হয় তিন বিষয়ে ঃ মহান আল্লাহর ফরয ও আদেশ পালনে ধৈর্য, মহান আল্লাহর নিষেধ পালন ও হারাম বর্জনে ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর বিধির বিধানে ধৈর্য।

এটি একটি সুদীর্ঘ আলোচনা-সাপেক্ষ বিষয়। সুন্দর চরিত্র গঠনে ধৈর্যশীলতার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে আমরা এ অবসরে কেবল কুরআন কারীম হতে কয়েকটি আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করব। আশা করি

১৯৩. *মুসলিম ৬৬৮৯*

তাই আমাদের সুন্দর চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

“সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য করো না।”[১৯৪]

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

“লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল।”[১৯৫]

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

“অতএব তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।”[১৯৬]

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

“যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে।”[১৯৭]

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

“(হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।”[১৯৮]

১৯৪. সূরা দাহর : ২৪
১৯৫. সূরা মুয্যাম্মিল: ১০
১৯৬. সূরা ক্বাফ: ৩৯
১৯৭. সূরা আলে ইমরান-৩: ১২০
১৯৮. সূরা আলে ইমরান-৩: ১৮৬

সূচীপত্র

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।"[১৯৯]

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।"[২০০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২০১]

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না।"[২০২]

মহান আল্লাহর বিধির বিধানে ধৈর্যধারণ করা অবধার্য কর্তব্য। তাঁর বিতরিত ভাগ্য ও ভাগে তুষ্ট থাকা মহৎ লোকের চরিত্র।

মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়। কোন কোন বিপদে তার কোন এখতিয়ার থাকে না। আবার কোন বিপদ তার নিজস্ব ভুলের কারণে এসে উপস্থিত হয়। সকল বিপদেই মানুষকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। অতএব অভাবগ্রস্ত হলে, রোগাক্রান্ত হলে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে, আত্মীয়-বিয়োগ ঘটলে, অসহায় হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল-ফসলের ক্ষতি হলে, ঘর-বাড়ি ধ্বংস-কবলিত হলে, ব্যবসায় বিশাল ক্ষতি

---

১৯৯. সূরা নাহ্‌ল: ১২৬-১২৭
২০০. সূরা আন্‌ফাল: ৪৬
২০১. সূরা আলে ইমরান-৩: ২০০
২০২. সূরা আহ্‌ক্বাফ: ৩৫

হলে, চাকরি চলে গেলে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হলে, যালেম সরকার অথবা কোন শত্রুর অত্যাচারের শিকার হলে, শ্বশুরবাড়ি অথবা স্বামী বা স্ত্রীর নির্যাতনের শিকার হলে অথবা কোন মানুষের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা অভব্যতার শিকার হলে ধৈর্যধারণ ছাড়া উপায় কী আছে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ - وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ - إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করিয়ে তার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তার উপর আপতিত কোন কষ্টের পর তাকে কোন নিয়ামত আস্বাদন করাই, তাহলে সে বলতে শুরু করে, আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর তখন) সে উৎফুল্ল অহংকারী হয়ে যায়। কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে (তারা এরূপ হয় না); এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদান।"[২০৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।"[২০৪]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২০৫]

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম!"[২০৬]

---

২০৩. সূরা হূদ: ৯-১১
২০৪.সূরা বাক্বারাহ-২: ১৫৩
২০৫. সূরা বাক্বারাহ-২: ১৫৫
২০৬. সূরা আ'রাফ: ১২৮

সূচীপত্র

সবরের ফল মিঠা হয়। ধৈর্যের পরিণাম শুভ হয়। মহান প্রতিপালক পার্থিব জীবনে ধৈর্যশীলদের সাথের সাথী, তাদের সাহায্যকারী। আর পরকালের জীবনে তাদেরকে দেবেন মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল তার জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।"[২০৭]

وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ - الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব। আর পরকালের পুরস্কারই অধিক বড়; যদি তারা জানত! যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"[২০৮]

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"[২০৯]

أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"ওদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল এবং ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে ও আমি ওদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"[২১০]

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ - الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

---

২০৭. *সূরা সাজদাহ: ২৪*
২০৮. *সূরা নাহ্ল: ৪১-৪২*
২০৯. *সূরা নাহ্ল: ৯৬*
২১০. *সূরা ক্বাস্বাস্: ৫৪*

“সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে; যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, স্বলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।”[২১১]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

“ঘোষণা ক’রে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।”[২১২]

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ - إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ - فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ - إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

“(আল্লাহ জাহান্নামীদেরকে) বলবেন, ‘তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।”[২১৩]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ - الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব; যার নিচে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে,

২১১. *সূরা হাজ্জ: ৩৪-৩৫*
২১২. *সূরা যুমার: ১০*
২১৩. *সূরা মু'মিনূন: ১০৮-১১১*

সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার কত উত্তম! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরেই নির্ভর করে।"[২১৪]

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

"তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।"[২১৫]

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

"তাদেরকে ধৈর্যাবলম্বনের প্রতিদান স্বরূপ (জান্নাতের) কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।"[২১৬]

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَابٍ - سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

আর যারা তাদের প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, স্বলাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম (পরকালের গৃহ); স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে,) 'তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম।'[২১৭]

২১৪. সূরা আনকাবূত: ৫৮-৫৯
২১৫. সূরা দাহর: ১২
২১৬. সূরা ফুরক্বান: ৭৫
২১৭. সূরা রা'দ: ২২-২৪

ক্ষমাশীলতা

কেউ অন্যায় করলে অথবা কোন দুর্ব্যবহার করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শাস্তি না দিয়ে বা কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ না ক'রে অপরাধীকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া সুচরিত্রবানের একটি মহা সদ্গুণ। এ গুণ জান্নাতী মানুষদের গুণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।"[২১৮] তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।"[২১৯]

উক্ত আয়াতের এক অর্থে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়" অর্থাৎ, সে তাদের মনে ক্রোধ সৃষ্টি করে, "তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।"

সুতরাং তারা অপরাধীকে মার্জনা করে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

"যারা মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা ক'রে দেয়।"[২২০]

অপরাধীকে ক্ষমা করা মহামানবদের মহৎ গুণ। আর তার সুফলও বড় সুন্দর।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তায়েফবাসীকে ক্ষমা করেছিলেন। নচেৎ তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত।

তিনি সুমামা বিন উসালকে ক্ষমা করেছিলেন, ফলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

একদা এক মরুভূমিতে মরু-বাবলা গাছের উপর নিজের তরবারি লটকে

২১৮. সূরা আলে ইমরান-৩: ১৩৩-১৩৪
২১৯. সূরা আ'রাফ: ২০১
২২০. সূরা শূরা: ৩৭

সূচীপত্র

রেখে তার ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের মহানবী ﷺ। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন দুশমন এসে তাঁর ঐ তরবারিটি হাতে নিয়ে তাঁর উপর তুলে ধরে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাকে ভয় পাও না?'

মহানবী ﷺ নির্ভয়ে বললেন, 'না।'

বেদুঈন বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন আবার বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পূর্বেকার মতই বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন পুনরায় বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পুনরায় বললেন, 'আল্লাহ।'

এরপর বেদুঈনের দেহ-মন কেঁপে উঠল। সহসা তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। মহানবী ﷺ তা তুলে নিয়ে তার প্রতি তুলে ধরে বললেন, 'এবার তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

বেদুঈন বলল, 'কেউ নয়।' অথবা 'তুমি।'

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন, ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না।[২২১]

মক্কা-বিজয়ের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি ইচ্ছা করলে বহু পুরাতন ক্ষোভ মিটাতে পারতেন এবং কাফের মক্কাবাসীকে এক ইশারায় ধ্বংস ক'রে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তাঁর তো ব্যক্তিগত কোন ক্রোধ ছিল না এবং তিনি তো ধ্বংসের জন্য প্রেরিত হননি। তাই তিনি ক্ষমা ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ومن ألقى السلاح فهو آمن

অর্থাৎ, যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে নেবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে ঢুকবে, সে নিরাপদ। যে অস্ত্র বর্জন করবে, সে নিরাপদ।[২২২]

মক্কা বিজয়ের দিন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ সুফিয়ানকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথা বল, যে কথা ইউসুফের ভাইগণ ইউসুফকে বলেছিলেন,

---

২২১. *আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৫৩০৫*

২২২. *মুসলিম ৪৭২৪, আবূ দাঊদ ৩০২৩*

تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ

'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে আমরাই ছিলাম অপরাধী।'[২২৩]

নিশ্চয় তিনি চাইবেন না যে, অন্য কেউ উত্তরে তাঁর চাইতে বেশি সুন্দর হোক।

সুতরাং আবূ সুফিয়ান সেই মতো করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[২২৪]

মহানবী ﷺ বহু মূর্খ ও অজ্ঞদের দুর্ব্যবহারে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন। যেহেতু তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ ছিল,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[২২৫]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' বিন হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং উয়াইনা বিন হিস্নকেও তারই মতো দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ কে পৌঁছে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম, যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,

فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

"যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[২২৬]

২২৩. *সূরা ইউসুফ: ৯১*
২২৪. *সূরা ইউসুফ: ৯২, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৬পৃ., আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৭৬পৃঃ*
২২৫. *সূরা আ'রাফ: ১৯৯*
২২৬. *বুখারী ৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪*

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২২৭]

এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এ কী? এ কী!' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ওর পেসাব আটকে দিয়ো না, ওকে ছেড়ে দাও।"

সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে প্রস্রাব করে শেষ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ডেকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

অর্থাৎ, এই মসজিদগুলো কোন প্রকার পেসাব বা নোংরা জিনিসের জন্য নয়। এ হল কেবল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার যিক্র, স্বলাত ও কুরআন পড়ার জন্য।[২২৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

অর্থাৎ, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।"[২২৯]

এইভাবে তিনি মুনাফিকদের আচরণে ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতার বিশাল নমুনা রেখে গেছেন। চরিত্রবান হতে হলে, বিশেষ ক'রে একজন 'দ্বীনের দাঈ' হতে হলে ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। বিরোধীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতাই হল সাফল্যের সরল পথ। মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

---

২২৭. *বুখারী ৩১৪৯, মুসলিম ২৪৭৬*
২২৮. *মুসলিম ৬৮৭*
২২৯. *বুখারী ২২০, ৬১২৮*

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا

"তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা মান্য করো না; ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।"[২৩০]

ইচ্ছা করলে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না, মাফ ক'রে দিলেন। এটাই তো মহৎ লোকের কর্ম।

সুতরাং মহৎ ও চরিত্রবান হতে কেউ আপনাকে গালি দিলে, তা গালিদাতাকে ফিরিয়ে দিন।

কেউ আপনার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে কষ্ট দিতে থাকলে তার অসুখে তাকে সাক্ষাৎ ক'রে সান্ত্বনা দিতে যান।

কেউ আপনার পরিচয় না জেনে আপনাকে গালাগালি করলে আপনি তার বোঝা বয়ে দিন।

কেউ আপনার হিংসা বা শত্রুতা করলে তার একটা চাকরি ক'রে দিন, একটি ভিসা পাঠিয়ে দিন, একটা বড় উপহার পাঠিয়ে দিন।

কেউ আপনার বদনাম ক'রে বেড়ালে, সমালোচনা করলে, কুৎসা গেয়ে বেড়ালে আপনি তার বিপদে হাত বাড়িয়ে দিন।

ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ ক'রে প্রতিক্রিয়া দেখুন। আপনি হতবাক হবেন, লোকেরাও অবাক হবে!

সত্বর সুফল পাবেন দুনিয়াতে। আর আখেরাতের পুরস্কার তো আছেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[২৩১]

কোন দুর্বল মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহশীল থাকার পর যদি বুঝতে পারেন, সে আপনার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল। সে আপনার পরোয়াও করে না, বরং উল্টে সে আপনার বা আপনার কোন আপনজনের অপবাদ রচনা ও রটনা ক'রে বেড়ায়। তাহলে পারবেন তাকে ক্ষমা করতে? না দেওয়ার কসম খাওয়ার পর কসম

---

২৩০. সূরা আহ্যাব: ৪৮
২৩১. সূরা শূরা: ৪০

ভেঙ্গে পারবেন তাকে তার দান অবিরাম দিয়ে যেতে? প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের জন্য পারবেন তাকে ক্ষমা করতে? মহান প্রতিপালকের নির্দেশ শুনুন,

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ক্রটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"[২৩২]

হ্যাঁ, মহান প্রভুর ক্ষমা লাভের জন্য ক্ষমা করতে হবে। মাছের কাঁটার মতো আপনার গলায় লেগে থাকা আপনার বউ, যা আপনি গিলতেও পারেন না, ফেলতেও পারেন না। পরন্তু কাঁটার যাতনায় আপনি সর্বদা যন্ত্রণাকাতর থাকেন, তাকেও ক্ষমা করতে হবে। যে বউ আপনার মনের মতো নয়, যে বউ আপনার নেশা ও পেশার সহায়িকা নয়, যে বউ নূহ ও লূত (আলাইহিমাস সালাম)এর বউদের মতো, যে বউ আপনার শত্রু, যে আপনার শত্রুদের সাথে হাত মেলায়, আপনি যাকে ভালোবাসেন না, সে তাকে ভালোবাসে, আপনার শত্রুদের কাছে সে আপনার গোপন রহস্য প্রকাশ ক'রে দেয়, হয়তো মনে মনে, গোপনে গোপনে সে আপনার প্রাণহানি কামনা করে, পারবেন তাকে ক্ষমা করতে?

অনুরূপ সন্তান, যে আপনার মনের বিরুদ্ধে চলতে চায়, আপনার খেয়ে আপনার মান-মর্যাদার খেয়াল রাখে না, পারবেন তাকে ক্ষমা করতে?

মহান আল্লাহর নির্দেশ শুনুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা

২৩২. *সূরা নূর: ২২*

সূচীপত্র

কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৩৩]

জানি, ক্ষমা করা বড় কঠিন। কিন্তু ক্ষমা করলে, মহাক্ষমাশীলের ক্ষমা পাবেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন,

إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

"যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা অপরাধ ক্ষমা কর, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহও পরম ক্ষমাশীল, মহা শক্তিমান।"[২৩৪]

অপরাধের কারণে আপনার শাস্তি দেওয়ার সামর্থ্য ও বৈধতা থাকলে, আপনি তা প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু ধৈর্যের সাথে ক্ষমাশীলতাই শ্রেষ্ঠ এবং সুচরিত্রবান মানুষের আচরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ -

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।"[২৩৫]

আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন, প্রতিশোধ নিতে পারলে মনে বড় তৃপ্তি আছে ঠিকই, কিন্তু তার চাইতে অধিক তৃপ্তি আছে ক্ষমা করাতে।

তাছাড়া যে মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না, সে একদিন একা হয়ে যায়। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে। যাকে ক্ষমা করবেন না, তার প্রতি আপনি অথবা আপনার প্রতি সে বিরূপ হয়ে যাবে। আর তার ফলে আপনার শান্তিনিকেতন অশান্তির আলয়ে পরিণত হবে। তাহলে লাভ কী?

মহানবী ﷺ এর সচ্চরিত্রতা ও বিশেষ ক'রে ক্ষমাশীলতার একটি মূল্যবান উপদেশ শুনুন, তিনি বলেছেন,

لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ

২৩৩. *সূরা তাগাবুন: ১৪*
২৩৪. *সূরা নিসা: ১৪৯*
২৩৫. *সূরা নাহ্‌ল: ১২৬-১২৭*

أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

"তুমি খবরদার কাউকে গালি দিয়ো না। যে কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে খুশীভরা চেহারা নিয়ে কথা বল, এটিও একটি ভালো কাজ। তোমার লুঙ্গি পায়ের রলার অর্ধাংশে উঠিয়ে পর। তা যদি অস্বীকার কর, তাহলে গাঁট পর্যন্ত নামিয়ে পর। আর সাবধান! লুঙ্গি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ তা অহংকারের আলামত। পরন্তু আল্লাহ অবশ্যই অহংকার পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় এবং এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি তাকে এমন দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান। তার বোঝা সেই বহন করুক।"[২৩৬]

পরিশেষে বলি, ক্ষমাশীলতা যেখানে ক্ষীণ দুর্বলতা বলে পরিগণিত হয়, সেখানে নিষ্ঠুর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শায়খ সা'দী বলেছেন, 'ক্ষমা করা মহৎ গুণ। কিন্তু ক্ষমাশীলতাকে কোন হিংস্র পশু বা মানুষের জন্য প্রয়োগ করলে জানতে হবে বিপদ অনিবার্য।'

২৩৬. *আবূ দাঊদ ৪০৮৬, সহীহুল জামে' ৭৩০৯*

লজ্জাশীলতা

লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সচ্চরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

কেউ লজ্জাশীল চরিত্রবান হলে তার দ্বারা কোন পাপ, অপরাধ, ধৃষ্টতা অথবা নোংরামি ঘটতে পারে না। যেহেতু লজ্জাশীলতার উৎস হল ঈমান। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।"[২৩৭]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন,

دَعْهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ

"ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।"[২৩৮]

লজ্জাশীলতা ও ঈমান এক সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অন্যটিও চলে যায়। নির্লজ্জের ঈমান পরিপূর্ণ নয়। বেহায়া নারী-পুরুষ পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الحَيَاءَ والإِيمانَ قُرِنا جَميعاً فإذا رُفِعَ أحدُهُما رُفِعَ الآخَرُ

"অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। উভয়ের একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।"[২৩৯]

সভ্যতা, শ্লীলতা ও ভদ্রতা ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। ভদ্র মানুষ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে অসভ্য ও অভদ্র মানুষের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

---

২৩৭. *মুসলিম ১৬২*
২৩৮. *বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম ১৬৩*
২৩৯. *হাকেম ৫৮, মিশকাত ৫০৭৪, সহীহুল জামে ১৬০৩*

الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

"লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।"[২৪০]

এমন অনেক কথা আছে, যা আকারে-ইঙ্গিতে বলতে হয়, স্পষ্ট বলতে লজ্জাবোধ হয়। অনেক সময় নিজের অধিকার চাইতেও লজ্জা লাগে। এমন লজ্জাশীলতাও ঈমানের শাখা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ

"লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্‌পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।"[২৪১]

إِنَّ الْحَيَاءَ، وَالْعَفَافَ، وَالْعِيَّ، عِيُّ اللِّسَانِ لا عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْعَمَلَ، مِنَ الإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَمَا يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، أَكْثَرُ مِمَّا يُنْقِصْنَ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ الشُّحَّ، وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الآخِرَةِ، وَلَمَا يُنْقِصْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا

"নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, যৌন-পবিত্রতা, মুখচোরামি (হৃদয়ের অক্ষমতা নয়) ও আমল বা দ্বীনী জ্ঞান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল বৃদ্ধি করবে এবং ইহকালের সম্বল হ্রাস করবে। আর পরকালের যা বৃদ্ধি পায়, তা ইহকালের যা হ্রাস করে তা অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে কার্পণ্য, অশ্লীলতা ও নোংরা ভাষা মুনাফিকীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল হ্রাস করে এবং ইহকালের সম্বল বৃদ্ধি করে। আর পরকালের যা হ্রাস পায়, তা ইহকালের যা বৃদ্ধি করে তা অপেক্ষা অধিক।"[২৪২]

মু'মিন নির্লজ্জ, বেহায়া ও অশ্লীল প্রকৃতির হতে পারে না। যেহেতু যে গুণ মুনাফিকের, তা কোন মু'মিনের হতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤمن بالطعان وَلَا اللّعان وَلَا الْفَاحِش وَلَا الْبَذِيء

"মুমিন খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল এবং অসভ্য হয় না।"[২৪৩]

অবশ্যই মহান প্রতিপালক মুনাফিককে ভালোবাসেন না। এমন কাউকে

---

২৪০. আহমাদ ১০৫১২, তিরমিযী ২০০৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৩১৯৯
২৪১. আহমাদ ২২৩১২, তিরমিযী ২০২৭
২৪২. ত্বাবারানী ১৫৪০৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৮১
২৪৩. আহমাদ ৩৮৩৯, হাকেম ২৯, ত্বাবারানী ১০৩৩২, ইবনে হিব্বান ১৯২, সহীহুল জামে ৫২৫৭

ভালোবাসেন না, যে তার চরিত্র ও চলনে নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট, যে তার বলনে অশ্লীলভাষী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমার্জিত অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন।"[২৪৪]

মানুষও কি অসভ্য দুশ্চরিত্রকে ভালোবাসে? কক্ষনো না। সভ্য মানুষেরা অসভ্যকে পছন্দ করতেই পারে না। যে পুরুষ মেয়ে দেখে হ্যাংলা কুকুরের মতো ভ্যালভ্যাল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, চরিত্রবতী মেয়েরা সেই সকল পুরুষকেই বেশী ঘৃণা করে। অভব্য কোন মানুষকে তার মজলিসে বসাতে চায় না, তার মেহমান বানাতে চায় না, তাকে বন্ধু বানাতে চায় না, তাকে জামাই বা বউ করতে চায় না, আপন স্বামী বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় না। সুস্থ প্রকৃতির ভব্য নারী-পুরুষ মাত্রই অভব্য নারী-পুরুষকে এড়িয়ে চলতে চায়, বর্জন করতে চায়। এমন দুশ্চরিত্র নারী-পুরুষ মানুষের কাছে ঘৃণ্য, মহান প্রতিপালকের কাছেও ঘৃণ্য। বরং কিয়ামতে তাঁর নিকট তারাই সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।"[২৪৫]

দেহ প্রদর্শন না করা এক প্রকার লজ্জাশীলতা। বিশেষ ক'রে যে দেহাংশ গোপন রাখা ওয়াজেব, তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা ও বেহায়ামি। তাই মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

"নিশ্চয় আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ লজ্জাশীল, গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তখন সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করে (পর্দার সাথে করে)।"[২৪৬]

এ তো গোসল করা অথবা প্রাকৃতিক কর্ম সারার সময়কার কথা। তাহলে কথান্তরে দেহ অন্য সময় প্রকাশ করা, দেহকে সুসজ্জিত ক'রে জনসমক্ষে পেশ করা, জনসভায় প্রদর্শন করা, রূপালী পর্দায় পেশ করা, নানা অঙ্গভঙ্গির সাথে পেশ করা, রূপব্যবসা করা ইত্যাদি কোন শ্রেণীর নির্লজ্জতা, তা অনুমেয়।

---

২৪৪. বাইহাকী ২১৩১৯, সঃ জামে' ১৮৭৩
২৪৫. বুখারী ৬০৫৪, মুসলিম ৬৭৬১
২৪৬. আবূ দাঊদ, নাসাঈ ৪০৬, মিশকাত ৪৪৭

লজ্জাশীলতা নারীর ভূষণ। অলঙ্কার যেমন নারীকে আরো সুন্দরী ক'রে তোলে, তেমনি লজ্জাশীলতাও সুন্দরীকে আরো বেশি সুন্দরী ক'রে তোলে। পুরুষের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তোলে লজ্জাশীলতার সচ্চরিত্রতা। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সুন্দর-সুন্দরীর সৌন্দর্যকে ম্লান ক'রে দেয় এবং অসুন্দরের কদর্যতা আরো বৃদ্ধি করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ

"অশ্লীলতা বা নির্লজ্জতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে; পক্ষান্তরে লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় ও মনোহর করে তোলে।"[২৪৭]

হক কথা বলতে লজ্জা করা উচিত নয়, দ্বীনের মসলা জানতে কারো লজ্জা থাকা উচিত নয়। নচেৎ লজ্জাশীলতা মঙ্গলই-মঙ্গল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ اَلحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ

"লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে।" বা "লজ্জার সবটাই মঙ্গল।"[২৪৮]

ইসলামের বিধান হল সুচরিত্রতা। মুসলিম মানেই হল চরিত্রবান-চরিত্রবতী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ

"প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।"[২৪৯]

মোটকথা, লজ্জাশীল মানুষ অপরকে শ্রদ্ধা করে। যে লজ্জাশীল হয়, সে দানশীল হয়। লজ্জাশীল মানুষ ঢিটে হয় না, প্রগল্‌ভ ও চপল হয় না। অশ্লীল বা লজ্জাকর কথাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে না।

লজ্জাশীল মানুষ বিনয়ী হয়, অহংকারী হয় না। ভেড়া বা মেড়া হয় না, ঈর্ষাবান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়।

লজ্জাহীন মানুষ রূঢ় ও কর্কশভাষী হয়।

লজ্জাহীন মানুষ নিজ কর্তব্য পালনে শৈথিল্য করে। নিজ দায়িত্বের কাজ সঠিকভাবে পালন করে না। নিজ কর্মে ও আচরণে বেপরোয়া হয়।

প্রকাশ্যে পাপাচরণ করা; মানুষের সামনে ধুমপান করা, জোর শব্দে রেডিও বা টিভির প্রোগাম শোনা ও দেখা, নোংরা ফিল্ম দেখা, কথায় কথায় তর্ক করা, অশ্লীল কথা বলা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, মা-বাপ, গুরুজন বা স্বামীর মুখের

২৪৭. *তিরমিযী ১৯৭৪, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫*
২৪৮. *বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ১৬৫*
২৪৯. *ইবনে মাজাহ ৪১৮১-৪১৮২, সহীহুল জামে ২১৪৯*

সূচীপত্র

উপর মুখ দেওয়া, অত্যন্ত মুখর হওয়া, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে অশালীন আচরণ করা, অশ্লীল বাক্যে উপহাস করা বা লোককে হাসানো, উচ্চহাসি হাসা, সর্বদা হিহি করা, বেগানা নারী-পুরুষের আপোসে রসিকতা ও হাসাহাসি করা। সাধারণ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করা, আত্মপ্রশংসা ও গর্ব করা, লোক সমাজে হৈ-হুল্লোড় করা, দেওয়ালে অশ্লীল কথা লেখা, অশ্লীল ছবি আঁকা।

সাধারণতঃ যে অঙ্গ ঢেকে রাখা জরুরী তা খুলে রাখা, মহিলাদের বেপর্দা হওয়া, পাতলা বা টাইট-ফিট্ অথবা খোলামেলা পোশাক পরা, জোর গলায় কথা বলা, নারী-পুরুষের একে অন্যের পরিচ্ছদ বা বেশ ধারণ করা, পুরুষের গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে এবং মহিলার গাঁটের উপর (বরং হাঁটুর উপর) তুলে কাপড় পরা, যুবক-যুবতীর একে অন্যের প্রতি ভ্যালভ্যাল করে তাকিয়ে দেখা। ইভটিজিং করা, ধর্ষণ করা। সমকামিতা করা, বেশ্যাগমন করা।

অবৈধ প্রেম করা এবং তা প্রকাশ ক'রে বিয়ের আগে প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ মেলামিশা করা বা এক সাথে বসবাস করা, ব্যভিচার করা, প্রেম ক'রে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়া। যখন এমন নির্লজ্জ প্রেম-পাগল-পাগলিনীকে তাদের আত্মীয়রা বলে, 'মান-লজ্জা-ভয়, তিন থাকতে নয়।' তখন তারা বলে, 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?' যখন তাদেরকে 'কুলের কুলাঙ্গার' বলা হয়, তখন তারা বলে,

'কুল ভাঙ্গে তো ভেঙ্গে যাক, হোক কলঙ্ক যদি হয়,
কুল ভাঙ্গে না যে নদীর, সে নদী তো নদী নয়।'

মানুষের যখন লজ্জা থাকে না, তখন তার সংযমের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। তখন সে দুশ্চরিত্র হয়। তখন সে যাচ্ছে তাই করতে পারে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।"[২৫০]

২৫০. আহমাদ ১৭০৯০, বুখারী ৩৪৮৪, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, ইবনে মাজাহ ৪১৮৩, সহীহুল জামে ২২৩০
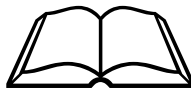
দয়ার্দ্রতা

চরিত্রবান মানুষ দয়াবান হয়। দয়াবান হয় সৃষ্টির প্রতি। অভাব-অনটনে, বিপদে-কষ্টে সে দয়া প্রদর্শন করে। কারণ সেও তার মহান প্রতিপালকের দয়ার মুখাপেক্ষী। আর সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে, তবেই স্রষ্টার দয়া লাভ হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।"[২৫১]

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।"[২৫২]

مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[২৫৩]

وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।"[২৫৪]

বিশেষ ক'রে মুসলিম সমাজ, এ সমাজের মানুষ একটি দেহের মতো। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

"মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[২৫৫]

---

২৫১. *বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ৬১৭০-৬১৭২*
২৫২. *আবূ দাঊদ ৪৯৪৩, তিরমিযী ১৯২৪*
২৫৩. *বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ৬১৭০*
২৫৪. *বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ২১৭৪*
২৫৫. *বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১*

বলা বাহুল্য, চরিত্রবান নারী-পুরুষ সমাজের মানুষের প্রতি অতি সহজে দয়া প্রদর্শন ক'রে থাকে। তাদের চরিত্র সৃষ্টির প্রতি করুণাসিক্ত থাকে। যেহেতু দয়া প্রদর্শন ক'রে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। দয়া বিতরণ ক'রে দয়া লাভ করা যায়। দয়াবানেরা সত্যই সৌভাগ্যবান।

পক্ষান্তরে যারা নির্দয় ও নিষ্ঠুর, যাদের মনে অপরের কষ্ট দেখে দয়া-মায়া হয় না, যাদের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না, তারা নিঃসন্দেহে হতভাগ্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ

"দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।"[২৫৬]

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ নিজ দয়ালু নবী ﷺ কে বলেছেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ।[২৫৭]

তিনি ছিলেন দয়াল নবী, রহমতের নবী। সৃষ্টির প্রতি তাঁর হৃদয় ছিল দয়ার্দ্র। দুর্বলদের প্রতি তাঁর অন্তর ছিল দয়াময়। তিনি ছিলেন হৃদয়বান মহান ব্যক্তি। আর দুর্বলদের সাথে ব্যবহারেই মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। চরিত্রবানেরাও সেই ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে থাকে।

চরিত্রবানেরা এ খেয়ালও রাখে যে, দয়া কেবল দয়ার পাত্রকেই করা যাবে। নচেৎ অপাত্রে দয়াদান বিপত্তির কারণ হতে পারে।

'দুর্বৃত্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে ভালো লোকেদের প্রতি অত্যাচার করা হয় এবং অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করার মানেই হল, সাধু লোকদের প্রতি অত্যাচার করা।' 'বাঘের প্রতি দয়া-প্রদর্শনের মানেই হল, ছাগের প্রতি অত্যাচার করা।'[২৫৮]

---

২৫৬. আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী ১৯২৩, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৪৬৭
২৫৭. হিজ্‌র ৮৮
২৫৮. শেখ সা'দী

নম্রতা

ভদ্র ও চরিত্রবান মানুষ বিনম্র হয়। তার কথায় ও কাজে নম্রতা থাকে। যেহেতু নম্রতা মানুষকে আকর্ষণ করে এবং কঠোরতা সৃষ্টি করে বিকর্ষণ। মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ﷺ কে বিনম্র বানানোর কারণ উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।"[২৫৯]

খোদ মহান আল্লাহ নম্রতাকে পছন্দ করেন। প্রত্যেক বিষয়ে নম্রতা প্রয়োগ করাকে ভালোবাসেন। আর নম্রতার মাঝেই মানুষ দান করেন সফলতা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفقِ ، مَا لاَ يُعْطِي عَلَى العُنْفِ ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।"[২৬০]

"নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।"[২৬১]

নিশ্চয়ই নম্রতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এক প্রকার অলংকার। বরং যে জিনিসে নম্রতা প্রয়োগ করা হয়, সেই জিনিসের আভরণ। তাই যে উদ্ধত, তার চেহারা সুন্দর হলেও সে কুৎসিৎ ও হতশ্রী। আর যে বিনম্র, সে সুন্দর। যাতে নম্রতা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অতি মনোহর। মহানবী ﷺ বলেছেন,

২৫৯. *সূরা আলে ইমরান-৩: ১৫৯*
২৬০. *বুখারী* ৬৯২৭
২৬১. *মুসলিম* ৬৭৬৬

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।"[২৬২]

যে মানুষ নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে চরিত্রবান হতে পারে না। কারণ নম্রতায় রয়েছে সমূহ মঙ্গল। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

"যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।"[২৬৩]

বিনম্র চরিত্রবান ও চরিত্রবতীকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। তাই দুনিয়াতে তাদেরকে সাফল্য ও মঙ্গল দান করেন। আর আখেরাতে দান করেন মহা সাফল্য, জাহান্নাম থেকে মুক্তি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هَيِّنٍ سَهْلٍ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের কথা বলে দেব না, যে জাহান্নামের জন্য অথবা জাহান্নাম যার জন্য হারাম হবে? প্রত্যেক জনপ্রিয়, সরল, বিনম্র ও অকুটিল লোকের জন্য জাহান্নাম হারাম।"[২৬৪]

কোন পদ বা নেতৃত্বে থাকলে চরিত্রবান মানুষ নম্রতা ব্যবহার করে। এতে তার সম্মান বাড়ে, জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের নিকট তার চাহিদা বাড়ে। আর তার ব্যাপারে মহানবী ﷺ এর দুআ লাগে, ফলে মহান আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন। মহানবী ﷺ দুআ ক'রে বলেছেন,

اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارفُقْ بِهِ

"হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।"[২৬৫]

---

২৬২. *মুসলিম ৬৭৬৭, আবূ দাঊদ ৪৮০৮*
২৬৩. *মুসলিম ৬৭৬৫, আবূ দাঊদ ৪৮০৯*
২৬৪. *তিরমিযী ২৪৮৮, সহীহুল জামে' ২৬০৯*
২৬৫. *মুসলিম ৪৮২৬*

সূচীপত্র

পক্ষান্তরে যার মাঝে নম্রতা নেই, সে নেতৃত্বের যোগ্য নয়। কঠোর ব্যক্তি নেতা হতে পারে না। হলেও তার নেতৃত্ব টিঁকতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

"নিকৃষ্ট রাখাল হল সেই, যে রাখালিতে বড় কঠোর।"[২৬৬]

দাওয়াতের কাজেও নম্রতা দরকার। গরম হয়ে দাওয়াত দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। নরম কথার মাধ্যমে দাওয়াত দিলে গ্রহণযোগ্যতার আশা থাকে। মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম) কে বলেছিলেন,

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।"[২৬৭]

আপনি একজন গণ্যমান্য আলেম বলেই আপনি উপদেশে যার-তার জন্য কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন না। আপনার প্রভাব থাকলেও নরম ভাষা ও আচরণ প্রদর্শন করা উত্তম।

বাদশা মামূনের নিকট এক ওয়াযকারী কঠোর ভাষায় তাঁকে ওয়ায-নসীহত করতে শুরু করলে তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে অমুক! নম্রভাবে কথা বলুন। আল্লাহ তাআলা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (মূসা ও হারূন)কে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ (ফিরআউন)এর নিকট পাঠিয়ে তাঁদেরকে নম্রভাবে কথা বলতে আদেশ দিয়েছিলেন।'

জাহেল ও মূর্খ মানুষের সাথেও নম্র আচরণ চরিত্রবান দাঈর কর্তব্য। এর নমুনা রয়েছে নববী দাওয়াতে।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী ﷺ বললেন,

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

---

২৬৬. *মুসলিম ৪৮৩৬*
২৬৭. *সূরা ত্বা-হা: ৪৩-৪৪*

“ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।”[২৬৮]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

“তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।”[২৬৯]

সংসারেও নরম হতে হয়। সেখানে এমন কিছু ঘটে, যা দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, শুনেও না শোনার অভিনয় করতে হয়। নচেৎ সংসার চলতে পারে না। টানে ও ঠেলায় চলা সংসার-পথ ভুল হয়ে যায়। কঠোর হতে গিয়ে হাতুড়ির আঘাত পড়ে কাঁচের উপর। পরিণামে দাম্পত্যের ঠুনকো শিশমহল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

তবে সংসারে বিনম্র হওয়ার মানে 'দাইয়ুস' হওয়া নয়। 'মাটির মানুষ' হওয়া ভালো, কিন্তু প্রয়োজনে কঠোর হওয়াও সচ্চরিত্রবান স্বামীর আচরণ। নরম মানুষ হয়ে যদি পরিবারের নোংরামিতে বাধা না দেয়, তাহলে তার জন্য জান্নাতে ঠাঁই নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ

“তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।”[২৭০]

তদনুরূপ নম্র হওয়া মানে দুর্বল হওয়া নয়, নয় লাঞ্ছনাকে বরণ করা। বিনয়ী হওয়া মানে তোষামদ করাও নয়। আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

আপনার পার্শ্বকে নরম করুন আপনার পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তির জন্য, আপনার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য। তবে বেগানা মহিলা হলে পার্শ্বকে দূরে রাখুন। তবেই আপনি সুন্দর চরিত্রবান মুসলিম।

---

২৬৮. *বুখারী* ২২০, ৬১২৮
২৬৯. *বুখারী* ৬৯, *মুসলিম* ৪৬২৬
২৭০. *আহমাদ* ৫৩৭২, ৬১১৩

বদান্যতা

যেমন কার্পণ্য একটি মন্দ গুণ, তেমনি বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। যা সাধারণতঃ অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তা ছাড়াও ১০টি জিনিস ব্যয় ও দান করার মাধ্যমে বদান্যতা হয়ে থাকে।

১। সঠিক পথে জান কুরবানী ক'রে বদান্যতা। আর এ হল সবার চাইতে বড় বদান্যতা।

২। নেতৃত্ব দ্বারা বদান্যতা। নেতৃত্বের প্রতাপ ও প্রভাব দ্বারা মানুষের উপকার করা।

৩। নিজ পদাধিকার দ্বারা বদান্যতা। পদমর্যাদার মাধ্যমে সুপারিশ আদি ক'রে মানুষের উপকার করা।

৪। নিজের আরাম কুরবানী ক'রে বদান্যতা। নিজের আরামকে হারাম ক'রে পরোপকার করা।

৫। নিজ ইল্‌ম ও শিক্ষা দ্বারা বদান্যতা। আর এ দান অর্থদান করা অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

৬। কায়িক শ্রম দ্বারা পরোপকার ক'রে বদান্যতা।

৭। নিজ মান-সম্ভ্রম দ্বারা বদান্যতা। কেউ গালি দিলে অথবা গীবত বা চুগলী করলে তাকে মাফ ক'রে দেওয়া।

৮। পরের কষ্টদানে ধৈর্য ধারণ করা, পরের মূর্খামি সহ্য ক'রে নেওয়া ও রাগ সংবরণ করার মাধ্যমে বদান্যতা।

৯। সচ্চরিত্রতা, হাস-মুখ ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা বদান্যতা।

১০। লোকের হাতে যা আছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে লোভ, পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা বর্জনের মাধ্যমে বদান্যতা।

উক্ত সকল প্রকার বদান্যতা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে। তবে মালধন ব্যয় করার মাধ্যমে তাঁর দানশীলতা ছিল তুলনাবিহীন। তিনি বলেছেন,

يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

"দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে

নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, স্বলাতের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।”[২৭১]

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

“প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।”[২৭২]

দান করা একটি সুচরিত্রবান মানুষের সুন্দর আচরণ। যেহেতু তাতে রয়েছে মহান স্রষ্টার আনুগত্য, মহানবী ﷺ এর অনুসরণ এবং দেওয়ার এক প্রকার সুখ ও আনন্দ। নিজে খরচ করার চাইতে বিতরণ করার মাঝেই বেশী সুখ নিহিত আছে।

অবশ্য চরিত্রবানের দান করাতে রয়েছে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ-

- তার দানে থাকে আন্তরিকতা ও খোলা মনের মুচকি হাসি। কারণ দানের সাথে যদি মিষ্টি হাসি থাকে, তাহলে তার পুণ্য দ্বিগুণ।
- কেউ কিছু চাইলে, সে সত্বর দান করে। যেহেতু কিছু চাইলে যে খুব তাড়াতাড়ি দেয়, সে আসলে দুই বার দেয়।
- সে গোপনে দান করে, যেহেতু যাঞ্চাকারীকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচিয়ে দান হল উত্তম দান।
- সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, সেই জিনিস দান করে।

অনেকে ডিমের লালা ও কুসুম খেয়ে কেবল খোসাটা দান ক’রে থাকে। এমন অপ্রয়োজনীয় জিনিস দান ক’রে সে দাতা হতে চায় না। অবশ্য সে জিনিস যদি কারো কাজে লাগে, তাহলে সে কথা আলাদা। যেমন অপ্রয়োজনীয় ব্যবহৃত পোশাক, যন্ত্র বা অন্য কিছু ফেলে না রেখে অথবা ফেলে দিয়ে নষ্ট না ক’রে তা তাদেরকে দান করা উচিত, যাদের কাজে লাগবে।

চরিত্রবান এমন দান করে না, যাতে সে নিজেই অভাবী হয়ে যায়। ভিক্ষা দেওয়ার একটা সীমা আছে, ভিক্ষা দিতে দিতে যদি নিজেকে ভিখারী হতে হয়,

---

২৭১. *বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৮২*
২৭২. *আহমাদ ১৪৮৭৭, তিরমিযী ১৯৭০*

সূচীপত্র

তাহলে সে ভিক্ষা অবশ্যই দেওয়া যায় না। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[২৭৩]

কৃতজ্ঞতা

চরিত্রবান মানুষ কৃতজ্ঞ হয়, শুকরগুযার ও নেমকহালাল হয়। উপকারীর উপকারে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কৃতঘ্ন হয় না। যার নুন খায়, তার গুণ গায়, তার নেমকহারামী করে না। দুশ্চরিত্ররাই অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। উপকারীর উপকারকে ভুলে বসে।

এমনিতে বহু মানুষের বহু ধরনের অকৃতজ্ঞতা দেখা যায়, কিন্তু সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকর্তার।

বহু মানুষ আপন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের অকৃতজ্ঞ।

বহু সন্তান নিজ জন্মদাতা ও পালনকর্তা পিতামাতার অকৃতজ্ঞ।

বহু স্ত্রী নিজ ভরণপোষণকারী স্বামীর অকৃতজ্ঞ।

এ সকল মানুষের চরিত্র সচ্চরিত্র নয়।

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি ক'রে দুনিয়াতে খেতে-পরতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অথচ মানুষ তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। সবচেয়ে বড় নেমকহারাম সে মানুষ। মহান আল্লাহ মানুষকে বলেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।[২৭৪]

তিনি মহাদাতা, বান্দাকে দান করেন সব কিছু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেও তিনি দান করেন। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি দান আরো বৃদ্ধি করেন। নচেৎ তিনি চাইলে আযাব দিয়ে তা ধ্বংস করতে পারেন। তিনি বলেছেন,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।[২৭৫]

---

২৭৩. *সূরা বানী ইস্রাঈল: ২৯*
২৭৪. *সূরা সূরা বাক্বারা ১৫২*
২৭৫. *সূরা সূরা ইব্রাহীম ৭*

সূচীপত্র

আল্লাহ সম্পদ দান ক'রে পরীক্ষা করেন।[২৭৬] যে তাঁর শুক্রিয়া আদায় করে, সে লাভবান হয়। আর যে নাশুক্র হয়, সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?' সে বলল, 'উট অথবা গাভী।' (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) সুতরাং তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করুন।'

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিস কী?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা?' সে বলল, 'গাভী।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন।'

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই।' সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি কোন্ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর?' সে বলল, 'ছাগল।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল।

অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

---

২৭৬. *সূরা নাম্ল ৪০*

পুনরায় ফিরিশ্‌তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিল যে, '(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।'

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্‌তা বললেন, 'তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' ফিরিশ্‌তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্‌তা তাকেও বললেন যে, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে বলল, 'নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না।' এ কথা শুনে ফিরিশ্‌তা বললেন, 'তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।"[২৭৭]

যুগে যুগে অকৃতজ্ঞ কোন কোন মানুষকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। কারূনকে

২৭৭. *বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ৭৬২০*

সূচীপত্র

তার প্রাসাদ সহ ভূগর্ভস্থ করা হয়েছে।[২৭৮] কত বাগান-ওয়ালার বাগানও ধ্বংস হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে কৃতঘ্ন হওয়ার ফলে। আর তাদের ইতিহাস রয়েছে আল-কুরআনে।[২৭৯]

এই জন্য মানুষের উচিত মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং যার মাধ্যমে সে অনুগ্রহ লাভ হয়, তারও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হওয়া।

কৃতজ্ঞতা আদায় হয় পাঁচভাবে ঃ

- ১. দাতার দানের কথা স্বীকার করতে হবে। তা অস্বীকার করলে অথবা 'আমি নিজের যোগ্যতা বলে লাভ করেছি' মনে করলে কৃতঘ্নতা হয়।
- ২. সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করতে হবে। অবশ্য তাতে যেন গর্ব মিশ্রিত না হয়।
- ৩. দাতার প্রতি বিনয়ী হতে হবে। উদ্ধত ব্যক্তি নেমকহারাম।
- ৪. দাতার প্রতি মহব্বত রাখতে হবে। যে দাতাকে ভালোবাসে না, সে আসলে একজন অকৃতজ্ঞ।
- ৫. দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে দেওয়া জিনিস ব্যয় করতে হবে। নচেৎ অনুগ্রহদাতার অবাধ্যাচরণ করলে অথবা তার দেওয়া জিনিস তার অপছন্দনীয় স্থলে ব্যয় করলে অকৃতজ্ঞতা হয়।

মহান অনুগ্রহশীল প্রতিপালক কৃতজ্ঞতা চান। চরিত্রবান বান্দা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে। ফলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)।"[২৮০]

চরিত্রবান মু'মিন বান্দা শুকর ও সবর প্রয়োগ ক'রে জীবনধারণ করে এবং তাতে সে প্রভূত কল্যাণ লাভে ধন্য হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

---

২৭৮. *সূরা সূরা ক্বস্বাস ৭৬-৮২*
২৭৯. *দেখুন: সূরা কাহ্ফ ৩২-৪৩, সূরা সাবা' ১৫-১৯, সূরা ক্বালাম ১৭-৩৩*
২৮০. *মুসলিম ৭১০৮*

عَجَباً لأَمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيس ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ ، وإنْ أصَابَتْهُ ضَراءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"[২৮১]

কেবল সুখেই নয়, দুঃখ এলেও বান্দা মহান প্রতিপালকের দেওয়া দুঃখে শোকাহত মনে তাঁর প্রশংসা করে। এ হল কৃতজ্ঞতার উচ্চ পর্যায়ের সচ্চরিত্রতা। কারণ বান্দা জানে, মহান আল্লাহ যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্য করেন এবং সুখ-দুঃখ যাই আসুক, তাতে তার মঙ্গল আছে। আর এই শ্রেণীর শুকরগুযারের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِهِ ؟ فيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ

"যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসাভবন)।"[২৮২]

---

২৮১. *মুসলিম* ৭৬৯২
২৮২. *তিরমিযী* ১০২১

এমন উচ্চ মানের চরিত্রের অধিকারী, যে ধূপের মতো জ্বললেও সুগন্ধ বিতরণ করে, শোকাহত হয়েও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে, সে তো উপযুক্ত পুরস্কার পাবেই।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সরাসরি নয়, কারো মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে উচিত হল, মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তারপর ঐ মাধ্যম ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা করা। কিন্তু অনেক এমন অনুগ্রহপ্রাপ্ত আছে, যারা কেবল মাধ্যমের প্রশংসা করে এবং আসল দাতা মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ। অনুরূপ আরো এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, কিন্তু ঐ মাধ্যমের কোন শুকরিয়া আদায় করে না। পরন্তু মাধ্যম দ্বারা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে তখন তারই নিন্দা করে। এরা কি আদৌ চরিত্রবান বলছেন? কক্ষনই না। চরিত্রবান মানুষ সকলের অনুগ্রহ ও উপকার স্বীকার করে এবং সকলের কৃতজ্ঞতা আদায় করে। যেহেতু মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় না ক'রে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করলেও আসলে তা আদায় হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَم يَشْكُرِ النَاسَ ، لَمْ يَشْكُرِ اللهِ

"যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র করল না, সে আল্লাহর শুক্র করল না।"[২৮৩]

তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَجْزِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ ، فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ

"যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে, যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মতো।"[২৮৪]

২৮৩. *আহমাদ ১১২৮০, তিরমিযী ১৯৫৫*
২৮৪. *তিরমিযী ২০৩৪, আবূ দাউদ ৪৮১৩, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪*

সূচীপত্র

এ হল আদর্শ ও চরিত্রবানদের নীতি। কিন্তু আদর্শহীনদের নীতি এর বিপরীত। তাদের অধিকার আছে ধারণা ক'রে অতিরিক্ত অধিকার ফলায়। ফলে তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ধারণা ক'রে অনুগ্রহকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। যার নেমক খায়, তার নেমকহারামি করে। এ ক্ষেত্রে আপনি কৃতজ্ঞতার স্থলে কৃতঘ্নতা ও নিন্দার আশা করতে পারেন। যাকে তীর শিক্ষা দেন, সে আপনাকেই তীর মারতে পারে। যাকে দুধ দিয়ে পোষণ করেন, সেই আপনাকে দংশন করতে পারে। যার জন্য চুরি করেন, সেই আপনাকে 'চোর' বলতে পারে। যার জন্য বনবাসী, সেই দিতে পারে গলায় ফাঁসি। যার জন্য বুক ফাটে, সে আপনাকে এঁকে কাটে---এমনও হতে পারে।

তাদের মধ্যে একজন হল অবাধ্য সন্তান। সন্তানের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল, সে পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[২৮৫]

কিন্তু সে তা না ক'রে পিতামাতার অবাধ্য হয়। পিতামাতাকে খেতে-পরতে দেয় না। তাদেরকে নারাজ ক'রে পৃথক সংসার গড়ে। তাদেরকে কষ্টে রেখে নিজে আনন্দ করে ইত্যাদি। নিশ্চয় সে সন্তান, ছেলে অথবা মেয়ে কুসন্তান এবং আদর্শহীন ও চরিত্রহীন।

তাদের মধ্যে আর একজন হল স্ত্রী। অধিকার ফলিয়ে স্বামীর মর্যাদা অস্বীকার করে। তার কৃতজ্ঞতা করা তো দূর কী বাত, উল্টে তার নিন্দা গায়। কিছু স্ত্রীলোকের এমনই স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।

অবিবাহিতা নারী একটি মনোমতো স্বামী ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু চায় না। কিন্তু যখনই স্বামী পায়, তখনই সে তার নিকট থেকে সবকিছু চাইতে শুরু করে। আর বায়না ধরার পর পায় না বলে, অকৃতজ্ঞতা করতে শুরু করে। পরন্তু আগে যা পেয়েছে তাও ভুলে বসে!

---

২৮৫. সূরা লুকমান ১৪

যা পাওয়ার অধিকারিণী সে, শুধু তাই চায়, তা নয়। অন্যায়ভাবেও সে চায়, আমার নামে সম্পত্তি লিখে দাও, আমার নামে বাড়ি লিখে দাও। তাতে যে অন্য ওয়ারেসীন বঞ্চিত হবে, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। এমন বউ কি চরিত্রবতী হতে পারে? সে কি চাইবে, তার ছেলে পুত্রবধূর নামে ঘর-বাড়ি লিখে দিক?

নেমকহারাম বিবি যা পেয়েছে তার হিসাব করে না, যা পায়নি কেবল তারই হিসাব করে। আর তার ফলে তার কাছে স্বামীর শুধু অভিযোগ ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না। অনেক কিছু পাওয়ার পরেও সে তার শুকরিয়া আদায় করে না। কারণ সে ভাবে, সে সব তার প্রাপ্য জিনিস। তাছাড়া পরস্ত্রীর দেখে সে পেতে চায়। কিন্তু সে উপরের দিকে তাকায় এবং নিচের দিকে তাকায় না। ফলে নিজের লব্ধ সমূহ নিয়ামতকে সামান্য ও নগণ্য জ্ঞান করে।

এমন সহধর্মিণী নিজের বেহেশ্তকে ধ্বংস করে, নিজের ভোজন পাত্রে ছিদ্র করে, নিজের বসার জায়গা কাদা করে এবং নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে।

এমন স্ত্রী তার প্রতিপালকের নিকটেও ক্রোধভাজন হয়। মহনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ

“আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।”[২৮৬]

হ্যাঁ, স্বামীই তার ভরণ-পোষণ করে। কত কষ্ট বরণ ক’রে উপার্জন ক’রে আনে। অতঃপর নিজের সাধ্যমতো তার পরিচর্যা করে। তার চিকিৎসায় ত্রুটি করে না। সাংসারিক কাজে নিজের অথবা কাজের লোক দ্বারা সহযোগিতা করতে ত্রুটি করে না।

ছুটির দিন সেও ছুটি নিতে চায়। অথচ ছুটির দিন পরিবারের সবাই ছুটি নিতে চাইলে ছুটির আনন্দ থাকে না। তবুও ছুটির বায়না কোন রকম মিটাতে না পারলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

স্বামী খরচে-উপহারে কোন প্রকার কার্পণ্য করে না, তবুও যেন বিচারপতি স্ত্রীর কাছে স্বামী আসামী। প্রভাবশালিনী স্ত্রীর কাছে বিদ্বান স্বামী যেন নির্বোধ শিশু। কৃতঘ্ন স্ত্রীর অভাবই পূরণ হয় না।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন,

---

২৮৬. *নাসাঈ কুবরা ৯১৩৫, ত্বাবারানী, বায্যার ২৩৪৯, হাকেম ২৭৭১, বাইহাকী ১৪৪৯৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯*

সূচীপত্র

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

"হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।"

একজন জ্ঞানী মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ

"তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।"[২৮৭]

অকৃতজ্ঞতা যেন স্ত্রীর জাতস্বভাব। অনেক কিছু পেয়েও সামান্য কিছু না পেয়ে বলে বসে, 'সে কিছুই পায়নি।' অনেক ভালোবাসা পেয়েও তারই কোন দোষে সামান্য কোন শাসানি বা ধমক পেয়েই বলে বসে, 'তুমি আজীবন ভালোবাসলে না।' এই অকৃতজ্ঞতার পরিণামে স্ত্রী দোযখবাসিনী হবে।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হল। আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী হল মহিলা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর সাথে কুফরী?' তিনি বললেন,

يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"(না,) তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব'লে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!"[২৮৮]

২৮৭. মুসলিম ২৫০, বুখারী ২০৪
২৮৮. বুখারী ২৯, মুসলিম ২১৪৭

নিশ্চয়ই জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসিনী স্ত্রীর চরিত্র নেমকহারামি হতে পারে না। অকৃতজ্ঞ হতে পারে না স্বামীর। তুলনা দিয়ে প্রশংসা করতে পারে না স্বামীর সম্মুখে অন্য পুরুষের।

চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামী-সংসারে যতই কষ্ট পাক, তবুও অকৃতজ্ঞ হয় না কারো, না মহান প্রতিপালকের, আর না তার দায়িত্বশীল প্রতিপালকের। নচেৎ অকৃতজ্ঞ স্ত্রী মর্যাদার অধিকারিণী নয়।

সকলের জানা আছে ঘরের চৌকাঠ বদলানোর ইতিহাস। ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) এর বিবাহের পর ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য মক্কায় এলেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের রুযীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন।' আবার তিনি পুত্রবধূর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বধূ বললেন, 'আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি।' পুত্রবধূ শ্বশুর ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) এর নিকট নানা অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ইসমাঈল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিলাম। পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা খুবই দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি।' ইসমাঈল বললেন, 'তিনি তোমাকে কোন কিছু অসিয়ত ক'রে গেছেন কি?' স্ত্রী জানালেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে এবং আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।' ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) বললেন, 'তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিই। কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও!'

সুতরাং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং 'জুরহুম' গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু

সূচীপত্র

ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) সেদিনও বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন আছ?' তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন? পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি।' এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের প্রধান খাদ্য কী?' পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 'গোশ্ত।' বললেন, 'তোমাদের পানীয় কী?' বধূ বললেন, 'পানি।' ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।'

আলাপ শেষে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।'

অতঃপর ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) যখন বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। (অতঃপর স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন ও বললেন,) তারপর তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি।' স্বামী বললেন, 'আর তিনি তোমাকে কোন অসিয়ত করেছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।' ইসমাঈল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।'[২৮৯]

প্রত্যেক অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত, জীবনে যা পেয়েছে, তার হিসাব করা এবং যা পায়নি, তার হিসাব না করা। কারণ হিসাব নিলে দেখো যায়, যা সে পায়নি, তার তুলনায় যা পেয়েছে, তা অনেকানেক বেশি। আর সে জন্যই অনেক বঞ্চনা সত্ত্বেও অনুগ্রহদাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। অল্পে তুষ্ট হতে পারলে মানুষ শুকরগুযার হতে পারে, তা না হলে নাশুকরির অনল-দহনে আজীবন কষ্ট ভোগ করতে হয়।

২৮৯. *বুখারীর ৩৩৬৪-৩৩৬৫*

মহানবী ﷺ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"হে আবূ হুরাইরা! তুমি নিজের মধ্যে আল্লাহভীরুতা নিয়ে এস, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। আর অল্পে পরিতুষ্ট হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন গণ্য হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।"[২৯০]

অধিকার আদায়

চরিত্রবান মুসলিম নর-নারী তাদের প্রতি সৃষ্টির অধিকার আদায় করে। আদায় করে নিজের দেহের অধিকার, পিতামাতার অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, স্বামীর অধিকার, সন্তানের অধিকার, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, পাওনাদারের অধিকার, গরীব-মিসকীনের অধিকার, শাসকের অধিকার এবং সকল মুসলিমের যাবতীয় অধিকার।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ

"এক মুসলমানের অধিকার অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া।"[২৯১]

সমূহ অধিকার আদায় করাটা সত্যই কঠিন ব্যাপার। তবুও চরিত্রবান হতে হলে তা করতেই হবে।

'বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।'

২৯০. *বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ* ২৫২, *ইবনে মাজা* ৪২১৭
২৯১. *বুখারী* ১২৪০, *মুসলিম* ৫৭৭৭

আন্তরিকতা

প্রত্যেক কথা ও কাজে আন্তরিক হওয়া সচ্চরিত্র মানুষের লক্ষণ। যে কথা বলে, তা আন্তরিকতার সাথে বলে এবং যে কাজ করে, তা আন্তরিকতার সাথে করে। দ্বীনের কাজে যেমন সে আন্তরিক হয়, তেমনি দুনিয়ার কাজেও আন্তরিক হয়। কারো উপকার করলে বিনা স্বার্থে করে এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারো কাজ করলেও আন্তরিকতার সাথে করে।

পরোপকার করলে আন্তরিকতার সাথে করে। তার পশ্চাতে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা লাভের আশা রাখে না। চরিত্রবানেরা নিজ কর্মে কেবল মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। কারো উপকার করলে অথবা কাউকে অন্নদান করলে তাদের মন বলে,

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا

“শুধু আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।[২৯২]

চরিত্রবান নিজের কাজ যেমন মন দিয়ে করে, তেমনি পরের কাজও মন দিয়ে সম্পাদন করে। নিজের জিনিস যেমন আন্তরিকতার সাথে হিফাযত করে, তেমনি পরের বা সরকারের জিনিসও আন্তরিকতার সাথে হিফাযত করে। নিজের গাড়ি চালানোর সময় যেমন তার হিফাযতের খেয়াল রাখে, তেমনি মালিক, কোম্পানি বা সরকারী গাড়ি চালানোর সময়ও একই খেয়াল রাখে। নিজের বাড়িতে বাস করার সময় যেমন তার হিফাযতের খেয়াল রাখে, তেমনি ভাড়া-বাড়ি, কোম্পানির দেওয়া বা সরকারী বাসায় বাস ক’রে তার হিফাযতের খেয়াল রাখে। নিজে বিল দিতে হলে যেমন পানি ও বিদ্যুত ব্যবহার করে, তেমনি কোম্পানি বা সরকার বিল মিটালেও একই মন নিয়ে তা ব্যবহার করে।

যেহেতু আন্তরিকতা ছাড়া কোন কাজ ‘ভালো কাজ’ হয় না। মহান আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم

২৯২. *সূরা দাহর: ৯*

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।”[২৯৩]

الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيها إلاَّ ما ابْتُغِي بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ

“পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।”[২৯৪]

কোনও কাজে আন্তরিক না হওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, কিছু লোক তাঁর নিকট নিবেদন করল যে, ‘আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)’ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উত্তর দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা ‘মুনাফিক্বী’ আচরণ বলে গণ্য করতাম।’[২৯৫]

সুতরাং কোন চরিত্রবান মুসলিম মুনাফিকের আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। ‘উপরে সালামাল্কি ও ভিতরে হারামজাদকি’র ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারে না।

চরিত্রবান মুসলিম কোন দায়িত্বশীল হলে নিজ দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করে না। কর্তব্যরত কোন কর্মচারী হলে নিজ কর্তব্যে অবজ্ঞা বা অনীহা প্রদর্শন করে না। যেহেতু সে হয় নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান এবং নৈতিকতার নীতিতে দায়বদ্ধ।

চরিত্রবান শিক্ষক, নিজ শিক্ষাদানে আন্তরিক হন।

চরিত্রবান চিকিৎসক, নিজ চিকিৎসায় আন্তরিক হন।

চরিত্রবান কর্মচারী, নিজ কর্মে আন্তরিক হন।

চরিত্রবান ব্যবসায়ী, নিজ ব্যবসায় আন্তরিক হন।

চরিত্রবান কৃষক, নিজ কৃষিকার্যে আন্তরিক হন।

চরিত্রবান শিল্পী, নিজ শিল্পকর্মে আন্তরিক হন।

চরিত্রবতী স্ত্রী, নিজ সংসারে আন্তরিক হন।

যে আন্তরিক নয়, তার অন্তর নেই অথবা মৃত। আর অন্তরহীন মানুষ কি চরিত্রবান হতে পারে?

---

২৯৩. *মুসলিম ৬৭০৭-৬৭০৮*
২৯৪. *ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯*
২৯৫. *বুখারী ৭১৭৮*

সূচীপত্র

সমালোচককে উপেক্ষা

চরিত্রবান নর-নারী নিন্দুকের নিন্দা ও সমালোচকের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে। যখন সে জানে যে, সে হক পথে প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন রটনায় সে কান দেয় না। অটল ও অবিচল থেকে নিজ হক পথে চলমান থাকে। যেহেতু এ হল মহান স্রষ্টার নির্দেশ।

তিনি নিজ প্রেরিত নবী ﷺ কে শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে বিরোধীদেরকে উপেক্ষা করবেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে। সেখানে থাকে কাফের, মুনাফিক, মুশরিক ও অজ্ঞ-মূর্খ। এদের প্রত্যেকের সাথে একই আচরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; উপেক্ষা কর, তর্কে যেয়ো না, সংঘাতে যেয়ো না, মনমরা হয়ো না, কষ্ট নিয়ো না।

তিনি মুশরিকদের ব্যাপারে তাঁকে বলেছেন,

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে বিমুখ থাক।"[২৯৬]

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর।"[২৯৭]

অর্থাৎ, তারা যদি তোমাকে মিথ্যায়ন করে, তোমার কথায় অবিশ্বাস করে, তাহলে তুমি কোন পরোয়া করো না, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তারা যদি তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাহলে তাদেরকে উপেক্ষা কর, মন খারাপ করো না, দুঃখ নিয়ো না। যেহেতু মহান প্রতিপালক তোমার সাথে আছেন।

কাফের, নাস্তিক ও কেবল পার্থিব জীবনে বিশ্বাসীদের ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

"অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত।"[২৯৮]

তারা যত বড়ই শিক্ষিত হোক, যত বড়ই বিজ্ঞানী হোক, তাদের শিক্ষা ও

---

২৯৬. *সূরা আন্‌আম: ১০৬*
২৯৭. *সূরা হিজ্‌র: ৯৪*
২৯৮. *সূরা নাজ্‌ম: ২৯-৩০*

জ্ঞান কেবল পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

"ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন।"[২৯৯]

সুতরাং তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে পরকালে। আর তাদের অবিশ্বাস তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মুনাফিকদের ব্যাপারেও সতর্ক ক'রে তিনি তাঁকে বলেছেন,

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস।' তখন তুমি মুনাফিক (কপট)দেরকে তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধের পরিণামে যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে? অতঃপর তারা তোমার নিকট এসে আল্লাহর শপথ ক'রে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি।"

মহান আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا

"এরাই তো তারা, যাদের অন্তরে কী আছে, আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী কথা বল।"[৩০০]

কারণ তারা তো সমাজেরই লোক। তারা মুসলিম নাম নিয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে। মুসলিমদের মসজিদ ও ঈদগাহে জুমআহ ও ঈদ পড়তে আসে। তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম সরকারও কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। সুতরাং তাদের দুর্ব্যবহারে সহ্য ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে? উপেক্ষা করা ছাড়া আর কীসের অপেক্ষা করা যেতে পারে?

---

২৯৯. *সূরা রূম: ৭*
৩০০. *সূরা নিসা: ৬০-৬৩*

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً

"আর তারা বলে, (আমাদের কর্তব্য) আনুগত্য। অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায়, তখন রাত্রে তাদের একদল তারা যা বলে (বা তুমি যা বল) তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৩০১]

অজ্ঞ ও জাহেল লোকেরাও অনেক কিছু বলে থাকে। নবী ও তাঁর ওয়ারেসগণকে তাও উপেক্ষা ক'রে চলতে হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[৩০২]

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।"[৩০৩]

নীচ ও হীন মনের মানুষরা বড় মানুষদের ত্রুটি খুঁজে পেয়ে তার সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু একজন মূর্খ একজন জ্ঞানীর সমালোচনা করলে উপেক্ষা ছাড়া পথ কী? তর্কে মূর্খের কাছে জেতা যাবে না, গালাগালিতে মূর্খই প্রথম স্থান অধিকার করবে, ব্যবহারে সে ছোটলোককেও হার মানাবে। অবশ্য অন্য জ্ঞানীরাও তা অনুভব করে এবং মূর্খের মূর্খামি দেখে হাস্য করে। এই জন্যই 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।'

কিন্তু নীচ ও মূর্খ লোক জ্ঞানীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে নিজের মূর্খতা ও বোকামিকে আরো প্রসিদ্ধ করে।

'পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা?'

বোকার সাথে তর্কে জড়ালে নিজেকে বোকা সাজানো হয়। তাই আরবী কবি বলেছেন,

---

৩০১.সূরা নিসা: ৮১
৩০২. সূরা আ'রাফ: ১৯৯
৩০৩. সূরা ফুরক্বান: ৬৩

إذا نطق السفيه فلا تجبه * فخير من إجابته السكوت

অর্থাৎ, কোন নির্বোধ কথা বললে তার জবাব দেবে না। কারণ তাকে জবাব দেওয়ার চাইতে চুপ থাকা উত্তম।

তার মানে এই নয় যে, সমালোচনার ভয়ে আমি আমার কর্তব্যে পিছপা থাকব, নিন্দার ভয়ে আমি কাজ করাই ছেড়ে দেব। আর তাহলে তো ক্ষান্ত বুড়ির দিদি-শাশুড়ীর পাঁচ বোনের মতো অবস্থা হবে।

'পাছে কোন দোষ ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে!'

আর সেটা কি সম্ভব? সেটা কি গতিশীল জীবন?

চরিত্রবান নর-নারী জানে, সামাজিক কোন কাজ না করলে সমালোচনার পাত্র হতে হয় না। যত বেশি লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে এগোবেন, ততই সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। মনে হয় সাফল্য ও সমালোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। সাফল্য যত বেশি, সমালোচনাও তত বেশি।

উচিত বলার জন্য আমাদের সৎ সাহস থাকা দরকার। মানুষকে ভয় করা আমাদের উচিত নয়। অপরে আমাদের সম্পর্কে কী ভাবে, সে কথাও চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ হলে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।

আমাদের মনে রাখা উচিত, বিশাল সমুদ্রে রাখালে পাথর মারলে সমুদ্রের কী যায় আসে? উজ্জ্বল নক্ষত্রে ঢিল মারলে, সে ঢিল কি তার গায়ে লাগে? জ্ঞানীর মানহানির জন্য অজ্ঞানীর কুমন্তব্য নিতান্ত অসার। তাতে জ্ঞানীর কিছু আসে যায় না।

সুফিয়ান সওরী বলেন, 'যে নিজেকে চিনেছে, তার সম্বন্ধে লোকের সমালোচনা কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

বড় সুখী তারা, যারা লোকেদের সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে চলে। গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষোভ না ক'রে নিন্দুকের নিন্দাকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

কবি বলেছেন,

'যদি কোন ছোট লোক
বড় কথা কয় হে, বড় কথা কয়,
মহতের ক্রোধ করা
কভু ভালো নয় হে, কভু ভালো নয়।
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে
প্রতিনাদ করে হে, প্রতিনাদ করে,
লক্ষ্য নাহি করে যদি
ফেরু ডেকে মরে হে, ফেরু ডেকে মরে।'

একটি গল্প প্রসিদ্ধ আছে, একদা লোকমান হাকীম তাঁর পুত্র সহ একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতক লোক বলতে লাগল, 'লোকটা কত নিষ্ঠুর! একটি গাধার পিঠে দু' দু'টো লোক।' এ কথা শুনে হাকীম নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর পরে আরো কিছু লোক তাঁদেরকে দেখে বলে উঠল, 'ছেলেটি কত বড় বেআদব! বুড়োটাকে হাঁটিয়ে নিজে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে।' এ কথা শুনে ছেলেটি নেমে এল এবং হাকীম সওয়ার হলেন। আরো কিছু দূর পর কিছু লোক বলতে লাগল, 'বুড়োটির কী আক্কেল! নিজে গাধার পিঠে চড়ে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' এ কথা শুনে তিনিও গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু পরে আরো কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলল, 'লোক দু'টো কী বোকা! সঙ্গে সওয়ার থাকতে পায়ে হেঁটে পথ চলছে!' এ বারে হাকীম তাঁর ছেলেকে বললেন, 'দেখলে বাবা! তুমি চাপলেও দোষ, আমি চাপলেও দোষ, দু'জনে চড়লেও দোষ, কেউ না চড়লেও দোষ। সুতরাং তুমি কারো কথায় কর্ণপাত করো না।' কারণ, লোকের খোঁটা থেকে বাঁচা কঠিন। নিজের বিবেকে সঠিক কাজ ক'রে যাওয়া উচিত। 'হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁক্‌তা রহেগা।'

মহান ব্যক্তিত্বের মহানতার আন্দাজ তখনই হয়, যখন দেখা যায় যে, তিনি তাঁর সমালোচকদেরকে খুশী মনে ক্ষমা ক'রে দিচ্ছেন এবং সত্যই কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন ক'রে নিচ্ছেন। মহান তিনিই, যিনি তাঁর সমালোচককে সাদর সম্ভাষণ জানান, যিনি তাঁর সমালোচককে উপকারী বিবেচনা করেন।

একজন মহান চিত্তের সমালোচিত কবি লিখেছেন,

'নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরে আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে, বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব ক'রে পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।'

আত্মসমালোচনা

প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আত্মসমালোচনা, আত্মবিচার ও আত্মশুদ্ধি থাকা উচিত সচ্চরিত্রতার অধিকারী হওয়ার জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"[৩০৪]

তিনি আত্মশুদ্ধির প্রতি উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"সে সফলকাম হবে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে।"[৩০৫]

উমার বিন খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "(মরণের পর) তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব নাও। তোমাদের আমল ওজন করার পূর্বে তোমরা নিজেরা ওজন ক'রে দেখে নাও। কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে নেবে, তার জন্য কিয়ামতের হিসাব হাল্কা হয়ে যাবে। যেদিন তোমাদেরকে পেশ করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না, সেদিনকার জন্য তোমরা সুসজ্জিত হও।"[৩০৬]

মাইমূন বিন মিহরান বলেছেন, 'বান্দা পরহেযগার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব গ্রহণ করেছে; যেমন সে তার শরীকের হিসাব গ্রহণ ক'রে থাকে, তার খাদ্য কোথা হতে আসছে, তার পোশাক কোথা হতে পাচ্ছে?[৩০৭]

মানুষ আত্মসমীক্ষা করলে পাপাচারিতা, অতি বিলাসিতা ও আত্মমুগ্ধতা থেকে বিরত থাকতে পারবে। আর তা হলেই সে সহজে চরিত্রবান ও ভদ্র মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করবে সমাজে।

আত্মবিচার করলে মানুষ নিজ মনে মহান আল্লাহর তা'যীম অনুভব করবে এবং পরকাল সম্বন্ধে উদাসীনতা দূরীভূত হবে। আর তা হলেই সে অনায়াসে সদাচারী হয়ে বিকাশ লাভ করবে।

---

৩০৪. সূরা হাশ্‌র: ১৮
৩০৫. সূরা শাম্‌স: ৯-১০
৩০৬. তিরমিযী ২৪৫৯, ইবনে আবী শাইবা ৩৪৪৫৯
৩০৭. তিরমিযী ২৪৫৯

যে ব্যক্তি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি নিজের ছিদ্র সংশোধনে প্রয়াসী হবে। আর যে নিজের ছিদ্র অন্বেষণ করবে, সে পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে পারবে না। আর সেই হবে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।

যে ব্যক্তি পরকে ছেড়ে নিজের দোষ গণনা করায় ব্যাপৃত হয়, সেই হয় মানুষের মতো মানুষ।

জ্ঞানী মানুষ নিজেকে চিনতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিজেকে চেনা আসলেই কঠিন কাজ।

যে মানুষ চেনে, সে বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু যে নিজেকে চেনে, সে সবথেকে বড় বুদ্ধিমান।

মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে নিজের সাথে। জ্ঞানী মানুষ নিজের মনকেই অধিক শাসিয়ে থাকে। আর যে মানুষ নিজ মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই হল উল্লেখযোগ্য মানুষ। সেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

أَفضَلُ الجِهَادِ أَن يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفسَهُ وَهَوَاهُ

“স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।”[৩০৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।

তাই চরিত্রবানের উচিত, লোকে যখন তার বাহ্যিক গুণগ্রাম দেখে প্রশংসা করবে, তখন নিজের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি অন্বেষণ ও বিচার করা। যাতে সে তার নিজের গোপন ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিজের আত্মার কাছে বিশ্বস্ত হতে পারে। আর তা লোকের ঐ প্রশংসা থেকে বহুগুণ উত্তম।

আমরা জেনেছি, যে স্ত্রীর কাছে ভালো, সে সবার চাইতে ভালো। কারণ সে তার গোপন অনেক তথ্য সম্বন্ধে অন্যান্যের তুলনায় বেশি অবহিতা। আর যে ভালো স্ত্রীর কাছে চরিত্রবান, তার চাইতেও বেশি বড় চরিত্রবান সেই ব্যক্তি, যে নিজের সুস্থ বিবেকের বিচারে চরিত্রবান। কারণ ‘মনে জানে পাপ, আর মায়ে জানে বাপ।’

৩০৮. ইবনে নাজ্জার, সঃ জামে’ ১০১৯

আমানত আদায় করা

আমানত আদায় করা মু'মিনের দায়িত্ব এবং আমানতে খিয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। এই জন্য চরিত্রবান মু'মিন আমানত আদায় করে এবং সে সেই ব্যক্তিরও খিয়ানত করে না, যে তার খিয়ানত করেছে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরৎ দাও এবং যে তোমার খিয়ানত করেছে, তুমি তার খিয়ানত করো না।"[৩০৯]

আর যেহেতু আমানত আদায় করা সচ্চরিত্রতার একটি মহৎ গুণ, যে গুণে গুণান্বিত হলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর ভালোবাসা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ فَحَافِظُوْا عَلَى ثَلاَث خِصَالٍ : صِدْقُ الْحَدِيْثِ ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ ، وَ حُسْنُ الجِوَارِ

"যদি তোমরা পছন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে ভালবাসুন, তাহলে তিনটি গুণের হিফাযত কর; ১। সত্য কথা বলা, ২। আমানত আদায় করা এবং ৩। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা।"[৩১০]

বলা বাহুল্য, চরিত্রবান মুসলিম সেই আমানতে খিয়ানত করে না, যা তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়।

সরকার, জনগণ বা কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থে কোন প্রকার খিয়ানত করে না।

চাকরি বা অর্পিত কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না।

রাজা হয়ে প্রজার প্রতি, স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী হয়ে স্বামীর প্রতি, পিতামাতা হয়ে সন্তানের প্রতি, সন্তান হয়ে পিতামাতার প্রতি, প্রভু হয়ে ভৃত্যের প্রতি, ভৃত্য হয়ে প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করে না।

প্রত্যেকের প্রাপ্য আমানত প্রত্যর্পণ করে চরিত্রবান মুসলিম। যেহেতু তার প্রতিপালকের নির্দেশ,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

৩০৯. আবূ দাউদ ৩৫৩৭, তিরমিযী ১২৬৪, দারেমী, মিশকাত ২৯৩৪
৩১০. সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৯৮

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৩১১]

উপহার বিনিময়

আপোসে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করা সুচরিত্রের একটি সুন্দর আচরণ। যেহেতু তার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

'স্মৃতি দিয়ে বাঁধা থাকে প্রীতি, প্রীতি দিয়ে বাঁধা থাকে মন,
উপহারে বাঁধা থাকে প্রীতি, তাই দেওয়া প্রয়োজন।'

মহানবী ﷺ বলেছেন,

تَهَادُوا تَحَابُّوا

"তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।"[৩১২]

সা'ব ইবনে জাষ্‌ষামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে (শিকার করা) এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষণ্নতার চিহ্ন) দেখে বললেন,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ

"আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।"[৩১৩]

যেহেতু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা ও তার গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ, সেহেতু মহানবী ﷺ সেই উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নচেৎ তিনি কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করতেন না।

যে জিনিস উপহারে দেওয়া হয়, তার প্রয়োজন না থাকলেও তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে দাতার মন ভেঙ্গে যায়।

'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,

নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।'

---

৩১১. *সূরা নিসা: ৫৮*
৩১২. *বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯৪, আবূ য়্যা'লা ৬১৪৮, সহীহুল জামে' ৩০০৪*
৩১৩. *বুখারী ১৮২৫, মুসলিম ২৯০২*

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপহার বিনিময় একটি সুন্দর লোকাচার। কিন্তু তা লোভে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আপোসে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান হওয়া গ্রহণীয় নয়। উপহারের বিনিময়ে কেউ উপহার দিতে না পারলে যেন চরিত্রবানের মনঃক্ষুণ্ন না হয়। উপহারের লোভে বেছে বেছে কেবল বড়লোকদেরকেই দাওয়াত না দেওয়া হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা উপহার দেবে, তা যেন সাদরে গ্রহণ করা হয়। নচেৎ উপহার বিনিময় সম্প্রীতির জায়গায় বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করবে। আর সে কাজ কোন চরিত্রবান-চরিত্রবতীর হতে পারে না।

পরার্থপরতা

পরার্থপরতা একটি সুন্দর চরিত্র, একটি সুন্দর আদর্শ। এতে আছে পরম সুখ, এতে আছে আত্মতৃপ্তি। কবি বলেছেন,

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি-
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'

অবশ্য এ হল পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। নচেৎ ইসলাম বলে না যে, তুমি নিজেকে ধ্বংস ক'রে অপরকে বাঁচাও। নিজেকে মোমবাতির মতো জ্বালিয়ে অপরকে আলো দাও। নিজেকে আগরবাতির মতো জ্বালিয়ে অপরকে সুগন্ধি বিতরণ কর। বরং ইসলামের নীতি হল, নিজে বাঁচো, অপরকেও বাঁচাও।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"কারো জন্য অপরের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়। কোন দু'জনের জন্য প্রতিশোধমূলক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও বৈধ নয়।"[৩১৪]

এর একটা অর্থ হল, ক্ষতি করব না, ক্ষতিগ্রস্তও হব না। তবুও উচ্চ মানের চরিত্রবান মানুষ নিজের স্বার্থ ত্যাগ ক'রে অপরের উপকার ক'রে থাকে। নিজের মাঝে কিছু অসুবিধা আনয়ন ক'রে অপরের সুবিধা করে, নিজে কিছু কষ্ট বরণ ক'রে অপরকে আরামে রাখে, নিজেকে বসা থেকে বঞ্চিত রেখে অপরকে আসন ছেড়ে দেয়, নিজেকে ক্ষুধায় রেখে অপরকে পরিতৃপ্ত করে।

৩১৪. আহমাদ ২৮৬৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪০, ২৩৪১

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হয়ে এল। তিনি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু আছে কি না তা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের কিছু পানি ছাড়া খাবার কিছু নেই। ফলে তিনি ঘোষণা ক'রে বললেন, "কে এর মেহমান-নেওয়াযী করবে?" এ কথা শুনে আনসারদের এক ব্যক্তি বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তাকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমানের খাতির কর।' স্ত্রী বলল, 'কিন্তু ঘরে তো বাচ্চাদের খাবার মত খাবার ছাড়া অন্য কিছু নেই।' স্বামী বলল, 'খাবার তৈরী কর। বাতি জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও!' মহিলা তাই করল। অতঃপর বাতি ঠিক করার ভান করে উঠে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল। (নিয়ম হচ্ছে মেহমানের সাথে খাওয়া। কিন্তু খাবার ছিল মাত্র একজনের। ফলে মেহমানকে খেতে আদেশ করল এবং অন্ধকারে) তারা স্বামী-স্ত্রীতে এমন ভাব প্রকাশ করল যে, তারাও খানা খাচ্ছে! অতএব তারা উভয়ে বাচ্চাসহ উপবাসে রাত্রি অতিবাহিত করল! সকাল হলে লোকটি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "গত রাত্রে তোমাদের উভয়ের কাণ্ড দেখে আল্লাহ হেসেছেন।"

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল,

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে) যারা এ (মদীনা) নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না; আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।[৩১৫]

মহান চরিত্রের এ হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের নমুনা। যে নমুনা পেশ করে মহান আল্লাহর কাছে তাঁরা সন্তোষভাজন হয়েছেন এবং মানুষের ইতিহাসে হয়েছেন প্রসিদ্ধ।

---

৩১৫. *সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত, বুখারী ৩৭৯৮, ৪৮৮৯*

মুসলিমরা যখন মদীনায় এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফ ও সা'দ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ক'রে দিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে বললেন, 'আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। আমার মালধন দুইভাগে ভাগ করে অর্ধেক তোমার রইল। আর আমার দুই স্ত্রী, তোমার যেটা পছন্দ, আমি সেটাকে তালাক দিয়ে দেব। অতঃপর তার ইদ্দত অতিবাহিত হলে তুমি তাকে বিবাহ কর!'[৩১৬]

এর চাইতে বড় পরার্থপরতা, স্বার্থত্যাগ তথা সচ্চরিত্রতা আর কিছু কি হতে পারে?

চরিত্রবান আত্মকেন্দ্রিক হয় না। সে একা সুখ পেয়ে সুখী হয় না। বরং সে তার সুখে অপরকে শরীক ক'রে সুখী হয়। আর এ কথা ঠিক যে, নিজের আনন্দে অপরকে অংশী করতে পারলে আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যে জীবন নিজের কাজে লাগে না, সে জীবনকে পরের কাজে লাগিয়ে আনন্দিত হওয়া যায়।

'আত্মসুখ অন্বেষণে আনন্দ নাহিরে
বারে বারে আসে অবসাদ,
পরার্থে যে করে কর্ম তিতি ঘর্ম নীরে
সেই লভে স্বর্গের প্রাসাদ।'

অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বর্জন

চরিত্রবান মুসলিম কেবল হক ও সহীহ দলীলের পক্ষপাতিত্ব করে। এ ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করে না।

দেশগত, ভাষাগত, পার্টি, দল বা জামাআতগত, মযহাবগত, বংশ, রঙ, বর্ণ বা জাতিগত কোন অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করা কোন চরিত্রবানের চরিত্র হতে পারে না।

মুসলিমরা ভাই-ভাই। তাদের মাঝে গৌণ বিষয় নিয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। ভৌগলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ, ভাষা বা বর্ণভেদ নিয়ে যারা বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে, তারা আলেম, দায়ী বা আরো কিছু হলে হতে পারে, কিন্তু সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে না।

মহান আল্লাহ কেবল 'তাক্বওয়া' বা 'পরহেযগারি'কেই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

৩১৬. *বুখারী ৩৭৮০*

সূচীপত্র

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৩১৭] আল্লাহর নিকট মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি এমন বংশ, গোত্র ও আভিজাত্য নয়, যা গ্রহণ করা কোন মানুষের এখতিয়ারেই নেই, বরং মাপকাঠি হল আল্লাহ-ভীরুতা; যা অবলম্বন করা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত। মহানবী ﷺ এর ঘোষণা হল,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

"হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।"[৩১৮]

দ্বীনদার লোকেরাই প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী, চাহে তাদের বর্ণ যাই হোক, দেশ যাই হোক, বংশ যাই হোক। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ أَوْلِيَائِيَ مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ

"আমার পরিবারের লোক মনে করে, ওরা আমার বেশি ঘনিষ্ঠতম। অথচ তোমাদের মধ্যে আমার বেশি ঘনিষ্ঠ হল পরহেযগার লোকেরা।[৩১৯]

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا

"নিশ্চয় আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী মুত্তাক্বীনগণ; তারা যেই হোক, যেখানেই থাক।"[৩২০]

সুচরিত্রবান উদার হয়, সে কোন ব্যক্তি-বিশেষের অন্ধপক্ষপাতিত্ব করে না, কোন দল-বিশেষের অন্ধ তরফদারি করে না। যেহেতু তার নিকট থাকে ইসলাম ও ইনসাফের কষ্টিপাথর।

---

৩১৭. সূরা হুজুরাত: ১৩
৩১৮. আহমাদ ২৩৪৮৯ , শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫১৩৭
৩১৯. ত্বাবারানীর কাবীর ২৪১, ইবনে হিব্বান ৬৪৭, যিলালুল জান্নাহ ২১২
৩২০. আহমাদ ২২০৫২, সঃ জামে' ২০১২

ভালো কাজে সহযোগিতা

সুচরিত্রবান মানুষ ভালো কাজে অপরের সহযোগিতা করে। কোন মন্দকাজে কোন প্রকার সহযোগিতা করে না। যেহেতু মহান প্রতিপালকের নির্দেশ,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।"[৩২১]

সুতরাং চরিত্রবান নারী-পুরুষকে দেখবেন, তারা প্রত্যেক সৎকার্যে সাহায্য করার জন্য আগ্রহী থাকে। দ্বীনদারীর কাজে তো বটেই, দুনিয়াদারীর বৈধ কাজেও সহযোগিতা ক'রে থাকে।

আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কোন্ আমল সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি বললাম, 'কোন্ গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান।" আমি বললাম, 'যদি আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি।' তিনি বললেন,

تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ

"তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ ক'রে দেবে।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কী করব)?' তিনি বললেন, "তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ।"[৩২২]

অপরের সহযোগিতা করা মু'মিনের চরিত্র এই জন্যই যে, সে অপরকে সাহায্য করলে, মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

৩২১. *সূরা মায়িদাহ: ২*
৩২২. *বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ২৬০*

সূচীপত্র

“আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।”[৩২৩]

মানুষ একা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। মহান প্রতিপালকের সাহায্যের পর সামাজিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী সে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً

“এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত ক'রে রাখে।” তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ঢুকালেন।[৩২৪]

সহযোগিতা করতে হবে, তবে দেখে-শুনে, ভেবে-বুঝে। নচেৎ অন্যায় ও অসৎ কাজে কোন প্রকার সহযোগিতা করা যাবে না। পারিশ্রমিক নিয়ে না, না নিয়েও না।

সুতরাং চরিত্রবান এমন চাকরি করে না, যে চাকরি করাতে কোন অবৈধ ও মন্দ কাজে সহযোগিতা হয়।

এমন ব্যবসা করে না, যার মাধ্যমে কোন হারাম খাওয়ানোতে সহযোগিতা হয় অথবা নিষিদ্ধ কোন কর্মে কোন প্রকার সহযোগিতা হয়।

এমন ভাড়া বা মজুর খাটে না, যাতে হারাম কোন ব্যবসা বা কর্মে সহযোগিতা হয়।

নিজের গাড়ি, বাড়ি বা অন্য কিছু এমন কাউকে ভাড়া দেয় না, যে তা কোন প্রকার অন্যায় বা হারাম কাজ করতে ব্যবহার করবে।

এমন কাউকে ঋণদান করে না, যে তার টাকা কোন হারাম কাজ বা ব্যবসায় ব্যবহার করবে।

---

৩২৩. আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৮, তিরমিযী ১৪২৫, ইবনে মাজাহ ২২৫, সহীহুল জামে' ৬৫৭৭

৩২৪. বুখারী ৪৮১, মুসলিম ৬৭৫০

সহমর্মিতা

মহান চরিত্রের অধিকারী নর-নারী পরের কষ্টে কষ্ট পায়, পরের আনন্দে আনন্দিত হয়। আসলে মুসলিমরা তো একটি অট্টালিকার ইটসমূহের মতো। ঈমানী সিমেন্টের জোড়ায় একে অপরকে মজুবত ক'রে রাখে। মু'মিনরা একটি দেহের সকল অঙ্গের মতো। একটি বিকল হলে অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি ব্যথা পেলে সকল অঙ্গ সেই ব্যথাতে শরীক হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

"মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[৩২৫]

যখনই শোনে, অমুক সফল হয়েছে অথবা অমুক চাকরি পেয়েছে অথবা অমুক প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তখনই সে তার খুশীতে খুশী হয়।

আর যখনই সে শোনে, অমুক অসফল হয়েছে অথবা অমুকের চাকরি চলে গেছে অথবা অমুক ফেল করেছে, তখনই সে তার দুঃখে দুঃখিত হয়।

কেউ সফল হলে তাকে সাক্ষাৎ করে মোবারকবাদ ও বর্কতের দুআ দেয়।

কেউ অসুস্থ হলে তাকে সাক্ষাৎ ক'রে সান্ত্বনা ও আরোগ্যের দুআ দেয়। সাধ্যে কুলালে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

কেউ বিপদগ্রস্ত হলে তাকে দেখা ক'রে সমবেদনা জানায়।

কেউ মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে আত্মকেন্দ্রিক, হিংসুক ও পরশ্রীকাতর লোকের চরিত্র ঠিক এর বিপরীত। সে কারো সুখে খুশী হয় হয় না, পরন্তু দুঃখে সমব্যথী হয় না, খুশী হয়।

লোকে বলে, 'দয়া-মায়া এবং করুণা সহজেই লোহার ফটক দিয়ে প্রবেশ করে না।' এ কথা কোন সুচরিত্রবান মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং মু'মিনের সমব্যথী হন, আপনার অর্থ দ্বারা, পদ ও মর্যাদা দ্বারা, দৈহিক খিদমত দ্বারা, সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দ্বারা, সান্ত্বনা ও দুআ দ্বারা। আর ঘায়ের উপর মলম লাগাতে না পারলে তাতে নুনের ছিটা দিয়ে কারো যন্ত্রণা বৃদ্ধি করবেন না।

---

৩২৫. *বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১*

হিতাকাঙ্ক্ষিতা

মু'মিনরা ভাই-ভাই। একে অপরের কল্যাণকামী হয় সকলেই। একে অন্যের শুভানুধ্যায়ী হয় মুসলিম উম্মাহ। পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হয় চরিত্রবান সকল মানুষ। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'--- এই কথার প্রতি খেয়াল রেখে প্রত্যেক দ্বীনদারই প্রত্যেকের মঙ্গল আশা করে।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।" সাহাবাগণ বললেন, 'কার জন্য?' তিনি বললেন,

لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।"[৩২৬]

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট স্বলাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলমানের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপর বায়আত করেছি।'[৩২৭]

চরিত্রবান সর্বদা পরের জন্য তাই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য করে এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে না, তা পরের জন্যও করে না। যেহেতু এমন পছন্দ-অপছন্দ করাটা ঈমান পরিপূরক কর্ম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩২৮]

'আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল হাততালি দি।'

'আপন বেলায় চাপন-চোপন, পরের বেলায় ঝুরঝুরে মাপন।'

'আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন ঠাকুরটি। পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।'

'আপনারটা ঢাকা থাক, পরেরটা বিকিয়ে যাক।'

'আপনার বেলায় আঁটিসাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।'

'আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।'

'পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে।'

'পরের ছেলে পরমানন্দ, যত উচ্ছন্নে যায় তত আনন্দ।'

---

৩২৬. *মুসলিম ২০৫*
৩২৭. *বুখারী ৫৭, মুসলিম ২০৮*
৩২৮. *বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫*

'পরের লেজে পা পড়লে তুলো পানা ঠেকে, নিজের লেজে পা পড়লে ক্যাঁক ক'রে ডাকে।'

কিন্তু না। প্রকৃত মুসলিম হতে হলে সুন্দর ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে হবে মানুষের সাথে। যা নিজের কাছে প্রিয়, জানতে হবে, তা অপরের কাছেও প্রিয় এবং যা নিজের কাছে অপ্রিয়, তা অপরের কাছেও অপ্রিয়। পরের ব্যাপারে ভাবতে হবে, সে যদি আমার জায়গায় হত, তাহলে আমি নিজের জন্য কী চাইতাম। একটি সুন্দর উপদেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"[৩২৯]

আমি চাই, লোকে আমাকে শ্রদ্ধা করুক, তাহলে আমার উচিত, লোককে শ্রদ্ধা করা।

আমি চাই, লোকে আমাকে অসম্মান না করুক, তাহলে আমার উচিত, লোককে অসম্মান না করা।

আমি চাই, লোকে আমাকে ভালোবাসুক, তাহলে আমার উচিত, লোককে ভালোবাসা।

আমি চাই, লোকে আমাকে ঘৃণা না করুক, তাহলে আমার উচিত, লোককে ঘৃণা না করা।

---

৩২৯. *আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩*

আমি চাই, আমার মেয়ের বিয়ে বিনা পণে হোক, তাহলে আমার উচিত, পণ না নিয়ে আমার ছেলের বিয়ে দেওয়া।

আমি চাই, আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে সুখে থাক, তাহলে আমার উচিত, আমার বউমাকে সুখে রাখা।

এইভাবে প্রত্যেক কাজে পরের অসুবিধা বুঝে, তাকে নিজের জায়গায় রেখে বিচার ও ব্যবহার প্রদর্শন করতে হয় চরিত্রবানকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩৩০]

'নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।'

পরস্পর উপদেশ বিনিময়

মু'মিন মু'মিনের ভাই। মু'মিনা মু'মিনার বোন। তারা একে অন্যের জন্য আয়না স্বরূপ। একে অন্যের ত্রুটি সংশোধনে প্রয়াসী হয়। একে অপরের সুখে সুখানুভব করে। একে অন্যের কষ্টে কষ্টানুভব করে। বিপদে সান্ত্বনা দেয় ও ধৈর্যের তাকীদ দান করে এবং একে অন্যকে সত্যের পরামর্শ দেয়, হকের অসিয়ত করে, উপকারী উপদেশ দান করে।

সারা বিশ্বের সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উক্ত শ্রেণীর চরিত্রবান নারী-পুরুষ বড় লাভবান থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।[৩৩১]

---

৩৩০. *মুসলিম ৪৮৮২*
৩৩১. *সূরা আস্‌র*

ঈমানচোর পকেটমারের অভাব নেই দুনিয়াতে। যাদেরকে নিয়ে শয়তানের বাজার বড় সরগরম। ভ্রষ্টকারী ফিতনা যেন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ন্যায় সারা পৃথিবীকে গ্রাস ক'রে রেখেছে। হক-বাতিলের বিভ্রাটে পড়ে মুসলিম সরল পথ চ্যুত হচ্ছে। সুশোভনকারী বাতিলের চমকে পথিকের পথ ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই সময় সুচরিত্রবান বন্ধু হকপথ প্রদর্শন ক'রে বন্ধুকে ফিতনা থেকে রক্ষা করে। বিশেষ উপদেশ দিয়ে তাকে ভ্রষ্টতার পথে যেতে বাধা দেয়।

বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে। মহান প্রতিপালকের পরীক্ষা যখন মু'মিনকে পরীক্ষা করতে চায়।

আপন যখন পর হয়ে যায়।

শয্যাসঙ্গিনী স্ত্রী যখন শত্রুতে পরিণত হয়।

জীবন-যৌবনের অধিকারী স্বামী যখন ভালোবাসার বাঁধনহারা হয়।

সন্তান ও আপনজন যখন স্বার্থের তরে দূরে সরে যায়।

অত্যাচারীর অত্যাচারের চাবুক যখন উন্মুক্ত পিঠে বারবার আঘাত হানে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিয়ে যখন ধনজন সহায়-সম্বল সব কিছু কেড়ে নেয়।

ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যখন মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়।

ঋণে জর্জরিত হয়ে যখন খালি থলের মতো উঠে দাঁড়াতে পারে না।

শারীরিক অসুস্থতা ও রোগ-যন্ত্রণায় যখন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

মানসিক পীড়া ও প্রতিকূল পরিবেশের পীড়ন যখন পিষ্ট করে।

রাজনৈতিক কোন ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে যখন অন্যায়ভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়।

হিংসুকের হিংসা-বিষ যখন জীবন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে।

জীবন-তরীর বিপরীত মুখে যখন সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয়।

তখন মহান প্রভুর আশ্রয় ছাড়া আর কী থাকতে পারে? অতঃপর একজন চরিত্রবান নিঃস্বার্থ বন্ধু ছাড়া এহেন দুঃখে-শোকে আর কে সান্ত্বনা দিতে পারে?

যে বন্ধু পাশে বসে সাহস দেয়, দূরে থেকে প্রবোধ দান করে, এস-এম-এস ক'রে শান্তির বাণী প্রেরণ করে।

যে বন্ধুর উৎসাহদানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও নতুন ক'রে বাঁচার ইচ্ছা জেগে ওঠে।

লতার মতো ভুঁয়ে গড়াগড়ি খেয়ে যে বন্ধুর অবলম্বন পেয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে সাহস হয়।

এমন বন্ধু কোন আর্থিক সাহায্য না করতে পারলেও, মানসিক সহযোগিতা কম কিছু নয়।

হকের অসিয়ত, ধৈর্যের অসিয়ত। সৎভাবে বাঁচার প্রেরণা।

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা ও ঘৃণা করা

সুচরিত্রবান মানুষের একটি মহৎ গুণ হল, সে কাউকে বা কোন কিছুকে ভালোবাসে, তখন কেবল মহান আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভালোবাসে, আর যখন কাউকে বা কোন কিছুকে ঘৃণা করে, তখন কেবল মহান আল্লাহকেই রাজি-খুশী করার জন্যই ঘৃণা করে।

যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন এই জন্য ভালোবাসে যে, তাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন অথবা সে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে। আর যখন কাউকে ঘৃণা করে, তখন এই জন্য ঘৃণা করে যে, মহান আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন অথবা সে মহান আল্লাহকে ঘৃণা করে।

যখন কোন জিনিস বা কাজকে ভালোবাসে, তখন এই জন্য ভালোবাসে যে, তা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। আর যখন কোন জিনিস বা কাজকে ঘৃণা করে, তখন এই জন্য ঘৃণা করে যে, মহান আল্লাহ তা ঘৃণা করেন।

কারণ এ হল ঈমান পরিপূর্ণতার লক্ষণ, পূর্ণ ঈমানদার মানুষের কর্ম। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَعْطَى لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ وَأَحَبَّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَنْكَحَ لِلّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কিছু দান করে, কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে, কাউকে ভালোবাসে অথবা ঘৃণাবাসে এবং তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের কথা খেয়াল করে বিবাহ দেয়, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ ঈমান।”[৩৩২]

ঈমানের বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনের অনেক ঊর্ধ্বে। আত্মীয়তাকেও বিচার করতে হবে ঈমানের কষ্টিপাথরে। যে আত্মীয় আল্লাহকে চায় না, সে আত্মীয়কে মু'মিন চাইতে পারে না। তাই এমন সম্প্রীতি ও বিদ্বেষ কায়েম করার কাজ হল ঈমানের মজবুত হাতল। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَوثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْمُوَالاةُ فِي اللّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللّهِ

ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।”[৩৩৩]

৩৩২. *আহমাদ ১৫৬১৭, ১৫৬৩৮, তিরমিযী ২৫২১, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তিরমিযী ২০৪৬*
৩৩৩. *ত্বাবারানী ১১৩৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৮, ১৭২৮*

সূচীপত্র

দুর্বলতম ঈমানের দাবী হল মন্দকে মন্দ জানা, মন্দকে ঘৃণা করা, মন্দের প্রতিবাদ করা। মন্দ দূর করার এটাও এক পদ্ধতি। তা না ক'রে যদি

'এক হাতে মোর কোরান শরীফ
মদের গ্লাস অন্য হাতে,
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে।'

এই রীতি হয়, তাহলে তার ঈমান যে বর্তমান আছে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[৩৩৪]

তিনি আরো বলেছেন,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সহচর হতো। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।"[৩৩৫]

---

৩৩৪. আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬, আসহাবে সুনান
৩৩৫. মুসলিম ১৮৮

বলা বাহুল্য, বন্ধুত্ব করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে, জীবন-সাথী এখতিয়ার ও দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখার ক্ষেত্রে এবং আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করার ক্ষেত্রে চরিত্রবান যদি এই নীতি অবলম্বন করে, তাহলে সে সুখী হয়, দুনিয়াতে ও আখেরাতে।

সতর্কতার বিষয় যে, যদি কোন নারী-পুরুষের ভালোবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, কিন্তু তা প্রকাশ করা অবৈধ হয়, তাহলে তা গোপন রাখাই ওয়াজেব। যাতে অন্তর ছাপিয়ে বের হয়ে এসে অপবিত্রতার নর্দমায় পড়ে তিনিই অসন্তুষ্ট হয়ে না যান, যাঁর ওয়াস্তে সেই ভালোবাসার সৃষ্টি।

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান

সুচরিত্রবান যে হবে, প্রকৃতিগতভাবে অথবা নৈতিকভাবে সে কুচরিত্রতাকে ঘৃণা করবে। নোংরা কাজ হতে দেখলে সে বাধা দেবে, তা দূর করার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, সে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অভিভাবক। স্বঘোষিত নয়, মহান স্রষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী সে সকলের অভিভাবক। তিনি বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের অভিভাবক, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে স্বলাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।"[৩৩৬]

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ

৩৩৬. *সূরা তাওবাহ: ৭১*

সূচীপত্র

জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[৩৩৭]

অবশ্য হিকমতের সাথে ও কৌশলে সে কাজ করতে হবে। নচেৎ তা করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় ফিতনা সৃষ্টি করা চরিত্রবানের লক্ষণ নয়।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত

আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া সচ্চরিত্রতার একটি লক্ষণ। কারণ সে সৃষ্টির মঙ্গল চায়। সে জানে এক আল্লাহর প্রতি সঠিক বিশ্বাস ও সঠিক ইসলাম অবলম্বন ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই। আর সেই আশংকায় অমুসলিম ও নামসর্বস্ব মুসলিমদেরকে সঠিক ইসলামের দিকে আহবান করে। তাদের প্রতি দয়াপূর্বকই সত্যের দিকে আহবান করে। তাতে তার কোন পার্থিব স্বার্থ থাকে না। আর সে জন্যই তার কথা ও কর্ম হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি?"[৩৩৮]

মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন সচ্চরিত্রতার একটি মহৎ গুণ, মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া চরিত্রবান মানুষের অন্যতম লক্ষণ। এমন মানুষ চায়, সকল মানুষ আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়ুক, কুরআন শিখুক। আর তাই সে তা শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সে জন্যও সে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়।"[৩৩৯]

চরিত্রবান কেবল নিজেকেই বাঁচায় না, সে অপরকেও বাঁচাতে চেষ্টাবান হয়। সে স্বার্থপর নয়, সে পরের পরিত্রাণের জন্য নিজের শ্রম, বুদ্ধি ও কথাকে কাজে লাগায়। বিশ্বমানবতার শান্তি ও সাফল্যের জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় মহান স্রষ্টা ও তাঁর বিধানের প্রতি মানুষকে সনির্বন্ধ আহবান জানায়।

---

৩৩৭. আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮৬, আসহাবে সুনান
৩৩৮. সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৩
৩৩৯. বুখারী ৫০২৭-৫০২৮

চরিত্রবান মানুষ জানে,
'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

আমরা যেমন বিশ্বশান্তির জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করব, তেমনি চিরশান্তির জন্যও একে অন্যকে পথপ্রদর্শন করব সজ্ঞানে ও সুকৌশলে। আর আল্লাহই তওফীকদাতা ও হিদায়াতকর্তা।

হিকমত অবলম্বন

'হিকমত' শব্দের অর্থ কৌশল বা প্রজ্ঞা।

হিকমত হল ইলমের মাখন।

হিকমত অবলম্বন করা মানে ঃ প্রত্যেক জিনিসকে তার যথোপযুক্ত স্থাপন করা।

হিকমত অবলম্বন করার অর্থ হল ঃ প্রত্যেক কাজের সঠিকতার নাগাল পাওয়া।

হিকমত অবলম্বন করার মানে হল ঃ কথা ও কাজে সঠিকতা ও আদব বজায় রাখা।

কেউ যদি নিজের সাত বছরের ছেলেকে স্বলাতের জন্য মারে, তাহলে সে 'হাকীম' (প্রজ্ঞাবান) নয়। কারণ স্বলাত না পড়লে তাকে দশ বছর বয়সে মারার হুকুম আছে। নিশ্চয় সে চাষী 'হাকীম' নয়, যে ফসল পাকার আগেই কেটে ফেলে। সে ডাক্তার 'হাকীম' নয়, যে রোগ নির্ণয় না করেই চিকিৎসা করে।

হিকমত মানে সুন্নাহ। হিকমত অবলম্বন করার মানে হল কথা ও কাজে সুন্নাহ অবলম্বন করা।

হিকমত অবলম্বন করার মানে হল ঃ

প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করা।

কোন বিষয়ে সীমা লংঘন না করা।

প্রত্যেক মানুষকে তার যথা মর্যাদা প্রদান করা।

সময় হওয়ার পূর্বে কোন জিনিস পেতে তাড়াহুড়া না করা।

কোন কাজের ফললাভে শীঘ্রতা না করা।

কোন কাজকে যথাসময় হতে পিছিয়ে না দেওয়া।

সত্যপক্ষে, যার হিকমত আছে, সে অনেক কল্যাণের অধিকারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।[৩৪০]

চরিত্রবান নারী-পুরুষ চলার পথে হিকমত অবলম্বন করে। মহান আল্লাহ দাওয়াতের পথে হিকমত অবলম্বন করতে বলেছেন,

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর উত্তম পদ্ধতিতে।[৩৪১]

তবে শির্ক দেখে চুপ থাকা হিকমত নয়। অন্যায় দেখে মুখে কুলুপ দেওয়া অথবা অন্যায়ের সাথে আপোস করা হিকমত নয়। হিকমতের সাথে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, তাতে সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা আবশ্যক।

শিশু ওষুধ আদরের সাথে না খেলে মেরেও খাওয়াতে হবে। কিন্তু মেরে ফেললে তো হবে না। তবে হিংস্র প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সাবধানে।

'ধর্ম কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব।
ব্যাঘ্র সাহেব হিংসা ছাড়, পড়বে এসে বেদান্ত,
কয় যদি ছাগ লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত।
থাকতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক।'

ময়লা যদি ধুলে না যায়, মেজে-ঘসে পরিষ্কার করতে হবে। তাতেও না হলে আঘাত দিয়ে তা তুলতে হবে। ময়লা লোহার জং হলে না হয় হাতুড়ির আঘাত মারবেন, কিন্তু কাঁচের উপর হলে তা করতে পারেন না।

নীতিবান ও চরিত্রবান অন্ধকারকে গালি দেয় না। যেহেতু হিকমত হল, বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া। গালি ও লাঠি কোনদিন দলীল-প্রমাণের কাজ করতে পারে না।

দুশমন যদি দুশমনি দিয়ে আপনার সম্মুখীন হয়, তাহলে আপনি হিকমত দিয়ে তার মোকাবিলা করুন। জেনে রাখুন, আবেগ ও জোশ দিয়ে নয়, বরং

৩৪০. সূরা বাক্বারাহ-২: ২৬৯
৩৪১. সূরা নাহল: ১২৫

বিচক্ষণতা ও হুঁশ দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দিতে হবে।

গরম গরম খেতে গেলে মুখ পুড়ে যায়, একটু ঠাণ্ডা হলে খেতে হয়।

আগুন দিয়ে আগুন নিভানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন পানির।

জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি, যে তার দুটো রোগের মধ্যে যেটা বেশী মারাত্মক সেটার চিকিৎসা আগে করায়। একটি লোকের সর্দি, পায়খানা হওয়ার পর যদি তাকে সাপে কাটে, তাহলে ডাক্তার সাপে কাটার চিকিৎসাই আগে করবেন।

একটি লোক পানিতে ডোবা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যদি আপনার দিকে হাত বাড়ায় এবং তার হাতে সোনার আংটি থাকে, তাহলে সোনার আংটি ব্যবহার হারাম ফতোয়া দিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে তাকে আগে হাত ধরে টেনে তুলে উদ্ধার করুন।

জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকে উড়ে যাওয়া কাগজগুলি তোলার আগে জানালাটা বন্ধ করুন।

যে ব্যক্তি দুটি পাখিকে এক সঙ্গে শিকার করতে চায়, সে দুটিকেই হারিয়ে বসে।

সাবধানী লোক কখনো তার সমস্ত ডিমগুলিকে একটি ধামাতে রাখে না।

মাথা ধরলে মাথার ব্যথা কীভাবে সারবে, সে ব্যবস্থা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মাথাটাকে কেটে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অগ্নিশিখা গগন-চুম্বি হলে অগ্নিদমনকর্মীরা শিখার উপরে পানি ছড়ায় না। বরং অগ্নির উৎসস্থলে পানি ছড়ায়।

সুচরিত্রবানেরা নীতিবান হয়। তারাই পারে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

মানুষকে চরিত্রবান বানাতে সুমহান চরিত্রের অধিকারীর একটি হিকমত লক্ষ্য করুন।

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!'

এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'থামো, থামো! (এ কী বলছ তুমি?)'

কিন্তু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, "আমার কাছে এসো।"

সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনেদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুফুদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের খালাদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি তার বুকে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দুআ ক'রে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওর গোনাহ মাফ করে দাও, ওর হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং ওকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি।[৩৪২]

---

৩৪২. *আহমাদ ২২২১১, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৭৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৪১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০*

উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত করা

কেউ অত্যাচারিত হলে অত্যাচারের বদলা নেওয়া তার জন্য বৈধ। তবে সচ্চরিত্রতার দাবী হল ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩৪৩]

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম।"[৩৪৪]

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'---এ নীতি ইসলামের নয়। কোন চরিত্রবান নারী-পুরুষের এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়।

এক ব্যক্তি দূর সফরে গেলে তার বণিক বন্ধুর কাছে এক বাক্স স্বর্ণমোহর আমানত রেখে যায়। বণিক তার অনুপস্থিতিতে তা দেখে লোভ সংবরণ না করতে পেরে সেগুলি বের ক'রে নেয় এবং তার জায়গায় পিতলের মোহর রেখে দেয়।

বন্ধু এসে বাক্স ফেরৎ নিয়ে দেখল, তার আসল মোহর নেই। বণিককে বললেও সে অস্বীকার করল এবং বলল, 'তুমি যেভাবে যা রেখে গেছ, তাই আমি তোমাকে ফেরৎ দিয়েছি।'

বন্ধু দেখল, লাভ নেই। সুতরাং প্রতিশোধের উপায় খুঁজতে বন্ধুত্ব নষ্ট না ক'রে আরো বাড়িয়ে দিল।

এক সময় বণিক তার এক কিশোরী মেয়ে-সহ তার বাড়ি বেড়াতে এসে রেখে কোথাও গেল। কৌশলে সে মেয়েটির পোশাক ও অলংকার খুলে নিয়ে অন্য পোশাক পরিয়ে দিল। অতঃপর এক বানরীকে কিশোরীর পোশাক পরিয়ে রাখল।

বণিক মেয়েকে নিতে এলে সে বানরীর দড়ি হাতে ধরিয়ে দিল। অবাক হয়ে সে বলল, 'এ কী? আমার মেয়ে কই?' বন্ধু বলল, 'তুমি যেভাবে যা রেখে গেছ, তাই আমি তোমাকে ফেরৎ দিয়েছি।'

---

৩৪৩. সূরা শূরা: ৪০
৩৪৪. সূরা নাহ্‌ল: ১২৬

বণিক রাগান্বিত হয়ে মামলা করল। আদালতে বিচারকের সামনে বন্ধু বলল, 'যেভাবে আমার সোনার মোহর পিতলের মোহরে পরিণত হয়েছে, সেভাবেই বণিকের কিশোরী মেয়ে বানরীতে পরিণত হয়ে গেছে।'

অতঃপর ব্যাপার খুলে বললে সকলেই আসল জিনিস ফিরে পেল।

বক ও শিয়ালে বন্ধুত্ব হল। কিন্তু সে বন্ধুত্বে আন্তরিকতা ছিল না। একদা চালাক শিয়াল বককে দাওয়াত দিয়ে থালায় ঝোল পরিবেশন করল। তারপর বন্ধুকে খেতে বলে নিজে খেতে শুরু করল। কিন্তু বক তার লম্বা ঠোঁট নিয়ে সে ঝোল খেতে সক্ষম হল না। অপমান বোধ ক'রে বাসায় ফিরে এল।

অতঃপর সে একদিন শিয়াল বন্ধুকে দাওয়াত দিল। সেও ঝোল পরিবেশন করল। কিন্তু মাটির কুঁজে। ফলে সে তার লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে খেতে লাগল এবং বন্ধুকে খেতে বলল। কিন্তু বন্ধুর মুখ তাতে প্রবেশ করাতে পারল না এবং সে তার অপমানের প্রতিশোধ পেল।

এই শ্রেণীর আচরণ ক'রে হয়তো বিপক্ষকে শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তবুও তাতে রয়েছে শঠতার সমাচরণ। যা একজন চরিত্রবানের জন্য শোভনীয় নয়।

পক্ষান্তরে আচরণ যদি নেহাতই নোংরা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নোংরামির মোকাবেলায় নোংরামি করা যায় না। প্রতিপক্ষ অশ্লীল আচরণ করলে তার বিনিময়ে অশ্লীল আচরণ করা যায় না।

সুতরাং চরিত্রবান গালির বদলে গালি দেয় না, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের চরিত্র খারাপ করে না।

দুশ্চরিত্রবান স্বামী মেয়ে দেখে বেড়ায় বলে সুচরিত্রবতী স্ত্রী তার প্রতিশোধে ছেলে দেখে বেড়ায় না।

দুশ্চরিত্রবতী স্ত্রীর বয়ফ্রেণ্ড আছে বলে সুচরিত্রবান স্বামী তার প্রতিশোধে গার্লফ্রেণ্ড গ্রহণ করে না।

একজনের চরিত্র নোংরা বলে অপরজন প্রতিশোধ নিজে নিজের চরিত্রকে নোংরা করে না।

শরীকি ব্যবসায় শরীক চুরি বা খিয়ানত করে বলে প্রতিশোধে অপর শরীকও নিজের সুচরিত্রকে নষ্ট করে না।

বরং উক্ত সকল ক্ষেত্রে এবং তদনুরূপ অন্য ক্ষেত্রেও চরিত্রবান বলে, 'তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নির্দেশ হল,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরৎ দাও এবং যে তোমার খিয়ানত করেছে, তুমি তার খিয়ানত করো না।"[৩৪৫]

দুশ্চরিত্রবানের প্রতিশোধে তার অনুরূপ কোন আচরণই চরিত্রবান করে না। যেহেতু সে জানে যে,

'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়াছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায়?'

না, মোটেই না। অবশ্য প্রতিশোধে কুকুরকে প্রহার করা যায় বা অন্য শাস্তি দেওয়া যায়।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে শাস্তি দিতে গিয়ে মনের আগুন প্রশমিত হওয়ার স্থলে দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে, সে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শনই উত্তম কাজ। যেহেতু আগুন দিয়ে আগুন নিভানো যায় না। ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীরা আগুন দিয়ে আগুন নিভায় না। সে ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করলে আগুন নির্বাপিত হয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করলে সমূহ কল্যাণ লাভ হয়। মহান আল্লাহ তার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

"তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর। তারা যা বলে, আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[৩৪৬]

ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনপূর্বক ভালো দিয়ে মন্দ প্রতিহত করার নীতি অবলম্বন করলে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। এ কথা খোদ সৃষ্টিকর্তার। তিনি বলেছেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।"[৩৪৭]

এমন চরিত্রবান মহাভাগ্যবান ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম এবং তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

৩৪৫. আবূ দাঊদ ৩৫৩৭, তিরমিযী ১২৬৪, দারেমী, মিশকাত ২৯৩৪
৩৪৬. সূরা মু'মিনূন: ৯৬
৩৪৭. সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৪-৩৫

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"যারা তাদের প্রতিপালককের মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, স্বলাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম (পরকালের গৃহ)।"[৩৪৮]

أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"ওদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল এবং ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে ও আমি ওদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"[৩৪৯]

এটি একটি বড় কঠিন কাজ, কেউ আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আর আপনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবেন! সে আপনার ঘর ভাঙবে, আর আপনি তার ঘর বানিয়ে দেবেন! সে আপনার বদনাম গেয়ে বেড়াবে, আর আপনি তার সুনাম গাইবেন! সে আপনার ব্যথার সময় হাসবে, আর আপনি তার ব্যথায় সমব্যথী হয়ে কেঁদে বেড়াবেন! সে আপনাকে ছোবল মারবে, আর আপনি তাকে দুধ-কলা খাওয়াবেন!

কোন এক সময় কবির মতো গেয়ে বেড়াবেন,
"আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী ;
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি ;
যে মোরে দিয়েছে বিষ-ভরা বাণ,

৩৪৮.সূরা রা'দ: ২২
৩৪৯. সূরা ক্বাস্বাস্ব: ৫৪

আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা বিঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখী তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

হ্যাঁ, আপনি পারবেন। কারণ আপনি যে চরিত্রবান, আপনি যে হৃদয়বান। আর আপনার আদর্শ মহানবী ﷺ বলেছেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

"তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।"[৩৫০]

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

"তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।"[৩৫১] আসলে সে মানুষ চরিত্রবান নয়, যার সাথে সদাচরণ করা হলে বিনিময়ে সে সদাচরণ করে। তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হলে তবেই সে ভালো ব্যবহার করে। তাকে দিতে পারলে তবেই সে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করে। কেবল দানের বিনিময়েই প্রতিদান দেয়।

বরং আসল চরিত্রবান সে, যে এর বিপরীত করতে পারে। যার সাথে অসদাচরণ করা হলেও সে তার সাথে সদাচরণ করে। তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হলেও সে ভালো ব্যবহার করে। তাকে দিতে না পারলেও সে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করে। কেবল দানের বিনিময়েই প্রতিদান দেয় না, বরং দান না পেলেও দান দিয়ে থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

---

৩৫০. আহমাদ ১৭৪৫২, হাকেম ৭২৮৫, ত্বাবারানী ১৪২৫৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৮০৭৯, সিঃ সহীহাহ ৮৯১

৩৫১. ইবনে নাজ্জার, সহীহুল জামে ৩৭৬৯

لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

"সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।"[৩৫২]

দিলে পাওয়া যাবে---এ নীতি বড় প্রাচীন। কিছু না পেলেও দিয়ে যাব, কিছু দিলে কিছু পাওয়ার আশা করব না---এ নীতি বড় চিরন্তন। আর কেউ আমাকে বঞ্চিত করলেও আমি তাকে দিয়ে যাব, কেউ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলেও আমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব---এ নীতি অতি মহৎ। এমন নীতির অনুসারীর জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন,

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ

"যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে।"[৩৫৩]

অতএব কঠিন হলেও চরিত্রবানের এ আদর্শকে আপনার জীবনের আচরণ বানিয়ে নিন,

'যে তোমাকে ডাকে না হে তারে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।'

আপনি সেই ফলদার গাছের মতো হন, যাকে ঢিল মারলে তার বিনিময়ে আপনাকে ফল দান করে। সেই মোমবাতির মতো হন, যাকে আগুন দিয়ে প্রজ্বালিত করলে পরিণামে আলো দান করে। সেই ধূপকাঠির মতো হন, যাতে

৩৫২. *বুখারী ৫৯৯১*
৩৫৩. *মুসলিম ৬৬৮৯*

অগ্নিসংযোগ করলে বিনিময়ে সুগন্ধ বিতরণ করে।

কেউ গায়ে থুথু দিলে প্রাপ্য ভেবে গায়ে মেখে নিন।

কেউ অত্যাচার করলে তার অসুখে দেখা করতে যান।

কেউ হিংসা করলে তাকে উপহার দিন।

মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করুন। তারপর দেখুন তার আজব প্রতিক্রিয়া।

দোষ ঢাকা

দোষ-ত্রুটি দিয়ে ভরা মানুষের জীবন। দোষ করে না এমন কে আছে? সুতরাং সে দোষ গোপন করা এবং লোক মাঝে প্রচার না করা মানুষের কর্তব্য, যেহেতু তার নিজেরও দোষ আছে। বিশেষ ক'রে চরিত্রবান নারী-পুরুষ মানুষের দোষ প্রচার ক'রে গীবত করে না।

'সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।'

অনেকে ভুল ক'রে তওবা করেছে এবং ভালো মানুষ হয়েছে অথবা বড় কোন মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে, কিন্তু পরশ্রীকাতর মানুষ তাদের সেই পুরনো ভুল উল্লেখ ক'রে তাদেরকে লোক চোখে ছোট করতে চায়। যে ত্রুটি মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছেন, সে ত্রুটিকে এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমা করতে চায় না। এমন মানুষ কিন্তু চরিত্রবান হতে পারে না।

কেউ দোষ গোপন করলে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন করেন। দুনিয়াতে তাকে লোক মাঝে লাঞ্ছিত করেন না এবং কিয়ামতে তিনি তার দোষ-ত্রুটির হিসাব করেন না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষক্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষক্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন।"[৩৫৪]

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।"[৩৫৫]

৩৫৪. আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮, আবূ দাঊদ ৪৯৪৮, তিরমিযী ১৪২৫, ইবনে মাজাহ ২২৫, সহীহুল জামে' ৬৫৭৭
৩৫৫. বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭৪৩

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে বান্দা দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"[৩৫৬]

ছিদ্রান্বেষণ করা সাধারণতঃ চরিত্রবান মুসলিমের কাজ নয়, এ কাজ চরিত্রহীন মুনাফিকের। আর এ কাজের রয়েছে অনুরূপ প্রতিফল দুনিয়াতেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِه

"হে (মুনাফিকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।"[৩৫৭]

চরিত্রবান মুসলিম রহস্য গোপন রাখতে যত্নবান হয়। নিজের তথা দাম্পত্য-সুখের নানা রস ও সুখের কথাও গোপন রাখে। যারা বন্ধু মহলে তা প্রকাশ করে, তারা কিন্তু চরিত্রবান নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।"[৩৫৮]

"এমন লোক তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।"[৩৫৯]

---

৩৫৬. মুসলিম ৬৭৫৯
৩৫৭. তিরমিযী ২০৩২
৩৫৮. মুসলিম ৩৬১৫, আবূ দাঊদ ৪৮৭০
৩৫৯. আহমাদ ২৭৫৮৩, ইবনে আবী শাইবাহ, আবূ দাঊদ ২১৭৬, বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ

মানুষের দ্বারা পাপ ঘটতেই পারে। সচ্চরিত্রবান মানুষ হলেও ঘটতে পারে। কিন্তু দুশ্চরিত্রবানের অভ্যাস হল তা লোক মাঝে প্রচার করা। পাপ ক'রে তা নিয়ে গর্ব করা। এমন দুশ্চরিত্রবান নর-নারী ক্ষমার্হ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

"আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।'

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন ক'রে নেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস ক'রে ফেলে।"[৩৬০]

বেহায়া সে মানুষ, ধৃষ্ট সে মানুষ। সে কি আবার চরিত্রবান থাকে?

সাহসিকতা ও বীরত্ব

যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করে নির্ভয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা হল বীরত্ব। ভীতি ও ত্রাস থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা হল সাহসিকতা।

বীর পুরুষ হল সেই মানুষ, যে যুদ্ধে ভয় পায় না। যে আত্মরক্ষা করতে শত্রুপক্ষের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। যে বাঁচার জন্য মৃত্যুকে ভয় পায় না।

'মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে, মৃত্যু তারেই টানে।
যারা মৃত্যুকে বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।'

প্রয়োজনে যে মরতে প্রস্তুত হয়, জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার তারই আছে। আবূ বাক্র সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খালেদ বিন অলীদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে জিহাদে প্রেরণ করার সময় অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, 'মরার চেষ্টা করো, তোমাকে জীবন দান করা হবে।' সংগ্রাম করে বাঁচাই সত্যিকারের বাঁচা।

৩৬০. *বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ৭৬৭৬*

সূচীপত্র

মানুষ তখনই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন সে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, অধিকার অর্জন করে নিতে হয়। আর তখনই প্রয়োজন পড়ে সাহসিকতা ও বীরত্বের।

'যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।'

ভয়ের অনুভূতি না থাকার নাম বীরত্ব নয়। বরং বীরত্ব হল ভয় অনুভূত হওয়ার পরও নির্ভয় থাকার নাম। যাঁরা এ জগতে বীর বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরাও এ কথার দাবী করতে পারেন না যে, তাঁদেরকে মোটেই ভয় লাগে না। সুতরাং বীর পুরুষ ভয়কে ভয় করে, কিন্তু সে ভয়কে জয় করে। তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা মহা অপরাধ।

'পলায়ন, সে যে ঘৃণ্য ভীরুতা অগ্রসরেই মান,
পালাবে কোথায় তকদীর হতে নাহিক পরিত্রাণ।'

সাহস ও বীরত্ব থাকলে দ্বীন বাঁচানো যায়, জান বাঁচানো যায়, মর্যাদা বাঁচানো যায়, মাল বাঁচানো যায়, পরিবার বাঁচানো যায়, দেশ বাঁচানো যায়। আর তার ফলে প্রাণ গেলে 'শহীদ'-এর মর্যাদা লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ এবং যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।"[৩৬১]

স্ত্রীর ব্যাপারে যে পুরুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে পারে না, মেয়েরা তেমন পুরুষকে পছন্দ করে না। নিস্তেজ ভীরু কাপুরুষকে কোন জ্ঞানী নারী নিজ স্বামী রূপে পেতে চায় না।

একজন মু'মিন সৎ-সাহসী হয়। মহান প্রতিপালক ছাড়া সে কারো সামনে মাথা নত করে না। মহান আল্লাহ ছাড়া সে আর কোন কিছুকে ভয় করে না। মহান আল্লাহ সাহসী মু'মিনদের ব্যাপারে বলেছেন,

৩৬১. *আবু দাঊদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২১, নাসাঈ ৪০৯৫*

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে স্বলাত পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, ওরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে।”[৩৬২]

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

“ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।”[৩৬৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।”[৩৬৪]

বহু ভীরু মানুষ আছে, যারা মুসলিমদেরকে কাফেরদের ভয় দেখায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“ঐ (এক শ্রেণীর বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।”[৩৬৫]

---

৩৬২. *সূরা তাওবাহ: ১৮*
৩৬৩. *সূরা আহ্‌যাব: ৩৯*
৩৬৪. *সূরা মায়িদাহ: ৫৪*
৩৬৫. *সূরা আলে ইমরান-৩: ১৭৫*

হক বলার সৎ সাহস থাকা চাই সচ্চরিত্রবান মানুষের মাঝে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার হিম্মত থাকা চাই একজন আদর্শ মানুষের মাঝে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"[৩৬৬]

লক্ষণীয় যে, 'বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ'। অর্থাৎ বাদশাহ বা শাসকের পশ্চাতে হক কথা বলা বীরত্ব নয়। ঘরে বসে রাজার মাকে গালি দেওয়া সাহসিকতা নয়, ভীরুতা। ক্ষমতাসীন শাসকের সামনে না বলে তার ক্ষমতাধীন জনগণের সামনে হক কথা বলে উত্তেজনা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করা 'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ' নয়। 'শোষণ-শ্রেণীর মুখের উপর সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাটাই প্রকৃত বিপ্লব।' নিরাপত্তার সময় হক কথা বলতে পারাই বীরত্ব নয়, বীরত্ব হল অনিরাপত্তার সময় হক কথা বলা।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হল ৩টি; অভাবের সময় দান করা, নির্জনে পরহেযগার হওয়া এবং যার নিকট কোন ভয় বা আশা থাকে, তার নিকট হক কথা বলা।'

গীবত করা সাহসিকতা নয়, বরং কাপুরুষতার পরিচয়। ভক্তদের মাঝে প্রতিপক্ষকে গালাগালি করা, অনুগামীদের মাঝে নিরাপদে বসবাস ক'রে অথবা জলসা ক'রে তাদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, ফেসবুক বা অন্য কোন নেট-মাধ্যমে ঘরে বসে বিরোধীকে হুমকি দেওয়া, নিজের দেশে বসে অপর দেশ বা তার কোন ব্যক্তিকে কটাক্ষ করা কাপুরুষদের কাজ।

পরিশেষে জেনে রাখা ভালো যে, হক হলেই যে তা সব জায়গায় বলা যাবে বা বলতে হবে, তা নয়। হক কথা বলার স্থান ও কৌশল জেনে বলতে হবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হলে লাভের জায়গায় ক্ষতি হতে পারে।

কেবল শত্রু দমনে নয়, বীরত্বের এ গুণটি রাগ ও ক্রোধ দমনেও বড় সহায়ক। যেহেতু আসল বীর হল সেই, যে নিজ ক্রোধ দমনে বীরত্ব প্রদর্শন করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

"শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুশ্‌তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।"[৩৬৭]

---

৩৬৬. *আবূ দাঊদ ৪৩৪৬, তিরমিযী ২১৭৪, ইবনে মাজাহ ৪০১১*
৩৬৭. *আহমাদ, বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯, মিশকাত ৫১০৫*

সূচীপত্র

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা সুচরিত্রবান মানুষের অন্যতম সদ্‌গুণ। অবশ্যই এ গুণ একজন মু'মিনের। মহান আল্লাহ সত্যবাদীদের সঙ্গী হতে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।[৩৬৮]

পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা চরিত্রহীনদের বদ গুণ। এ গুণ মুনাফিকের। মহানবী ﷺ বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।"[৩৬৯]

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে, "যদিও সে ব্যক্তি স্বলাত পড়ে সিয়াম রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।"[৩৭০]

সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা উভয়ের পরিণাম বর্ণনা ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً

"নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩৭১]

সত্যবাদী সর্বদা উদ্বেগশূন্য থাকে, তার মনের ভিতরে প্রশান্তি থাকে। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী এর বিপরীত; তার হৃদয়ে সংশয়, দ্বিধা ও উদ্বেগ থাকে।

---

৩৬৮. *সূরা তাওবাহ ১১৯*
৩৬৯. *বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০*
৩৭০. ২২২
৩৭১. *বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৭, আবু দাউদ, তিরমিযী*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الصِّدقَ طُمَأنِينَةٌ ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ

"তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।"[৩৭২]

চরিত্রবান সৎলোক সদা সত্য কথা বলে। যেহেতু সত্য কথায় বরকত আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য বলে, কারণ তার লাভে বরকত আছে। পক্ষান্তরে যে মিথ্যা বলে, তার বরকত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقَا ، فَإنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بيعِهمَا ، وإنْ كَتمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما

"ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতত্ব) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বরকত রহিত করা হয়।"[৩৭৩]

বলা বাহুল্য, সত্যবাদিতায় মানসিক শান্তি, আত্মিক আরাম লাভ হয়, উপার্জনে বরকত হয়, মঙ্গলে আতিশয্য আসে, বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

সুচরিত্রবান সত্যবাদীদের হৃদয় পরিষ্কার, যেহেতু তারা সত্য কথা বলে। শিশুদের মন সাদা, তাই তাদের মুখে সত্য ও বাস্তব প্রকাশ পেয়ে যায়।

সত্যবাদী চরিত্রবান অল্প কথা বলে। পক্ষান্তরে যে বেশী কথা বলে, সাধারণতঃ সে বেশী মিথ্যা বলে। যেমন যে নিজের গল্প ও বড়াই বেশী করে, সেও বেশী মিথ্যা বলে। আর এইভাবে মিথ্যা বলা মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। তখন তার কথা লোকে বিশ্বাস করে না। 'সত্য কথা মিথ্যা কার? মিথ্যা বলা অভ্যাস যার।'

শুধু লোকেরাই তার কথায় বিশ্বাস করে না তাই নয়, বরং খোদ মিথ্যুকও কারো কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না।

৩৭২. *তিরমিযী ২৫১৮*
৩৭৩. *বুখারী ২০৭৯, মুসলিম ৩৯৩৭*

কথায় সুচরিত্রতা

সুচরিত্রবান নর-নারী নিজের কাজে যেমন সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করে, তেমনি নিজ কথাতেও সভ্য আচরণ প্রকাশ ক'রে থাকে।

সুতরাং একজন চরিত্রবান কাউকে গালাগালি করে না। কারণ মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী। গালি দেয় না কোন মৃতকে, গালি দেয় না কোন কাফেরকে, গালি দেয় না পশুকে, গালি দেয় না ঝড়-বাতাস, মেঘ-বাদল বা প্রাকৃতিক কোন অবস্থাকে, গালি দেয় না যুগ-যামানাকে। কারণ এমন গালি দেওয়াতে মহান আল্লাহকে গালি দেওয়া হয়।

সে কোন রোগ-বালা বা জ্বরকে গালি দেয় না। কারণ তা তার জন্য উপকারী। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় বলে গালি দেয় না মোরগকে।

সে পরের পিতা-মাতাকে গালি দেয় না। কারণ তাতে পরোক্ষভাবে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া হয়।

তেমনি সে পরের বাপকে বাপ বলে দাবি করে না, কারণ তাতে নিজের মা-কে ভ্রষ্টা বানানো হয়।

কোন আক্ষেপে নিজ পরিবার, সন্তান-সন্ততি বা কোন আত্মীয়কে কোন প্রকার অভিশাপ বা বদ্দুআ দেয় না, যেমন নিজ গৃহপালিত কোন পশুকেও অভিশাপ দেয় না। কারণ তাতে তার নিজেরই ক্ষতি হয়।

চরিত্রবান মুসলিম নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করে না, নির্দিষ্ট কোন জীবিত ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলে না, যেমন সে কোন নির্দিষ্ট মুসলিমকে 'কাফের' বলে না।

সে কোন মানুষকে 'পশু' বলে গালি দেয় না, কারণ তা স্পষ্ট মিথ্যা কথা।

সে কোন সম্মানীর মানহানি করে না, কোন সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রম লুটে না। কারণ তা সবচেয়ে বড় সূদের পাপ।

চরিত্রবান-চরিত্রবতী মিথ্যা কথা বলে না। মিথ্যা কসম খায় না। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা অঙ্গীকার করে না। মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলে না। কারো চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয় না। কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে না। কারণ এগুলি এক-একটি মহাপাপ।

সে কারো রহস্য প্রকাশ করে না, কারো কাছে নিজ পাপ রহস্য প্রকাশ করে না, স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্য প্রকাশ ক'রে তৃপ্তি নেয় না।

চরিত্রবতী মেয়ে পরস্ত্রীর সৌন্দর্য নিজ স্বামীর নিকট প্রকাশ করে না। পর-

পুরুষের সাথে মোহনীয় কণ্ঠে কথোপকথন করে না এবং কথার আকর্ষণ-জালে পর-পুরুষকে আবদ্ধ করে না।

চরিত্রবান ও চরিত্রবতী কারো চুগলী করে না, কারো গীবত বা পরচর্চা করে না। দু' মুখে কথা বলে না। কারো কান ভাঙ্গায় না, কোন সন্তানকে তার পিতামাতার বিরুদ্ধে অথবা কোন পিতামাতাকে তার বউ-বেটার বিরুদ্ধে, কোন স্বামীকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অথবা কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে, কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে অথবা কোন মালিককে তার চাকরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে না।

চরিত্রবান-চরিত্রবতী কোন মানুষকে নিয়ে, তার দ্বীনদারী নিয়ে, দৈহিক গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি বা চারিত্রিক গুণ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না। অযথা কাউকে তার দোষ ধরে লজ্জা দেয় না। কথায় কথায় ভুল ধরে মানুষকে নাজেহাল করে না।

সুচরিত্রের অধিকারী কাউকে মন্দ খেতাব দিয়ে ডাকে না অথবা তার নামের বিকৃতি ঘটায় না।

কেউ কথা বললে নিজে টপকে পড়ে তার কথা কাটে না। বড়দের মুখের উপর মুখ দেয় না।

চরিত্রবান-চরিত্রবতী প্রগল্‌ভ হয় না, ঢেটা বা ঢেটী হয় না। কথায় কথায় 'হোঃ-হোঃ, হাঃ-হাঃ, হিঃ-হিঃ' হাস্য-কৌতুক, মজাক-মস্করা ও ঠাট্টা-উপহাস করে না এবং সে সব করতে গিয়ে মিথ্যাও বলে না। সাধারণতঃ সচ্চরিত্র লোকেরা গম্ভীর হয়।

চরিত্রবান নর-নারীর মিথ্যা ঠাট-বাট থাকে না। যা আছে, তার থেকে বেশি কিছু প্রকাশ করে না, তা নিয়ে দম্ভ করে না। যেমন বড়লোকি প্রদর্শন করে না, তেমনি দারিদ্রেরও ভান করে না।

কোন বিষয়ে হকের সপক্ষে থেকেও বিতর্কে জড়ায় না। তর্ক করা সুচরিত্রবান লোকের নিদর্শন নয়। না চাইতেও কোন বিতর্কে জড়িয়ে গেলে সে সময় সে অশ্লীল বলে না। কারণ এটা মুনাফিকের লক্ষণ।

সুচরিত্রবান নেতৃত্ব প্রার্থনা করে না। কারণ তা এমন জিনিস, যাতে চরিত্রে দাগ লাগতে পারে এবং তা এক প্রকার আমানত। আর তাতে খিয়ানত হলে কিয়ামতের দিন তা অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে।

কেউ পরামর্শ চাইলে চরিত্রবান নারী-পুরুষ পরামর্শদানে অহিতৈষা প্রদর্শন করে না। কারণ সেটাও এক প্রকার আমানত।

ইসলামই হল সবচেয়ে উচ্চ বংশের পরিচয়। সুতরাং চরিত্রবান নারী-পুরুষ উচ্চ বংশীয় হলে অপরের বংশে খোঁটা দেয় না এবং নিজেদের বংশ নিয়ে গর্ব করে না। কারণ এ হল অজ্ঞ যুগের অজ্ঞ মানুষদের আচরণ।

চরিত্রবান মুসলিম পুরুষ-মহিলা অশ্লীলতা থেকে যেমন শতক্রোশ দূরে থাকে, তেমনি মুখে নোংরা কথা বলা থেকেও সতত বিরত থাকে। অশ্লীলভাষী সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে না।

চরিত্রবান যুবক-যুবতী যেমন (ভালোবাসার নামে) ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না, তেমনি সর্বদা তারা জিহ্বার ব্যভিচার থেকেও সুদূরে থাকে। যেমন কান, চোখ, হাত ও পায়ের ব্যভিচার থেকেও অনেক তফাতে থাকে।

চরিত্রবান নারী-পুরুষ কর্কশভাষী হয় না, বরং মিষ্টভাষী হয়। তবে বেশি মিষ্টি দিয়ে নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে না।

পরকীয় কথায় থাকা সচ্চরিত্র মানুষের কর্ম নয়। নিজের বিষয়ীভূত নয়, এমন কথা বলে নিজেকে বিতর্কে ফেলে না। অবশ্য মু'মিন নারী-পুরুষ একে অন্যের অভিভাবক। তারা পরস্পরকে সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে বাধাদান ক'রে থাকে।

কোন গুজব রটানো চরিত্রবানের কাজ নয়। কোন রটিত গুজবে থাকাও তার জন্য শোভনীয় নয়।

সন্দিগ্ধ কথা বর্ণনা করা চরিত্রবানের উচিত নয়। কারণ তাতে সে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়ে লাঞ্ছিত হতে পারে।

সুচরিত্রের অধিকারী কারো প্রতি কোন উপকার বা অনুগ্রহ ক'রে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে না। কারণ তাতে তার সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য কোন অকৃতজ্ঞ নেমকহারামের কথা প্রয়োজনে উল্লেখ করার কথা আলাদা।

চরিত্রবান নারী-পুরুষ কথা বলে আদবের সাথে। তাদের কথায় গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায় না, কথায় কথায় তারা দম্ভ প্রকাশ করে না, আত্মপ্রশংসা করে না, ভঙ্গিপূর্ণ কথা বলে না। 'কাজে কুঁড়ে খেতে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে।' অথবা 'বাক্যেতে পর্বত, কিন্তু কার্যে তুলাকার।' সুচরিত্রের মুকুটধারী এমন হতে পারে না।

চরিত্রবান নারী-পুরুষ রাগান্বিত হলে, তা সংবরণ করে। ক্রোধের সময় কথা বলা বন্ধ রেখে নিজেকে নিরাপদ করে। যেমন অন্যের ক্রোধের সময়েও কথা বলে তার ক্রোধবৃদ্ধি করে না।

সুন্দর চরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষ উপদেশ দেয় ও নেয়। অন্যের উপদেশ গ্রহণে কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না।

সচ্চরিত্র মানুষ কারো জন্য অন্যায় সুপারিশ করে না, কাউকে অন্যায়ের পথ বলে না।

চরিত্রবান পুরুষ মসজিদে গিয়ে স্বলাত আদায় করে, সেখানে আল্লাহর যিক্‌র করে এবং সাংসারিক গল্প-গুজব করে না।

সুচরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষ কোন অবৈধ কাজে অনুমতিদান করে না। কথায় কথায় কসম খায় না। কারণ তাতে সন্দেহ বাড়ে এবং আল্লাহর নামের তাযীম হ্রাস পায়।

চরিত্রবান নারী-পুরুষ কম কথা বলে, প্রয়োজনে বলে এবং অসঙ্গত কথা আদৌ বলে না। আর কথা বললে অকপটে বলে, মনে কূট রাখে না।

সুন্দর কথা বলা

যার চরিত্র সুন্দর, তার কথা কেন সুন্দর হবে না?

অবশ্যই। চরিত্রবানের কথায় খোঁটা থাকবে না, খোঁচা থাকবে না, অহংকার থাকবে না, উদ্ভট ভঙ্গি থাকবে না। তার ভাষা কর্কশ হবে না, অশ্লীল হবে না, অসভ্য হবে না।

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا

“জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।”

তা শুনে আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, ‘সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন,

لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلّٰهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ

“যে ব্যক্তি নরম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন স্বলাতে রত হয়; তার জন্য।”[৩৭৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে,

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

“যে ব্যক্তি সুন্দর কথা বলে, অন্নদান করে, বরাবর সিয়াম রাখে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন স্বলাতে রত হয়; তার জন্য।”[৩৭৫]

আবূ ত্বালহা যায়েদ ইবনে সাহ্‌ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা আমরা ঘরের বাইরে

---

৩৭৪. আহমাদ ৬৬১৫, ত্বাবারানী ৩৩৮৮, হাকেম ২৭০, ১২০০, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৩০৯০, সহীহ তারগীব ৬১৭

৩৭৫. তিরমিযী ১৯৮৪, ২৫২৭

অবস্থিত প্রাঙ্গনে বসে কথাবার্তায় রত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেখানে) এসে আমাদের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন,

مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ

"তোমরা রাস্তায় বৈঠক করছ? তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।"

আমরা নিবেদন করলাম, 'আমরা তো এখানে এমন উদ্দেশ্যে বসেছি, যাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) কোন আপত্তি নেই। আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি।' তিনি বললেন,

إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَحُسْنُ الْكَلاَمِ

"যদি রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহলে তার হক আদায় কর। আর তা হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা।"[৩৭৬]

কথা সুন্দর বলতে পারলে সুন্দরীর সুন্দরতায় বৃদ্ধি লাভ হয়। তবে বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে সেই সৌন্দর্য চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় তাকে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে রেখে বলতে হবে। তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।)[৩৭৭]

সন্ধিস্থাপন

চরিত্রবান মানুষ শান্তি পছন্দ করে, শান্তির পরিবেশ ভালোবাসে, অশান্ত সমাজে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করে।

সমাজে পাশাপাশি বসবাস করার সময় আপোসে দ্বন্দ-কলহ বেধে যেতেই পারে। সে ক্ষেত্রে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে আগে সন্ধিস্থাপনের মাধ্যমে মিলন সংসাধন করা কর্তব্য মুসলিমদের। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ অর্থাৎ, বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম।[৩৭৮]

---

৩৭৬. *মুসলিম* ৫৭৭৩
৩৭৭. *সূরা আহ্যাব:* ৩২
৩৭৮. *ঐ* ১২৮

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর।[৩৭৯]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

অর্থাৎ, সকল মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।[৩৮০]

সন্ধিস্থাপনে কিছু লোকের অগ্রণী ভূমিকার প্রয়োজন থাকে। যারা সালিসী ও মধ্যস্থতা ক'রে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝে মিলন সংসাধন করে। আর তাদের কাজ বিশাল মহৎ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে।[৩৮১]

মানুষের মাঝে মনোমালিন্য দূরীভূত হোক, তারা আপোসে মিলেমিশে বসবাস করুক, পরস্পরের হৃদয়-মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বিলীন হয়ে যাক, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিবাদ-বিসংবাদ মুছে যাক, এমন সৎ প্রচেষ্টা যাদের, তারা কি সওয়াবপ্রাপ্ত না হয়?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبِكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

"প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ

৩৭৯. *সূরা আনফাল ১*
৩৮০. *সূরা হুজুরাত ১০*
৩৮১. *সূরা নিসা ১১৪*

করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, স্বলাতের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।"[৩৮২]

সন্ধিস্থাপন ও বিবদমান দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে মিলন সৃষ্টি করা এমন একটি মহান চরিত্রের কাজ, যার জন্য মিথ্যা বলাকেও বৈধ করা হয়েছে। বৃহত্তর কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত মিথ্যা বা অবাস্তব কথা বলার অনুমতি দিয়েছে, যাতে দুই পক্ষের মাঝে প্রীতি সৃষ্টি হয়, উভয়ের হৃদয় থেকে বিভেদ দূর হয়ে যায়, দূর হতে থাকা বিপরীতগামী দুই মন যেন একে অন্যের নিকট হতে থাকে। সেটা আসলে মিথ্যা নয়, যে বলে, সে মিথ্যাবাদী নয়।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا

"লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী মিথ্যাবাদী নয়। সে হয় ভাল কথা পৌঁছায়, না হয় ভাল কথা বলে।"[৩৮৩]

ঠিক এরই বিপরীত কিছু অসৎ প্রকৃতির লোক আছে, যারা সম্প্রীতিশীল মানুষের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় এবং দুই গোষ্ঠীর মাঝে ঝগড়া বাধাতে চায়। তাদের ব্যাপারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ خِيَارَ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ ، وَإِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَّاءَ الْعَنَتَ

"আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ হয়। আর আমার উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হল তারা, যারা চুগলখোরি ক'রে বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ (বা কষ্ট) খুঁজে বেড়ায়।"[৩৮৪]

---

৩৮২. *বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৮২*
৩৮৩. *বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ৬৭৯৯*
৩৮৪. *আহমাদ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ২৮৪৯*

ন্যায়পরায়ণতা

মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ বাদশা, তিনি ন্যায়পরায়ণকে ভালোবাসেন। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ হল একজন সুচরিত্রবান মানুষ। এমনই সচ্চরিত্রতার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৩৮৫]

রাগ ও শান্তির সময় উচিত ও ন্যায্য কথা বলা আবশ্যক।

বিরোধী হলেও তার সাথে সচ্চরিত্রতা তথা ইনসাফ বজায় রাখা কর্তব্য।

আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তার সাথে ইনসাফ বজায় রাখা সচ্চরিত্রতার লক্ষণ।

আপনার ভাষাভাষী নয় বলে, আপনি তার সাথে ন্যায় ব্যবহার করেন না, তাহলে আপনি সুচরিত্রবান হতে পারেন না।

আপনার স্বদেশী নয় বলে আপনি তার সাথে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখবেন না, তাকে স্বদেশী সমান মর্যাদা দেবেন না, ভালো কাজে তার সহযোগিতা করবেন না, তার বিপদে সাহায্য করবেন না, তাহলে আপনি সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে পারবেন না।

আপনার স্বজাতি নয় বলে আপনি তার ন্যায্য অধিকার দেবেন না, তাহলে আপনি সুন্দর চরিত্রের মালিক হতে পারবেন না।

আপনার গায়ের রঙের সাথে মিলে না, তার সাথে আপনি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন না, তাহলে আপনি বর্ণ-বৈষম্যের শিকার, আপনি চরিত্রবান নন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর,

৩৮৫. *সূরা নাহ্‌ল: ৯০*

এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।"[৩৮৬]

গঠনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রেও চরিত্রবান সচ্চরিত্রতা বজায় রাখে। সেখানেও সে ন্যায়পরায়ণতার ভারসাম্য রক্ষা ক'রে কথা বলে। কোন ব্যক্তি, জামাআত, মযহাব, দল, বই ইত্যাদির সমালোচনা করার ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে মুখ খোলা চরিত্রবানের উচিত নয়।

নিজের স্বার্থে ঘা লাগলে অসৎ লোকেরা ইনসাফের নিক্তি ঠিক রাখতে পারে না। আপনজনের পাতে ঝোল টানার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার নীতি ধ্বংস ক'রে বসে।

দেওয়া-নেওয়ার সময়, কথা বলার সময় বা মন্তব্য করার সময় আপন খেয়াল-খুশীর অনুবর্তী না হয়ে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখে প্রত্যেক মুসলিম। যেহেতু তা মহান আল্লাহর নির্দেশ,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৩৮৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।"[৩৮৮]

অতএব কেউ আপনার কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলে আপনি তার প্রতি সদ্ব্যবহার বা ন্যায়াচরণ করবেন না, তা উচিত নয়।

---

৩৮৬. সূরা মায়িদাহ: ৮
৩৮৭. সূরা আন্‌আম: ১৫২
৩৮৮. সূরা নিসা: ১৩৫

আপনার পণ্য নেয় না বলে, আপনার গাড়ি ভাড়া নেয় না বলে আপনি কারো প্রতি ইনসাফ করবেন না, তা সচ্চরিত্রতা নয়।

আপনার প্রশংসা করেনি বলে, যদিও আপনার নিন্দা করেনি, তবুও আপনি তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, তা বৈধ নয়।

আপনাকে দাওয়াত দেয়নি বলে আপনি তাকে তার ন্যায়াধিকার প্রদান করবেন না, তা হয় না।

আপনার বা আপনার কোন আত্মীয়র বিরুদ্ধে বিচার করেছে বলে, যদিও সেটা ন্যায় বিচার ছিল, তবুও তার প্রতি অন্যায়াচরণ করবেন, তাহলে সচ্চরিত্রের মালিক হতে পারবেন না।

আপনার সুবিধা করেনি বলে, আপনার ভুল ধরেছে বলে, আপনাকে কোন মন্দ কাজে বাধা দিয়েছে বলে, আপনার কাছে ন্যায্য অধিকার দাবি করেছে বলে, আপনার কাছে শরীক হিসাবে সঠিক ভাগ চেয়েছে বলে, আপনার কাছে ঋণ পরিশোধ চেয়েছে বলে, সে খারাপ হয়ে গেল। এতদিন যে 'ভালো' ছিল, নিজের অধিকার চাওয়ার ফলে সে 'কালো' হয়ে গেল। এমন আচরণ চরিত্রবানের হতে পারে না।

কথা বললে, সঠিক কথা বলতে হবে, স্পষ্ট কথায় কষ্ট যেন না হয়, হক কথা বলতে যেন স্বার্থপরতার শিকার না হন। তবেই আপনি সৎ লোক, চরিত্রবান লোক। নচেৎ আপনার শ্লোগান যদি, 'সুবিধাবাদ, জিন্দাবাদ' হয় তাহলে-

'স্বার্থের বালাই তরে কহিতে উচিত কথা
কুণ্ঠিত যারা তারা সৎলোক নহে,
যেদিকে পেটের সেবা সেই দিকে বলে কথা
যেমতো সুবিধা দেখে সেই মতো কহে।'

অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"হে বিশ্বাসিগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।"[৩৮৯]

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

"তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।"[৩৯০]

---

৩৮৯. সূরা আহযাব: ৭০
৩৯০. ইবনে নাজ্জার, সহীহুল জামে ৩৭৬৯

সভ্য পোশাক পরিধান

সভ্য ও ভালো পোশাক পরিধান চরিত্রবান নারী-পুরুষের পরিচয়। মহান স্রষ্টা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। সুতরাং সুন্দর থাকা সুন্দর চরিত্রের মানুষের আচরণ অবশ্যই হবে।

কিন্তু সভ্য পোশাক বলে কাকে?

আমরা সাধারণভাবে জানি, আমাদের বিবেক যেটাকে সভ্য বা ভালো বলে, সেটাই কিন্তু সভ্য বা ভালো নয়। তাছাড়া যত মানুষ, তত রকমের মন, তত রকমের বিবেক। বিবেকে-বিবেকে ও পছন্দে-পছন্দে তফাৎ আছে। তাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা তথা শরীয়ত যেটাকে ভালো বলে, সেটাকেই ভালো বলে মেনে নিতে হয়। আর শরীয়তে সভ্য ও ভালো লেবাস-পোশাকের কিছু শর্ত আছে।

মহিলাদের পোশাকে শর্ত হল,

১। লেবাস যেন (বেগানার সামনে) দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে।

২। লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

৩। পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়।

৪। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়।

৫। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

৬। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়।

৭। যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়।

৮। তা যেন সুগন্ধিত না হয়।

আর পুরুষদের লেবাসের শর্তাবলী হল,

১। লেবাস যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ অবশ্যই আবৃত রাখে।

২। এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

৩। এমন আঁট-সাট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়।

৪। কাফেরদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।

৫। মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

৬। জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়।

৭। গাঢ় হলুদ বা জাফরানী রঙের না হয়।

৮। লেবাস যেন রেশমী কাপড়ের না হয়।

৯। পরিহিত লেবাস (পায়জামা, প্যান্ট্, লুঙ্গি, কামীস প্রভৃতি) যেন পায়ের গাঁটের নিচে না যায়।

উক্ত শর্তাবলী পালন ক'রে যে নারী-পুরুষ পোশাক পরিধান করবে, তাদেরকে চরিত্রবান বলে গণ্য করা হবে।

তবে এ কথাও ঠিক যে, পোশাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে, মানুষের মনের দর্পণ। মন যে প্রকৃতির হবে, তার ছাপ ফুটে উঠবে দেহের পোশাকে। মনে পরহেযগারি না থাকলে, কেউ পরহেযগারের পোশাক পরিধান করতে পারে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ

"হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।[৩৯১]

অবশ্য ঢঙ ও সঙ করার নিমিত্তে অনেকে ভালো সাজার ভালো লেবাস পরতে পারে। কিন্তু আচরণে প্রকাশ পেয়ে যাবে তাদের আসল পরিচয়।

সভ্য ও ভদ্র মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে ভদ্র ও শালীন পোশাকের ভিতরে। যেমন অসভ্য ও অভদ্র লোকের পরিচয় পাওয়া যাবে তার অসভ্য ও অশালীন পোশাকের ভিতরে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করার বহুবিদ পন্থার মধ্যে অশালীন পোশাক পরিধান করা অন্যতম। মহান আল্লাহ তাই বিধান দিয়েছেন, যাতে নারী-পুরুষ সুসভ্য পোশাক পরিধান করে এবং উভয়েই নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত রাখে। নারীর জন্য বিধান দিয়েছেন পর্দার। পর্দা হল পবিত্রতা ও শালীনতার পরিচয়। অবশ্যই সেই সাথে শর্ত হল মনের পর্দা ও পবিত্রতা।

৩৯১. *সূরা আ'রাফ: ২৬*

ঈর্ষাবত্তা

চরিত্রবান পুরুষ উদার হবে ঠিকই, কিন্তু এত উদার নয় যে, তার ফলে তার আত্মমর্যাদাও ধূলালুণ্ঠিত হয়। মাটির মতো বিনয়ী হওয়া ভালো, কিন্তু মাটির মানুষ হয়ে 'ভেঁড়া' হওয়া ভালো নয়। সুপুরুষের লক্ষণ নয় যে, সে তার স্ত্রী-কন্যাকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে না অথবা অশ্লীলতার খোশবাগে তাদেরকে পদার্পণ করতে দেখেও ঈর্ষান্বিত হবে না।

চরিত্রবান দুর্বলতাশূন্য স্বামী কোন দিন পরকীয় প্রেমে ফেঁসে যাওয়া স্ত্রীকে জেনেশুনে ক্ষমা করতে পারে না। তালাক না দিলেও অন্ততঃপক্ষে কিছু শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করে। নচেৎ সে এমন নরম হতে পারে না যে, পাশ থেকে কেউ শাসন করলে সে বলবে, 'কিছু মনে করো না জানু! ওরা বুঝে না, এ সব লোকের চক্রান্ত। ওরা বিশ্বাস না করলেও আমি তোমাকে বিশ্বাস করি সোনা!'

অবশ্য এমন স্বামী মিসরের আযীযের মতোও নয়, যে তার আশ্রিত দাস ইউসুফ ও তাঁরই প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া স্ত্রী যুলাইখাকে বলেছিল,

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

"হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।"[৩৯২]

আযীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না করলেও অন্ততঃপক্ষে স্ত্রীর যে দোষ ছিল, সেটা স্বীকার করেছিল এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিল। কিন্তু উপরোক্ত স্বামী তো এটা বিশ্বাস বা স্বীকারই করতে চায় না যে, তার জানুর কোন দোষ ছিল! সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

স্ত্রী, কন্যা বা বোনের চরিত্রহীনতাকে মেনে নেওয়া এক মহা অপরাধ। দায়িত্বপ্রাপ্তের দায়িত্ব পালন না করা এক প্রকার বড় খিয়ানত। এমন অপরাধ ও খিয়ানতের ফলে মহান আল্লাহ রাগান্বিত হন। রসূল ﷺ বলেছেন,

ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ العاقُّ والمَرْأةُ المُتَرَجِّلَةِ المُتَشَبِّهَةُ بالرِّجالِ والدَّيُّوثُ

"তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে

৩৯২. *সূরা ইউসুফ: ২৯*

সূচীপত্র

চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)”[৩৯৩] তিনি আরো বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ

“তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন ঈর্ষাহীন, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।”[৩৯৪]

এটাই প্রকৃতি, এটাই স্বাভাবিক যে, যার ভিতরে ঈমান থাকবে সে ঈর্ষাবান হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا

অর্থাৎ, মু’মিনের ঈর্ষা হয়। আর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কঠিন ঈর্ষাবান।[৩৯৫]

হ্যাঁ, আল্লাহর ঈর্ষা হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيرَةُ اللهِ تَعَالَى ، أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈর্ষান্বিত হন। আর আল্লাহ ঈর্ষান্বিত হন তখন, যখন কোন মানুষ এমন কাজ ক’রে ফেলে, যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন।[৩৯৬]

বরং মহান আল্লাহর ঈর্ষা সবার চাইতে বেশি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই যে, তার ক্রীতদাস অথবা দাসী ব্যভিচার করবে (আর সে তা সহ্য ক’রে নেবে)। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।[৩৯৭]

সুতরাং একজন আল্লাহর মু’মিন বান্দা কীভাবে তার স্ত্রী-কন্যাকে ব্যভিচারিণী বা প্রেম নিবেদনকারিণী হতে দেখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে থাকতে পারে?

---

৩৯৩. আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে’ ৩০৭১
৩৯৪. আহমাদ ৫৩৭২, ৬১১৩
৩৯৫. মুসলিম ৭১৭৫
৩৯৬. বুখারী ৫২২৩, মুসলিম ৭১৭১
৩৯৭. বুখারী ১০৪৪, মুসলিম ২১২৭

সূচীপত্র

ঈমানী দুর্বলতা? নাকি তার মানসিক বা যৌন সংক্রান্ত কোন দুর্বলতা? কিছু তো বটেই।

পক্ষান্তরে চরিত্রবতী নারীর লক্ষণ এটা নয় যে, স্বামীর একান্ত অনুগতা থাকবে এবং তার নোংরামিতেও মুখ খুলবে না, তার পরকীয় প্রেম দেখেও ঈর্ষান্বিতা হবে না। সে চরিত্রবতী নয়, যে সতীন হলে তার ঈর্ষায় ফেটে পড়ে, কিন্তুস্বামীর গার্লফ্রেণ্ড দেখলে তার গায়ে জ্বালা ধরে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পরপুরুষের কাছে নিজ স্ত্রী, কন্যা বা বোনের রূপ-যৌবন নিয়ে প্রশংসা করা এক শ্রেণীর মেড়ামি। যে প্রশংসা অনায়াসে বিপদ ডেকে আনতে পারে শান্তির সংসারে।

দৃষ্টি-সংযম

অবৈধ নারী অথবা সুদর্শন বালকের প্রতি পুরুষের এবং অবৈধ পুরুষের প্রতি নারীর সকাম দৃষ্টিপাত অসচ্চরিত্রতার অন্যতম লক্ষণ। এই জন্য মহান আল্লাহর মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে স্বীয় নবী ﷺ কে আদেশ দিলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।[৩৯৮]

আর মহানবী ﷺ এর নির্দেশ হল,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ

"কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে।[৩৯৯]

---

৩৯৮. সূরা নূর: ৩০-৩১
৩৯৯. মুসলিম ৭৯৪

যেখানে গেলে বা বসলে অবৈধ দৃষ্টিপাত হতে পারে, সে জায়গায় যাওয়া বা বসা উচিত নয়। যাতে নজরাগ্নির সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে বিশাল অগ্নিকাণ্ড ঘটে না বসে এবং আঁখির বাঁকা ছুরি দ্বারা কারো হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওখানে আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা (ওখানে) বসে বাক্যালাপ করি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যদি তোমরা রাস্তায় বসা ছাড়া থাকতে না পার, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।" তারা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন,

غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ

"দৃষ্টি অবনত রাখা, (অপরকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা।"[৪০০]

ব্যভিচার করা দুশ্চরিত্র লম্পটের কাজ। মূল ব্যভিচারের বহু ভূমিকা আছে। তার মধ্যে তার প্রাথমিক পর্যায়ের ভূমিকা হল সকাম দৃষ্টিপাত। আর তা হল চক্ষুর ব্যভিচার। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।"[৪০১]

বলা বাহুল্য, চরিত্রবান নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় অবৈধ কিছু তাকিয়ে দেখে না। কিন্তু দেখার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যদি চোখ পড়ে যায়, তাহলে কী করার আছে?

জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই।'[৪০২]

---

৪০০. বুখারী ৬২২৯, মুসলিম ৫৬৮৫
৪০১. মুসলিম ৬৯২৫, বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২
৪০২. মুসলিম ৫৭৭০

সূচীপত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছিলেন,

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

"হে আলী! একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়।[৪০৩]

প্রকাশ থাকে যে, যা দেখা হারাম, তার ছবি দেখা হারাম। বিশেষ ক'রে নগ্ন ও অশ্লীল ছবি দর্শন কোন চরিত্রবান নারী-পুরুষের অভ্যাস হতে পারে না। কারণ পর্ণগ্রাফী দর্শন মাদকদ্রব্য সেবনের মতো তীব্র নেশায় পরিণত হয়। মাদকদ্রব্য সেবন না ক'রে যেমন অভ্যাসীর স্বস্তি আসে না, শান্তি আসে না, ঠিক তেমনই অবস্থা ঘটে পর্ণগ্রাফী দর্শনে অভ্যাসীর।

মাদকাসক্তরা যতটা আসক্তি মাদকদ্রব্যের প্রতি রাখে, তার থেকে বেশি আসক্তি আসে নগ্ন নারীদেহ ও অভিনীত যৌন-মিলন দর্শনের প্রতি। মাদকদ্রব্য মাদকাসক্তদের যতটা ক্ষতি করে, তার থেকে বেশি ক্ষতি করে নগ্ন নারীদেহ ও যৌনমিলন দর্শনের মাধ্যমে উষ্ণ তৃপ্তি গ্রহণকারীদের। কিন্তু নেশার ঘোরে ক্ষতিগ্রস্তরা সে ক্ষতির কথা অনুভবও করতে পারে না। পরিশেষে সর্বনাশই তাদের ভাগ্য হয়।

বলা বাহুল্য, অশ্লীল সেক্সী ছবি দর্শনে অভ্যাসী হওয়ার ফলে যে সকল ভয়ঙ্কর ক্ষতি রয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে অপরাধীর স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে।
- নগ্ন ছবি দেখার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ নষ্ট হয়ে যায়।
- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে অপরাধীর দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয়ে যায়।
- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে অপরাধী ব্যভিচারের মতো বড় পাপ ঘটায়।
- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে অপরাধী ধর্ষণের মতো বড় পাপ ঘটায়।
- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে নাবালক শিশুদের ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে যায়।
- সেক্সী ফ্লিম্ দেখার অভ্যাস করার ফলে অপরাধীর নানা রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সুতরাং সে অবৈধ দর্শনে অভ্যাসী কি কোন চরিত্রবান নারী-পুরুষ হতে পারে? কক্ষনো না।

৪০৩. আহমাদ, আবূ দাঊদ ২১৫১, তিরমিযী ২৭৭৭, হাকেম ২৭৮৮, বাইহাক্বী ১৩২৯৩, সহীহুল জামে' ৭৯৫৩

লজ্জাস্থানের হিফাযত

চরিত্রবান পুরুষ ও চরিত্রবতী নারী নিজেদের গোপনাঙ্গের হিফাযত করে।

একজন পুরুষ তার সারা দেহ কেবল নিজ স্ত্রীকে দেখাতে পারে। অন্যান্যের কাছে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অবশ্যই ঢেকে রাখে।

একজন নারী তার সারা দেহ কেবল স্বামীকে দেখাতে পারে। এ ছাড়া মাথা, হাত-পা মাহরাম বা এগানা অথবা মহিলাকে দেখাতে পারে। বেগানা পুরুষের কাছে মহিলার সর্বাঙ্গ গোপনাঙ্গ। মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত অনুচর পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৪০৪]

৪০৪. সূরা নূর: ৩০-৩১

বাহ্য বিন হাকীমের দাদা একদা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের গোপনাঙ্গ কী গোপন করব, আর কী বর্জন করব?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন,

اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

"মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।"[৪০৫]

হ্যাঁ, একাকী থাকলেও নগ্ন থাকা উচিত নয়। এমনকি গোসলের সময়েও উলঙ্গ হওয়া উচিত নয়। বন্ধ বাথরুমের ভিতরকার কথা অবশ্য আলাদা। তবুও সেখানে লজ্জাস্থানে কাপড় রেখে গোসল করা উচিত। যেহেতু সেখানে কেউ না দেখলে মহান প্রতিপালক দেখছেন। সুতরাং তাঁকে লজ্জা করা উচিত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল লজ্জাশীল, গোপনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তখন সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করে (পর্দার সাথে করে)।"[৪০৬]

আর মহিলা? তার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।"[৪০৭]

"মহিলা হল গোপনীয় জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।"[৪০৮]

এই জন্য আম গোসলখানা, পুকুর, নদী, হ্রদ, ঝিল বা সমুদ্র ঘাটে বা তীরে গোসল করা কোন মহিলার জন্য জায়েয নয়। কারণ সেখানে জ্বিন ও মানুষ শয়তানের দৃষ্টি তার দেহে পড়ে। মহানবী ﷺ বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ

---

৪০৫. আবূ দাঊদ ৪০১৯, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনে মাজাহ ১৯২০, মিশকাত ৩১১৭
৪০৬. আবূ দাঊদ, নাসাঈ ৪০৬, মিশকাত ৪৪৭
৪০৭. তিরমিযী ১১৭৩, মিশকাত ৩১০৯
৪০৮. ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।"[৪০৯]

উম্মে দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ

"সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও পরম দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।"[৪১০]

নারীর জন্য বৈধ নয় কোন কলেজ বা ক্লাবে শরীরচর্চার নামে নিজ পোশাক খোলা। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا

"যে নারী স্বগৃহ ছাড়া অন্য স্থানে নিজের পর্দা রাখে (কাপড় খোলে) আল্লাহ তার পর্দা ও লজ্জাশীলতাকে বিদীর্ণ করে দেন। (অথবা সে নিজে করে দেয়।)[৪১১]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

"যে মহিলা নিজের স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য গৃহে নিজের কাপড় খোলে, সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লা ও তার নিজের মাঝে পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।"[৪১২]

তাহলে বলুন, বেপর্দা নারী কি সুচরিত্রবতী হতে পারে? চরিত্রহীনা, অসতী, ভ্রষ্টা বা নষ্টা না হলেও বাইরে কাপড় খোলা মেয়ের সচ্চরিত্রতা কি পবিত্র থাকতে পারে?

যে আলোকপ্রাপ্তাদের দেহে পরপুরুষদের চোখের সামনে সূর্যের আলো পড়ে, তারা কি আদৌ চরিত্রবতী থাকতে পারে?

যারা বোরকার আঁধারও ও হেরেম ছেড়ে বাইরে এসে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলায়, তাদের চরিত্র ও সতীত্ব কি নির্মল থাকতে পারে?

উত্তর আপনার কাছে। রুচি আপন আপন।

---

৪০৯. আহমাদ ১৪৬৫১, সহীহ তারগীব ১৬০

৪১০. আহমাদ ২৭০৩৮, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২

৪১১. আহমাদ ২৬৬১১, ত্বাবারানী ৭১০, হাকেম ৭৭৮২, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৭৭৭৪

৪১২. আহমাদ ২৪১৪০, তিরমিযী ২৮০৩, ইবনে মাজাহ ৩৭৫০, হাকেম, সঃ জামে' ২৭১০

যৌন সচ্চরিত্রতা

চরিত্রবান মানুষ বলতে আমরা সাধারণতঃ সেই মানুষকে বুঝি, যে কোন প্রকার অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয় না অথবা তার নিকটবর্তী কোন কাজে জড়িত হয় না।

যে মানুষ অবৈধ প্রেম-পীরিতে জড়ায় না।

যে দাম্পত্য জীবনে পরকীয় প্রেমে খেয়ানত করে না।

এমনকি বন্ধু-বন্ধু, ভাই-বোন, মা-বেটা, বাপ-বেটি, ধর্মের বাপ অথবা দ্বীনী ভাই-বোনের নামেও কোন অবৈধ বা সন্দিগ্ধ সম্পর্কে লিপ্ত হয় না।

চরিত্রবান কোন প্রকার অশ্লীলতা বা নারী ও যৌন সংক্রান্ত কোন অবৈধ আচরণের নিকটবর্তী হয় না। নগ্নতা ও বেলেল্লাপনাকে সমর্থন করে না।

নচেৎ চরিত্র ধ্বংসের মূল কারণ হল অবৈধ যৌনতা। আর যুবক-যুবতীকে চরিত্রহীন করার মূল প্রবৃত্তি হল যৌবনের উন্মাদনা। যৌবনকাল বড় উন্মত্ততার। যৌবনের পথ বড় পিচ্ছল। এখানেই তাদের পদস্খলন ঘটে। মন বড় মন্দপ্রবণ। যুবক-যুবতীর আকর্ষণ বড় শক্তিশালী। তাদের মাঝে সহায়ক শয়তান বড় তৎপর। যৌনতৃষ্ণা নিবারণ করার বৈধ পন্থা আছে, কিন্তু তা অতি সহজ নয়। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

"আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিস ভয় করি, তার মধ্যে অন্যতম হল তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।"[৪১৩]

চরিত্রহীনতার সব চাইতে বড় অশ্লীলতা হল বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যৌন-মিলন বা সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়া। আর এমন মহাপাপে কোন মু'মিন নারী-পুরুষ লিপ্ত হতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।"[৪১৪]

৪১৩. *আহমাদ ১৯৭৭২*

৪১৪. *বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, আসহাবে সুনান*

ব্যভিচার এমন একটি অপরাধ যা অবিবাহিত অবস্থায় করলে একশত চাবুক ও এক বছর দেশান্তরের শাস্তি ভুগতে হয়। আর বিবাহিত অবস্থায় করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যভিচারীদের জন্য মধ্যজগতে অপেক্ষা করছে আগুনের চুল্লি, যেখানে তারা উলঙ্গ অবস্থায় আগুনের দহন-প্রবাহে উঠানামা করবে! পরন্তু তার স্থান হবে জাহান্নামে। কিন্তু মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (অঙ্গ গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।"[৪১৫]

মহান আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। হারাম করেছেন তার নিকটবর্তী হতে। তিনি বলেছেন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৪১৬]

ব্যভিচারের বহু ভূমিকা আছে। আর তার মাধ্যমেই ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় যুবক-যুবতী। যেমন মেয়েদের বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করা, নির্জনতা অবলম্বন করা, সরাসরি অথবা কোন যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলা, অবৈধ সম্পর্ক কায়েম করা, প্রেম-ভালোবাসার জাল সৃষ্টি করা, যৌন-কথা বলা, কামদৃষ্টিতে দেখাদেখি করা, একে অন্যের ছবি বিনিময় করা, অবাধে মিলামেশা করা, ভ্রমণ করা, একে অন্যের দেহ স্পর্শ করা ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ: العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার

৪১৫. বুখারী ৬৪৭৪
৪১৬. সূরা বানী ইস্রাঈল: ৩২

(সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।”[৪১৭]

ব্যভিচারের কোন ভূমিকাতেই চরিত্রবান থাকতে পারে না। কোন চরিত্রবান অভিসারিকার অভিসারে সাড়া দিতে পারে না; যদিও তা কঠিন। বিশেষ ক’রে যুবতী সম্ভ্রান্তা ও সুন্দরী হলে। আর কঠিন বলেই এহেন ক্ষেত্রে নিজের চরিত্র পবিত্র রাখার মহাপুরস্কার রয়েছে কিয়ামতে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ اللهَ

“সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে--- একজন সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।[৪১৮]

চরিত্রবান যুবক-যুবতী কোন সন্দিগ্ধ বিবাহের ফাঁদে পড়ে সহবাসকে বৈধ মনে করে না। যেমন মুতা (সাময়িক চুক্তির) বিবাহ, অভিভাবকহীন বিবাহ বা মন্দিরের সামনে বিবাহের অনুকরণে মসজিদের সামনে বিবাহ ক’রে সহবাস করে না।

কোনও মুসলিম বিকৃত যৌনাচারেও লিপ্ত হতে পারে না। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর উদ্দেশ্যে কোন বিরল প্রকৃতির যৌনাচারে নিজের পিপাসা নিবারণ করে না। একমাত্র চরিত্রহীনেরাই তা করতে পারে। আর তার শাস্তিও চরম ইসলামের সংবিধানে।

দুশ্চরিত্র পশুগমনকারীদের ব্যাপারে নির্দেশ হল,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ

“যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।”[৪১৯]

চরিত্রহীন সমকামীদের ব্যাপারে নির্দেশ হল,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।”[৪২০]

---

৪১৭. মুসলিম ৬৯২৫, বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২
৪১৮. বুখারী ৬৬০, মুসলিম ২৪২৭
৪১৯. তিরমিযী ১৪৫৫, ইবনে মাজাহ ২৫৬৪, বাইহাক্বী ১৭৪৯১, ১৭৪৯২, সহীহুল জামে’ ৬৫৮৮
৪২০. আহমাদ ২৭৩২, আবূ দাউদ ৪৪৬৪, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, সহীহুল জামে’ ৬৫৮৯

সূচীপত্র

নিজের বিয়ে করা বউয়ের সাথেও বিকৃত রুচির যৌনাচার করা যাবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِى الدُّبُرِ

"আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।"[৪২১] তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ

"যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।)[৪২২]

যেহেতু কুরআনে বলা হয়েছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।[৪২৩] আর বলেছেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।"[৪২৪]

---

৪২১. তিরমিযী ১১৬৫, নাসাঈর কুবরা ৯০০১, ইবনে হিব্বান ৪৪১৮, সহীহুল জামে' ৭৮০১
৪২২. আহমাদ ৯২৯০, আবূ দাঊদ ৩৯০৬, তিরমিযী ১৩৫, ইবনে মাজাহ ৬৩৯, বাইহাক্বী ১৪৫০৪
৪২৩. সূরা বাক্বারাহ-২: ২২২
৪২৪. সূরা নাম্‌ল: ৬৫

সূচীপত্র

এ ছাড়া এক প্রকার বিকৃত যৌনাচার হল হস্তমৈথুন করা। চরিত্রবান যুবক-যুবতী তা করে না এবং অন্যান্য সকল প্রকার অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত হয় না। যেহেতু মহান আল্লাহ মু'মিনদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ -

"যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী।"[৪২৫]

চরিত্রবান অবিবাহিত যুবক-যুবতী অথবা দূরে থাকা স্বামী-স্ত্রী যৌন-পীড়নে পীড়িত হলে মহান প্রতিপালককে ভয় করে এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা দমনের উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করে। নচেৎ আমভাবে তারা জানে, গোপনে এমন কিছুতে লিপ্ত থেকে মানুষের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও প্রতিপালকের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আর এমনও হতে পারে যে, শাস্তি স্বরূপ দুনিয়াতেই তার দেহে সংক্রমিত হতে পারে এমন রোগ, যার নাম সে ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবাগণকে সতর্ক ক'রে বলেছিলেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

"হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

(তার মধ্যে একটি হল,) যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।"[৪২৬]

আশা করি, কোন মানুষই এ ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা অস্বীকার করতে পারে না।

৪২৫. সূরা মু'মিনূন: ৫-৭, মাআরিজ ২৯-৩১
৪২৬. বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯, সহীহ তারগীব ৭৬৪

আদর্শবত্তা

চরিত্রবান নারী-পুরুষ হয় সমাজ-আকাশের তারকা। তাদেরকে দেখে সাধারণ লোকেরা সঠিক পথের দিশা পায়। তারা অপরের জন্য আদর্শ ও নমুনা হয়। তারা স্ববিরোধী হয় না। তারা অপরকে ভালো শিক্ষা দিয়ে নিজেরা মন্দ কাজ করে না অথবা অপরকে মন্দ থেকে দূরে থাকতে বলে নিজেরা তার ভিতরে থাকে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، مَثَلُ الْفَتِيلَةَ تُضِيءُ لِلنَّاسِ، وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا

“যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!”[৪২৭]

আর মহান আল্লাহর কাছেও তা পছন্দনীয় নয়। তিনি বলেছেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, কী আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?[৪২৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।[৪২৯]

সুতরাং স্ববিরোধিতা একটি মহা অপরাধ। আর তার জন্যই পরকালে তার বিশেষ শাস্তি রাখা হয়েছে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ فِي الرَّحَى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أَهْلُ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بالمعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ فَيقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ

---

৪২৭. বাযযার, সহীহ তারগীব ১৩০
৪২৮. সূরা বাক্বারাহ-২: ৪৪
৪২৯. স্বাফ: ২-৩

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, 'ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?' সে বলবে, 'অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!"[৪৩০] তিনি আরো বলেছেন,

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

"আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দিত, অথচ ওরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন করত, তবে কি ওরা বুঝত না।"[৪৩১]

কোন কাজ শুরু করতে নিজে শুরু করা চরিত্রবানের আলামত। তাতে দেখাদেখি অন্যেরাও কাজ শুরু করে। অনেকে লজ্জায় পড়ে সত্বর কাজে লেগে পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক কাজে আদর্শবানদের জন্য অপরের পরিচালক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাড়ির মুরুব্বী হবে বাড়ির লোকের জন্য আদর্শ। দাদা, নানা, শ্বশুর ও বাবা হবে সন্তান বা জামাইয়ের জন্য আদর্শ। দাদী, নানী, শাশুড়ী ও মা হবে মেয়ে ও বউদের জন্য আদর্শ। তা না হলে, শাশুড়ী যদি দাঁড়িয়ে মুতে, বউরা মুতবে ঘুরপাক দিয়ে---এটাই স্বাভাবিক।

চরিত্রবান হবে সর্ব-কল্যাণের ইমাম। সে হবে রহমানের সেই বান্দা, যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ক'রে বলে,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

৪৩০. বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ৭৬৭৪

৪৩১. আহমাদ ১২২১১, ১২৮৫৬ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান ৫৩, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৮৩২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭৩, আবূ য়্যা'লা ৩৯৯২, সহীহ তারগীব ১২৫

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।'[৪৩২]

অল্পে তুষ্টি

চরিত্রবান মানুষ পার্থিব ব্যাপারে নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট থাকে। যে দেশে ও যেমন পরিবারে তার জন্ম হয়েছে, যে সম্পদ সে লাভ করেছে, যে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি তার ভাগ্যে জুটেছে, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকে।

চরিত্রবানের ভিতরে লোভ-লালসা থাকে না। অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি তাকে অসৎ পথে নামায় না। সে ধনী না হলেও তার হৃদয়-মনে থাকে ধনবত্তা। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض ، وَلكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।"[৪৩৩]

যা পেয়েছে তাতেই যদি মানুষ তুষ্ট হয়, তাহলে সেই হয় আসল সুখী, আসল ধনী ও সফল মানুষ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।"[৪৩৪]

আসল রাজা ও সারা দুনিয়ার মালিক কে জানেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে প্রতি দিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।"[৪৩৫]

চরিত্রবান নিজের যা কিছু, তাই নিয়েই ক্ষান্ত হয়। তার মানে চেষ্টা যে চালায় না, তা নয়। কিন্তু চেষ্টার পরেও না পেলে আফসোস করে না। যে পেয়েছে, তার

৪৩২. ফুরক্বান: ৭৪
৪৩৩. বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ২৪৬৭
৪৩৪. মুসলিম ২৪৭৩
৪৩৫. তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনে মাজাহ ৪১৪১

দেখে হিংসা করে না। যার আছে, তার দেখে লোভ করে না। কারণ তাতে মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয় এবং দুঃখ ও মনঃকষ্ট ছাড়া কিছু লাভ হয় না। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের উপরে যারা তাদের দিকে দেখো না; বরং তোমার নিচে যারা তাদের দিকে দেখ। যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তুচ্ছজ্ঞান না কর।"[৪৩৬]

যে নারী বা পুরুষ নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট, সেই আসলে সবার চাইতে বড় ধনী। সেই আসলে সবার চাইতে বড় কৃতজ্ঞ। মহানবী ﷺ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।"[৪৩৭] অন্য এক বর্ণনায় আছে,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"হে আবূ হুরাইরা! তুমি নিজের মধ্যে আল্লাহভীরুতা নিয়ে এস, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। আর অল্পে পরিতুষ্ট হও,

---

৪৩৬. বুখারী ৬৪৯০ ভিন্ন শব্দে, মুসলিম ৭৬১৯
৪৩৭. আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩

তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন গণ্য হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।"[৪৩৮]

যাকে অল্প তুষ্ট করতে পারে না, তাকে অধিকও সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ধনী হওয়ার পরেও মনের লোভ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে দরিদ্র বানিয়ে রাখবে। আসলে ধনের ধনী ধনী নয়, মনের ধনীই ধনী। অল্পে তুষ্ট হৃদয় দরিয়া থেকেও বিশাল, ধনীর থেকেও বড় ধনী।

অল্প তুষ্ট হওয়া আমানতের দলীল। যে মানুষের ভিতরে আধিক্যের লোভ নেই, সে কোনদিন খিয়ানত করে না। আর স্বভাবতই সে চরিত্রবান হয়।

বলা বাহুল্য, জীবনে কী পেলাম, আর কী পেলাম না, তার হিসাব-নিকাশ না ক'রে, যা পেয়েছি ও পাচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

অতিরিক্ত পাওয়ার লোভে অসৎ উপায় অবলম্বন করে না চরিত্রবান। যেমন যা নেই, তা পাওয়ার জন্য ভিক্ষাবৃত্তির পথ অবলম্বন করে না সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

"উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক'রে দেন।"[৪৩৯]

৪৩৮. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫২, ইবনে মাজা ৪২১৭
৪৩৯. বুখারী ১৪২৭, মুসলিম ২৪৩৩

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

সুচরিত্রবান মানুষের একটি গুণ হল, মনের দিক দিয়ে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থেকে দেহের দিক দিয়েও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন থাকা।

যৌনাচার করার পর অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য গোসল করা।

প্রস্রাব-পায়খানার পর বিশেষ ক্ষেত্রে ওযূ করা।

দাঁত-মুখ পরিষ্কার করা।

লেবাস-পোশাক পরিষ্কার করা।

বাড়ি ও তার সম্মুখভাগ পরিষ্কার রাখা। ইত্যাদি।

এতে তার সুন্দর চরিত্রের বিকাশ ঘটে এবং লোকমাঝে সে সভ্য ও ভদ্র বলে পরিচিত হয়।

মহিলাদের ঋতুস্রাব এক প্রকার অশুচিতা। তা পালন করার বিধান রয়েছে ইসলামে। আর সেই সাথে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে তাদের স্বামীদের প্রতি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।"[৪৪০]

প্রত্যহ কমসে-কম পাঁচবার মহান আল্লাহর বিশেষ স্মরণের সময় পবিত্রতার বিশেষ বিধান দিয়ে তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا

৪৪০. সূরা বাক্বারাহ-২: ২২২

সূচীপত্র

يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা স্বলাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"[৪৪১]

লেবাস-পোশাককে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

"তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা বর্জন কর।"[৪৪২]

যারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে, মহান প্রতিপালক তাদেরকে ভালোবাসেন। এ ব্যাপারে কুবাবাসীর প্রশংসা ক'রে তিনি বলেছেন,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।"[৪৪৩]

পত্রিতার বিশাল গুরুত্বারোপ ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ "(বাহ্যিক) পবিত্রতা অর্জন করা হল অর্ধেক ঈমান।"[৪৪৪]

তিনি অতিরিক্ত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিধান দিয়ে বলেছেন,

عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ والمَضمَضَةُ

"দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫)

---

৪৪১. *সূরা মায়িদাহ: ৬*
৪৪২. *সূরা মুদ্দাষ্ষির: ৪-৫*
৪৪৩. *সূরা তাওবাহ: ১০৮*
৪৪৪. *মুসলিম ৫৫৬*

নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা। এবং (১০) কুল্লি করা।"[৪৪৫]

লক্ষণীয় যে, ইসলামে প্রকৃতিগত আচরণ লম্বা মোছ ও নখ রাখা নয়। বরং আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, 'মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।'[৪৪৬]

আপনার মুখের দুর্গন্ধের কারণে আপনার নিকট থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। ফলে আপনি তার নিকট অসভ্য তথা ছোট হয়ে যেতে পারেন। তাই দাঁত মাজার বিধান রয়েছে ইসলামে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ

"দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ।"[৪৪৭]

মানুষ যখন কোন স্থলে একত্রিত জমায়েত হয়, তখন তার পরিচ্ছন্নতার বেশি প্রয়োজন পড়ে। শরীরে দুর্গন্ধ থাকলে, পরিশ্রমজনিত কারণে দেহ ঘর্মাক্ত থাকলে গোসলের অতি প্রয়োজন হয়। তা না হলে সভা বা সমাবেশে ছোট হতে হয়। এই জন্য জুমআর সমাবেশের দিন গোসল করা এবং সাধ্যমতো সুগন্ধি ব্যবহার করা আবশ্যক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

"প্রত্যেক সাবালকের জন্য জুমআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য।"[৪৪৮]

বাহ্যিক বেশভূষাতেও সভ্য ও ভদ্র থাকতে হয় মুসলিমকে। মাথার চুল পরিষ্কার ক'রে ও আঁচড়ে রাখা এবং নতুন না হলেও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা আবশ্যক।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন,

أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ

"এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচ্ড়ে) নেয়?!" আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন,

---

৪৪৫. মুসলিম ৬২৭
৪৪৬. মুসলিম ৬২২
৪৪৭. আহমাদ ২৪২০৩, নাসাঈ ৫, ইবনে খুযাইমাহ ১৩৫, দারেমী ৬৮৪, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২
৪৪৮. বুখারী ৮৮০, মুসলিম ১৯৯৭

أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

"এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!"[৪৪৯]

সাধ্যে কুলালে সুন্দর পোশাক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ভদ্র মানুষের জন্য। ধনী হয়েও কার্পণ্য ক'রে ভালো লেবাস না পরে নিজেকে গরীবের মতো প্রদর্শন ও প্রকাশ করা সভ্য মানুষের আচরণ নয়। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إنّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ ويحبُّ أنْ يَرَى أثَرَ نِعْمَتِهِ على عَبْدِهِ ويَبْغُضُ البُؤْسَ والتَّباؤُسَ

"অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। বান্দাকে তিনি যে নেয়ামত দান করেছেন তার চিহ্ন (তার দেহে) দেখতে পছন্দ করেন। আর তিনি দারিদ্র ও (লোকচক্ষে) দরিদ্র সাজাকে ঘৃণা করেন।"[৪৫০]

আবুল আহওয়াসের পিতা বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। আমার পরনে ছিল নেহাতই নিম্নমানের কাপড়। তিনি তা দেখে আমাকে বললেন, "তোমার কি মাল-ধন আছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' বললেন, "কোন্ শ্রেণীর মাল আছে?" আমি বললাম, 'সকল শ্রেণীরই মাল আমার নিকট মজুদ। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া ও ক্রীতদাস দান করেছেন।' তিনি বললেন,

فَإِذَا أَتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ

"আল্লাহ যখন তোমাকে এত মাল দান করেছেন, তখন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমার বেশ-ভূষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত।"[৪৫১]

আমভাবে একজন মুসলিম হবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সভ্য।

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুঅতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।"[৪৫২]

সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বীন-এ-ইসলাম, সুন্দর তার সবকিছু, সুন্দর তার অনুসারী সকল নর ও নারী।

---

৪৪৯. আহমাদ ১৪৮৫০, আবূ দাঊদ ৪০৬৪, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫১
৪৫০. বাইহাকক্বীর আবুল ঈমান ৬২০১, সহীহুল জামে' ১৭৪২
৪৫১. আহমাদ ১৫৮৮৭, আবূ দাঊদ ৪০৬৫, নাসাঈ ৫২২৪, মিশকাত ৪৩৫২
৪৫২. আহমাদ ২৬৯৮, আবূ দাঊদ ৪৭৭৮, সহীহুল জামে' ১৯৯৩

প্রতিশ্রুতি পালন

মহান আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা মানুষের চরিত্রগত একটি মহৎ গুণ, বরং সব চাইতে বড় সচ্চরিত্রতা। যেহেতু তা সব চাইতে মহান সত্ত্বার সাথে প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও চুক্তি। কুরআন কারীমের বিভিন্ন জায়গায় তার তাকীদ এসেছে। যেমন যারা সে প্রতিশ্রুতি পালন করে, তিনি তাদের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ - الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ

"তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না।"[৪৫৩]

যারা মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তাদের নিন্দা ক'রে তিনি বলেছেন,

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ - الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"বস্তুতঃ তিনি সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া আর কাউকেও তার দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৪৫৪]

যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পালন করে না, তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য পরকালে রয়েছে মন্দ আবাস। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে

---

৪৫৩. রা'দ: ১৯-২০
৪৫৪. সূরা বাক্বারাহ-২: ২৭

অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।”[৪৫৫]

তুচ্ছ কোন পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে তিনি নিষেধ করেছেন,

وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহর কাছে তা উত্তম; যদি তোমরা জানতে।”[৪৫৬]

এরূপ যারা করে, তাদের নেহাতই মন্দ পরিণামের কথা উল্লেখ ক’রে তিনি বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আর তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।”[৪৫৭]

মহান আল্লাহকে দেওয়া মানুষের সে প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার কী?

সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার পালন হল, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তার তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করা।

আর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা বিক্রয় করার অর্থ হল, তাঁকে অবিশ্বাস করা অথবা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা।

মহান প্রতিপালক যুগে যুগে নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম)গণের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাঁর যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, তা পালন করা হল তাঁর অঙ্গীকার পালন করা। আর তাঁর আদেশ ও নিষেধ লংঘন করার মানে হল, তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

মানুষের হয়তো মনে নেই, সে কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নবীগণ এসে সে কথা স্মরণ করিয়েছেন এবং বলেছেন,

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

৪৫৫. রা’দ: ২৫
৪৫৬. সূরা নাহ্ল: ৯৫
৪৫৭. আলে ইমরান-৩: ৭৭

"আমার সঙ্গে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।"[৪৫৮]

মানুষের হয়তো বিস্মৃত হয়েছে সে মহা অঙ্গীকার। কিন্তু মহান আল্লাহ তা স্মরণ করিয়ে বলেছেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বাহির করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম।' (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।"[৪৫৯]

হাদীসে এসেছে, আরাফার দিনে নু'মান নামক জায়গায় মহান আল্লাহ আদম-সন্তান হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন। সেদিন তিনি আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সকল সন্তানকে তার পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন এবং তাদেরকে নিজের সামনে (পিঁপড়ের আকারে) ছড়িয়ে দিলেন ও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই।' সকলে বলেছিল, بَلَى شَهِدْنَا অবশ্যই, আমরা সকলেই আপনার রব হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি।[৪৬০]

মানুষ বিস্মৃত হলেও আল্লাহর রব হওয়ার সাক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে সন্নিবিষ্ট আছে। এই ভাবার্থকেই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "প্রতিটি শিশু (ইসলামী ধর্মবোধের) প্রকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়। পরে তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে নেয়। যেমন জন্তুর বাচ্চা সম্পূর্ণ জন্ম হয়, তার নাক ও কান কাটা থাকে না।"[৪৬১]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (একমাত্র ইসলামের প্রতি অনুগত) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদেরকে ইসলামী প্রকৃতি হতে পথভ্রষ্ট ক'রে দেয়।'[৪৬২]

এই প্রকৃতিই আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর অবতীর্ণকৃত শরীয়ত। যা এখন ইসলাম নামে সংরক্ষিত।[৪৬৩]

---

৪৫৮. সূরা বাক্বারাহ-২: ৪০
৪৫৯. আ'রাফ: ১৭২
৪৬০. মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ২/৫৪৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২৩
৪৬১. বুখারী ১৩৫৮, মুসলিম ৬৯২৬
৪৬২. মুসলিম ৭৩৮৬
৪৬৩. আহসানুল বায়ান

বলা বাহুল্য, যে ইসলাম প্রত্যখ্যান করে, সে আসলে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। মহান আল্লাহর আরও একটি ব্যাপক নির্দেশ হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর।"[৪৬৪]

যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, 'তা ছয় প্রকারঃ (১) আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার, (২) মৈত্রী-চুক্তি, (৩) শরীকানার চুক্তি, (৪) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি, (৫) বিবাহ-বন্ধন এবং (৬) আল্লাহর নামে কৃত শপথ বা কসমের অঙ্গীকার।'

উক্ত ৬ প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক। যেমন মহান আল্লাহর নামে নযর মানাও এক প্রকার অঙ্গীকার। আর তাও পালন করা ওয়াজেব। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের গুণ বর্ণনায় বলেছেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।"[৪৬৫] তিনি আরো বলেছেন,

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং আল্লাহকে তোমাদের যামিন ক'রে শপথ দৃঢ় করবার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর, অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন।"[৪৬৬]

রাষ্ট্রনেতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করাও জরুরী। জিহাদ ও আনুগত্যের যে বায়আত করা হয়, তা ভঙ্গ না করা মুসলিমের কর্তব্য। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করবার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।"[৪৬৭]

---

৪৬৪. সূরা মায়িদাহ: ১
৪৬৫.সূরা দাহর: ৭
৪৬৬. সূরা নাহ্‌ল: ৯১
৪৬৭. সূরা ফাত্‌হ: ১০

সূচীপত্র

নিশ্চয়ই সেনাপতির মাধ্যমে তাঁর অঙ্গীকার পালন না করলে তিনি কিয়ামতে ঐ ভঙ্গকারীকে প্রশ্ন করবেন। তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا

"তারা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। তাদেরকে আল্লাহর সাথে কৃত এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪৬৮] আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: (منهم) رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ

"তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (তাদের মধ্যে একজন হল,) যে কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনেতার হাতে বায়আত করে। সুতরাং সে যদি তাকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করে, তাহলে সে (তার বায়আত) পূর্ণ করে। আর যদি প্রদান না করে, তাহলে বায়আত পূর্ণ করে না।"[৪৬৯]

রাষ্ট্রনেতার হাতে কৃত বায়আত ভঙ্গ করা যাবে না। সাধ্যমতো তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মহানবী ﷺ এর নির্দেশ হল,

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ

"যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনায়কের হাতে বায়আত করল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই নায়কের সৎবিষয়ে) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য এক (নায়ক) তার ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় নায়কের গর্দান উড়িয়ে দাও।"[৪৭০]

চরিত্রবান মুসলিমকে রক্ষা করতে হবে মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

৪৬৮. সূরা আহ্যাব: ১৫
৪৬৯. বুখারী ৭২১২, মুসলিম ৩১০
৪৭০. মুসলিম ৪৮৮২নং প্রমুখ

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

"সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৪৭১] মহানবী ﷺ বলেছেন,

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

"তোমরা নিজেদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি জিনিসের যামিন হয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য কথা বল, ওয়াদা করলে পূরণ কর, তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, লজ্জাস্থানের হিফাযত কর, চক্ষু অবনত কর এবং হাতকে সংযত রাখ।"[৪৭২]

চরিত্রবানের কাজ ওয়াদার খিলাপ না করা। আসলে কথা দিয়ে কথা না রাখার এ কদর্য আচরণ মুনাফিকের। কোন মুসলিমের মধ্যে থাকলে তা মুনাফিকের লক্ষণ হিসাবে থাকবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

زَادَ فِي رِوَايَةٍ لمسلم : وإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।"[৪৭৩]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যদিও সে সিয়াম রাখে এবং স্বলাত পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।" অন্য এক বর্ণনায় আছে,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

---

৪৭১. *সূরা বানী ইস্রাঈল: ৩৪*
৪৭২. *আহমাদ ২২৭৫৭, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮৯৮*
৪৭৩. *বুখারী ৩৩, মুসলিম ২২০-২২২*

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।"[৪৭৪]

শেষ বিচারের দিন চুক্তি ভঙ্গকারীর প্রতিবাদী খোদ মহান আল্লাহ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"মহান আল্লাহ বলেছেন, তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; (১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। (২) সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি ক'রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। (৩) সে ব্যক্তি, যে কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না।"[৪৭৫]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বলাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরার পূর্বে বিভিন্ন প্রার্থনা করার সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনাও করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো ঋণ থেকে খুব বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। (তার কারণ কী?) প্রত্যুত্তরে মহানবী ﷺ বললেন,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

"কারণ, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে (ওয়াদা-খেলাফী করে)।"[৪৭৬]

বলা বাহুল্য, এমন কাজেও জড়িত হওয়া উচিত নয় চরিত্রবানের, যে কাজে সে ওয়াদা ঠিক রাখতে পারবে না।

কুরআন কারীমে নবী ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রতিশ্রুতি পালনকারী রূপে প্রসিদ্ধ আছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

৪৭৪. বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, মুসলিম ২১৯
৪৭৫. বুখারী ২২২৭, ২২৭০
৪৭৬. বুখারী ৮৩২, মুসলিম ৫৮৯

"এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল একজন প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং সে ছিল রসূল, নবী।"[৪৭৭]

যেহেতু তিনি তাঁকে যবেহ করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণের যে প্রতিশ্রুতি পিতাকে দিয়েছিলেন, তা পালন করেছিলেন। আরো বলা হয় যে, একজনের সাথে কোন জায়গায় সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করলে সে ভুলে যায়। কিন্তু তিনি তার জন্য পুরো দিন অপেক্ষা করেছিলেন।

আর বাস্তব কথা এই যে, ধোঁকাবাজির এই দুনিয়ায় প্রতারকের সংসর্গে সংসার করা বড় কঠিন। বিশেষ ক'রে আপনজন যদি কথা দিয়ে কথা না রাখে, তাহলে তার আঘাত সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে না মানুষের।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها + صديق صدوق صادق الوعد منصفا

অর্থাৎ, দুনিয়াকে সালাম জানাও (বিদায় দাও), যদি না তথায় কোন সত্যবাদী, ওয়াদা পালনকারী (বিশ্বস্ত) ও ন্যায়পরায়ণ বন্ধু থাকে।

অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন

মানুষের জীবনে দুই শ্রেণীর কথা ও কাজ থাকে ঃ

এক ঃ যা নিজের বিষয়ীভূত, প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

দুই ঃ যা নিজের বিষয়-বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক।

উক্ত কথা ও কাজ মানুষ চারভাবে সম্পাদন ক'রে থাকে ঃ

১. যা নিজের বিষয়ীভূত, প্রয়োজনীয় ও উপকারী, তা করে এবং যা নিজের বিষয়-বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক, তা বর্জন করে। এ মানুষ সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণ, হুঁশিয়ার ও সুন্দর চরিত্রবান।

২. যা নিজের বিষয়ীভূত, প্রয়োজনীয় ও উপকারী, তা করে না এবং যা নিজের বিষয়-বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক, তা বর্জন করে না। এ মানুষ সর্বনিম্ন পর্যায়ের অকর্মণ্য ও বেকার।

৩. যা নিজের বিষয়ীভূত, প্রয়োজনীয় ও উপকারী, তা করে না, কিন্তু যা নিজের বিষয়-বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক, তা বর্জন করে।

৪. যা নিজের বিষয়ীভূত, প্রয়োজনীয় ও উপকারী, তা করে, কিন্তু যা নিজের বিষয়-বহির্ভূত, অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক, তা বর্জন করে না। এ মানুষদ্বয়ের মধ্যে কিছু হলেও কল্যাণ আছে। কিন্তু এরা পূর্ণ চরিত্রবান ও সফল মানুষ নয়।

৪৭৭. মারয়্যাম: ৫৪

জ্ঞানী ও চরিত্রবান মানুষ কোনদিন সে কথায় বা কাজে নিজের সময় ব্যয় ও আয়ু ক্ষয় করে না, যাতে তার কোন প্রকার উপকার নেই; তা ইহলৌকিক, আর না পারলৌকিক।

পরন্তু যখনই কোন মানুষ অনর্থক বিষয়ে সময় ব্যয় করে, তখনই তার উপকারী বিষয় নষ্ট হতে বাধ্য। আর যদি কেউ তার সময়কে সার্থক ও উপকারী বিষয়ে ব্যয় করার চেষ্টা করে, তাহলে তার অনর্থক কোন বিষয়ে ব্যয় করার মতো সময় অবশিষ্ট থাকবে না।

একজন সচ্চরিত্র মানুষের আচরণ বড় সুন্দর। আপনি দেখবেন, সে সুন্দর মুসলিম হয়।

দেখবেন, সে প্রত্যেক হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকছে এবং মাকরূহ ও অপ্রয়োজনীয় বৈধ বস্তুও বর্জন করছে।

দেখবেন, প্রত্যেক সেই কথা, কাজ, চিন্তা বা গবেষণা, যা নিজের বিশেষত্ব নয়, তা এড়িয়ে চলছে।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য উপকারী নয় অথবা অনর্থক, তা পরিহার করছে।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের দ্বীন বা দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নয়, তা উপেক্ষা করছে।

প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ, যা নিজের বিষয়ীভূত নয়, নিজের বিশেষত্ব নয়, তাতে কথা বলা, হস্তক্ষেপ করা, মন্তব্য করা ও টপকে পড়া হতে দূরে থাকছে।

দেখবেন, সে পরকীয় কথায় থাকতে পছন্দ করে না, সাধারণ মানুষ হয়ে রাজনীতির কথা বলে না, ভাণ্ডারী হয়ে ডাক্তারীর কথা বলে না, কবিরাজ হয়ে মহারাজের কথা বলে না, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ নেয় না।

যে বোঝ বহিতে নারো বহ সেই বোঝ,
আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ?

সে ফালতু বা বাজে কথায় সময় ব্যয় করে না, খেলার খবর, বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় খবর রাখতে সময় খরচ করে না।

তাকে দেখবেন, সে অপ্রয়োজনীয় অনর্থক প্রশ্ন করে না, যেমন 'মূসা নবীর নানীর নাম কী' ইত্যাদি প্রশ্ন, যা দরকারী নয়, তার উত্তর খোঁজার জন্য সময় ব্যয় করে না।

কাউকে ব্যক্তিগত অসঙ্গত বিব্রতকর প্রশ্ন করে না। যেমন তার স্ত্রী-মিলন বিষয়ক প্রশ্ন, তার ব্যভিচার, যৌনাচার, পাপ ইত্যাদি গোপন বিষয়ক প্রশ্ন অথবা

সন্তান কম হওয়ার কারণ জেনে প্রশ্ন ক'রে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে না।

সূরা ফাতিহায় কয়টা অক্ষর নেই এবং কেন নেই, 'কোন্ সূরায় নয় মীম, কোন সূরায় নাই মীম', বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ কী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে, মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর আকার-আকৃতি নিয়ে, সাহাবাদের ভুল ও আপোসের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে বিচার-বিবেক করতে গিয়েও বিভ্রাটে পড়তে চায় না।

কোনও ফালতো বিষয়ে জড়ায় না সুন্দর চরিত্রবান ও সুন্দর মুসলিম। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

"মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।"[৪৭৮]

কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁর ব্যাপারে লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, 'তিনি অসুস্থ।' সুতরাং তিনি বের হয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে এসে বললেন, "কা'ব! তুমি সুসংবাদ নাও।" তাঁর মা তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'হে কা'ব! তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হোক।' তা শুনে তিনি বললেন, "কে এ আল্লাহর ব্যাপারে কসম খেয়ে (নিশ্চয়তা দিচ্ছে)? কা'ব বললেন, 'ও আমার মা, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি তাঁর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন,

وما يدريك يا أم كعب ؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه

"হে কা'বের মা! কীভাবে জানলে তুমি (সে জান্নাতী)? হয়তো-বা কা'ব এমন কথাবার্তা বলেছে, যা তার বিষয়ীভূত নয় এবং এমন কিছু দানে বিরত থেকেছে, যা তাকে অভাবমুক্ত করত না।"[৪৭৯]

লোকমান হাকীমকে বলা হল, 'আপনি তো হাসহাস গোত্রের দাস। তাহলে আপনি এমন হাকীম (পণ্ডিত) হলেন কীভাবে?' তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলে, আমানতদারী রক্ষা ক'রে এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন ক'রে।'[৪৮০]

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তিনটি কর্ম বুদ্ধি বৃদ্ধি করে ঃ বিদ্যানদের সাথে ওঠা-বসা, সৎলোকদের সংসর্গে থাকা এবং অনর্থক কথা বর্জন করা।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তার হৃদয়কে আলোকিত করুন, তাহলে সে যেন অনর্থক কথা বর্জন করে।'

---

৪৭৮. আহমাদ; ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৮, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৮৭
৪৭৯. ইবনে আবিদ দুন্য়া ১১০, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭১৫৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১০৩
৪৮০. আল-ইস্তিযকার ৮/২৭৬

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'বান্দার প্রতি আল্লাহর বৈমুখ হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হল, তিনি তাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত ক'রে দেন।'

মালেক বিন দীনার বলেছেন, 'যদি তুমি তোমার হৃদয়ে কঠোরতা, দেহে দুর্বলতা এবং রুযীতে বঞ্চনা অনুভব কর, তাহলে জেনে নিয়ো, তুমি অনর্থক বিষয়ে কথাবার্তা বলেছ।'

সতর্কতার বিষয় যে, অপরকে সৎকার্যের আদেশ ও মন্দকার্যে বাধা দান করা পরকীয় বিষয়ে অনর্থক হস্তক্ষেপ নয়। যেহেতু আপত্তিকর বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো ফালতো বিষয় নয়। আর এক মু'মিন অপর মু'মিনের অভিভাবক; স্বঘোষিত নয়, বরং প্রতিপালক-ঘোষিত।

আত্মপ্রশংসা ও তোষামদ বর্জন

আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশংসা করা কোন চরিত্রবানের কাজ নয়। নিজেকে 'হিরো' ও অপরকে 'জিরো' বানানো এবং কথায় কথায় আমিত্ব প্রকাশে আত্মগর্ব থাকে। আর সেটা হল অহংকারীর আলামত।

প্রশংসার যোগ্য হলেও নিজের প্রশংসা নিজে করা সুশীল মানুষের কাজ নয়। আর ধারণাবশে নিজেকে প্রশংসাযোগ্য বলে প্রকাশ করলে তো, সেটা আরো খারাপ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

"তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে।"[৪৮১]

এক জনের নাম বার্রাহ (পুণ্যময়ী) রাখা হলে তিনি বলেন,

لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ ، سَمُّوهَا زَيْنَبَ

"তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কারণ আল্লাহই সম্যক্ জানেন তোমাদের মধ্যে পূণ্যময়ী কে। বরং ওর নাম যয়নাব রাখ।"[৪৮২]

অনেক সময় পরচর্চা বা অপরের সমালোচনা ক'রে নিজের প্রশংসা জাহির করা হয়। আর হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'প্রকাশ্যে নিজের বদনাম করার মানেই হল, মনে মনে নিজের প্রশংসা করা।'

অবশ্য কোন স্থলে কাউকে অপবাদ দিয়ে অপদস্থ করা হলে, সে ক্ষেত্রে নিজের সাফাই পেশ করা আত্মপ্রশংসার পর্যায়ভুক্ত নয়।

---

৪৮১. নাজ্‌ম: ৩২
৪৮২. মুসলিম ৫৭৩৩, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী, আবূ দাঊদ ৪৯৫৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১০

উপর্যুক্ত আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা হল, তোমরা অন্যের প্রশংসা করো না। যেমন হাদীসে নাম রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট। সেটা নিজের প্রশংসা ছিল না, প্রশংসা ছিল শিশুকন্যার। বড় হয়ে সে নিজ নাম নিয়ে গর্বিতা হতে পারত, তাই তার নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল।

বিশেষ ক'রে কারো মিথ্যা প্রশংসার সাথে তোষামদ ও মনোরঞ্জন করা একটি ঘৃণিত আচরণ। আর যখন 'আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার' ভয় থাকে, তখন ঐরূপ প্রশংসা সর্বনাশী। যেমন কোন মানুষের ভিতরের খবর না জেনে বাইরের অবস্থা দেখে প্রশংসা করলেও অনুমান প্রসূত কথা হয়ে যায়।

আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য একজনের (তার সামনে) ভাল প্রশংসা করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!' এরূপ বার-বার বলার পর তিনি বললেন,

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ ، وَلاَ يُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ

"তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রংশসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি ওকে এরূপ মনে করি' ---যদি জানে যে, সে প্রকৃতই এরূপ--- 'এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর (জ্ঞানের) সামনে কাউকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র ঘোষণা করা যায় না।"[৪৮৩]

সামনাসামনি কারো প্রশংসা করলে সে গর্বিত হতে পারে এবং তার মনে অহংকার বাসা বাঁধলে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ

"মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।"[৪৮৪]

সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যারা অপরের মুখোমুখি প্রশংসা করে, তাদের সে আচরণ ভালো নয়। তোষামুদে মানুষের অভ্যাস, অপরের প্রশংসার মাধ্যমে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া। তাই সেটা নিন্দনীয় এবং এমন প্রশংসাকারী অপমানিত হওয়ার উপযুক্ত।

এক ব্যক্তি উষমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। তখন উষমান

৪৮৩. বুখারী ৬০৬১, মুসলিম ৭৬৯৩-৭৬৯৪

৪৮৪. আহমাদ ১৬৮৩৭, ইবনে মাজাহ ৩৭৪৩, ত্বাবারানী ১৬১৭২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩০৭, সহীহুল জামে ২৬৭৪

তাঁকে বললেন, 'কী ব্যাপার তোমার?' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ

"তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ো।"[৪৮৫]

অবশ্য প্রয়োজনে যথোচিত প্রশংসা করা নিন্দনীয় নয়। কোন কর্মে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানার্থে অপরের একটু তারীফ করা বৈধ এবং ফলপ্রসূ।

বিশেষ ক'রে যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হয়, আত্মা অনুশীলনী ও পূর্ণ জ্ঞান লাভে ধন্য হয়, যার ফলে সে কারো প্রশংসা শুনে ফিতনা ও ধোঁকার শিকার না হয় এবং তার মন তাকে প্রতারিত না করে, তাহলে এ ধরনের লোকের মুখোমুখি প্রশংসা, না হারাম, আর না মাকরূহ। অন্যথা যদি কারো ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদির কিছুর আশংকা বোধ হয়, তবে তা ঘোর অপছন্দনীয়।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছিলেন; "আমার আশা এই যে, তুমিও তাদের একজন হবে।" অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত দ্বার থেকে আহবান জানানো হবে।[৪৮৬]

অন্য এক সময় তিনি তাঁকে বলেছিলেন; "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।" অর্থাৎ, ঐসব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশতঃ লুঙ্গী-পায়জামা গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

একদা তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছিলেন, "শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে, সে পথ ত্যাগ ক'রে সে অন্য পথ ধরে।"[৪৮৭]

৪৮৫. মুসলিম ৭৬৯৮
৪৮৬. বুখারী ১৮৯৭, ৩৬৬৬, মুসলিম ২৪১৮
৪৮৭. বুখারী ৩২৯৪, ৬৩৫৫, দ্রঃ শরহে মুসলিম ও রিয়াযুস স্বালিহীন, ইমাম নাওয়াবী

বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও ছোটদেরকে স্নেহ

সুচরিত্রবানের একটি সুন্দর আচরণ, সে বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে।

বড় বলতে বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার থেকে বয়সে বড়, জ্ঞানে-বিদ্যায় বড়, সম্মানে বড় এমন মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য।

বাড়িতে দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাপ-মা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফুফু-ফোফা, খালা-খালু, বড় ভাই-ভাবী, বড় বোন-বুনাই, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, সকল বড় আত্মীয়র প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধা করা চরিত্রবানের কর্তব্য।

গ্রাম বা জামাআতের মোড়ল-মাতবর, মুরুব্বী, মসজিদের ইমাম, আলেম-হাফেয, শিক্ষক-মাস্টার প্রভৃতি বড়দেরকে সম্মান করা সচ্চরিত্রতার লক্ষণ।

কর্মস্থলে মালিক, ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালক, সভাপতি, সম্পাদক, সদর বা হেড শ্রেণীর মানুষকে সম্মান জানানো চরিত্রবানের কর্তব্য।

কর্তব্য তাদেরকে সালাম দেওয়া, (পা ছুঁয়ে সালাম বা প্রণাম নয়,) এগানা হলে মুসাফাহা করা, মাথা বা হাত চুম্বন করা, সশ্রদ্ধ বাক্যালাপ করা।

বড়দের জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া, তাদের বসার জায়গা থেকে উঁচু জায়গায় না বসা, তাদেরকে পিছন ক'রে না বসা, তাদের সামনে বেআদবি না করা, হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি বা গোলমাল না করা, তাদের বোঝা বইয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছোটদের কর্তব্য।

আর বড়দের কর্তব্য ছোটদেরকে স্নেহ করা, তাদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন না করা, তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান না করা, শিশুদের মাথায় হাত বুলানো ইত্যাদি।

এ আচরণ চরিত্রবানের, এ কাজ মুসলিমের এবং মুহাম্মাদী উম্মতের। এ রীতির বাইরে যারা, তারা পরিপূর্ণ উম্মতী বলে গণ্য নয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।"[৪৮৮]

৪৮৮. আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫

প্রত্যুত্তরে সদাচার

সদাচারীর সদাচারণ হল, কেউ প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেয় সুন্দরভাবে। যেহেতু যার চরিত্র সুন্দর, তার সবকিছু সুন্দর।

কেউ সালাম দিলে তার সালামের উত্তর অধিকতর সুন্দরভাবে দেওয়া আবশ্যক। মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

"যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"[৪৮৯]

সুতরাং যে শব্দে সালাম পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি ও সুন্দর শব্দে অথবা অনুরূপ শব্দে উত্তর দেওয়া আবশ্যক। আর এ কথাও বিদিত যে, সালাম দেওয়া সুন্নত। কিন্তু তার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়া চরিত্রবানের আচরণ নয়। তাকে জড়ানো হলে সে অকাট্য প্রমাণ সহকারে উত্তম ও সুন্দরতম উত্তর দেয়। অনুরূপ কারো সমালোচনার জবাব দেয় একই ভদ্রোচিত রীতিতে। তাতে কাউকে খোঁটা দেওয়া, খোঁচা দেওয়া, উস্কানি দেওয়া, ছোট করা, হেয় ও তুচ্ছ করা আদৌ উচিত নয়। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হল, মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত।"[৪৯০]

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

"আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪৯১]

---

৪৮৯. সূরা নিসা: ৮৬
৪৯০. সূরা নাহ্ল: ১২৫
৪৯১. সূরা বানী ইস্রাঈল: ৫৩

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾

"তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর। তারা যা বলে, আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[৪৯২]

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾

"সৌজন্যের সাথে ছাড়া তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান)দের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না; তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সাথে (তর্ক) নয়।"[৪৯৩]

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ - وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৪৯৪] আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

وإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ هُوَ فِيكَ فلا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيهِ ودَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْه وأَجْرُهُ لَكَ ولا تَسُبَّنَّ أَحَداً

"---আর যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং যে ত্রুটি তোমার মধ্যে নেই তা নিয়ে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তাকে সেই ত্রুটি নিয়ে ওকে লজ্জা দিয়ো না, যা ওর মধ্যে আছে। ওকে উপেক্ষা করে চল। ওর পাপ ওর উপর এবং তোমার পুণ্য তোমার জন্য। আর অবশ্যই কাউকে গালি দিয়ো না।"[৪৯৫]

এ হল সবচেয়ে উত্তম রীতি। তবে অনুরূপ প্রতিশোধ নেওয়া অবৈধ নয়। কিন্তু তাতে সীমা লংঘন করা অবৈধ।

৪৯২.সূরা মু'মিনূন: ৯৬
৪৯৩. সূরা আনকাবূত: ৪৬
৪৯৪. সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৪-৩৬
৪৯৫. ইবনে হিব্বান ৫২১, ত্বায়ালিসী ১২০৮, সহীহুল জামে' ৯৮

সূচীপত্র

মহানবী ﷺ বলেছেন,

الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِي مِنهُمَا حَتَّى يَعْتَدِي الْمَظْلُومُ

"আপোসে গালাগালিতে রত দু'জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে।"[৪৯৬]

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম।"[৪৯৭]

গালির উত্তরে গালি দিলে বরাবর গালি দেওয়া যাবে। তবে উপযুক্ত না হলে অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করায় দোষ হবে না। আপনি মহিলা। কোন পুরুষ যদি আপনাকে 'শালী' বলে গালি দেয়, তাহলে আপনি তাকে 'শালা' বলে গালি দিয়ে প্রতিশোধ নিলে হাস্যকর হবে। কারণ আপনার তো কেউ শালা হতে পারে না। সুতরাং অনুরূপ কোন শব্দ অবশ্যই চয়ন করতে হবে। তবে তা যেন অপেক্ষাকৃত বেশি ভারী না হয়ে যায়। কবি বলেছেন,

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়াছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কি রে মানুষের শোভা পায়?'

তা পায় না ঠিকই, কিন্তু লাঠি মেরে আঘাত করা যায়। তবে মেরে দেওয়া যায় না এবং আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রতার সর্বাধিক সুন্দর আচরণ হল, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা; যদিও তা সাধারণ মানুষের জন্য ভীষণ কঠিন।

কেউ চিঠি লিখলে সুন্দরভাবে জবাব দেওয়া কর্তব্য। কেউ ফোন করলে সুন্দরভাবে রিসিভ করা কর্তব্য। অবজ্ঞা ক'রে নাক সিঁটকে রিসিভ না করা অহংকারীর আলামত। পরন্তু এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত। যে কল করে, সে উত্তর না পেয়ে গালাগালি করে। অবশ্য সত্যিসত্যি ব্যস্ত থাকলে আলাদা কথা। তবুও মনে রাখতে হবে, যে টেলিফোন করছে তার একটা হক আছে। আর সে হক তাকে সাধ্যমতো আদায় করতে হবে। মিস্‌ড-কল দেখে পরে কথা বলতে হবে। নচেৎ পরিচিত হয়েও তার কলকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে তার হক নষ্ট হয়।

---

৪৯৬. আহমাদ ১০৩২৯, মুসলিম ৬৭৫৬, আবূ দাঊদ ৪৮৯৪, তিরমিযী
৪৯৭. সূরা নাহ্‌ল: ১২৬

মহানবী ﷺ বলেছেন,

فإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً

"তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে।"

আর যে ফোনে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে এক প্রকার অতিথি। তার হক আদায়ে তৎপর হওয়া এবং তার অভিশাপ থেকে দূরে থাকা চরিত্রবানের কর্তব্য।

অবশ্য কলকারীরও উচিত, মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখা এবং সে কল রিসিভ না করলে 'তার অহংকার আছে, বদমাশি আছে, সে আমাকে অবজ্ঞা করছে, ইচ্ছা ক'রে তুলছে না' ইত্যাদি কুধারণা না করা।

সুন্দর আচরণ ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী নারী-পুরুষ দেখতে কুৎসিত হলেও, আসলে বড্ড সুন্দর, বড্ড সুন্দরী। মনের সৌন্দর্য বাহ্যিক সৌন্দর্যকে হার মানায়।

সুধারণা

চরিত্রবান নারী-পুরুষ যখন সুধারণা ও কুধারণার দ্বন্দে পড়ে, তখন সে মুসলিমের প্রতি সুধারণাই রাখে। অবশ্য নিশ্চিত ধারণা হলে সে কথা আলাদা এবং যে ক্ষেত্রে সুধারণা করলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সে ক্ষেত্রে সুধারণা ক'রে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়।

'না কর ধারণা শূন্য রহে প্রতি বন,
থাকিতেও পারে ব্যাঘ্র করিয়া শয়ন।'

স্ত্রী-কন্যার প্রতি সুধারণা রেখে স্বাধীনতা দিলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষের অন্যতম সদাচরণ।

কেউ আপনার ফোন রিসিভ করল না।

কেউ আপনাকে দাওয়াত দিল না।

কেউ আপনার দাওয়াতে এল না।

কেউ আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করল---ইত্যাদি।

সেই সময় সুচরিত্রবান কুধারণা না ক'রে সুধারণা ক'রে বলে,

'কুছ তো মাজবুরিয়াঁ রহী হোঙ্গী,
ইঁউ কোয়ী বেঅফা নেহী হোতা।'

অর্থাৎ, কিছু নিরুপায় অবস্থা থেকে থাকবে, এমনি কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

হ্যাঁ, সুধারণা করাতে মানসিক শান্তি আছে, পাপ নেই। পক্ষান্তরে কুধারণা করাতে মনে অশান্তি আছে, তাতে পাপও হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ।[৪৯৮]

কুধারণা এক প্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা অপবাদ। এই জন্য মানুষের প্রতি কুধারণা করতে হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ

"তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।"[৪৯৯]

কোন এক জায়গায় এক জোড়া যুবক-যুবতী বসে আছে। হতে পারে তারা স্বামী-স্ত্রী, হতে পারে ভাই-বোন, আবার হতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকা। সে ক্ষেত্রে সুধারণা ক'রে যদি স্বামী-স্ত্রী বা ভাই-বোন ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় না এবং পাপও হয় না; যদিও তারা তা না হয়। পক্ষান্তরে কুধারণা ক'রে তাদেরকে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিলে এবং তারা তা না হলে তাদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ করা হয়, যা অনেক বড় গোনাহের কাজ।

একদা রাত্রিকালে সফিয়্যাহ (রাঃ) ই'তিকাফরত স্বামী মহানবী ﷺ কে মসজিদে দেখা করার জন্য এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি বাসায় ফিরতে গেলে মহানবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। পথে আনসারদের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তারা শীঘ্র চলতে লাগল। মহানবী ﷺ বললেন, "ওহে! কে তোমরা? শোন। আমার সাথে এ মহিলা হল (আমারই স্ত্রী) সফিয়া বিন্তে হুয়াই।" তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?' মহানবী ﷺ বললেন,

৪৯৮. সূরা হুজুরাত ১২
৪৯৯. বুখারী ৫১৪৩, মুসলিম ৬৭০১

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا

"(আমি বলছি না যে, তোমরা কোন কুধারণা ক'রে বসবে। কিন্তু আমি জানি যে,) শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত ক'রে দেবে।"[৫০০]

অনুরূপভাবে মহান প্রতিপালকের প্রতি সুধারণা রাখা নির্দেশ আছে মুসলিমের প্রতি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَمُوتَنّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আল্লাহ আয্যা অজাল্লার প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।"[৫০১]

কারণ আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي

'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে।"[৫০২]

রসিকতা

হাস্য-রসিকতা করা খোশ-মেজাজের লক্ষণ। সঙ্গী-সাথীদের সাথে রহস্য ও মস্করা করা আমুদে লোকের আলামত। যে মানুষ নিজে আনন্দে থাকে, সে অপরকে আনন্দ বিতরণ করতে পারে। আর সে মানুষ নিশ্চয় সুচরিত্রবান।

তবে হাস্য-রসিকতা মানে বক্বকানি বা ঢেটামি নয়। যেহেতু মু'মিনের চিত্ত হয় ভাবময়, রূপ হয় গাম্ভির্যপূর্ণ।

অপরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে রসিকতা করা, মিথ্যা কৌতুক বা গল্প বানিয়ে অপরকে হাসানো সুচরিত্রবানের লক্ষণ নয়। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

"দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকেদেরকে হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।"[৫০৩]

৫০০. বুখারী ২০৩৫, মুসলিম ৫৮০৮
৫০১. মুসলিম ৭৪১২, ইবনে মাজাহ ৪১৬৭
৫০২. বুখারী ৭৮০৫, মুসলিম ৭১২৮
৫০৩. আবু দাউদ ৪৯৯২, তিরমিযী ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৭০১৩

বলা বাহুল্য, রসিকতা ও মস্করায় মিথ্যা ও অশ্লীল কথা থাকবে না। রসূল ﷺ সত্য কথার মাধ্যমেই মস্করা করেছেন। যেমন, আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হয়। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন, 'এই যে উমাইর! কি করেছে নুগাইর?"[৫০৪]

একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট সওয়ারী উঁট চাইলে তিনি বললেন, "তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেব।" লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বাচ্চা নিয়ে কী করব?' তিনি বললেন, "উটনী ছাড়া কি উট আর কেউ জন্ম দেয়?" (অর্থাৎ প্রত্যেক উটই তো তার মায়ের বাচ্চা।)[৫০৫]

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা করে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, "ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় সে জান্নাতে যাবে না।" (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।)[৫০৬]

মুচকি হাসি

সাক্ষাতে মুচকি হাসি একটি সম্মোহনী সুচরিত্র। যাদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ ও হাসি বিনিময় বৈধ আছে, তাদের মাঝে মুচকি হাসির ঝিলিক মনকে হৃদয়ের কারাগারে বন্দী ক'রে ফেলে।

পক্ষান্তরে সাক্ষাতে গোমড়া-মুখ হয়ে থাকা অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। তাই স্বভাবতঃ হাসমুখ না হলেও ভাইয়ের সাক্ষাতে মৃদু হাস্য করা সচ্চরিত্র মানুষের লক্ষণ। আর সেটা একটা পুণ্যের কাজ ও সাদকা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)।[৫০৭]

৫০৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪
৫০৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৮৮৬
৫০৬. শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮
৫০৭. মুসলিম ৬৮৫৭

সুচরিত্রবান যেন প্রত্যেক মানুষের ক্যামেরার সামনে থাকে এবং মুচকি হাসি প্রদর্শন করে, ফলে সকলের কাছে তার ছবি সুন্দর লাগে।

অবৈধ প্রেম জগতে এ কথা অবিদিত নয় যে, মুচকি হাসি বিদ্যুত অপেক্ষা খরচে কম, কিন্তু চমকে অনেক বেশী। সুচরিত্রবান সেই চমক বৈধ সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যবহার করে।

তরবারি দ্বারা জয় অপেক্ষা হাসি দ্বারা জয়ের মান ও স্থায়িত্ব অনেক বেশী। তাই তো হাসমুখ ব্যক্তি অধিকাংশ মানুষের মন জয় করে।

কারো সাথে মনোমালিন্য হতেই পারে। কারো প্রতি রাগ হতেই পারে। কিন্তু হাসমুখ ব্যক্তির প্রতি দীর্ঘক্ষণ রাগান্বিত থাকা যায় না। যেহেতু তার মৃদু হাসির বরিষণ রাগের তাপকে শীতল ক'রে দেয়।

অবশ্য কথায়-কথায় ফিক্‌ফিক্, হাঃ-হাঃ, হোঃ-হোঃ, হিঃহিঃ ক'রে বেশি হাস্য করা সচ্চরিত্রতার লক্ষণ নয়। প্রগলভ বা ঢিটে মানুষ সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। তাছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।"[৫০৮]

আর দুশ্চরিত্রের লক্ষণ হল হাসির মাঝে ফাঁসি দিয়ে অবৈধ প্রণয় সৃষ্টি করা। প্রথম সাক্ষাতের ঐ হাসি প্রশাসনের অথবা আত্মহত্যার ফাঁসি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

হাসিমুখে সাক্ষাৎ

সুচরিত্রবান মানুষের সাথে সাক্ষাৎকালে মুচকি হাসে, দেখা হলে হাসিমুখে স্বাগত জানায়, সুচরিত্রবতী নিজ মাহরাম, স্বামী বা কোন মহিলার সাথে সাক্ষাৎকালে মুখে হাসি দেখায়। যেহেতু হাসিতে আছে ভালোবাসার যাদু। আর সম্প্রীতি ও বৈধ ভালোবাসার জন্য হাসির ঝিলিক খুবই প্রতিক্রিয়াশীল।

যদিও এটা খুব ছোট্ট কাজ। এ কাজে তেমন কিছু ব্যয় করতে হয় না। তবুও তা একটি সদাচরণ, একটি পুণ্যকাজ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلقٍ

"তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)।[৫০৯] তিনি আরো বলেছেন,

৫০৮. আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫
৫০৯. মুসলিম ৬৮৫৭

সূচীপত্র

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

"প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।"[৫১০]

পক্ষান্তরে যারা সুচরিত্রবান নয়, তারা এ কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ফলে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় মুখ ভার ক'রে থাকে। বাংলা পাঁচের মতো মুখটাকে বাঁকিয়ে রাখে। খুব প্রয়োজন ছাড়া সৌজন্যমূলক কোন কথা বলে না। ভালোভাবে সালামের জবাব দেয় না। ভালোভাবে মুসাফাহা করে না। সফর থেকে এলে মুআনাকা করে না। আসলে তাদের মন বড় সংকীর্ণ ও অনুদার। তাদের হৃদয়ে অপরের সাক্ষাৎ কল্যাণ বয়ে আনে না। তাদের কাছে কারো সাক্ষাৎ ও আপ্যায়ন ভারী মনে হয়। অবাঞ্ছিত লোক না হলেও তারা মনকে প্রশস্ত করতে পারে না। নিশ্চয় এমন আচরণ সচ্চরিত্রবান নারী-পুরুষের নয়।

অবাঞ্ছিত অভদ্র লোক হলেও তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করার বিধান রয়েছে ইসলামে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন,

ائْذَنُوا لَهُ فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ

"ওকে অনুমতি দাও। বাজে লোক ওটা!"

তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

"হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।"[৫১১]

---

৫১০. আহমাদ ১৪৮৭৭, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৫৭
৫১১. বুখারী ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ৬৭৬১

লিল্লাহী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনী ভাইয়ের যিয়ারত

এ পৃথিবীতে আপন আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও এমন কিছু ভাই-বন্ধু থাকে, যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে কুশল বিনিময় করতে হয়। যাদের সাথে রক্ত, দুগ্ধ, বিবাহ, সম্পদ, স্বার্থ বা অন্য কোন সম্পর্কের বন্ধন থাকে না, থাকে শুধু দ্বীন ও ঈমানের বন্ধন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশার আকর্ষণ। সুচরিত্রবান লোকেরা এই সম্পর্ক স্থাপন ক'রে থাকে। মহান আল্লাহর তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করে।

এই সম্প্রীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بينكم

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।"[৫১২]

এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কায়েমে রয়েছে ঈমানের স্বাদ। প্রকৃত ঈমানদারীর অনুভূতি। ঈমানী মিষ্টতার আস্বাদন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল সুমহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালবাসুক।"[৫১৩]

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে

৫১২. মুসলিম ২০৩
৫১৩. আহমাদ , হাকেম ৩, ৭৩১২, সহীহুল জামে' ৫৯৫৮

আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।"[৫১৪]

লিল্লাহী ভালোবাসা স্থাপনকারীরা আসলে আল্লাহর আওলিয়া। তাদের এমন মর্যাদা রয়েছে, যা দেখে নবী ও শহীদগণও ঈর্ষা করবেন! আল্লাহু আকবার! মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى

"কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল, আমাদেরকে বলে দিন, তারা কারা?'

তিনি বললেন,

هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ

"ঐ লোক হল তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কায়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা কোন ভয় পাবে না এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন,

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لَاتَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

'সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না। যারা মুমিন এবং পরহেযগার। তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্যাবলীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল মহাসাফল্য।"[৫১৫]

৫১৪. বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪
৫১৫. সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত, আবূ দাঊদ ৩৫২৯

তাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়, তারা অবস্থান করবে জ্যোতির মেম্বরে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।"[৫১৬]

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপনে রয়েছে আরো একটি পুরস্কার কিয়ামতের ছায়াহীন ময়দানে, মহা পুরস্কার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : (منهم) رَجُلاَنِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ

"আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তাদের মধ্যে হল,) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।"[৫১৭]

إنّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।"[৫১৮]

আল্লাহু আকবার! কোনও সুচরিত্রবান পুরুষ কি এমন বন্ধুত্ব স্থাপনে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে, কোনও সুচরিত্রবতী মহিলা কি এমন বান্ধবীর অনুসন্ধান না ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে পারে?

---

৫১৬. তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২২০৮০
৫১৭. বুখারী ৬৬০, মুসলিম ২৪২৭
৫১৮. মুসলিম ৬৭১৩

চরিত্রবান মুসলিম চরিত্রবান মুসলিমের সাথে লিল্লাহী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে এবং চরিত্রবতী সুশীলা চরিত্রবতী সুশীলার সাথে লিল্লাহী বোন হিসাবে নির্বাচন ক'রে থাকে। আর এই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তারা আপোসে যিয়ারত ক'রে থাকে।

এই যিয়ারতে গিয়ে তারা সুখ-দুঃখের কথা বলে।

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার কথা বলে।

একে অপরকে সদুপদেশ দান করে।

দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতার কথা বলে।

পরস্পরের দুরবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতা করে।

রোগে-দুঃখে-শোকে পরস্পরকে সান্ত্বনা দেয়।

সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে অথবা সাংসারিক কোন সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে শলাপরামর্শ করে। ইত্যাদি।

লিল্লাহী এই যিয়ারতের মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে।

আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক'রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা হল যে, 'ইনি মুআয বিন জাবাল।' অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদে গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার আগেই পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে স্বলাতরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর স্বলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, 'সুসংবাদ নাও।' কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।"[৫১৯]

মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসলে এবং সে কথা তাকে জানালে আল্লাহর ভালোবাসার দুআ পাওয়া যায়।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট (বসে) ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। (যে বসেছিল) সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে ভালবাসি।' (এ কথা শুনে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, "তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও।" সুতরাং সে (দ্রুত) তার পিছনে গিয়ে (তাকে) বলল, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে ভালবাসি।' সে বলল, 'যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাসো, তিনি তোমাকে ভালবাসুন।'[৫২০]

হ্যাঁ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়। কর্মের অনুরূপ এমন সুফল লাভ করে চরিত্রবানেরা। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَريَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أتَى عَلَيهِ ، قَالَ : أيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أخاً لِي فِي هذِهِ القَريَةِ | قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : لا، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ فِي الله تَعَالَى ، قَالَ : فإنِّي رَسُولُ الله إلَيْكَ بَأنَّ اللهَ قَدْ أَحبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ

"এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্‌তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' ফিরিশ্‌তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।"[৫২১]

---

৫১৯. আহমাদ ২২০৩০, মুঅত্তা ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৩৩১
৫২০. আবূ দাঊদ ৫১২৭
৫২১. মুসলিম ৬৭১৪

এমন ভালোবাসার ফলে আপোসের যিয়ারত-যাত্রায় ফিরিশ্তার দুআ লাভ হয়। এমন বন্ধুত্বের সাক্ষাৎ হল সুখময়, এমন ভ্রাতৃত্বের পরিণামে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চলার পথ হল বেহেশ্তের পথ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أخاً لَهُ فِي اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأَنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً

"যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।"[৫২২]

এরই বিপরীত প্রবাহে ভেবে দেখতে পারেন দুশ্চরিত্র যুবক-যুবতী প্রেমিক-প্রেমিকাদের কথা, যাদের ভালোবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে নয়। যাদের ভালোবাসা হয় বিপরীতমুখী, যুবক-যুবতীর মাঝে অবৈধ ভালোবাসা, যৌবনের উন্মাদনা, রূপমুগ্ধতা অথবা অর্থলোভ তাদের ভালোবাসার কারণ হয়। তারা অবৈধভাবে মেলামিশা করে, লুকোচুরি ক'রে দেখা-সাক্ষাৎ করে অথবা নির্লজ্জ হয়ে প্রকাশ্যে কোন পার্ক, বনভূমি বা সমুদ্র-সৈকতে মিলিত হয়। তারা চায় তাদের চরিত্র যাক, কিন্তু ভালোবাসা অনির্বান হোক। তাদের ভালোবাসা হয় নিজেদের মনের খেয়ালখুশীকে বিজয়মাল্য দান করার জন্য। সুতরাং ধিক্ তাদেরকে শত ধিক্!

মেহমানের সম্মান করা

মেহমানের মান-সম্মান ও খাতির করা সচ্চরিত্র মানুষের আচরণ। বরণে ও আপ্যায়নে কথায় ও আচরণে যে মেহমানের সম্মান বজায় রাখে, সে নিশ্চয়ই চরিত্রবান লোক। যথাসাধ্য থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত যে করে, সে অবশ্যই সুচরিত্রের অধিকারী।

সবচেয়ে বড় চরিত্রবান মানুষ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতেন, সত্য কথা বলতেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দিতেন, মেহমানের খাতির করতেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতেন।'[৫২৩]

তাঁর পূর্বে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মেহমানের খাতির করার কথা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে সূরা হূদের ৭৮ এবং সূরা যারিয়াতের ২৪-২৭ আয়াতে।

---

৫২২. *তিরমিযী ২০০৮*
৫২৩. *বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২*

মেহমানের খাতির করা প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, এ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে চরিত্রবান হওয়া। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের পারিতোষিকসহ তার সম্মান করে।" লোকেরা বলল, 'তার পারিতোষিক কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

"একদিন ও একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ মেহমানের খাতির তিন দিন পর্যন্ত। (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য সাদকাহ স্বরূপ।"[৫২৪]

মেহমানের সাথে সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করতে পারলে তার মন জয় করা যায়। হাসিমুখে বরণ ক'রে সাধ্যমতো তার আপ্যায়ন করলে সে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত করলে সে দূরে সরে যায়।

লক্ষণীয় যে, বর্তমানে বহু সংগঠন দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছে। কিন্তু মানুষ সেই সংগঠনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে, যার সদস্যগণ সুচরিত্রের ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী। যাদের কোন অফিসে অথবা কারো বাসায় গেলে সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করে। অথচ সহীহ আকীদার কোন অফিস বা সদস্যের বাড়িতে যান, সেখানে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করবেন না---ইল্লা মা শাআল্লাহ। পরন্তু দাওয়াতের ময়দানে এই শ্রেণীর সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন খুব বেশি ফলপ্রসূ।

যদি বলেন, 'কারো সে আপ্যায়নের সামর্থ্য না থাকলে কী করতে পারে?' তাহলে বলব, 'আদরের ভোজন, কী করে ব্যঞ্জন?' সাধ্যমতো ভোজন দিয়ে আদর প্রদর্শন করলেও ফল মন্দ হয় না।

মেহমান-নেওয়াযী সুচরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। অনুরূপ সময় ও অবস্থা খেয়াল ক'রে অপরের মেহমান হওয়া এবং অপ্রয়োজনে তার বোঝা না হওয়াও সুচরিত্রবান মানুষের কর্তব্য।

---

৫২৪. বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, মুসলিম ৪৬১১-৪৬১২

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা

চরিত্রবান মানুষের একটি মহৎ গুণ, সে জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। যেভাবে সাধ্য সে বন্ধন-রজ্জুকে ছিন্ন হতে দেয় না। যেহেতু মহান প্রতিপালকের নির্দেশ হল,

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।[৫২৫] তিনি আরো বলেন,

﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام﴾

অর্থাৎ, সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর।[৫২৬]

যারা তাঁর সে নির্দেশ লংঘন করে, তাদের পরিণাম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।[৫২৭]

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, মহান আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ কথার বিবরণ দিয়ে মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ،

---

৫২৫. সূরা নিসা ৩৬
৫২৬. সূরা নিসা ১
৫২৭. সূরা রা'দ ২৫

وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : اقْرَؤُوا إنْ شِئْتمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

وفي رواية للبخاري: فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ وَصَلَكِ، وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، قَطَعْتُهُ

"আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।' সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, 'তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।"[৫২৮]

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي ، وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي ، قَطَعَهُ اللهُ

"জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে, 'যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন।"[৫২৯] চরিত্রবান নারী-পুরুষ জানে, জ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখা আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ এবং তা ছিন্ন করা তাঁর নিকট ঘৃণ্য কাজ। খাষআম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ এর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর কিছু সঙ্গীর সাথে ছিলেন। আমি বললাম, 'আপনিই কি মনে করেন, আপনি রাসূলুল্লাহ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।" আমি

৫২৮. সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত, বুখারী ৪৮৩০, ৫৯৮৭, ৭৫০২, মুসলিম ৬৬৮২ বুখারীর ৫৯৮৮নং অন্য বর্ণনায় ভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

৫২৯. বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ৬৬৮৩, শব্দাবলী মুসলিমের

সূচীপত্র

বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?' তিনি বললেন, "তারপর মন্দ কাজের আদেশ ও ভালো কাজে বাধা দান করা।"[৫৩০]

চরিত্রবান মু'মিন হয়, আর ঈমানের অন্যতম দাবী হল আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রাখা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।"[৫৩১]

আত্মীয় যদি আত্মীয়তা বজায় না রাখতে চায়, সে ক্ষেত্রেও চরিত্রবান অনুরূপ আচরণ করে না। বরং সে ক্ষেত্রেও সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন হতে না দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন ক'রে যায়। আর তার এ কঠিন কাজের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন,

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ

৫৩০. *আবূ য়্যা'লা ৪৮৩৯, সঃ তারগীব ২৫২২*
৫৩১. *বুখারী ৬১৩৮*

সূচীপত্র

"যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে।"[৫৩২]

আসলেই ভালোর বিনিময়ে ভালো প্রায় সকলেই করে। কিন্তু মন্দের বিনিময়ে ভালো করতে সকলে পারে না। যে পারে সেই ভালো লোক, সেই মহান চরিত্রবান। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

"সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।"[৫৩৩] এ ব্যপারে শরীয়তের নির্দেশ হল,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

"তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।"[৫৩৪]

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

"তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।"[৫৩৫]

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার উপকারিতা বিশাল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَن أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"যে ব্যক্তি চায় যে, তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে।"[৫৩৬]

صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ

---

৫৩২. *মুসলিম ৬৬৮৯*
৫৩৩. *বুখারী ৫৯৯১*
৫৩৪. *আহমাদ ১৭৪৫২, হাকেম ৭২৮৫, ত্বাবারানী ১৪২৫৮, বাইহাক্বীর ৮০৭৯, সিঃ সহীহাহ ৮৯১*
৫৩৫. *ইবনে নাজ্জার, সহীহুল জামে ৩৭৬৯*
৫৩৬. *বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৬, মুসলিম ৬৬৮৭-৬৬৮৮*

"আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।"[৫৩৭]

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ، وَفِعْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ

"গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।"[৫৩৮]

صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَجَلِ

"আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখাতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, পরিজনের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে এবং আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়।"[৫৩৯]

কীভাবে জ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখবেন?

আসা-যাওয়া বজায় রেখে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দাওয়াত দিয়ে, বিপদ-আপদ ও নানা প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা ক'রে জ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখা যায়। তাও যদি কেউ না পারে, তাহলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

(بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلامِ)

"তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আর্দ্র রাখ; যদিও তা সালাম দিয়ে হয়।"[৫৪০]

আপনার দান করার কিছু থাকলে আত্মীয়কে দান করুন। কারণ তাতে রয়েছে ডবল সওয়াব। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكِينِ صَدَقةٌ ، وعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"---মিসকীনকে সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয় ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার।"[৫৪১]

অবশ্য চরিত্রবান জানে, কার সাথে সে সম্পর্ক রাখা যাবে এবং কার সাথে কখন তা ছিন্ন করতে হবে। সে জানে আত্মীয়তার বন্ধন অপেক্ষা ঈমানের বন্ধন বেশি মজবুত। ঈমানের উপর আত্মীয়তার কোন প্রাধান্য নেই। ঈমানহীন

---

৫৩৭. আহমাদ ২৫২৫৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৬৯, সহীহুল জামে ৩৭৬৭
৫৩৮. বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৩৪৪২, সহীহুল জামে ৩৭৬০
৫৩৯. ত্বাবারানীর কাবীর ১৭২১, আওসাত্ব ৭৮১০, সহীহুল জামে ৩৭৬৮
৫৪০. বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৭২-৭৯৭৩, সহীহুল জামে' ২৮৩৮
৫৪১. তিরমিযী ৬৫৮

আত্মীয়তাতে আন্তরিকতা নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إنَّ آل أَبِي فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأَولِيَائِي ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبلاَلِهَا

"অমুক গোত্রের লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মু'মিনগণ। কিন্তু ওদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র রাখব।"[৫৪২]

আত্মীয়র বন্ধুর সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা এক প্রকার সচ্চরিত্রতা। 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।"[৫৪৩]

আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করার শাস্তি আখেরাতের আগে দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ - مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

"যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।"[৫৪৪]

لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ

"আল্লাহর আনুগত্য করা হয় এমন আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি যে আমলের সওয়াব পাওয়া যায়, তা হল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। আর যে বদ আমলের শাস্তি সত্বর দেওয়া হয়, তা হল বিদ্রোহ, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া, যা দেশ-মাটিকে মরুময় ক'রে তোলে।"[৫৪৫]

আত্মীয়তার বন্ধন ছেদনকারীর স্থান হবে জাহান্নামে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ

"আত্মীয়তার ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৫৪৬]

---

৫৪২. বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ৫৪১, শব্দ বুখারীর
৫৪৩. বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ৬৪৩০
৫৪৪. আহমাদ ২০৩৭৪, ২০৩৯৯, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৯, আবূ দাউদ ৪৯০৪, তিরমিযী ২৫১১, ইবনে মাজাহ ৪২১১, হাকেম ৩৩৫৯, ইবনে হিব্বান ৪৫৫, সহীহুল জামে' ৫৭০৪
৫৪৫. বাইহাকী ২০৩৬৪, সহীহুল জামে ৫৩৯১
৫৪৬. বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ৬৬৮৪-৬৬৮৫, তিরমিযী

আত্মীয়তার বন্ধন বজায়কারী জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

تَعْبُدُ اللهَ ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤتِي الزَّكَاةَ ، وتَصِلُ الرَّحمَ

"তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে।"[৫৪৭]

তিনি আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা স্বলাত পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫৪৮]

সুতরাং এমন কাজ কি চরিত্রবানের না হয়?

মনের সুস্থতা

কিয়ামতের বিভীষিকাময় ময়দান। জান্নাত-জাহান্নামের অনিশ্চয়তা নিয়ে সকল মানুষ চিন্তিত। সেখানে সাহায্যকারী কেউ নেই; না স্বজন-বন্ধু, না অর্থ-সম্পদ। কেউ কারো উপকার করবে না। অবশ্য উপকারী হবে মানুষের সুস্থ অন্তর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।"[৫৪৯]

সুস্থ মন ঃ যে মন সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অসদাচরণ; যেমন হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ, কুধারণা ইত্যাদি থেকে পরিচ্ছন্ন।

সুস্থ মন ঃ যাতে কোন প্রকার এমন প্রবৃত্তি নেই, যা মহান প্রতিপালকের আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতা করে। কোন প্রকার এমন সন্দেহ নেই, যা তাঁর বাণীকে অবিশ্বাস করে।

---

৫৪৭. বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, শব্দাবলী মুসলিমের ১১৫
৫৪৮. তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, হাকেম ৪২৮৩, সহীহ তারগীব ৬১০
৫৪৯. শুআ'রা: ৮৮-৮৯

সুস্থ মনঃ যে মন মানুষের মঙ্গল কামনা করে। যে মন পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়।

এই মনের মানুষই কিয়ামতে সহী-সালামতে অবস্থান করবে। এ মনের মানুষই জান্নাতের অধিকারী হবে।

সুফিয়ান বিন দীনার বলেন, আমি আলীর অন্যতম শিষ্য আবূ বাশীরকে বললাম, 'আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।' তিনি বললেন, 'তাঁরা সামান্য আমল করতেন, কিন্তু অসামান্য সওয়াব অর্জন করতেন।' আমি বললাম, 'তা কী কারণে?' তিনি বললেন, 'তাঁদের বক্ষস্থল সুস্থ থাকার কারণে?'

আবূ দুজানা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের মতো হাস্যোজ্জ্বল ছিল। তাঁকে বলা হল, 'কী কারণে আপনার চেহারা চাঁদের মতো এত ঝলমল করছে?'

তিনি বললেন, 'আমার নিকট দুটি আমল অপেক্ষা অন্য কিছু নির্ভরযোগ্য নেই; প্রথম এই যে, আমি সে বিষয়ে মুখ খুলতাম না, যে বিষয় আমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর দ্বিতীয় এই যে, মুসলিমদের জন্য আমার হৃদয় পরিষ্কার ছিল।'

কাসেম জূয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'দ্বীনের মৌলিক বিষয় হল সংযম। সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল রাত্রি জাগরণ করা এবং বেহেশ্তের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হল বক্ষস্থলকে পরিষ্কার রাখা।'

এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, যার মন সত্যিকারে পরিষ্কার, তার চরিত্র সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সে সব চাইতে ভালো লোক।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?' বললেন,

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

"যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "সুন্দর চরিত্রের মুমিন।"[৫৫০]

পক্ষান্তরে অসুস্থ মন?

সে মন পরের শ্রী দেখে কাতর হয়।

অন্যের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি দেখে হিংসা করে।

অন্যের আয়-উন্নতি দেখে ধ্বংস-কামনা করে।

অন্যের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে।

অন্যের প্রশংসা শুনে তার গা-জ্বালা করে।

নিজে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত, তেমনি অন্যকেও সেই রূপ হওয়ার আশা করে।

বেশ্যা চায়, সারা বিশ্বের মহিলারা সবাই বেশ্যা হোক। আমার বদনাম হয়েছে, তেমনি সবারই হোক।

এমন মনের মানুষরা নিশ্চয় চরিত্রবান নয়, ভালো লোক নয়।

যারা চরিত্রবান, যাদের হৃদয় সাদা ও স্বচ্ছ, যাদের মনে কোন কূট ও টেরামি নেই, তারা পূর্বাপর কোন মুসলিমের প্রতি তাদের মনে কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা রাখে না। আর তারা দুআ ক'রে বলে,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'[৫৫১]

৫৫০. ইবনে মাজাহ ৪২১৬, সহীহুল জামে ৩২৯১

৫৫১. হাশ্‌র: ১০

আল্লাহর পথে নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা

চরিত্রবান মুসলিম নারী-পুরুষের একটি গুণ হল, তারা আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। তাঁর দ্বীন জানতে, মানতে ও প্রচার করতে কোন বাধাদানকারীর বাধাকে পরোয়া করে না। কাফেরদের রক্তচক্ষুকে ভয় ক'রে আল্লাহর দ্বীন থেকে বৈমুখ হয় না। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"[৫৫২]

আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'আমাকে আমার বন্ধু সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন; (১) আমি যেন মিসকীনদেরকে ভালোবাসি এবং তাদের নিকটবর্তী হই (বসি), (২) আমার থেকে যারা নিম্নমানের তাদের প্রতি লক্ষ্য (করে উপদেশ বা সান্ত্বনা গ্রহণ) করি ও আমার থেকে যে উর্ধ্বে তার প্রতি লক্ষ্য না করি, (৩) আমার প্রতি অন্যায় করা হলেও আমি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখি, (৪) বেশী বেশী 'লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলি, (৫) তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি, (৬) আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা-ভয় যেন আমাকে না ধরে এবং (৭) লোকেদের কাছে যেন কিছুও না চাই।'[৫৫৩]

মানুষের ভয়ে বা লজ্জায় হক বলা থেকে বিরত থাকা চরিত্রবানের কাজ হতে পারে না। আল্লাহর ব্যাপারে প্রশাসনকেও ভয় নেই। যেহেতু তাঁর অবাধ্যাচরণ ক'রে কোন প্রশাসনের আনুগত্য বৈধ নয়। সে ক্ষেত্রেও হক কথা বলতে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করা চরিত্রবান মুসলিমের কাজ নয়।

---

৫৫২. সূরা মায়িদাহ: ৫৪
৫৫৩. আহমাদ ২১৪১৫, ত্বাবারানী ১৬২৬, সহীহ তারগীব ৮১১

আবূ অলীদ উবাদাহ ইবনে স্বামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।'[৫৫৪]

হ্যাঁ, হক কথা সূর্যের মতো। মেঘ চিরে তা প্রকাশ পায়। ঢাকা থাকলেও বেশি ক্ষণ বা দিন ঢাকা থাকে না। আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"[৫৫৫]

তবে খেয়াল রাখতে হবে, প্রশাসনের কাছে, একান্তে তার কর্ণকুহরে। প্রকাশ্যে লোক মাঝে নয়, জনসভা ও মিম্বরে নয়। কারণ তাও এক প্রকার নিষিদ্ধ বিদ্রোহ।

সত্য বলতে ভয় নেই। হিকমতের সাথে সত্য বলতে দোষ নেই। বাধা এলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বাধাকে উল্লংঘন করা কর্তব্য চরিত্রবান দাঈর।

কবি বলেছেন,

'বিধির বিধান মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল,
বিশ্ব যদি কয় পাগল
আছেন সত্য মাথার 'পর
বেপরোয়া তুই সত্য বল,
বুক ঠুকে তুই সত্য বল।
(তখন) তোর পথেরই মশাল হয়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র চোখ,
বিধির বিধান সত্য হোক।
বিধির বিধান সত্য হোক।'

৫৫৪. *বুখারী ৭২০০, মুসলিম ৪৮৭৪*
৫৫৫. *আবূ দাঊদ ৪৩৪৬, তিরমিযী ২১৭৪, ইবনে মাজাহ ৪০১১*

রাগ দমন

ভদ্র ও সুশীল মানুষের একটি লক্ষণ হল রাগ দমন করা। ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা।

হযরত উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'কারো সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ো না, যতক্ষণ না তাকে রাগের সময় পরীক্ষা করে নিয়েছ।'

রাগের কথায় রাগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবে যে লোক রাগতে জানে না সে মূর্খ, কিন্তু যে রাগ করে না সে বুদ্ধিমান।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'রাগের কথায় যে রাগে না সে আসলে গাধা, আর রাগ মানালে যে মানে না সে আসলে শয়তান।'[৫৫৬]

নিয়ন্ত্রণহারা আগুন, পানি ইত্যাদি যেমন মানুষের শত্রু, তেমনি অতিরিক্ত রাগ বা ক্রোধও তার ষড়ুরিপুর অন্যতম।

যে ক্রোধ আত্মপর মর্যাদা বিস্মৃত করে এবং যাবতীয় উপকার সমাধিস্থ করে।

যে ক্রোধ সভ্য মানুষকেও হিংস্র জন্তুতে পরিণত করে।

যে ক্রোধ হল এমন ঝোড়ো হাওয়ার মত, যা নিমেষে বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধির প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়।

মানুষ যখন খুব রেগে যায়, তখন তার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। মনে থাকে না তার নিজের আত্মসম্মানের কথা, ধর্মের কথা। তাই সে তখন কারো খাতির রাখতে চায় না; এমন কি অনেক সময় ক্রোধবশে নিজের ক্ষতি নিজেই ক'রে বসে।

আসলে ক্রোধের প্রথমটা পাগলামি এবং শেষটা লাঞ্ছনা। রাগ বোকামি থেকে উৎপত্তি হয়, কিন্তু অনুতাপে শেষ হয়। ক্রোধ দূর হলেই অনুতাপ আসে।

এই জন্য মহান চরিত্রের আদর্শ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে রাগ না করতে উপদেশ দিয়েছেন। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন!' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।"[৫৫৭]

বলা বাহুল্য, ক্রোধ দমন করা সচ্চরিত্রতার একটি অঙ্গ। মহান সৃষ্টিকর্তা যাদের জন্য বেহেশ্‌ত প্রস্তুত রেখেছেন, তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হল তারা, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে। তিনি বলেছেন,

---

৫৫৬. বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯১৬৪
৫৫৭. বুখারী ৬১১৬

সূচীপত্র

﴿وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে।[৫৫৮]

সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি সেই, যে তার গুপ্ত ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। আর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হল সেই, যে তার ক্রোধ দমন করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

"শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুশ্তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।"[৫৫৯]

উক্ত বিজয়ী বীরের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ

"যে ব্যক্তি কোন প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহবান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (বেহেশ্তের) সুনয়না হুরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।"[৫৬০]

রাগ দমন করবেন কীভাবে?

রাগ দমনের জন্য যেমন প্রয়োজন ক্ষমাশীলতার, তেমনি প্রয়োজন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতার। ইউনুস নবী (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিজ জাতির ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। ফলে তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর মতো না হতে আদেশ করেছেন তাঁর সর্বশেষ নবী ﷺ কে,

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি তিমি-ওয়ালা (ইউনুস) এর মত অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।"[৫৬১]

---

৫৫৮. সূরা আলে ইমরান ১৩৪
৫৫৯. আহমাদ, বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ৬৮০৯, মিশকাত ৫১০৫
৫৬০. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাঊদ ৩৯৯৭
৫৬১. সূরা ক্বালাম: ৪৮

যার প্রতি রাগ করা হয়, সে রাগের আগুনকে নিভাতে পারে। গরম মানুষকে নরম উত্তর দিলে রাগ পানি হয়ে যায়।

জ্ঞানিগণ বলেন, 'রাগের সবচেয়ে বড় প্রতিকার হল, বিলম্ব করা।' 'ক্রোধের একমাত্র ঔষধ হল নীরবতা অবলম্বন করা।' কারণ রাগের পরে পরেই সত্বর কোন কাজ করলে তা ভুল হতে পারে এবং ক্রোধের সময় কথা বললে মুখ থেকে অসঙ্গত কথা বের হতে পারে।

ক্রোধ দমনের আরো একটি চিকিৎসা হল নবী ﷺ এর নির্দেশ,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ

"তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রেগে যাবে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে যায়। এতে তার রাগ দূরীভূত হলে ভাল, নচেৎ সে যেন শুয়ে যায়।"[৫৬২]

রাগ অনেক সময় শয়তান উদ্রেক করে। সেই জন্য রাগ দমনের একটি চিকিৎসা হল, শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

সুলাইমান বিন সুরাদ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় দুই ব্যক্তি গালাগালি করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন,

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ

"আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে। 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' পড়লে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।"

লোকটি বলে উঠল, 'আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন?' তা শুনে তিনি পাঠ করলেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৫৬৩]

---

৫৬২. আহমাদ ২১৩৪৮, আবূ দাউদ ৪৭৮৪, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৯৪
৫৬৩. সূরা আ'রাফ: ২০০, বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ৬৮১২, হাকেম ৩৬৪৯

কষ্টদানে বিরত থাকা

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

هُوَ بَسط الوَجه (طَلاَقَةُ الوَجه) ، وَبَذْلُ المَعرُوفِ ، وَكَفُّ الأَذَى

'তা হল, সর্বদা হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।'[৫৬৪]

হ্যাঁ, মানুষকে কোনভাবে কষ্ট না দেওয়া অথবা তার দেহ-মন থেকে কষ্ট দূরীভূত করা সচ্চরিত্রতার একটি মহৎ গুণ। বরং তা বেহেশ্‌তী মানুষের একটি সদাচরণ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

"তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (কষ্টদানে) বিরত রাখ।"[৫৬৫]

ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেওয়া তো বৈধই নয়, বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে চরিত্রবান মুসলিমকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا ، أَوْ أَسْوَاقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بكَفّه ؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء

"যে ব্যক্তি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোন মসজিদ অথবা কোন বাজারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার উচিত হবে, হাতের চেটো দ্বারা তার ফলাকে ধরে নেওয়া। যাতে কোন মুসলিম তার দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়।"[৫৬৬]

সেই চরিত্রবানই তো প্রকৃত মু'মিন, যার দ্বারা কোন মু'মিন দৈহিক বা

৫৬৪. তিরমিযী ২০০৫
৫৬৫. আহমাদ ২২৭৫৭, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০
৫৬৬. বুখারী ৪৫২, মুসলিম ৬৮৩১

মানসিকভাবে কোন আঘাত পায় না। যার কোন আচরণে কোন মুসলিম কোন প্রকার কষ্ট পায় না ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

"আমি কি তোমাদেরকে 'মুমিন' কে---তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।"[৫৬৭]

প্রকৃত মুসলিম কোনদিন কোন মুসলিমের চরিত্রেও আঘাত করে না। তার মান-সম্মানের ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না। আসলে এমন কাজ তো মুনাফিকদের। মহানবী ﷺ তাদেরকেই সম্বোধন ক'রে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ

"হে (মুনাফেকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।"[৫৬৮]

জবান দ্বারা কষ্ট দেওয়া, গালি-গালাজ ক'রে মানুষকে আঘাত দেওয়া, অশালীন মন্তব্য ক'রে অপরকে বিব্রত করা, লাগামহীন কথা বলে অপরকে

৫৬৭. আহমাদ ৬/২১, হাকেম ২৪, ত্বাবারানী ১৫১৯১, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান , সিলসিলাহ সহীহহাহ ৫৪৯
৫৬৮. তিরমিযী ২০৩২

সূচীপত্র

উত্ত্যক্ত করা, কথায় কথায় প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার কাজ কি বেহেশতী মানুষের হতে পারে? কক্ষনো না।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে জান্নাতে যাবে।"[৫৬৯]

চরিত্রবান নিজ দেহ, মুখ বা লেবাস-পোশাকের দুর্গন্ধ দ্বারাও কাউকে কষ্ট দেয় না। ঘামের দুর্গন্ধ, নোংরা কাপড়ের দুর্গন্ধ অথবা পরিষ্কার না করার ফলে অথবা কোন গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দ্বারা পাশের মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا، أَو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا متفق عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ أَكَلَ البَصَلَ ، وَالثُّومَ ، وَالكُرَّاثَ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।"[৫৭০]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশ্তাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।"[৫৭১]

পিঁয়াজ-রসূন তো হালাল জিনিস, তা কাঁচা অবস্থায় খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসে মানা। কারণ তাতে মসজিদে উপস্থিত ফিরিশ্তা ও মুস্বাল্লীগণ কষ্ট পাবেন তাই। তাহলে যে জিনিস হালাল নয়, সে জিনিস খাওয়া বা পান করা কি কোন চরিত্রবান মুসলিমের অভ্যাস হতে পারে? আবার তা খেয়ে বা পান

৫৬৯. আহমাদ ৯৬৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৪, হাকেম ৭৩০৫, সহীহ তারগীব ২৫৬০
৫৭০. বুখারী ৮৫৫, মুসলিম ১২৮১
৫৭১. মুসলিম ১২৮২

সূচীপত্র

ক’রে মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে বা জামাআতে এসে ফিরিশ্‌তা ও মানুষকে কষ্ট দেওয়া কোন চরিত্রবান মু’মিনের আচরণ হতে পারে? নিশ্চয়ই না।

মুসলিমদের রাস্তার ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাও চরিত্রবান মুসলিমের কর্তব্য। পথে-ঘাটে পেসাব-পায়খানা না ক’রে, বাড়ির বাথরুমের পানি রাস্তায় না ছেড়ে, রাস্তায় নোংরা বা কোন কষ্টদায়ক বস্তু না ফেলে, গাড়ি বা অন্য কোন সামগ্রী রেখে পথ অবরোধ বা সংকীর্ণ না ক’রে মানুষকে কষ্টদানে বিরত থাকা এবং কষ্ট-পাওয়া লোকমুখে অভিশাপ না নেওয়া চরিত্রবান নারী-পুরুষের কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

“তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।”[৫৭২]

তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ

“যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।”[৫৭৩]

বরং চরিত্রবান মুসলিমের কর্তব্য, রাস্তা পরিষ্কার রাখা, তাতে পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু দূর ক’রে পথিকদের সহজভাবে পথ চলতে সহায়তা করা। যেহেতু মু’মিনের ঈমান তাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

“ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।”[৫৭৪]

ঈমানের আলোকে আলোকিত মনের মানুষ অপরের কষ্ট সইতে পারে না। তাই তো সে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণে অনুপ্রাণিত হয়। আর নিশ্চয়ই

---

৫৭২. আবূ দাউদ ২৬, ইবনে মাজাহ ৩২৮, সহীহ তারগীব ১৪১
৫৭৩. ত্বাবারানী কাবীর ২৯৭৮, সহীহ তারগীব ১৪৩
৫৭৪. মুসলিম ১৬২

সেটা ভালো কাজ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيءِ أَعمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ

"আমার উম্মতের ভালমন্দ কর্ম আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের মধ্যে ঐ কষ্টদায়ক জিনিসও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে ঐ কফও পেলাম, যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি।"[৫৭৫]

একদা আবূ বার্যাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারব।' তিনি বললেন,

اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

"মুসলিমদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর কর।"[৫৭৬]

হ্যাঁ, সে কাজ বড় উপকারী। যেহেতু সে কাজে মানুষ উপকৃত হয় এবং তার ফলে সর্বোচ্চ মূল্যের পুরস্কার লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي المُسْلِمِينَ

"আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।"[৫৭৭]

৫৭৫. মুসলিম ১২৬১
৫৭৬. মুসলিম ৬৮৩৯
৫৭৭. মুসলিম ৬৮৩৫-৬৮৩৮

অপরের প্রয়োজন পূরণ

চরিত্রবান সৎশীল মানুষের এটা একটা মহৎ কাজ। এমন কাজে মানুষের নিকটেও সুনাম পাওয়া যায়, যদিও তার আশা করা উচিত নয় কোন মুসলিমের। কারণ, তা করলে আল্লাহর নিকট কোন বিনিময় পাওয়া যাবে না। সুতরাং সুনাম নেওয়ার নিয়ত না ক'রেই ভালো কাজ ক'রে যেতে হবে। আর তাতেই হবে সাফল্য লাভ। মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ, উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।[৫৭৮]

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لا يَظْلِمهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخيه ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।"[৫৭৯]

তিনি আরো বলেছেন

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا ، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، والله فِي عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَونِ أخِيهِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার

৫৭৮. *হাজ্জ ৭৭*
৫৭৯. *বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ৬৭৪৩*

সূচীপত্র

মুসলমান ভাইয়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন।”[৫৮০]

অবশ্যই মহান প্রতিপালক এমন চরিত্রবান নারী-পুরুষকে ভালোবাসেন, যে মানুষের উপকার করে, মানুষের অভাব পূরণ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ وَإِنَّ سُوَّء الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلّ الْعَسَل

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই’তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।”[৫৮১]

অবশ্যই নিজ নিজ সাধ্যমতো। নচেৎ যে অভাব পূর্ণ করার ক্ষমতা তার নেই অথবা যে অভাব পূর্ণ করা তার জন্য বৈধ নয়, তা করতে সে আদিষ্ট নয়।

৫৮০. আহমাদ ৭৪২৭, মুসলিম ৭০২৮, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম
৫৮১. ত্বাবারানী ১৩৪৬৮, সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯০৬, সহীহুল জামে’ ১৭৬

পরোপকারিতা

পরের উপকারে আসব, কিন্তু করব না। চরিত্রবান মানুষের এমন হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় অনেক মানুষ দ্বারা ছোট্ট উপকারের জন্য বড় মানুষকে তার খোশামদি করতে হয়। কিন্তু সে পাত্তা দেয় না। মুখ তুলে কথা বলে না, ফোনে জবাব দেয় না অথবা ব্যস্ততা প্রকাশ করে। তখন সেই ছোট মনের অনুদার মানুষের ভাবখানা শিয়ালের মতো হয়। 'শিয়ালের গু কাজে লাগে, শিয়াল গিয়ে পর্বতে হাগে।' চরিত্রবান মানুষ এমন হয় না। বরং সে কারো উপকারে আসলে, তাতে সে আনন্দিত হয় এবং সানন্দ-চিত্তে সেই উপকার সাধন করতে পেরে মনে-প্রাণে তৃপ্তি লাভ করে। যেহেতু পরের উপকার করতে পেরে যে আনন্দ লাভ হয়, তার মতো বড় আনন্দ আর অন্য কিছুতে নেই। আর পরের উপকার যে করে, তার চেয়ে বড় ভালো মানুষ আর অন্য কেউ হতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।"[৫৮২]

কোনও উপলক্ষ্যে কাউকে একটা উপহার দিয়ে আনন্দ দেওয়া যায়। তা শ্রেষ্ঠ কাজ।

কাউকে ঋণ দিয়ে উপকার করা যায়। আর তাতে সে আনন্দিত হয় এবং ঋণদাতার দেওয়া টাকার অর্ধেক টাকা সদকা করার সমান সওয়াব লাভ হয়।

কারো ঋণ পরিশোধ ক'রে দিয়ে তাকে স্বস্তি দেওয়া যায় এবং উপকৃত করা যায়।

কোন ক্ষুধার্থকে অন্নদান ক'রে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত করা যায়। এতে তার অনেক দুআ পাওয়া যায়। আর সওয়াব তো আছেই।

উক্ত সকল কাজ নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ الأَعْمالِ أَنْ تُدْخِلَ على أَخِيكَ المُؤمِنِ سُرُوراً أَوْ تَقْضِيَ عنهُ دَيْناً أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً

"সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল, (মু'মিন) মুসলিমের মনে তোমার আনন্দ ভরে দেওয়া, অথবা তার ঋণ পরিশোধ ক'রে দেওয়া অথবা তাকে রুটি খাওয়ানো।"[৫৮৩]

---

৫৮২. সঃ জামে' ৩২৮৯, দারাক্বুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬
৫৮৩. বাইহাক্বী ৭৬৭৮, ইবনে আবিদ দুন্য়া, সিঃ সহীহাহ ১৪৯৪

আর এ কথা পূর্বেই জেনেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য উপকারী, সে মহান প্রতিপালকের নিকট সবার চাইতে বেশি প্রিয় এবং কোনও ভাবে কোন মুসলিমকে খোশ করাও তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ وأَحَبُّ الأَعْمَالِ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ على مُسْلِمٍ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল সেই আমল, যা ক'রে একজন মুসলিমকে আনন্দ দেওয়া যায়।”[৫৮৪]

অবশ্যই সে উপকার নিজ সাধ্যমতো করা যাবে। নচেৎ মহান আল্লাহ

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।”[৫৮৫]

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾

“আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।”[৫৮৬]

অতএব চরিত্রবানের উচিত, যদি সে কারো সুখের গল্প লেখার পেন্সিল হতে না পারে, তাহলে যেন কারো দুঃখ মোছার রবার হয়ে যায়।

লোহা দিয়ে সোনার গয়না তৈরী হয় না ঠিকই, কিন্তু সোনার গয়না তৈরী করতে লোহার হাতুড়ির দরকার হয়। সুতরাং সোনা না হতে পারলেও লোহা হওয়া উচিত।

উপকার করলে উপকৃত মানুষ উপকারীর দাসে পরিণত হয়। যেহেতু প্রতি দানই প্রতিদান চায়। ফলে সে উপকারের বিনিময়ে অনুরূপ উপকার না করতে পারলে উপকারীর অনুগত হয়ে যায়।

মুলহাব বিন আবী সাফরাহ বলেন, ‘আমি দেখে অবাক হই যে, লোকেরা নিজ মাল দিয়ে গোলাম ক্রয় করে, অথচ উপকারিতা দিয়ে স্বাধীন মানুষ ক্রয় করে না।’

সতর্কতার বিষয় যে, অনেকে উপকার করতে গিয়ে অপকার ক'রে বসে। বহু নির্বোধ বা আবেগী মানুষ দ্বারা এমন উল্টা কাজ ঘটে যেতে পারে। যেমন-

৫৮৪. ত্বাবারানী ১৩৪৬৮, ইবনে আবিদ দুন্য়া, সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯০৬, সহীহুল জামে' ১৭৬

৫৮৫. সূরা বাক্বারাহ-২: ২৮৬

৫৮৬. ত্বালাক্ব: ৭

নদীর জোয়ারে একটি বড় মাছ বালুচরে আটকে গিয়ে লাফাতে থাকে। কিছু বানর তাকে দেখে দয়া হলে তাকে পাড়ে তুলে দেয়, যাতে পানিতে পড়ে প্রাণ না হারায়!

একজন বিধবার উপকার করতে গিয়ে তার গায়ে কলঙ্কের ছাপ লেগে যায়।

একজন তরুণীকে দ্বীন শিখাতে গিয়ে সে তার প্রেমে পড়ে দ্বীনদারি নষ্ট ক'রে বসে।

কোন বিবাহিতার উপকার করতে গিয়ে সে যেন নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু না করে। মনে রাখতে হবে মহানবী ﷺ এর সতর্কবাণী,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

"যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে তার (স্বামী বা প্রভুর বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৫৮৭]

অনেকে অনেকের বাতের ব্যথা ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠব্যাধি সৃষ্টি ক'রে বসে।

অতএব সাবধান সকলে।

দানের প্রতিদান

প্রতি দানই প্রতিদান চায়, এটাই সচ্চরিত্রতার রীতি। অভিজ্ঞরা বলেন, 'পৃথিবীটা চলছে কমার্সিয়াল লেন-দেনের উপর। লেনদেন ঠিক রাখলে পৃথিবীটা প্রেমে হাবুডুবু খাবে।'

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

"উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?"[৫৮৮]

হ্যাঁ, সচ্চরিত্রতার এই রীতি ভদ্র সমাজে প্রচলিত আছে, কেউ আপনার উপকার করলে, বিনিময়ে আপনি তার উপকার করবেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, কেউ উপকার করলে, তবেই আপনি তার উপকার করবেন, নচেৎ করবেন না।

এটাই রীতি, কেউ আপনাকে কোন উপহার দিলে, আপনি বিনিময়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন, তার প্রশংসা করবেন এবং তার জন্য দুআ করবেন। আর সেই সাথে সক্ষম হলে আপনি তাকে অনুরূপ উপহার দেবেন।

৫৮৭. আহমাদ ৯১৫৭, আবূ দাঊদ ২১৭৭, হাকেম ২৭৯৫, ইবনে হিব্বান ৫৫৬০
৫৮৮. রাহমান: ৬০

দান দিয়ে মানুষকে দাস বানানো যায়, তেমনি প্রতিদান দিয়ে মানুষের মন-জয় করা যায়।

পক্ষান্তরে দান পেয়ে প্রতিদান দিতে না পারলে, দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না ক'রে উল্টা তার বদনাম করা অথবা অপকার ও ক্ষতি সাধন করা হীন মানসিকতার নেমকহারামের আচরণ।

কিন্তু সচ্চরিত্রতা হল, 'যার নুন খাও, তার গুণ গাও।' শরীয়ত আমাদেরকে সে রীতি শিক্ষা দিয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيَجْزِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ ، فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ

"যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মতো।"[৫৮৯]

তিনি আরো বলেছেন,

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ

"কেউ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে যাঞ্চা করবে, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেবে, তোমরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। যে তোমাদের উপকার করবে, তোমরা তার (যথোচিত) প্রতিদান দাও। আর যদি তোমরা তার (যথার্থ) প্রতিদানযোগ্য কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তোমরা তার (সঠিক) প্রতিদান আদায় ক'রে দিয়েছ।[৫৯০]

৫৮৯. তিরমিযী ২০৩৪, আবূ দাউদ ৪৮১৩, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪
৫৯০. আবূ দাউদ ১৬৭৪, নাসায়ী ২৫৬৭

সূচীপত্র

চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদান দিতে না পারলে কম-সে-কম দাতার শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। যেহেতু তা না করলে সে মহান প্রতিপালকের নিকটেও অকৃতজ্ঞ থেকে যাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَم يَشْكُرِ النَاسَ ، لَمْ يَشْكُرِ اللهِ

"যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্‌র করল না, সে আল্লাহর শুক্‌র করল না।"[৫৯১]

যদিও আপনি জানেন, উপকারী বা দাতার নাম করলে আপনার নাম ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, তবুও সে দাতা। আপনাকে দান দিয়েছে, বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দিতে না পারলেও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। যার আলো পেয়ে আপনি আলোকিত হয়েছেন, তার ঋণ অপরিশোধ্য হলেও, তার প্রতি প্রভাতের চাঁদের মতো ব্যবহার প্রদর্শন করা কর্তব্য। মহতের মাহাত্ম্য স্বীকার করা উচিত। তবেই না আপনি চরিত্রবান। কবি বলেছেন,

'তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।'

৫৯১. আহমাদ ১১২৮০, তিরমিযী ১৯৫৫

চারিত্রিক সাদকাহ

যারা সাদকাহ করার মতো কোন অর্থ পায় না, তারা চারিত্রিক বহু কর্ম দ্বারা সাদকার সওয়াব অর্জন করতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক সৎকার্যই সাদকাহ। তার মানে যে কোন ভালো কাজ করলেই সাদকাহ বা দান করার সওয়াব লাভ হয়। নিঃস্ব হয়েও সাদকাহ করার সওয়াব অর্জন করা যায়।

এমনকি নিজ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করবেন, নিজের যৌনক্ষুধা মিটানোর জন্য তার সাথে মিলন করবেন, তাতেও সাদকাহ। আল্লাহু আকবার!

একদা কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা স্বলাত পড়ছে যেমন আমরা স্বলাত পড়ছি, তারা সিয়াম রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন,

أَوَلَيس قَدْ جعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصدَّقُونَ بِهِ : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন,

أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

"কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।"[৫৯২]

তিনি বলেছেন,

---

৫৯২. *মুসলিম* ২৩৭৬

كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ

"প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি ক'রে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, স্বলাতের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।"[৫৯৩]

অন্য এক হাদীসে আছে,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"তোমার ভাইয়ের সম্মুখে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদকাহ। ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা তোমার জন্য সাদকাহ। পথ-ভোলা মানুষকে পথ বলে দেওয়া তোমার জন্য সাদকাহ। অন্ধ মানুষকে পথ দেখানো তোমার জন্য সাদকাহ। পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য সাদকাহ। এবং তোমার বালতি দ্বারা তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেওয়া তোমার জন্য সাদকা।"[৫৯৪]

৫৯৩. *বুখারী* ২৯৮৯, *মুসলিম* ২৩৭৭, ২৩৮২
৫৯৪. *তিরমিযী* ১৯৫৬

সূচীপত্র

কতিপয় সাধারণ সচ্চরিত্রতার কর্ম

১. সাক্ষাৎকালে সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা করা।

সাক্ষাৎকালে সালাম মুসাফাহাহ করা চরিত্রবানদের আদর্শ। দায়সারা সালাম নয়, আন্তরিক সালাম ও মুসাফাহাহ এবং সফর থেকে এলে মুআনাকা করার বিধান রয়েছে ইসলামে।

যেহেতু "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৬টি হক রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, যখন তার সাথে দেখা হবে, তখন তাকে সালাম দেবে।---"[৫৯৫]

শরীয়ত মুসলিমকে সালাম প্রচার করতে নির্দেশ দেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা স্বলাত পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[৫৯৬]

সালাম এক প্রকার দুআ। সালাম দিলে বরকত আসে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "বেটা! তুমি তোমার পরিবারে প্রবেশ করলে সালাম দিও; এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকত হবে।"[৫৯৭]

বেছে বেছে খাস খাস লোককে ও স্বার্থের তরে বিশেষ সালাম নয়। আমভাবে সালাম দেওয়া চরিত্রবানের কাজ। যেহেতু তা উত্তম ও সুন্দর ইসলামের পরিচায়ক। এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল যে, 'কোন্ ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন্ কোন্ কাজ উত্তম কাজ?) উত্তরে তিনি বললেন, "(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।"[৫৯৮]

সালামে সম্প্রীতি কায়েম হয়, আর তার ফলে দারুস সালাম বেহেশ্ত লাভ হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মু'মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না, যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।"[৫৯৯]

---

৫৯৫. মুসলিম ২১৬২
৫৯৬. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০
৫৯৭. তিরমিযী ২৬৯৮
৫৯৮. বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯
৫৯৯. মুসলিম ৫৪

দেবার মতো কোন জিনিস দিতে কার্পণ্য করা সচ্চরিত্রতার আলামত নয়। যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে, সে সবচেয়ে বড় কৃপণ। মহানবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে বড় চোর সে, যে স্বলাত চুরি করে এবং সবচেয়ে বড় বখীল সে, যে সালাম দিতে বখীলি করে।"[৬০০]

তিনি আরো বলেন, "সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দুআ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে।"[৬০১]

চরিত্রবান সালামে সুন্নাত খেয়াল রাখে। সুতরাং সে উট, ঘোড়া, সাইকেল বা গাড়ির উপর সওয়ার থাকলে পায়ে হেঁটে যাওয়া লোককে, পায়ে হেঁটে গেলে বসে থাকা লোককে, অল্প সংখ্যক হলে বেশী সংখ্যক লোককে, বয়সে ছোট হলে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সালাম দেয়।[৬০২]

কিন্তু এর বিপরীতভাবে সালাম দিলে দোষের নয়। তবে অবশ্যই তা সুন্নাহ ও আফযলের খিলাপ কাজ হবে।

আর সেই ব্যক্তি হবে উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে থাকে।[৬০৩]

মহিলা কোন মাহরাম হলে অথবা গায়র মাহরাম বৃদ্ধা হলে তাকে সালাম দেওয়া বৈধ। নচেৎ গায়র মাহরাম কোন যুবতী মহিলাকে---বিশেষ করে ফিতনার ভয় থাকলে---তাকে সালাম দেওয়া এবং তার মুখ খোলানো চরিত্রবানের জন্য বৈধ নয়।

শিশু হলেও তাকে সালাম দেয় চরিত্রবান। আর তা বিনয়ের একটি নিদর্শন। আমাদের মহানবী ﷺ পথে চলাকালে ছোট শিশুদেরকে সালাম দিতেন।[৬০৪]

জ্ঞাতব্য যে, উত্তমভাবে সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব। আর সালামের পর ও বিদায়কালে এক হাতে মুসাফাহাহ করা সুন্নত।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখনই কোন দুই মুমিন ব্যক্তি সাক্ষাৎ ক'রে আপোসে মুসাফাহাহ করে, (কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যের হাত ধরে), তখনই তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।"[৬০৫]

তা'যীমের জন্য নয়, বরং নিজের জায়গায় বসানোর জন্য, সহযোগিতা করার জন্য আগন্তুকের প্রতি উঠে দাঁড়ানো সুন্দর চরিত্রের পরিচায়ক।

---

৬০০. সহীহুল জামে' ৯৬৬
৬০১. সহীহুল জামে' ৯৬৬
৬০২. বুখারী ৬২৩১-৬২৩২, মুসলিম ২১৬০
৬০৩. বুখারী ৬০৭৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৬
৬০৪. বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮
৬০৫. তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩৪৩

আর সফর থেকে ফিরে সাক্ষাতের সময় পরস্পরকে মুআনাকা করা বিধেয়।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ যখন আপোসে সাক্ষাৎ করতেন, তখন মুসাফাহাহ করতেন এবং যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন মুআনাকা করতেন।'[৬০৬]

২. অপরের বাড়ি প্রবেশে অনুমতি নেওয়া

অপরের বাড়ি প্রবেশ করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াতে এর বিধান দিয়েছেন।

উচিত নয়, কারো বাড়ির দরজার সোজাসুজি দাঁড়ানো। কারো বাড়ির ভিতর দৃষ্টিপাত করা অথবা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা চরিত্রবানের কাজ নয়। দরজা অথবা জানালা দিয়ে, রাস্তা থেকে অথবা অন্য বাড়ির ছাদ বা জানালা থেকে, গাছ বা গাড়ির উপর থেকে কারো বাড়ির ভিতরে নজর দিলে নজরবাজের চোখ ফুটিয়ে দেওয়া বৈধ করা হয়েছে।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা ক'রে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।"[৬০৭]

৩. রাস্তা চলার আদব

১. যমীনে চলাফেরা করার সময় অহংকার প্রদর্শন করা, নিজেকে হিরো ও অপরকে জিরো এবং গুরুকে গরু মনে করে অবজ্ঞার সাথে বিচরণ করা অভদ্র, অসভ্য ও গোঁয়ার লোকের নিদর্শন। আসলে একজন মুসলিম হয় ভদ্র ও বিনয়ী। মহান আল্লাহ তার চলার গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থাৎ, আর তারা রহমানের বান্দা, যারা যমীনের বুকে নম্রভাবে চলা-ফিরা করে এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদেরকে সম্বোধন করলে (উপেক্ষা করে) বলে, সালাম।[৬০৮] পক্ষান্তরে চরিত্রশূন্য অহংকারীরা ঔদ্ধত্যের সাথে রাস্তা চলে, হাসিমুখে কথা বলে না, গোমড়া মুখ প্রদর্শন করে, পথে কাউকে সালাম দিতে চায় না এবং সালামের উত্তর দিতেও আগ্রহ দেখায় না।

মহান আল্লাহ লুকমান হাকীমের উপদেশ উল্লেখ ক'রে বলেন,

---

৬০৬. ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/৩৬
৬০৭. বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮, আবূ দাউদ, নাসাঈ
৬০৮. সূরা ফুরকান ৬৩

সূচীপত্র

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অর্থাৎ, তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকায়ো না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।[৬০৯] তিনি আরো বলেছেন,

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।"[৬১০]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।"[৬১১]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।"[৬১২]

বহু মানুষ আছে, যারা অহংকারের সাথে নিজ লুঙ্গি, পায়জামা বা প্যান্ট্ গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে রাস্তায় ছেঁচ্ড়ে নিয়ে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।"[৬১৩]

৪. রোগী দেখতে যাওয়া

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; (তার মধ্যে একটা হল,) রোগীকে সাক্ষাৎ ক'রে সান্ত্বনা দেওয়া।"[৬১৪]

রোগীকে সাক্ষাৎ করতে গেলে মহান আল্লাহকে সাক্ষাৎ করা হয়।[৬১৫]

৬০৯. সূরা লুক্বমান ১৮
৬১০. সূরা বানী ইস্রাঈল: ৩৭
৬১১. বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮
৬১২. আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭
৬১৩. বুখারী ৫৭৮৪, মুসলিম ২০৮৫
৬১৪. বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২
৬১৫. মুসলিম ৬৭২১

সূচীপত্র

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।"[৬১৬]

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখনই তার সাথে ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সাথে ও ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"[৬১৭]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল তুলতে থাকে।"[৬১৮]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, সে আসলে রহমতে বিচরণ করতে থাকে। অতঃপর সে যখন (রোগীর নিকটে) বসে যায়, তখন রহমতে স্থায়ী হয়ে যায়।"[৬১৯]

তাহলে এমন কাজ কি কোন চরিত্রবানের না হয়?

৫. জানাযায় অংশগ্রহণ করা

চরিত্রবান পুরুষের একটি সচ্চরিত্রতা হল, কেউ মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; (তার মধ্যে একটা হল,) জানাযায় অংশগ্রহণ করা।"[৬২০]

জানাযায় অংশগ্রহণ করলে পরকাল স্মরণ হয়। আর চরিত্রবানের একটা আচরণ হল পরকালকে সদাসর্বদা স্মরণে রাখা। পরন্তু সেই অংশগ্রহণে রয়েছে বিশাল সওয়াব। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

৬১৬. *তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩*
৬১৭. *আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৭১৭*
৬১৮. *আহমাদ ২১৮৬৮, মুসলিম ২৫৬৮, তিরমিযী ৯৬৭*
৬১৯. *আল-আদাবুল মুফরাদ ৫২২*
৬২০. *বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২*

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং নেকী লাভের আশায় জানাযার অনুগমন করে তার স্বলাত ও দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, সে ব্যক্তি দুই ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেক ক্বীরাত উহুদ পাহাড় সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি তার স্বলাত পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে ব্যক্তি এক ক্বীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে।"[৬২১]

৬. মজলিসের আদব

চরিত্রবান সর্বদা ভালো মজলিসে বসে। আর যখন কোন মজলিসে বসে, তখন আল্লাহর যিক্‌র করতে ও তাঁর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়তে ভুল করে না।

চরিত্রবান সর্বদা ভালো লোকের সাথী হয়। চরিত্রবান সাথীর সাথে উঠা-বসা করে। কারণ মানুষ যার সাথে উঠা-বসা করবে, সে অবশ্যই তার দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত হবে। আর সে জন্যই কারো কাছে বসার আগে জেনে নেওয়া উচিত, সে ভালো লোক কি না?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।"[৬২২]

চরিত্রবান এমন জায়গায় বসে না, যেখানে বসলে পাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "খবরদার! তোমরা রাস্তার ধারে বসো না। আর একান্তই যদি বসতেই হয়, তাহলে তার হক আদায় করো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার হক কি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা (এবং পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া)।"[৬২৩]

অনুরূপ বাড়ির ছাদে বা এমন উঁচু জায়গায় বসতেও নিষেধ করেছেন আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ।[৬২৪]

চরিত্রবান মজলিসে এসে কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসে না, কাউকে বসায় না। মজলিসে দুটি লোক (আত্মীয় বা বন্ধু) একত্রে বসে থাকলে, সে গিয়ে তাদের মাঝে বসে উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে না।

ভদ্র মানুষ মজলিসে উপস্থিত হয়ে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে, সেখানেই বসে যান। ঘাড় ডিঙিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয় না।

---

৬২১. *বুখারী ৪৭*
৬২২. *আহমাদ ৭৯৬৮, আবূ দাঊদ ৪৮৩৩, তিরমিযী ২৩৭৮, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৯২৭*
৬২৩. *আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ২৬৭৫*
৬২৪. *সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/১৪-১৫*

চরিত্রবান পরকীয় কথায় কানাচি পাতে না। কারণ তা করলে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢালা হবে।[৬২৫]

মজলিসে প্রগল্‌ভ হয়ে প্রায় সর্বদা সব কথাতে, হাসির কথাতে এবং অহাসির কথাতেও 'হো-হো, হা-হা' করে হাসা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, অধিক হাসিতে হৃদয় মারা যায়।"[৬২৬]

মজলিসে থাকাকালে ঘেউ ঘেউ করে ঢেকুর তোলা উচিত নয়। ঢেকুর এলে যথাসম্ভব শব্দ দমন করা উচিত। যেহেতু লোকেরা তা পছন্দ করে না। ঢেকুরের সাথে এমন গ্যাস বের হতে পারে, যা লোকেদের নাকে খারাপ লাগে।

মজলিসে বসার সময় আদবের সাথে থাকুন। যাতে লোকে আপনাকে খারাপ ভাবে সে রকম কাজ করবেন না। যেমন কারো দিকে পা করে বা পা মেলে বসবেন না। দুজনের জায়গা একা নিয়ে বসবেন না। সীট বা টেবিলের উপর পা তুলে বসবেন না। দাঁত বা নাক খুঁটবেন না। হাওয়া ছাড়বেন না। কারো হাওয়া ছাড়া শুনে হাসবেন না। যেহেতু মহানবী ﷺ কারো হাওয়া ছাড়া শুনে হাসতে নিষেধ করেছেন।[৬২৭] তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যে কাজ নিজেও করে সে কাজে হাসে কেন?"[৬২৮]

মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার সময় সালাম দিয়ে যান।

৭. হাই ও হাঁচির আদব

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ এবং হাইকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি মেরে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন প্রত্যেক সেই মুসলিমের উচিত, যে সেই হাম্‌দ শোনে সে যেন তার উদ্দেশ্যে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে। পক্ষান্তরে হাই হল শয়তানেরই তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে। যেহেতু তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান হাসে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন 'হা-হা' বলে, তখন শয়তান হাসে।"[৬২৯]

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ মুখের উপর হাত রেখে নেয়। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে থাকে।"[৬৩০]

---

৬২৫. *বুখারী ৭০৪২*
৬২৬. *ইবনে মাজাহ ৪১৯৩*
৬২৭. *সহীহুল জামে' ৬৮৯৬*
৬২৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৪২*
৬২৯. *বুখারী ৬২২৩, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪*
৬৩০. *মুসলিম ২৯৯৫*

৮. আধুনিক জীবনের কিছু আদব

১. টেলিফোন বা মোবাইলের রিং সাধারণ রাখুন। অবশ্যই কোন প্রকার মিউজিক বা গান লাগিয়ে রাখবেন না। আযান ও কুরআনও লাগাবেন না। কারণ তা অপবিত্র জায়গায় বেজে উটতে পারে। এ ছাড়া মসজিদে বা দর্সে গেলে রিং বন্ধ রাখুন। আপনার মোবাইল দ্বারা অপরকে কষ্ট দিবেন না বা নিজ তথা অপরের ইবাদতের মনোযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট করবেন না।

পরন্তু ইবাদতের জায়গায় যদি রিং বন্ধ করতে ভুলেই যান, তাহলে প্রথম রিং হওয়া মাত্র সাথে সাথে বন্ধ করে ফেলুন। স্বলাত অবস্থায় হলেও তা ছেড়ে রাখবেন না। কারণ, তাতে আপনার সাথে প্রায় সকল মুস্বাল্লীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

২. রেডিও শুনুন, কিন্তু গান-বাজনা শোনা থেকে অবশ্যই দূরে থাকুন।

টিভি দেখুন, কিন্তু গান-বাজনা শুনবেন না। অবৈধ কিছু দেখবেন না।

ভিডিও ক্যামেরা, ভিসিয়ার, ভিসিডি ইত্যাদি যন্ত্র খুব সাবধানে ব্যবহার করুন। এসব যন্ত্রকে দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করুন। তবে সাবধান থাকবেন, যাতে 'বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠব্যাধি' না হয়ে বসে।

৩. আধুনিক যুগে কম্পিউটার একটি আশ্চর্য জিনিস। এটিকেও আপনি আপনার উপকারে ব্যবহার করুন। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করুন খুব সতর্কতার সাথে। যেহেতু তাতে মধুও আছে এবং বিষও।

৪. গাড়ি চালালে অতি সাবধানতার সাথে চালান। ট্রাফিক আইন অবশ্যই মেনে চলুন। অপর সাইডে কোন গাড়ি থাক্ বা না-ই থাক্ আপনার শিগ্ন্যাল গ্রীন না হলে আপনি তা অতিক্রম করবেন না। অবশ্য গ্রীন হলেও অন্য সাইড ভালোভাবে দেখেই পার হন, কারণ আইন ভঙ্গকারী মানুষের অভাব নেই।

মাত্রাধিক স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিজের তথা অপরের জীবনকে মরণের দিকে ঠেলে দিবেন না।

রোডে অপর গাড়ি বা পথচারীর খেয়াল অবশ্যই রাখবেন। পথের অধিকার সকলকেই যথোচিতভাবে প্রদান করবেন। উচিতভাবে সাইড দেবেন। খবরদার রোডে কারো সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে আগে যেতে চেষ্টা করবেন না। আপনার গাড়ির হর্নে ঘুমন্ত, রোগগ্রস্ত বা ইবাদতরত কোন ব্যক্তির ডিস্টার্ব করবেন না। রাতে সামনে গাড়ি থাকলে হেড-লাইট জ্বালিয়ে রাখবেন না।

গাড়ি চালানো একটি নেহাতই টেনশনের কাজ। সুতরাং অপরের ভুলের সাথে আপনার প্রচুর ধৈর্যের দরকার।

একজন মুসলিম হবে এতই আদর্শবান যে, তার মাধ্যমে অন্য লোকে কোন প্রকার কষ্ট পাবে না।

বলা বাহুল্য, গাড়ি চালানো খুবই সতর্কতা ও বড় সচ্চরিত্রতার কাজ।

চরিত্রবানের করণীয় ও বর্জনীয় আরো কিছু কাজ

আল্লাহর ভাগ করা ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হওয়া চরিত্রবানের আদর্শ হতে পারে না।

ফরয স্বলাত ত্যাগ করা, সময় পার করে স্বলাত পড়া, লোক দেখিয়ে ইবাদত করা, জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করা, যাকাত না দেওয়া, দান করে গেয়ে বেড়ানো, সামান্য ওযরে সিয়াম না রাখা, ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করা, ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করা ইত্যাদি আচরণ চরিত্রবানের নয়।

চরিত্রবান গান-বাজনা শোনা, নোংরা ফিল্ম, অবৈধ খেলা ও নাটক-যাত্রা দেখা থেকে বিরত থাকে।

কথায় কথায় অভিশাপ বা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে না।

চরিত্রবান ধীর ও শান্ত হয়। কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করে না।

সে লোভী হয় না। লালসা থাকে না তার মনের ভিতরে।

চরিত্রবান নিজেকে নিজে সম্মান দেয়। অর্থাৎ নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করে। এমন কাজ করে না, যাতে তার সম্মান রক্ষা হয় না।

কারো গীবত করে না। চুগলী করে না। দু'মুখে কথা বলে না।

চরিত্রবান পরের কাছ থেকে শোনা খবর যাচাই ক'রে দেখে।

ভদ্র লোকেরা রটনা ও গুজবে কান দেয় না। প্রত্যেক বিষয় ভালোভাবে বুঝার পর মন্তব্য করে। বিতর্কিত বিষয়, ব্যক্তিত্ব বা জামাআতের ব্যাপারে কড়া মন্তব্য করা থেকে দূরে থাকে।

সতর্ক মানুষ এক পক্ষের কথা শুনে বিচার করে বা রায় দিয়ে বসে না। হক কথা বলে, তবে কৌশলের সাথে।

নিজের ভুল স্বীকার করে এবং অপরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। যৌথ ভুলের ব্যাপারে নিজেকেই অধিক দোষারোপ করে এবং পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় না। কারো ত্রুটি দেখলে সরাসরি তাকে আঘাত করে না।

চরিত্রবান নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা বা ফাঁকিবাজি করে না।

সুশীল মানুষ নিজের উপর আস্থা রাখে। আত্মনির্ভরশীল হয়। পর-প্রত্যাশী হয় না। যতই অভাব ও দুঃখ-দৈন্য আসুক, সে পরমুখাপেক্ষী হয় না। লজ্জাশীলতা তাকে কারো কাছে হাত পাততে বাধা দেয়।

চরিত্রবান কার্পণ্য করে না। আবেগাপ্লুত হয় না, চোখ বন্ধ ক'রে কাউকে কাফের বলে না।

সচ্চরিত্রবান মানুষ অভিমানী হয় না, কথায় কথায় মাইণ্ড ক'রে বসে না।

সে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। প্রাণ হত্যা করে না। যতই কষ্ট হোক আত্মহত্যা করে না।

চরিত্রবান যালেম হয় না। সে কাউকে অপমান ও অপদস্থ করে না।

চরিত্রবান কোন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করে না। মদ, ভাং, গাঁজা, আফিম, চুরুট, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক, গুল, গোরাকু, খৈনী ইত্যাদি ব্যবহার করে না।

ভদ্র মানুষ সত্য প্রত্যাখান করে না। কারণ তা এক প্রকার অহংকার।

সে কাউকে ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা থেকে সুদূরে থাকে।

চরিত্রবান জুয়া (ফ্লাশ) খেলা, লটারী খেলা, দাবা, পাশা, তাস, কেরাম, লুডু, ভিডিও গেম ইত্যাদি সময় নষ্টকারী খেলা খেলে না।

সে এতীমের মাল ভক্ষণ করে না, গরীবের হক মেরে খায় না। কোম্পানি বা সরকারী সম্পত্তি অথবা মসজিদ-মাদ্রাসা, ভাই-বোন বা অন্য কোন মানুষের জমি-জায়গা অন্যায়ভাবে ব্যবহার ও ভোগ করে না। পরের জমি চাষ ক'রে ভাগে ফাঁকি দেয় না।

চুরি করার কাজ কি চরিত্রবানের হতে পারে? পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা কি চরিত্রবানের কাজ হতে পারে?

জমি-জায়গা দাবিয়ে নেওয়া, ঘুস খাওয়া, সূদ খাওয়া, পণ বা যৌতুক নেওয়া সচ্চরিত্রবান মানুষের আচরণ হতে পারে না।

ওজনে নেওয়ার সময় বেশী এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া, ব্যবসায় ও যে কোন ব্যাপারে মিথ্যা কসম খাওয়া, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া,

জালিয়াতি করা, মালে ভেজাল দেওয়া, কসম ক'রে মাল বিক্রি করা, প্রয়োজনের সময় মাল গুদামজাত করে রাখা চরিত্রবানের আচরণ নয়।

মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষ্য গোপন করা, অসিয়ত পালন না করা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকে চরিত্রবান।

পুরুষের দাড়ি চাঁছা, সোনা ও রেশমবস্ত্র ব্যবহার করা, পুরুষের গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা, বিজাতির অনুকরণ বা সাদৃশ্য অবলম্বন করা ইত্যাদি সুন্দর চরিত্রের আচরণ নয়।

মহিলার বেপর্দা হওয়া, এগানা পুরুষ ছাড়া তার একাকিনী সফর করা, ভ্রূ-প্লাক করা, পরচুলা ব্যবহার করা, চুলের খোঁপা বাঁধা, দেহ দেগে নক্সা করা, দাঁত ঘষে ফাঁক ফাঁক করা, বিপদে মাতম করা ইত্যাদি সুন্দর চরিত্রবতীর আচরণ হতে পারে না।

সচ্চরিত্রতার পরিধি

সচ্চরিত্রতা মানুষের বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনে পরিব্যপ্ত। আল্লাহ-ভীতি, প্রশংসনীয় বিষয়ানাসক্তি, আশাবাদিতা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি গুণাবলী মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সমৃদ্ধ করে। যেমন সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, আমানতদারি, ধৈর্যশীলতা, যৌন-পবিত্রতা, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সাহসিকতা, বিনয়, প্রতিশ্রুতি পালন, আতিথেয়তা, রোগীকে সান্ত্বনাদান প্রভৃতি সদাচরণগুলি সামাজিক জীবনকে সুউন্নত করে।

উভয় পরিধির কথা মহানবী ﷺ একটি হাদীসেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৬৩১]

ইসলামী সচ্চরিত্রতা মানুষের জীবনে কেবল উল্লিখিত দুটি পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সেখান হতে আরো দূর পরিধিতে তা পরিব্যপ্ত। সুতরাং সচ্চরিত্রতা যেমন মানুষের সাথে মানুষের আচার-ব্যবহারে প্রয়োগ করতে হয়, তেমনি মানুষ ও তার প্রতিপালকের মাঝেও তার প্রয়োগ আছে। প্রয়োগ আছে মানুষ ছাড়া অন্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও। এই জন্য প্রয়োগ হিসাবে সচ্চরিত্রতাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

এক ঃ মানুষের নিজের মাঝে সচ্চরিত্রতার প্রয়োগ

দুই ঃ মানুষ ও তার প্রতিপালকের মাঝে সচ্চরিত্রতার প্রয়োগ

তিন ঃ মানুষ ও অন্য মানুষের মাঝে সচ্চরিত্রতার প্রয়োগ

চার ঃ মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে সচ্চরিত্রতার প্রয়োগ

মহান চরিত্রের অধিকারী মহানবী ﷺ একটি হাদীসে প্রথমোক্ত তিন প্রকার সচ্চরিত্রতা প্রয়োগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

৬৩১. *মুসলিম ৪৮৮২*

"তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।"[৬৩২]

উক্ত হাদীসে সচ্চরিত্রতার তিনটি মহান নীতি উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথম নীতি ঃ "তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর।"

এই নীতিতে মানুষকে তার প্রতিপালকের সাথে চারিত্রিক সদাচরণ প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। সে সর্বদা সর্ব কথা ও কাজে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকে ভয় করবে। যেহেতু তিনি সর্বদা তাকে দেখছেন এবং তার কর্মাকর্ম প্রত্যক্ষ করছেন ও নোট ক'রে রাখছেন। এ ক্ষেত্রে মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজ আত্মার উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আর তার চরিত্রে ও ব্যবহারে থাকবে না কোন মুনাফিকী বা কপটতা, সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের লোভ, প্রশংসা কুড়াবার ইচ্ছা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় নীতি ঃ "পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায়।"

এ নীতি মানুষের নিজ জীবনে চারিত্রিক কর্তব্যের কথা তাকীদ করে। তাতে রয়েছে আত্মশুদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি, সৎ ও সভ্য মানুষ হওয়ার দাবী। নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ।

তৃতীয় নীতি ঃ "মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।"

এ নীতি মানুষকে মানুষের সাথে ব্যবহারে চারিত্রিক কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক করে। মানুষের সাথে ব্যবহার যেন ভালো হয়, আচরণ সভ্য ও সুন্দর হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

"তুমি খবরদার কাউকে গালি দিয়ো না। যে কোনও ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে খুশীভরা চেহারা নিয়ে কথা বল, এটিও একটি ভালো কাজ। তোমার লুঙ্গি পায়ের রলার অর্ধাংশে উঠিয়ে পর। তা যদি অস্বীকার কর, তাহলে গাঁট পর্যন্ত নামিয়ে পর। আর সাবধান! লুঙ্গি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরো না। কারণ তা অহংকারের আলামত। পরন্তু আল্লাহ অবশ্যই অহংকার

৬৩২. *আহমাদ ২১৩৫৪, তিরমিযী ১৯৮৭, হাকেম ১৭৮, সহীহুল জামে ৯৭*

সূচীপত্র

পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় এবং এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি তাকে এমন দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান। তার বোঝা সেই বহন করুক।"[৬৩৩]

নিজের সাথে সচ্চরিত্রতা

নিজের জীবনে মানুষ চরিত্রবান হবে আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করে। অধৈর্য হয়ে কোন অনৈতিক কাজ না ক'রে, সহনশীল হয়ে, কর্মে নৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রে, কাজ করতে গিয়ে তাড়াহুড়া না ক'রে, কাজে হিকমত অবলম্বন ক'রে ইত্যাদি। বৈয়াক্তিক জীবনকে নানা সদাচরণ দ্বারা প্রশংসা-সমৃদ্ধ ক'রে গড়ে তোলা নিজের সাথে সচ্চরিত্রতা প্রয়োগ করার শামিল।[৬৩৪]

অনুরূপ নিজের মান নিজে রক্ষা করা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা, নিজের সাথে সচ্চরিত্রতা প্রয়োগ করার অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহর সাথে সচ্চরিত্রতা

মানুষের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করা চরিত্রবান মানুষের গুণ। তাহলে মহান প্রতিপালককে বিশ্বাস করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর নবী ও কিতাবকে বিশ্বাস করা মানুষের সচ্চরিত্রতার লক্ষণ অবশ্যই।

আল্লাহর সাথে সচ্চরিত্রতার বহিঃপ্রকাশ প্রধানতঃ কয়েকভাবে হয়ে থাকে ঃ-

১. তাঁর দেওয়া সকল খবরে বিশ্বাস রাখা, তাঁর খবরে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করা। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে? তিনি বলেছেন,

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰه حَدِيثًا - وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰه قِيلاً﴾

"কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে?"[৬৩৫]

২. তাঁর সকল আদেশ-নিষেধকে নির্দ্বিধায় পালন করা। সুতরাং কেউ যদি তাঁর কোন আদেশ প্রত্যাখ্যান বা উল্লংঘন করে অথবা কোন নিষেধ অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, সে চরিত্রবান হতে পারে না।

৬৩৩. *আবূ দাঊদ ৪০৮৬, সহীহুল জামে' ৭৩০৯*
৬৩৪. *মাকারিমুল আখলাক্ব ২১পৃ.*
৬৩৫. *সূরা নিসা: ৮৭, ১২২*

সূচীপত্র

৩. তাঁর বিধির বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে ও ধৈর্যের সাথে বরণ করা। চরিত্রবানের কাজ হল, সে তাঁর ভাগ্য-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তাতে কোন প্রকার অভিযোগ আনবে না। তাতে ধৈর্যধারণ করবে, অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করবে না। তাতে কোন মঙ্গল আছে জানবে, হা-হুতাশ করবে না ও নিরাশ হবে না।

নিজ ভাগ ও ভাগ্যের ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালাকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া হল তাঁর সাথে সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করার অন্তর্ভুক্ত।

নিশ্চয় সে চরিত্রবান নয়, যে মহান প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণে লিপ্ত থাকে। যাঁর খায়-পরে, তাঁর অবাধ্যাচরণ করা কি সুচরিত্রবানের লক্ষণ হতে পারে। যে অন্নদাতার কৃতঘ্নতা করে, তাঁর আনুগত্যে অহংকার প্রদর্শন করে এবং নিজ খেয়ালখুশী অনুযায়ী চলে সে কি চরিত্রবান হতে পারে? আদৌ না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾

"তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য; সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী।"[৬৩৬]

তাহলে তারা কি চরিত্রবান হতে পারে? মোটেই না।

পিতামাতার সাথে সদাচরণ

চরিত্রবান নারী-পুরুষের একটি লক্ষণ হল, পিতামাতার সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা। আর এর নির্দেশ দিয়েছেন খোদ মহান প্রতিপালক। তিনি বলেছেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً﴾

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি।[৬৩৭] তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾

৬৩৬. *সূরা নাহ্‌ল: ২২*
৬৩৭. *সূরা আনকাবূত ৮*

সূচীপত্র

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।'[৬৩৮]

উক্ত নির্দেশ-বাণী থেকে স্পষ্ট হয়,

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

তাদেরকে বিরক্তিসূচক কথা বলা যাবে না।

কোন ভুল ক'রে ফেললেও কোন প্রকার ভর্ৎসনা করা যাবে না।

তাদের সাথে ভদ্রভাবে ও নম্রসুরে কথা বলতে হবে।

তাদের মুখের উপর মুখ দেওয়া যাবে না।

ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাদের নিকট বিনয়াবনত থাকতে হবে।

তাদের জন্য দুআ করতে হবে।

তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে। তাদের নিমকহারামি করা যাবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك﴾

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[৬৩৯]

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার চরিত্রবানের সচ্চরিত্রতা কেন হবে না? তা যে মহান আল্লাহর ইবাদতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। এমনকি নফল জিহাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ কর্ম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে স্বলাত

৬৩৮. সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪

৬৩৯. সূরা লুকমান ১৪

আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[৬৪০]

পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার দুশ্চরিত্র সন্তানের অসদাচরণ কেন হবে না? তা যে মহান আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করার পর সর্বনিকৃষ্ট আমল ও মহাপাপ। এমনকি প্রাণ হত্যার চাইতেও নিকৃষ্ট কর্ম ও মহা অপরাধ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْس ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ

"কাবীরাহ গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।"[৬৪১]

আর সেই গুনাহ ও অপরাধের শাস্তি চরিত্রহীন সন্তান কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতেও পেতে পারে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

بَابَانِ مُعَجَّلانِ عُقُوبَتُهُما في الدُّنْيا البَغْيُ والعُقُوقُ

"দুটি (পাপ) দরজা এমন রয়েছে, যার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়; বিদ্রোহ ও পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ।"[৬৪২]

হ্যাঁ, দুনিয়াতেই অবাধ্য সন্তানের সন্তানরা তার অবাধ্যতা করবে। যেমন কর্ম, তেমন ফললাভ করবে সে নিজের শেষ জীবনেও।

এক ব্যক্তির বাপ ছিল বৃদ্ধাশ্রমে। মৃত্যু-শয্যায় সে শেষ বারের মতো দেখার জন্য ছেলেকে ডেকে পাঠাল। ছেলে বাপের শেষ ইচ্ছা কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'আমার রুমের এই ফ্যানটা খারাপ হয়ে গেছে বাবা, ঠিক ক'রে দিয়ো।' ছেলে বলল, 'তুমি তো চলেই যাবে, তবে আবার ফ্যান ঠিক ক'রে কী হবে?' বাপ বলল, 'কারণ তোমাকেও এসে থাকতে হবে তো, তাই বলে চললাম!'

আর পরকালে পিতামাতার অবাধ্য সন্তান বেহেশ্‌তে যাবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

وثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ العاقُّ لِوَالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بِما أَعْطَى

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।"[৬৪৩]

---

৬৪০. বুখারী ৫২৭, মুসলিম ২৬২, তিরমিযী, নাসাঈ
৬৪১. বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০
৬৪২. হাকেম ৭৩৫০, সহীহুল জামে' ২৮১০
৬৪৩. আহমাদ ৬১৮০, নাসাঈর কুবরা ২৩৪৩, হাকেম ২৫৬২, সহীহুল জামে' ৩০৭১

বড় হতভাগা সে সন্তান, যে জান্নাত কাছে পেয়েও প্রবেশ করতে পারল না। জান্নাতের দরজা চিনতে ভুল করল অথবা উঠতি যৌবনের উন্মাদনা অথবা অন্য কিছু বা কেউ তাকে জান্নাতের দরজা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

رَغِمَ أَنفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوِيهِ عِنْدَ الكِبَرِ ، أَحَدهُما أَوْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ

"তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; একজনকে অথবা দু'জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক'রে) জান্নাত যেতে পারল না।"

وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ

'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।'[৬৪৪]

হ্যাঁ, পিতামাতার বাধ্য থাকলে তবেই জান্নাত লাভ হবে সন্তানের। যদিও তাদের আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের স্বার্থে ঘা পড়ে, সম্পদের ক্ষতি হয়, বন্ধুত্বে বাধা পড়ে, স্ত্রীর সুখ-সন্তুষ্টির ক্ষতি হয়।

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন,

«لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ»

"তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত স্বলাত ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত স্বলাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।"[৬৪৫]

পিতামাতার উপরে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সেই কঠিন মুহূর্তের

---

৬৪৪. ইবনে হিব্বান ৯০৭, সহীহ তারগীব ৯৯৬
৬৪৫. ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭৯৫৬, সহীহ তারগীব ৫৬৯

সময় চরিত্রবান ছেলেকে ঈমানী পরীক্ষা দিয়ে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে এবং স্ত্রীর সাথেও ইনসাফ করতে হবে। স্ত্রী হকের প্রতিকূলে হলে তাকে প্রয়োজনে বর্জনও করতে হবে।

এক ব্যক্তি আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে বলল, 'আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' আবূ দার্দা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি,

الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ ، فَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ

"পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।"[৬৪৬]

তবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ নির্দেশ অবশ্যই মনে রাখতে হবে,

لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

"স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"[৬৪৭]

সুতরাং ইনসাফে পিতামাতার দোষ থাকলে অবশ্যই স্ত্রীকে বর্জন করা যাবে না। আর তখনই সন্তানকে লাঠি মাঝখানে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নচেৎ পিতামাতা কষ্ট পেলে তারা যদি সন্তানের উপর বদ্দুআ করে, তাহলে জেনে রাখা ভালো যে, তা অবশ্যই ফলবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »

"তিন জনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, (২) মুসাফিরের দুআ এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার (দুআ বা) বদ্দুআ।"[৬৪৮]

কেন নয়? পিতামাতা সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে যে মহান প্রতিপালকও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর তারা অসন্তুষ্ট থাকলে তিনিও অসন্তুষ্ট থাকেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

رِضَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رِضَى الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

৬৪৬. তিরমিযী ১৯০০
৬৪৭. ত্বাবারানী ১৪৭৯৫, আহমাদ ২০৬৫৩
৬৪৮. আবূ দাউদ ১৫৩৮, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি।"[৬৪৯]

অবশ্য আব্বার তুলনায় আম্মার মর্যাদা বেশি সন্তানের কাছে। আম্মা যে সন্তান পালনে বেশি কষ্ট করে। আম্মাই সন্তানের প্রতি বেশি মায়া করে। তাই আব্বার তুলনায় আম্মার রয়েছে ৩ গুণ বেশি মর্যাদা।

একটি লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার বাপ।"[৬৫০]

ইসলাম রক্ষার জন্য জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু তা নফল হলে তার তুলনায় পিতামাতার সেবা হল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মুআবিয়া বিন জাহেমাহ সুলামী বলেন, একদা জাহেমাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন,

فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

"তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।"[৬৫১]

মা-বাপ কাফের হলে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী

৬৪৯. তিরমিযী ১৮৯৯, হাকেম ৭২৪৯, বাযযার ২৩৯৪, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৬
৬৫০. বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ৬৬৬৪
৬৫১. আহমাদ ১৫৫৩৮, নাসাঈ ৩১০৪, ইবনে মাজাহ ২৭৮১, বাইহাক্বী ১৮২৮৮, হাকেম ২৫০২

হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব।”[৬৫২]

আসমা বিন্তে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, 'আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব কি?' তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।”[৬৫৩]

বাপ-মায়ের মাঝে কোন বিবাদে কোন এক পক্ষের কথা শুনে তার পক্ষ অবলম্বন করা এবং অপর পক্ষকে দোষারোপ করা উচিত নয় সন্তানের। যেহেতু বিবাদের কারণ এমন গোপন হতে পারে, যা সন্তানের কাছে প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর সেই ক্ষেত্রে অন্য পক্ষকে কটু কথা বলা অথবা তার গীবত করা অথবা উভয়ের মাঝে চুগলী করা বৈধ নয়।

বর্তমানের ছেলেমেয়েরা সরাসরি মা-বাপকে গালি দেয়। সে যুগে দিত না। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া।” জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়?' তিনি বললেন,

نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاه ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ

“হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়।”[৬৫৪]

সুতরাং চরিত্রবান সন্তান পিতামাতাকে সরাসরি গালি তো দেয়ই না, পরন্তু অপরের পিতামাতাকে গালাগালি ক'রে তাদেরকে গালি খাওয়ায় না।

অনেক সময় তরবিয়ত-বিরোধী কাজ করে ছেলে-মেয়েরা। ফলে লোকেরা তা দেখে তাদের পিতামাতাকে গালি দেয়। সে খেয়ালও করা উচিত চরিত্রবান ছেলে-মেয়েদের।

পিতামাতার ইন্তিকালের পর তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও চরিত্রবান নেক সন্তানের কর্তব্য। এই জন্য সৎ-মা বা সৎ-বাপকে ভালোবাসা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও চরিত্রবানের সুন্দর

---

৬৫২. *লুক্বমান: ১৫*

৬৫৩. *বুখারী* ২৬২০, ৩১৮৩, ৫৯৭৯, *মুসলিম* ২৩৭১-২৩৭২

৬৫৪. *বুখারী* ৫৯৭৩, *মুসলিম* ২৭৩

আচরণ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ

"পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।"[৬৫৫]

তাঁদের গত হওয়ার পর তাঁদের নামে সদকা করা চরিত্রবান সুসন্তানের কাজ। যেমন সাহাবী সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর মিখরাফের বাগান নিজ মায়ের নামে সদকাহ করেছিলেন।[৬৫৬]

চরিত্রবান ছেলের আচরণ এ হতে পারে না যে, সে তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভালো বাড়িতে সুখে বাস করবে এবং তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে অচল বাড়িতে রাখবে অথবা বৃদ্ধ-খোঁয়াড়ে রেখে আসবে।

সে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকবে এবং জন্মদাতা ও পালনকর্তা পিতামাতা শেষ বয়সেও রুযীর সন্ধানে পরিশ্রম ক'রে বেড়াবে অথবা ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে।

ইমাম ইবনে হায্‌ম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'পিতামাতার এর থেকে বড় নাফরমানি আর কী হতে পারে যে, ছেলে ধনী হবে, আর তার বাপ, দাদা বা নানাকে লোকের বাথরুম পরিষ্কার করতে অথবা পশু-পালন করতে অথবা রাস্তা ঝাড়ু দিতে অথবা কাপড় ধুতে বাধ্য করবে। তার মা, দাদী বা নানীকে লোকের ঘরে পাট করতে অথবা রাস্তায় পানি (বা অন্য কিছু) বিক্রি করতে বাধ্য করবে। এ কাজে নিশ্চয় সে সন্তান মহান আল্লাহর এই নির্দেশের বিরোধী, যাতে বলা হয়েছে, "অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকবে।"[৬৫৭] মহান আল্লাহর নির্দেশ হল, সন্তান মা-বাপের বাধ্য ও অনুগত থাকবে। আর সে নির্দেশ পালন করলে তবেই সে চরিত্রবান সন্তান হবে। ছেলেদের চাইতে মেয়েরা অবশ্যই দুর্বল, তাই তারাই বেশী মা-বাপের বাধ্য থাকে। বাপের অনুমতি ছাড়া তাদের বিবাহ হয় না। কিন্তু সেই মেয়েদের ব্যাপারে কী বলবেন, যারা পালনকর্তা মা-বাপের বুকে লাথি মেরে এবং গালে চুন-কালি দিয়ে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে রসিক নাগরের সাথে ব্যভিচারের ঘর বাঁধে?

---

৬৫৫. *মুসলিম ৬৬৭৭-৬৬৭৯*
৬৫৬. *বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ*
৬৫৭. *আল-মুহাল্লা ১০/১০৮*

সন্তানের সাথে সদাচরণ

সন্তানের সাথে সদ্ব্যবহার করা চরিত্রবান পিতামাতার অন্যতম মহৎ কর্তব্য। সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর আদেশক্রমে সন্তান-সন্ততিকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম-হৃদয় কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্‌তাগণের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[৬৫৮]

তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর সন্তানের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে। তাই সদাচারী হয়ে সন্তানকেও চরিত্রবান বানাবার গুরু-দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে হবে পিতামাতাকে। আর তার জন্য নিম্নোক্ত উপদেশমালা মেনে চলুন ঃ

১. সন্তানের সুন্দর দেখে নাম রাখুন। অসুন্দর নাম রেখে ছেলে-মেয়েকে লজ্জা দেবেন না।

২. যথাসময়ে ছেলের তরফ থেকে ২টি ও মেয়ের তরফ থেকে ১টি পশু আকীকা করুন।

৩. যথাসময়ে ছেলের খতনা করান।

৪. ঊর্ধ্বপক্ষে পূর্ণ ২ বছর তাকে মায়ের দুধ পান করান। মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই।

৫. সর্বপ্রথম তাকে কালেমা শিখিয়ে দিন এবং ঈমানী বীজ বপন করুন তার হৃদয়-মনে।

৬. সাত বছর বয়স হলে তাকে স্বলাতের আদেশ করুন। দশ বছরে স্বলাতের জন্য প্রহার করুন এবং ছেলে-মেয়ের বিছানা পৃথক করে দিন।

৭. সুন্দর চরিত্র শিক্ষা দিন। শিশুর প্রকৃতি বড় স্বচ্ছ ও অনুকরণ-প্রিয়। সে আপনাদের পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী গড়ে উঠবে সে খেয়াল রাখবেন।

৮. সকল প্রকার অসচ্চরিত্রতা থেকে দূরে রাখবেন।

৬৫৮. তাহরীম: ৬

৬. সন্তানের জন্য কথায় কথায়; খুশী অথবা রাগের সময় হিদায়াতের দুআ করুন। আর কোন সময়ই বদ্দুআ করবেন না। কারণ সন্তানের হক্কে মা-বাপের দুআ কবুল হয়। আর তাতে আপনাদের নিজেরই ক্ষতি।

৭. ছেলেদের সামনে মার্জিত কথাবার্তা বলবেন। কারণ, তারা তো আপনাদের ভাষা শুনেই কথা বলতে শিখবে। নোংরা কথা বলবেন না। তাদের সামনে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াও করবেন না খারাপ কথা বলে। তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলবেন না।

৮. সন্তানের জন্য নিজে আদর্শ ও নমুনা হন। আর জেনে রাখুন, 'দুধ গুণে ঘি, মা গুণে ঝি। আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি। যেই মত কোদাল হবে সেই মত চাপ, সেই মত বেটা হবে যেই মত বাপ।' সাধারণতঃ এরূপই হয়ে থাকে।

৯. ছেলেদের সামনে স্ববিরোধিতা থেকে দূরে থাকুন। আপনি যেটা করেন, তা করতে সন্তানকে নিষেধ করলে ফলপ্রসূ হবে না।

১০. তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে ওয়াদা পূরণ করুন। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না।

১১. ঘর থেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা দূর করুন। অশ্লীল ছবি, ভিডিও, টিভি ইত্যাদি ঘরে রাখবেন না। বাইরেও দেখতে দেবেন না। নচেৎ, তাতে তাদের পড়াশোনা যাবে, চরিত্রও যাবে।

১২. পারলে শ্লীলতাপূর্ণ সিডি বা ক্যাসেট এনে রাখতে পারেন। গান-বাজনা ও অশ্লীলতা-বর্জিত সিডি-ক্যাসেট হল বর্তমানে মুসলিমদের বিকল্প বস্তু।

১৩. যৌন-চেতনার সাথে সাথে যৌন অপরাধ থেকে দূরে রাখার শতভাবে চেষ্টা করুন। খেয়াল রাখুন, যাতে তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার না হয়ে পড়ে।

১৪. তাদেরকে মেহনতী ও কর্মঠ হতে অভ্যাসী বানান। খাওয়া-পরাতে মধ্যম ধরনের জীবনযাপনে অভ্যাস করান। সকল প্রকার বিলাসিতা থেকে দূরে রাখুন।

১৫. তাদের বয়স অনুযায়ী ব্যবহার পরিবর্তন করুন। ছেলে বড় হলে তার সাথে তেমনি ব্যবহার করুন, যেমন করেন ভাইয়ের সাথে।

১৬. তাদের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না। তাদের খোঁজ-খবর নিন। কোথায় যায়-আসে, কোথায় রাত্রিবাস করে, তাদের বন্ধু কে ইত্যাদি তদন্ত ক'রে দেখুন। তবে হ্যাঁ, তাদের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন না এবং বেশী বিশ্বাসও ক'রে বসবেন না।

১৭. সন্তানের ছোট ভুলকে বড় ক'রে দেখবেন না। যত পারেন, ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

১৮. যেমন ভুল, ঠিক তেমনি শাস্তি প্রয়োগ করুন। 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড'

ব্যবহার করবেন না। মশা মারতে কামান দাগবেন না। নচেৎ, ‘বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো’ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যেমন দুনিয়ার কাজের জন্য তাদেরকে মারধর করেন, তেমনি দ্বীনের কাজের জন্যও সমান খেয়াল রাখবেন।

১৯. খবরদার শাসনের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্রয় দেবেন না। স্ত্রীরও উচিত নয়, আপনি শাসন করলে তার প্রশ্রয় দেওয়া অথবা ছেলে-মেয়ের কোন পাপ গোপন করা। তেমনি স্ত্রী শাসন করলে আপনারও আশকারা দেওয়া উচিত নয়।

২০. তাদের পড়াশোনার জন্য ভালো স্কুল বেছে নিন। খবরদার এমন স্কুলে দেবেন না, যেখানে তাদের আকীদা বেদ্বীনের বা বিজাতির আকীদা হয়ে যায়।

২১. যথাসম্ভব ছেলেমেয়ের সাথে বাস করুন এবং তাদের থেকে দূরে থাকবেন না। নানা কাজের ঝামেলা ও ব্যস্ততার মাঝে তাদের জন্যও আপনার কিছু সময় ব্যয় করুন।

২২. মসজিদ, জালসা ও ইল্‌মী মজলিসে তাদেরকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হন।

২৩. বিয়ের বয়স হলে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিন। নচেৎ তারা কোন পাপ ক’রে বসলে আপনাদেরও পাপ হবে।

২৪. ভরণ-পোষণ, স্নেহ-প্রীতি, উপহার ও দানে সকলের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখুন। সন্তান এক স্ত্রীর হোক অথবা একাধিক স্ত্রীর, পিতার কাছে সকলেই সমান।

২৫. তাদের প্রতি স্নেহশীল হন। মমতা প্রদর্শন করুন।

২৬. কন্যা সন্তান প্রতিপালনে বেশি যত্ন নিন। যাতে তার কোন পদস্খলন না ঘটে যায় এবং সুপাত্র তার ভাগ্যে জোটে। এর জন্য রয়েছে বিশাল মাহাত্ম্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

“যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।”[৬৫৯]

৬৫৯. *আহমাদ ১২৪৯৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬*

স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার

চরিত্রবতী স্বামী-সোহাগিনী নারী স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যত সুন্দর চরিত্র-গুণ আছে স্বামীর সাথে প্রয়োগ করে।

১. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করে। তার মনের বিরোধিতা করে না। সে যেমন বলে, তেমন চলে। অবশ্য বৈধ বিষয়ে, অবৈধ বিষয়ে নয়। স্বামীর অনুগতা হওয়া বেহেশ্তী স্ত্রীর পরিচয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাত পড়লে, রমযানের সিয়াম পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।"[৬৬০]

এমন গুণবতী হল সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ولا تُخالِفُهُ في نَفْسِها ولا مالِها بِما يَكْرَهُ

"সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।"[৬৬১]

তবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ এর এ নির্দেশ অবশ্যই মনে রাখতে হবে,

لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"[৬৬২]

২. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীকে যেমন ভালোবাসে, তেমনি শ্রদ্ধাও করে। যেহেতু স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা বিরাট। এই মর্যাদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

৬৬০. ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত ৩২৫৪
৬৬১. আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৮৩৮
৬৬২. ত্বাবারানী ১৪৭৯৫, আহমাদ ২০৬৫৩

সূচীপত্র

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে ৎরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে।[৬৬৩]

স্বামী শুধু স্ত্রীর কর্তাই নয়, বরং সে তার সিজদাযোগ্য শ্রদ্ধেয় ও মাননীয়। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা যেহেতু হারাম, তাই ইসলামে তাকে সিজদা করতে আদেশ দেওয়া হয়নি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)

"যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।"[৬৬৪]

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"[৬৬৫]

অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নামে। আর বাধ্য হয়ে তাকে খোশ রাখতে পারলে তার স্থান হবে জান্নাতে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর এত বড় মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে যে, যতই সে তা প্রাণপণ দিয়ে আদায় করার চেষ্টা করুক, পরিপূর্ণরূপে তা আদায় করতে সক্ষম নয়। 'অত পারি না' বলে যে স্ত্রীরা মুখ ঘুরায়, নাক বাঁকায় অথবা কোন ওজুহাতে বা ছলবাহানা করে স্বামীর খিদমতে ফাঁকি দেয়, তারা চরিত্রবতী স্ত্রী নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِن حَقِّ الزَّوجِ عَلَى زَوجَتِهِ إن سَالَ دَماً وَقَيحاً وَصَديداً فَلَحَسَتهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ)

"স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে, তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।"[৬৬৬]

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন,

(فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا ، لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ)

"মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।"[৬৬৭]

---

৬৬৩. সূরা নিসা: ৩৪
৬৬৪. তিরমিযী, মিশকাত ৩২৫৫
৬৬৫. ইবনে আবী শাইবাহ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, হাকেম, প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ২৮৫পৃঃ
৬৬৬. হাকেম, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শাইবাহ, সঃ জামে' ৩১৪৮
৬৬৭. ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৫২৫৯

সূচীপত্র

প্রেম-ভালোবাসার মাঝেই এত বড় প্রাপ্য অধিকার স্বামীর। আধুনিকারা তা স্বীকার না করলেও সে অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত নিজ সৃষ্টিকর্তার অধিকার আদায় করতে পারবে না কোন নারী। সে অধিকার লংঘিত হলে এবং স্বামী ক্ষমা না করলে মহান আল্লাহ স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না। এমন মেয়েদের দ্বারা আপন প্রতিপালকের হক আদায় হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

“তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না।”[৬৬৮]

৩. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে এবং তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না।

অনেক স্ত্রী ধনী বলে ধনের গর্বে স্বামীকে পাত্তা দেয় না। সময়ে খিদমত করে না, প্রয়োজনে মিলন দেয় না।

স্ত্রী অধিক শিক্ষিতা বলে অথবা চাকরি করে বলে স্বামীকে চাকর বানিয়ে রাখে।

স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে স্ত্রী তাকে ‘স্বামী’ না ভেবে ‘আসামী’ ভাবে। নিজের ছেলেমেয়ে বড় হয়ে পায়ের তলায় মাটি হয়েছে বলে স্বামীর কোন মর্যাদা রক্ষা করে না। তার কোন অধিকার আছে বলেও মনে করে না।

স্বামী অসুস্থ অথবা যৌবনহারা হলে স্ত্রী আর তাকে গুরুত্ব দেয় না। অনেক স্ত্রী তাকে ঘৃণা করে, বর্জন করে এবং অন্য পুরুষের দিকে আকৃষ্টা হয়।

অনেক স্ত্রী নিজ ভাই, ছেলে বা জামাইয়ের সহযোগিতায় নিরীহ স্বামীকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে!

একই বাড়িতে বসবাস ক’রে পৃথক খাওয়া-শোওয়ার কথাও শোনা যায় অনেক স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে।

এমন স্ত্রীরা যে চরিত্রবতী স্ত্রী নয়, তা বলাই বাহুল্য।

বান্দার হক আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করা সম্ভব নয়। বান্দার হক বিনষ্ট করলে আল্লাহ তাঁর আদায়কৃত হক গ্রহণ করেন না। কোন ক্রীতদাস নিজ প্রভুর অবাধ্য হলে মহান প্রভুরও অবাধ্যতা হয়। কোন স্ত্রী নিজ স্বামীকে খোশ করতে না পারলে তার প্রতি মহান স্বামীও নাখোশ থাকেন।

---

৬৬৮. ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান

কোন সতী পতিকে সন্তুষ্ট না করতে পারলে বিশ্বাধিপতিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। তার প্রাত্যহিকী ইবাদত রদ করে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اثْنَانِ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

"দুই ব্যক্তির স্বলাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না (কবুল হয় না) ; সেই ক্রীতদাস যে তার প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করেছে, সে তার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত (স্বলাত কবুল হয় না।)"[৬৬৯]

(ثَلاَثَةٌ لاَ يُقبَلُ منهُم صَلاَةٌ وَلاَ تَصعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ تُجَاوِزُ رُءُوسُهُم : رَجُلٌ أَمَّ قَوماً وَهُم لَه كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤمَر ، وَامرَأَةٌ دَعَاهَا زَوجُهَا من اللَّيلِ فَأَبَتْ عَلَيه

"তিন ব্যক্তির স্বলাত কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায়, এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়।[৬৭০]

৪. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীর যৌন-আহবানে সত্বর সাড়া দেয়।

যৌন-বাজারে স্বামী-স্ত্রী চার শ্রেণীর হয়ে থাকে। তার মধ্যে স্বামী গরম ও স্ত্রী ঠাণ্ডা হলেও যথাসাধ্য স্বামীকে পরিতৃপ্ত করা চরিত্রবতী স্ত্রীর আচরণ। যেহেতু স্বামীর বিছানার অধিকার একটি বড় অধিকার। শয্যাসঙ্গিনী না হয়ে স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখলে, বিশ্বস্বামীও অসন্তুষ্ট থাকেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا »

"সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।"[৬৭১]

৬৬৯. *ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৮৮*
৬৭০. *ইবনে খুযাইমা ১৫১৮, সিঃ সহীহাহ ৬৫০*
৬৭১. *মুসলিম ১৪৩৬*

বিবাহের একটি মহান উদ্দেশ্য যৌনক্ষুধা নিবারণ করা। অনেক সময় স্বামীর চাহিদা বেশী থাকে, কিন্তু স্ত্রীর থাকে না। হয়তো স্বামীর অতি সহবাসের ফলে তার নিজের সীমিত চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। অথবা গোসল ইত্যাদি অন্য কোন ওজুহাত দেখিয়ে স্বামীর অভিসারের ইঙ্গিত সে এড়িয়ে চলে। এতে স্বামীর অধিকার লংঘন হয়। কোন শারীরিক অসুবিধা না থাকলে স্ত্রীর তাতে অসম্মত হওয়া বৈধ নয়। কারণ সে যদি অকারণে সে অধিকার আদায় না ক'রে স্বামীকে রাগান্বিত রাখে, তাহলে ফিরিশ্তাবর্গও তাকে অভিশাপ করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ فأَبَتْ فَباتَ غَضْبانَ علَيْها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে (সঙ্গম করতে) আহ্বান করে, তখন যদি স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি কাটায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।"[৬৭২]

(إذا باتَتِ المَرْأَةُ هاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

"যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামীর বিছানায় ফিরে এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকেন।"

চরিত্রবতী স্ত্রী যেমন নিজ প্রতিপালককে সন্তুষ্ট রাখে, তেমনই সন্তুষ্ট রাখে নিজ প্রাণপতিকে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিপালকের নফল ইবাদতের তুলনায় স্বামীকে পরিতৃপ্ত রাখার গুরুত্ব বেশি। তাই কোন স্ত্রী তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল সিয়াম রাখতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিকে সে (নফল) সিয়াম রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়।"[৬৭৩]

---

৬৭২. *বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, আহমাদ, প্রভৃতি*
৬৭৩. *বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ২৪১৭নং প্রমুখ*

বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ তালাক ও দ্বিতীয় বিবাহের কারণ হল স্বামীর আহবানে স্ত্রীর যথাসময়ে সাড়া না দেওয়া। উক্ত অধিকার পালনেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মজবুত ও মধুর থাকে, নচেৎ দাম্পত্যের মধু কদুতে পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে দেহের ভালোবাসা দিয়েই চালাক স্ত্রী স্বামীর মনকে বন্দী রাখে।

৫. স্বামীর অভিপ্রায় ও চাহিদার খেয়াল রাখা গুণবতী স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে, শুনতে, শুঁকতে বা অনুভব করতে না পারে। পুরুষ বাইরে কর্মব্যস্ততায় জ্বলে-পুড়ে বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর হাসিমুখ ও দেহ-সংসারের পারিপাট্য না পেল, তাহলে তার আর সুখ কোথায়? সংসারে তার মত দুর্ভাগা ব্যক্তি আর কেউ নেই, যাকে বাইরে মেহনতে জ্বলে এসে বাড়িতে স্ত্রীর তাপেও জ্বলতে হয়।

৬. স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের খেয়াল করা ওয়াজেব। বেপর্দা, টোঁ-টোঁ কোম্পানী হয়ে, পাড়াকুঁদুলী হয়ে, দরজা, জানালা বা ছাদ হতে উঁকি ঝুঁকি মেরে, স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, অন্য পুরুষের সাথে গোপন সম্পর্ক কায়েম করে এবং তার সাথে মোবাইলে বা নেটে কথা বলে, ম্যাসেজ দিয়ে অথবা ভিডিও-চ্যাট ক'রে অথবা কোথাও গেয়ে-এসে নিজের তথা স্বামীর বদনাম করা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা মোটেই বৈধ নয়। স্বামী-গৃহে হিফাযতের সাথে থেকে তার মন মতো চলা এক আমানত। এই আমানতের খিয়ানত স্বামীর অবর্তমানে করলে নিশ্চয়ই সে সাধ্বী, সতী ও চরিত্রবতী নারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ- سورة النساء

“সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।”[৬৭৪]

স্বামীর নিকট স্বামীর ভয়ে বা তাকে প্রদর্শন ক'রে পর্দাবিবি বা হিফাযতকারিণী সেজে তার অবর্তমানে গোপনে আল্লাহকে ভয় না ক'রে হাট-বাজার, কুটুমবাড়ি, বিয়েবাড়ি, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি গিয়ে অথবা শ্বশুরবাড়িতে পর্দানশীন সেজে এবং বাপের বাড়িতে বেপর্দা হয়ে নিজের মন ও খেয়াল-খুশীর তাবেদারী ক'রে থাকলে সে নারী নিশ্চয় বড় ধোঁকাবাজ। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

---

৬৭৪. সূরা নিসা: ৩৪

(ثلاَثَةٌ لا تَسأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فارَقَ الجَماعَةَ وعَصَى إِمامَهُ وماتَ عاصِياً وأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أبقَ مِنْ سَيّدِهِ فَماتَ وامْرَأَةٌ غابَ عنها زَوْجهَا وقدْ كَفاها مَؤنَةَ الدُّنْيا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

“তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে---তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও---তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।”[৬৭৫]

৭. স্বামীর বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা চরিত্রবতী স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পড়াশোনা প্রভৃতিতে ডিস্টার্ব করা বা বাধা দেওয়া হিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রীর অভ্যাস হতে পারে না।

৮. স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি ক’রে রাখা গুণবতী স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর যাবতীয় খিদমত করা, ছেলে-মেয়েদেরকে পরিষ্কার ও সভ্য করে রাখাও তার দায়িত্ব। সর্বকাজ নিজের হাতে করাই উত্তম। তবুও কাজের চাপ বেশি হলে এমন দাসী ব্যবহার করতে পারে, যা তার জন্য অথবা সংসারের আর কারো জন্য সর্বনাশ বয়ে না আনে।

যেমন চরিত্রবতী স্ত্রী কেবল স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন ব্যবহার করে। স্বামীর কাছে নেড়িখেড়ি থাকা ও তার অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে প্রসাধিকা সুন্দরী সাজার অভ্যাস চরিত্রবতী স্ত্রীর হতে পারে না।

৯. স্বামীর কৃতজ্ঞতা করা। স্বামী তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে থাকে। যথাসাধ্য উত্তম আহার-বসনের ব্যবস্থা ক’রে থাকে। তবুও ত্রুটি স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য ত্রুটি দেখে সমস্ত উপকার, উপহার ও প্রীতি-ভালোবাসাকে ভুলে যাওয়া নারীর সহজাত প্রকৃতি। কিছু শিক্ষা বা শাসনের কথা বললে মনে করে, স্বামী তাকে কোনদিন ভালোবাসে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসিনী হবে।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, “আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসিনী হল মহিলা।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা কীসের জন্য হে আল্লাহর

৬৭৫

রসূল?' তিনি বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর সাথে কুফরী?' তিনি বললেন,

(يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"(না,) তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব'লে বসে, 'তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!"[৬৭৬]

বড় দুঃখের বিষয় যে, স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে যা পায়, তা কেবল নিজের প্রাপ্য ভেবেই গ্রহণ করে। এই জন্যই আধুনিক যুগের নীতি হল, 'ভালোবাসায় নো থ্যাংক, নো সোরি।' কিন্তু ইসলাম বলে, ভালোবাসার ফুল যদি কৃতজ্ঞতার শিশিরে ভিজা থাকে, তাহলে বেশি সুন্দর দেখায়। নচেৎ অবেলায় শুকিয়ে যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ، وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ)

"আল্লাহ সেই রমণীর দিকে তাকিয়েও দেখেন না (দেখবেন না) যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামীর অমুখাপেক্ষিনী নয়।"[৬৭৭]

যে মহিলা নিজ স্বামীর প্রতি কৃতঘ্ন, সে চরিত্রবতী নয়, সে মহান প্রতিপালকের প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। কারণ মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَم يَشْكُرِ اَلناسَ ، لَمْ يَشْكُرِ اللهِ

"যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র করল না, সে আল্লাহর শুক্র করল না।"[৬৭৮]

স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য তার প্রশংসা করে গুণবতী স্ত্রী। তবে তার প্রতিপক্ষে অন্য কোন পুরুষের প্রশংসা তার সম্মুখে করে না। যেহেতু পরোক্ষভাবে তাতে তাকে গালি দেওয়া হয়। আর তাতে ফল মন্দ হতে পারে।

১০. স্ত্রী হয় সংসারের রানী। স্বামীর ধন-সম্পদ সর্বসংসার হয় তার রাজত্ব এবং স্বামীর আমানতও। তাই তার যথার্থ হিফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা গুণবতী স্ত্রীর কর্তব্য। অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা,

---

৬৭৬. *বুখারী, মুসলিম*
৬৭৭. *নাসাঈ, সিঃ সহীহাহ ২৮৯*
৬৭৮. *আহমাদ* ১১২৮০, *তিরমিযী* ১৯৫৫

তার বিনা অনুমতিতে দান করা বা আত্মীয়-স্বজনকে উপঢৌকন দেওয়া আমানতের খিয়ানত। এমন স্ত্রী পুণ্যময়ী নয়; বরং খিয়ানতকারিণী। মহানবী ﷺ বলেন,

(لاَ تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِها إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِها

"স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন তার ঘর থেকে কোন কিছু দান না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও দান করতে পারে না কি?' তিনি বললেন, "খাবার তো আমাদের সর্বোত্তম মাল।"[৬৭৯]

১১. স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাইরে, মার্কেট, বিয়েবাড়ি, মড়াবাড়ি ইত্যাদি না যাওয়া পতিভক্তির পরিচয়। এমনকি মসজিদে (ইমামের পশ্চাতে মহিলা জামাআতে) স্বলাত পড়তে গেলেও স্বামীর অনুমতি চাই।[৬৮০] আর এই পরাধীনতায় আছে মুক্তির পরম স্বাদ। মাতৃক্রোড় উপেক্ষা করে ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মে যেমন শিশু নিজেকে বিপদে ফেলে, তা-এর কোল ছেড়ে ডিম যেমন ঘোলা হয়ে যায়, সুতো ছিঁড়ে স্বাধীন হয়ে ঘুড়ি যেমন ক্ষণিক উড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিমান যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি নারীও স্বামীর এই স্নেহ-সীমা ও বন্ধনকে উল্লংঘন করে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদ করে।

১২. কোন বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে চরিত্রবতী স্ত্রী বিনীতা হয়ে নীরব থাকে। নচেৎ ইটের বদলে পাটকেল ছুঁড়লে আগুনে পেট্রল পড়ে। যে সোহাগ করে, তার শাসন করার অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রী ঘাড় পেতে মেনে নিতে বাধ্য। ভুল হলে ক্ষমা চাইবে। যেহেতু স্বামী বয়সে ও মর্যাদায় বড়। ক্ষমা প্রার্থনায় অপমান নয়; বরং মানুষের মান বর্ধমান হয়; ইহকালে এবং পরকালেও। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে 'বেশ করেছি, অত পারি না' ইত্যাদি বলে অনমনীয়তা প্রকাশ গুণবতী সতী নারীর ধর্ম নয়। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পেট্রল দ্বারা নয় বরং বিনয়ের পানি দ্বারা নির্বাপিত করা উচিত। প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الوَلُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا ، وَتَقُولُ : لاَ أَذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى

৬৭৯. *তিরমিযী, সহীহ তারগীব* ৯৪৩
৬৮০. *আহকামুন নিসা* ১/২৭৫-২৭৬

সূচীপত্র

“তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।”[৬৮১]

স্বামীকে সন্তুষ্ট ও রাজী করবার জন্য ইসলাম এক প্রকার মিথ্যা বলাকেও স্ত্রীর জন্য বৈধ করেছে।

উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘আমি নবী ﷺ কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।’[৬৮২]

‘ললনার ছলনা’ যদিও মন্দ বলে প্রসিদ্ধ, তবুও স্বামীর মনকে ভোলানোর জন্য, তাকে খোশ করার জন্য, তার মনকে নিজের মনোকারাগারে চিরবন্দী করে রাখার জন্য ছলনা করা এবং প্রেমের অভিনয় করা বড় ফলপ্রসূ। প্রেমের শিশমহল বড় ভঙ্গুর। সুতরাং ভাঙ্গা প্রেমের মহল বহাল রাখতে ছলনা ও প্রেমের অভিনয় যদি কাজে দেয়, তাহলে চরিত্রবতী স্ত্রীকে তা করা উচিত।

১৩. স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা ও বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীর মা-বাপ ও বোনকে নিজের মা-বাপ ও বোন ধারণা করে সংসারের প্রত্যেক কাজ তাদের পরামর্শ নিয়ে করা, যথাসাধ্য তাদের খিদমত করা এবং তাদের (বৈধ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলা পুণ্যময়ী সাধ্বী নারীর কর্তব্য।

১৪. নিজের এবং অনুরূপ স্বামীর সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, তরবিয়ত ও শিক্ষা দেওয়া স্ত্রীর শিরোধার্য কর্তব্য। এর জন্য তাকে ধৈর্য, স্থৈর্য, করুণা ও স্নেহের পথ অবলম্বন করা একান্ত উচিত। বিশেষ করে স্বামীর সামনে সন্তানের উপর রাগ না ঝাড়া, গালিমন্দ, বদ্দুআ ও মারধর না করা স্ত্রীর আদবের পরিচয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

৬৮১. *ত্বাবারানী, দারাকুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ২৮৭*
৬৮২. *মুসলিম ৬৭৯৯*

"প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৬৮৩]

১৫. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর মুখ চালায় না, ধমক দিয়ে কথা বলে না, একটা কথা শুনে একশ'টা কথা শোনায় না, লজ্জা বা গালি দিয়ে ভর্ৎসনা করে না, অপরের সামনে কটু কথা শুনিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয়। সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।"[৬৮৪]

যে স্ত্রী স্বামীর উপর মুখ চালায়, সম্পদ বা আভিজাত্যের অহংকারবশতঃ স্বামীকে নিজের অযোগ্য মনে করে, বুড়ো হওয়ার আগেই তাকে 'বুড়ো' বানায়, সে স্ত্রী চরিত্রবতী নয়। সেই শ্রেণীর স্ত্রী থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা উচিত। মহানবী ﷺ তাই করতেন, তিনি বলতেন,

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوجٍ تُشَيِّبُنِي قَبلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَاباً، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَينُهُ تَرَانِي ، وَقَلبُهُ يَرْعَانِيْ؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفنَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে, এমন স্ত্রী থেকে, যে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই আমাকে বৃদ্ধ বানাবে, এমন সন্তান থেকে, যে আমার প্রভু হতে চাইবে, এমন মাল থেকে, যা আমার জন্য আযাব হবে, এবং এমন ধূর্ত বন্ধু থেকে, যার চোখ আমাকে দেখে এবং তার হৃদয় আমার প্রতি লক্ষ্য রাখে, অতঃপর ভাল কিছু দেখলে তা পুঁতে ফেলে এবং খারাপ কিছু দেখলে তা প্রচার করে।[৬৮৫]

---

৬৮৩. বুখারী ও মুসলিম
৬৮৪. হাকেম ২৬৮৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৪৭
৬৮৫. ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩১৩৭

১৬. চরিত্রবতী স্ত্রী স্বামীর কোন রহস্য বা গোপন কথা প্রকাশ করে না; না সাংসারিক কোন কথা, আর না-ই যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোন কথা। যেহেতু তা এক আমানত। আর আমানতে খিয়ানত করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।"[৬৮৬]

১৭. স্বামী-সংসারে যতই কষ্ট হোক, চরিত্রবতী স্ত্রী ধৈর্যধারণ করে, স্বামীর ভুলকে ক্ষমা করে এবং শরীয়ত-সম্মত কারণ ছাড়া কথায় কথায় তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।"[৬৮৭]

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"নবী ﷺ বলেন, "খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিবাহ-বন্ধন ছিন্নকারিণীরা মুনাফিক মেয়ে।"[৬৮৮]

৬৮৬. *মুসলিম ৩৬১৫, আবূ দাঊদ ৪৮৭০*

৬৮৭. *আহমাদ ২২৩৭৯, আবূ দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬*

৬৮৮. *আহমাদ ৯৩৫৮, নাসাঈ ৩৪৬১, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৩২*

স্ত্রীর সাথে সচ্চরিত্রতা

চরিত্রবান স্বামী স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে না। যেহেতু যা মহান আল্লাহর নির্দেশ তা তাকে পালন করতেই হবে। সেই সাথে কিছু এমন কাজ আছে, যা করলে স্বামী-স্ত্রীর সংসার সুখময় হয়ে ওঠে। আমরা শুরু করি ফরয কাজগুলি দিয়ে।

১. স্ত্রীর মোহর আদায় দেওয়া স্বামীর জন্য আবশ্যক। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ,

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।[৬৮৯]

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই---যার দ্বারা তোমরা তোমাদের (পরস্পরের) গোপনাঙ্গ হালাল ক'রে থাক।"[৬৯০]

নগদ মোহর না দিয়ে তাতে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা অথবা মনে মনে পরিশোধ করার নিয়ত না রাখা অথবা তা মাফ ক'রে দিতে স্ত্রীকে চাপ দেওয়া চরিত্রবান স্বামীর জন্য বৈধ নয়। দেনমোহর স্ত্রীর কাছে পরিশোধ্য ঋণ। আর ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার নিয়ত না থাকলে কী হয় পড়ুন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَيَّنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللهَ سَارِقًا

"যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।"[৬৯১]

আর দেনমোহর আদায় না ক'রে তালাক দিলে বিশাল পাপী হয় স্বামী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا

---

৬৮৯. *সূরা নিসা: ৪*
৬৯০. *বুখারী* ২৭২১, ৫১৫১, *মুসলিম* ৩৫৩৭, *মিশকাত* ৩১৪৩
৬৯১. *ইবনে মাজাহ* ২৪১০

وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।"[৬৯২]

এমন পাপিষ্ঠ স্বামী নিশ্চয়ই চরিত্রবান নয়। তাহলে সেই স্বামীর জন্য কী বলবেন, যে মোহর দেওয়ার জায়গায় নিজে গ্রহণ ক'রে থাকে? পণ বা যৌতুক নিয়ে বিয়ে ক'রে থাকে এবং অনাদায়ে বধূনির্যাতন চালায়?

২. আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা আবশ্যক। স্বামী নিজে যা খাবে, তাকে খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে, ঠিক সেই সমমানের লেবাস তাকেও পরিধান করাবে।

মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু?' তিনি বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إلاَّ فِي البَيْتِ

"তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে 'কুৎসিত হ' বলে বদ্দুআ দেবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে।[৬৯৩]

এই খরচে স্বামী সওয়াবপ্রাপ্তও হবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

"সওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।"[৬৯৪]

পক্ষান্তরে যে হতভাগা স্বামী নিজ স্ত্রীকে ঠিকমতো খেতে-পরতে দেয় না, সে গোনাহগার। যার কাছে সে প্রয়োজনে প্রেম ভিক্ষা করে, তাকে খেতে-পরতে দেয় না, এ আবার পাপী না হয়? মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৬৯২. হাকেম ২৭৪৩, বাইহাকী ১৪৭৮১, সহীহুল জামে' ১৫৬৭
৬৯৩. আহমাদ ২০০১১, আবূ দাউদ ২১৪৪, নাসাঈ ৯১৭১
৬৯৪. বুখারী ৫৫, মুসলিম ২৩৬৯

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল।"[৬৯৫]

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে।"[৬৯৬]

আর এমন স্বামী কি চরিত্রবান হতে পারে? কক্ষনো নয়।

৩. স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করা কর্তব্য চরিত্রবান স্বামীর। স্ত্রীকে ভালোবাসার পাত্রী জ্ঞান ক'রে স্নেহ করা ও ভালোবাসা তার কর্তব্য। আর কোন কারণে তাকে ভালো না বাসতে পারলেও তার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থাৎ, স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।[৬৯৭] আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)

"কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।"[৬৯৮]

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী হল ঠুনকো কাঁচের তৈরি পাত্র। খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয় তাকে। নচেৎ বেশি ঠুকাঠুকি করলেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً فإنَّ المَرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ أعْوَجَ وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلعِ أعْلاهُ فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً

৬৯৫. আহমাদ, আবূ দাউদ ১৬৯২, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৪৪৮১
৬৯৬. মুসলিম ২৩৫৯
৬৯৭. সূরা নিসা: ১৯
৬৯৮. মুসলিম ১৪৬৯

সূচীপত্র

"তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্ট। আর তার উপরের অংশ বেশী টেরা। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।"[৬৯৯]

হ্যাঁ, সংসারের ঝামেলা কখনো কখনো অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। তবে শরীয়ত-সম্মত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া চরিত্রবান স্বামীর উচিত নয়।

ব্যবহারে সদ্ভাব প্রকাশ ক'রে স্ত্রীর সাথে প্রেমমাখা স্বরে কথা বলা চরিত্রবান স্বামীর কর্তব্য। ভালো ভাষা প্রয়োগ না করলে দাম্পত্যে ভালোবাসার বসন্তে বৈশাখ আসে।

৪. তার সাথে হাস্য-রসিকতা করা, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে কোন কোন সময় তার সাথে বৈধ খেলা করা, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামাদি করা ইত্যাদিও স্বামীর কর্তব্য। প্রিয় নবী ﷺ স্ত্রী আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা ক'রে একবার হেরেছিলেন ও পরে আর একবারে তিনি জিতেছিলেন।[৭০০]

তদনুরূপ স্ত্রীকে কোন বৈধ খেলা দেখতে সুযোগ দেওয়াও দূষণীয় নয়। যেহেতু এ হল সদ্ভাবে বসবাস। তবে এসব কিছু হবে একান্ত নির্জনে, পর্দা-সীমার ভিতরে।

৫. স্ত্রী ভালো খাবার তৈরী করলে, সাজগোজ করলে বা কোন ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করবে স্বামী। এমনকি স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার জন্য ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে।[৭০১] তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোঁকা দেয়, সে মিথ্যা নয়।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর প্রতিপক্ষে কোন অন্য মহিলার প্রশংসা তার সামনে করা আসলে তাকে ছোট করা। এমনটি করা কোন আদর্শবান স্বামীর উচিত নয়। যেমন উচিত নয়, স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য বা সদ্‌গুণ নিয়ে কোন অন্য পুরুষের কাছে প্রশংসা করা। কারণ তাতে তাকে তাদের মানসপটের ছবি নির্মাণ ক'রে দেওয়া হবে, যার পরিণাম অশুভ হতে পারে।

৬. স্বামী নিজ স্ত্রীর গৃহস্থালি কর্মেও সহযোগিতা করবে। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রিয় নবী ﷺ; যিনি দুজাহানের সর্দার তিনিও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীদের সহায়তা করতেন, অতঃপর স্বলাতের সময় হলেই মসজিদের দিকে রওনা হতেন।[৭০২]

---

৬৯৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮
৭০০. আহমাদ ২৬২৭৭, আবূ দাঊদ ২৫৮০, নাসাঈ প্রমুখ
৭০১. বুখারী, মুসলিম, সিঃ সহীহাহ ৫৪৫
৭০২. বুখারী, তিরমিযী, আদাবুয যিফাফ ২৯০পৃ.

তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন।[৭০৩]

৭. স্বামী যেমন স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখতে ভালোবাসে। এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে খোশ করার জন্য সাজগোজ করা। যাতে তারও নজর অন্য পুরুষের (স্বামীর কোন পরিচ্ছন্ন আত্মীয়ের) পদ্ধতি আকৃষ্ট না হয়। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করি, যেমন সে আমার জন্য সাজসজ্জা করে।'[৭০৪]

৮. স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে (যেমন ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোটখাট উপহার দেওয়াও সদ্ভাবে বাস করার পর্যায়ভুক্ত। এতেও স্ত্রীর হৃদয় চিরবন্দী হয় স্বামীর হৃদয় কারাগারে।

৯. স্ত্রীকে কথায় ও খরচে কষ্ট না দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। কোনও দোষে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া, মারধর করা শোভনীয় নয় চরিত্রবান স্বামীর জন্য।

স্ত্রীর সাথে বাস তো প্রেমিকার সাথে বাস। সর্বতোভাবে তাকে খোশ রাখা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। প্রেমিকাকে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিম, কোন মানুষের, বরং কোন পশুরও কাজ নয়।

চরিত্রবান পুরুষ তার ভালো স্ত্রীর কাছে ভালো হয়। আর সেই হয় পূর্ণ ঈমানদার। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

(خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[৭০৫]

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ)

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"[৭০৬]

১০. তাকে সর্বতোভাবে হিফাযতে রাখার চেষ্টা করবে চরিত্রবান স্বামী। বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করবে। স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি স্বামী শত্রুর হাতে মারা যায়, তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৭০৩. সিঃ সহীহাহ ৬৭০, আদাবুয যিফাফ ২৯১পৃঃ
৭০৪. বাইহাক্বী ১৪৫০৫, ইবনে আবী শাইবা ১৯২৬৩
৭০৫. তিরমিযী ৩৮৯৫, ইবনে মাজাহ ১৯৭৭, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সঃ জামে' ৩৩১৪
৭০৬. আহমাদ ১০১০৬, তিরমিযী ১১৬২, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২

(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ।"[৭০৭]

অনুরূপ স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাও তার এক বড় দায়িত্ব। তাকে দ্বীন, আক্বীদা, পবিত্রতা, ইবাদত, হারাম, হালাল, অধিকার ও ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে সৎকাজ করতে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দেবে স্বামী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর --।"[৭০৮]

১১. স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া, ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। সে অনুমতি চাইলে তাকে মসজিদে যেতে বাধা না দেওয়া উচিত চরিত্রবান পুরুষের। যেহেতু সেখানেও সুশিক্ষা লাভ করার সুযোগ আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ

"আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না ক'রে সাদাসিধাভাবে আসে।"[৭০৯]

১২. স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হওয়া এবং এ সবে কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর উপর তার এক অধিকার। সুতরাং স্ত্রী এক উত্তম সংরক্ষণীয় ও হিফাজতের জিনিস। লোকের মুখে-মুখে, পরপুরুষদের চোখে-চোখে ও যুবকদের মনে- মনে বিচরণ করতে না দেওয়া; যাকে দেখা দেওয়া তার স্ত্রীর পক্ষে হারাম, তাকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে বাড়ি আসতে-যেতে না দেওয়া সুপুরুষের কর্ম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ العاقُّ والمَرْأةُ المُتَرَجِّلَةِ المُتَشَبِّهَةُ بالرِّجالِ والدَّيُّوثُ

৭০৭. আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ৩৫২৯
৭০৮. তাহরীম: ৬
৭০৯

“তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী মহিলা এবং মেড়া (স্ত্রী-কন্যার পর্দাহীনতা ও নোংরামীর ব্যাপারে ঈর্ষাহীন) পুরুষ।”[৭১০]

(ثلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةُ العاقُّ لِوالِدَيْهِ والدَّيُّوثُ ورَجِلَةُ النِّساءِ)

“তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, ভেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী মহিলা।”[৭১১]

১৩. গুণধর স্বামী নিজ স্ত্রীর কোন রহস্য বা গোপন কথা অপরের কাছে প্রকাশ করে না। যেমন স্ত্রীর রূপ-যৌবন ও তার সংসর্গে যৌনসুখের কথাও অন্য পুরুষের কাছে উল্লেখ ক’রে তৃপ্তি ও মজা নেয় না। যেহেতু তা ঈর্ষাহীন পুরুষদের অভ্যাস।

১৪. স্ত্রীর যৌন-আহবানে সত্বর সাড়া দেওয়া উচিত চরিত্রবান স্বামীর। নারীর মন ও যৌবন ধীর ও শান্ত প্রকৃতির। যৌন ব্যাপারে পুরুষের মতো তৎপর নয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অনেক স্বামী এ বাজারে গরম হয়, স্ত্রী হয় ঠাণ্ডা। অনেক স্বামী ঠাণ্ডা হয়, স্ত্রী হয় গরম। তবুও স্ত্রী শান্ত থাকে। পুরুষ ধৈর্য রাখতে পারে না, স্ত্রী পারে। কিন্তু স্বামী ঠাণ্ডা প্রকৃতির হলে, পরিশ্রমী হলে অথবা বৈরাগ্য-সাধনে সওয়াব আছে মনে করলে স্ত্রীর অবস্থা বিধবার মতো হয়।

পরহেযগার সাহেব অধিকারীর অধিকার নষ্ট করে। সে সওয়াবের চিন্তায় থাকে, কিন্তু সে জানে না যে, স্ত্রীর পরশেও সওয়াব আছে। সে মা-কে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু জানে না যে, একজনের হক ছিনিয়ে অপরকে দান করলে চুরিকৃত টাকা দান করা হয়। আল্লাহ, দ্বীন, মা-বাপ, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, মেহমান প্রভৃতি প্রত্যেকের নিজ নিজ হক আছে, আর যথার্থভাবে প্রত্যেকের হক আদায় করতে হয়। একজনের ভাগ কেটে অন্যকে দিলে অন্যায় হয়।

(إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

‘নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।’[৭১২]

৭১০. আহমাদ, নাসাঈ ২৫৬১
৭১১. নাসাঈ ২১৫৫৫, বাযযার, হাকেম ১/৭২, সহীহুল জামে’ ৩০৬৩
৭১২. বুখারী ১৯৬৮

স্ত্রীর রূপ-যৌবনের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে সওয়াবের আশা করে অনেক হতভাগ্য পুরুষ? অথচ তাতেও যে সওয়াব আছে, তা হয়তো জানে না অথবা মানে না সে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন,

أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

"কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।"[৭১৩]

স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হলে সে পরকীয় প্রেমে ফেঁসে যেতে পারে। আর তাতে পাপ হয় স্বামীর। যেমন তার সম্মতি ছাড়া বাড়ি ছেড়ে বাইরে বা বিদেশে থাকা অবস্থায় সে পাপ করলেও স্বামীর পাপ হবে।

১৫. একাধিক স্ত্রী হলে মনের ভালোবাসাকে ভাগ ক'রে দিতে না পারলেও দেহের পরশকে ভাগ ক'রে দিতে হবে। তা না পারলে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَة وَشِقُّه مَائِل"

"যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।"[৭১৪]

---

৭১৩. মুসলিম ২৩৭৬

৭১৪. আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪

১৬. ধনলোভী স্বামীর স্ত্রীধনে লোভ থাকে। ফলে তার পৃথক ধন-সম্পত্তি থাকলে অথবা চাকরির বেতন থাকলে তা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকে সে ধন হাতে করে অসহায় স্ত্রীর খাস অধিকার নষ্ট করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[৭১৫]

অতএব অনুমতি ছাড়া তার অর্থ ব্যয় করা অথবা সংসারে নিজে ব্যয় করতে কার্পণ্য ক'রে স্ত্রীকে ব্যয় করতে বাধ্য করা চরিত্রবান স্বামীর কাজ হতে পারে না।

১৭. ভুল নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু সে ভুলের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। ভুলের মাসুলের জায়গায় যদি ক্ষমা হয়, তাহলেই সংসার সুখময় হয়ে ওঠে। সুতরাং মহান আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত; তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤) سورة التغابن

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (দ্বীনী বিষয়ে অন্যায় থেকে তওবা করলে ও পার্থিব বিষয়ক অন্যায়ে) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭১৬]

স্ত্রীর ছোটখাট ভুলে ধৈর্যধারণ করা চরিত্রবান আদর্শ স্বামীর কর্তব্য। ভালোবাসা কুরবানী চায়, কুরবানী দিতে না পারলে ভালোবাসা অনির্বাণ থাকে না।

৭১৫. সূরা নিসা: ২৯
৭১৬. সূরা তাগাবুন ১৪

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সচ্চরিত্রতা

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সচ্চরিত্রতার আচরণ করা একটি জরুরী বিষয়। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ তাই। মহানবী ﷺ এর আদেশ তাই। ঈমানের দাবী তাই।

যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

যেহেতু জ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখা আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ এবং জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করা আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য কাজ।

আত্মীয় যদি আত্মীয়তা বজায় না রাখতে চায়, তবুও তার সাথে নিজের কর্তব্য হিসাবে বন্ধন বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। সে না এলেও আপনাকে যেতে হবে। সে না দিলেও আপনাকে দিতে হবে। সে দাওয়াত না দিলেও আপনাকে দিতে হবে। আপনার অসুখে সে দেখা করতে না এলেও আপনাকে তার অসুখে দেখা করতে যেতে হবে। সে অধম হলে আপনাকে উত্তম হতে হবে। তবেই আপনি চরিত্রবান মানুষ। তবেই আপনি ভালো মানুষ। তাতে আপনার আয়ু বাড়বে, আপনার বয়সে বরকত হবে। আপনার রুযী-রোযগারেও বরকত হবে।

আত্মীয়কে বিশেষ উপলক্ষ্যে দাওয়াত দিন। তার বিপদে সাহায্য করুন। তার অভাবে দান করুন। যেহেতু আত্মীয়কে দান করলে ডবল সওয়াব লাভ হয়। মাঝে-মধ্যে যিয়ারত করুন। সময়াভাবে যাওয়া-আসা না করতে পারলেও ফোনের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নিন।

তবে মনে রাখবেন, আত্মীয়তার বন্ধন অপেক্ষা ঈমানের বন্ধন বেশি মজবুত। আশা করি তা বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। যেহেতু আপনি এ কাজ করবেন আল্লাহর ওয়াস্তে। আর আত্মীয় যদি আল্লাহর দুশমন হয়, তাহলে আল্লাহর দুশমনের সাথে আপনার সম্পর্ক কীসের?

পারলে আত্মীয়র বন্ধুর সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখুন। যেহেতু 'দোস্ত কা দোস্ত, দোস্ত হোতা হ্যায়।'

আর জেনে রাখবেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। আর আখেরাতেও আছে। সেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছেদনকারীর স্থান জাহান্নামে। আর আত্মীয়তার বন্ধন বজায়কারী জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

আল্লাহ করুন, আপনি চরিত্রবান হন এবং জান্নাতলাভে ধন্য হন।

প্রতিবেশীর সাথে সচ্চরিত্রতা

চরিত্রবানের অন্যতম সচ্চরিত্রতা হল, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ,

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।[৭১৭]

যে পুরুষ তার প্রতিবেশীর কাছে ভালো, সে আসলেই ভালো। যে মেয়ে তার প্রতিবেশিনীর কাছে ভালো, সে আসলেই ভালো মেয়ে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

"আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম।"[৭১৮]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলল, 'আমি ভালো কাজ করেছি, না মন্দ কাজ করেছি, তা কীভাবে জানতে পারব?' নবী ﷺ বললেন,

إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ

"যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) ভাল কাজ করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) মন্দ কাজ করেছ।"[৭১৯]

---

৭১৭. সূরা নিসা ৩৬

৭১৮. আহমাদ ৬৫৬৬, তিরমিযী ১৯৪৪, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১০৩

৭১৯. আহমাদ ৩৮০৮, ইবনে মাজাহ ৪২২২-৪২২৩, ত্বাবারানী ১০২৮০, সহীহুল জামে ৬১০

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ করলে প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায়। অসদ্ব্যবহার করলে পূর্ণ মু'মিন হওয়া যায় না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আবেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।"[৭২০]

প্রতিবেশীর সাথে সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করলে নিজের বয়স বাড়ানো যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ

"আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।"[৭২১]

প্রতিবেশীর সাথে কীভাবে সচ্চরিত্রতা বজায় রাখা যাবে?

তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেহেতু সেটা ঈমানের দাবী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।---"[৭২২]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে জান্নাত লাভ হবে না। বরং এমন কষ্টদাতার স্থান হবে জাহান্নামে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

---

৭২০. আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩
৭২১. আহমাদ ২৫২৫৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭৯৬৯, সহীহুল জামে ৩৭৬৭
৭২২. বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ১৮২

সূচীপত্র

"কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।"[৭২৩]

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) স্বলাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?)' তিনি বললেন, "সে জান্নাতে যাবে।"[৭২৪]

তার জন্য তাই পছন্দ করতে হবে, যা নিজের জন্য করা হয়। যেহেতু তা না করলে পূর্ণ মু'মিন হওয়াই যাবে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য করে।"[৭২৫]

আপনার বাড়িতে ভালো কিছু খাবার তৈরি হলে প্রতিবেশীকে কিছু উপহার পাঠান। ভালো না হলেও সাধ্যমতো কিছু না কিছু পাঠিয়ে সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিন।

আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।"

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) অসিয়ত ক'রে বলেছেন যে,

---

৭২৩. আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০১
৭২৪. আহমাদ ৯৬৭৫, ইবনে হিব্বান ৫৭৬৪, হাকেম ৭৩০৫, সহীহ তারগীব ২৫৬০
৭২৫. মুসলিম ১৮০

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءها ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ

"যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।"[৭২৬] তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

"হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হোক না কেন।"[৭২৭]

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিন। পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের অপর পাশে বসবাসকারী আপনার প্রতিবেশীর হাল-অবস্থা কী, তা জানার চেষ্টা করুন। আপনার ফ্ল্যাট বা বাড়ির আশেপাশে যারা থাকে, তাদের খোঁজ-খবর নিন। তারা খেতে না পেলে এবং আপনি পেট পুরে খেলে আপনার চরিত্র সুন্দর নয়, আপনার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।"[৭২৮]

আপনি আপনার বাড়ির দরজা বন্ধ রাখুন, কিন্তু প্রতিবেশীর প্রবেশপথ যেন খোলা থাকে। তার অভাব-অভিযোগে, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-শোকে আপনি ও আপনার বাড়ির লোক যেন শরীক থাকেন। নচেৎ জেনে রাখুন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ

"কত প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর কাছে) ধরে এনে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! একে জিজ্ঞাসা করুন, কেন এ আমার মুখে দরজা বন্ধ রেখেছিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু থেকে বিরত রেখেছিল?"[৭২৯]

প্রতিবেশীর কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করুন। তাহলে আপনি মহান প্রতিপালকের ভালোবাসা লাভে ধন্য হবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তিন

---

৭২৬. *মুসলিম ৬৮৫৫-৬৮৫৬*
৭২৭. *বুখারী ২৫৬৬, ৬০১৭, মুসলিম ২৪২৬*
৭২৮. *বুখারীর আদাব ১১২, ত্বাবারানী ১২৫৭৩, হাকেম, বাইহাকী ২০১৬০, সহীহুল জামে ৫৩৮২*
৭২৯. *আসবাহানী, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ১১১, সিঃ সহীহাহ ২৬৪৬*

সূচীপত্র

ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। (তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হল) সেই ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। পরিশেষে মৃত্যু অথবা স্থানান্তর তাদেরকে পৃথক করে দেয়।[৭৩০]

পরিশেষে জেনে রাখুন যে, "প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট। প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি করা অধিকতর নিকৃষ্ট।"[৭৩১]

আর প্রতিবেশীর সাথে কলহের বিচার কাল কিয়ামতে সবার আগে হবে।[৭৩২]

মেহমানের সাথে সচ্চরিত্রতা

বাহির থেকে যে লোক আপনার সাক্ষাৎ বা সাহায্য কামনা ক'রে আপনার কাছে আসে, সে বহিরাগত অতিথি আপনার মেহমান। যাকে যিয়াফত অথবা দাওয়াত দিয়ে আপনি আপ্যায়ন করতে চান, সেও আপনার মেহমান। আর আপনি হবেন মেযবান; বলা বাহুল্য, আপনার জন্য মেহমান-নেওয়াযী অর্থাৎ মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।"[৭৩৩]

১. কেউ দাওয়াত দিলে তা সাদরে কবুল করুন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ

"একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে;

---

৭৩০. আহমাদ ২১৩৪০, সঃ জামে' ৩০৭৪
৭৩১. আহমাদ ২৩৮৫৪, বুখারীর আদাব ১০৩, ত্বাবারানী ১৬৯৯৩, সহীহুল জামে' ৫০৪৩
৭৩২. আহমাদ ১৭৩৭২, ত্বাবারানী ১৪২৫২, ১৪২৬৮, সহীহ তারগীব ২৫৫৭
৭৩৩. বুখারী ৬১৩৮

সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াবে (আলহামদু লিল্লাহ বলা শুনলে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।"[৭৩৪]

বলা বাহুল্য, অলীমার জন্য আমন্ত্রিত হলে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে এমন ভোজে উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য।[৭৩৫] এমন কি সিয়াম রেখে থাকলেও উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য দুআ করতে হবে।[৭৩৬] অতএব খেতে বাধা থাকলেও উপস্থিত হওয়া জরুরী।

অবশ্য দাওয়াতে হাজির হওয়া ওয়াজেব পালনের জন্য শর্ত রয়েছে। যেমনঃ

(ক) দাওয়াতদাতা যেন এমন লোক না হয়, যাকে শরয়ী ও সামাজিকভাবে বর্জন করা ওয়াজেব বা মুস্তাহাব।

(খ) এর পূর্বে যেন অন্য কেউ দাওয়াত না দিয়ে থাকে। সে অবস্থায় যে আগে দাওয়াত দিয়েছে, তার দাওয়াতই গ্রহণ করা ওয়াজেব। যেমন একই সঙ্গে দু'জন দাওয়াত দিলে এবং অপরজন আত্মীয় হলে, আত্মীয়তার খাতিরে তারই দাওয়াত প্রাধান্য পাবে। দুই প্রতিবেশী এক সঙ্গে দাওয়াত পেশ করলে, যার বাড়ির দরজা নিকটে তার দাওয়াতই প্রাধান্য পাবে।

(গ) দাওয়াত অনুষ্ঠানে যেন কোন প্রকার শরীয়ত-বিরোধী কর্ম না হয়। হলে দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়। তবে ঐ বিরোধী কর্ম বন্ধ করার ক্ষমতা থাকলে দুটি কারণে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব।

প্রথমতঃ আল্লাহর নবী ﷺ দাওয়াত গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।

আর দ্বিতীয়তঃ তিনি সৎ কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অলীমা অনুষ্ঠানে অশ্লীল বা অবৈধ কর্মকীর্তি (গান-বাজনা, ভিডিও, সিডি, মদ প্রভৃতি) চলে সে অলীমায় উপস্থিত হয়ে যদি উপদেশের মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারে তবে ঐ ভোজ খাওয়া বৈধ। নচেৎ না খেয়ে ফিরে যাওয়া ওয়াজেব। মহানবী ﷺ বলেছেন,

"وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ"

৭৩৪. *বুখারী ১২৮০, মুসলিম ২১৬২*
৭৩৫. *বুখারী, মুসলিম*
৭৩৬. *আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন কখনই সেই ভোজ-মজলিসে না বসে, যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।"[৭৩৭]

একদা হযরত আলী ল নবী ﷺ কে নিমন্ত্রণ করলে তিনি তাঁর গৃহে ছবি দেখে ফিরে গেলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'কী কারণে ফিরে এলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি উত্তরে বললেন, "গৃহের এক পর্দায় (প্রাণীর) ছবি রয়েছে। আর ফিরিশ্‌তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না যে গৃহে ছবি থাকে।"[৭৩৮]

ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এক ব্যক্তি দাওয়াত দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরে মূর্তি (বা টাঙ্গানো ফটো) আছে নাকি?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

অতঃপর সেই মূর্তি (বা ফটো) নষ্ট না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না। দূর করা হলে তবেই প্রবেশ করলেন।[৭৩৯]

ইমাম আওযাঈ বলেন, 'যে অলীমায় ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে সে অলীমায় আমরা উপস্থিত হই না।'[৭৪০]

(ঘ) দাওয়াতদাতা যেন মুসলিম হয়; অর্থাৎ কাফের বা অমুসলিম না হয়। নচেৎ তার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে---।"

(ঙ) দাওয়াতদাতা যে মাল থেকে দাওয়াত খাওয়াবে সে মাল যেন হারাম না হয়। তা হলে দাওয়াত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

(চ) দাওয়াত গ্রহণের ওয়াজেব পালন করতে গিয়ে যেন অন্য ওয়াজেব অথবা তার থেকে বড় ওয়াজেব নষ্ট করা না হয়।

(ছ) দাওয়াত গ্রহণকারী যেন তাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ক্ষতির স্বীকার হলে (যেমন ব্যয়বহুল বা দূরপাল্লার সফর করতে হলে, কাছে উপস্থিত থাকা জরুরী এমন স্বজনকে বর্জন করতে হলে,) দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব নয়।[৭৪১]

(জ) দাওয়াত যেন দাওয়াত গ্রহণকারী জন্য খাস হয়। আম হলে (যেমন ঃ কোন সভাতে বা জামাআতে সাধারণভাবে দাওয়াত পেলে) সে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব নয়।

৭৩৭. আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, আদাবুয যিফাফ ১৬৩-১৬৪ পৃ.
৭৩৮. ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৬১পৃঃ
৭৩৯. বাইহাক্বী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃ.
৭৪০. আদাবুয যিফাফ ১৬৫-১৬৬পৃঃ
৭৪১. আল-ক্বাওলুল মুফীদ, ইবনে উষাইমীন ৩/১১১-১১৩ দ্রঃ

সূচীপত্র

২. মৌখিক বা সরাসরি দাওয়াত না হলেও দূত, এলচি, চিঠি, কার্ড বা টেলিফোনের মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব।

অবশ্য দাওয়াত কেবল দায়সারার নিয়তে দেওয়া উচিত নয়। দাওয়াত দেওয়াতে আন্তরিকতা থাকা আবশ্যিক।

৩. দাওয়াতের দিনে সিয়াম অবস্থায় থাকলেও দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া জরুরী। সিয়াম ফরয হলে খাওয়া যাবে না। নফল হলে তার এখতিয়ার আছে। অবশ্য দাওয়াতদাতার মন ভাঙ্গার ভয় থাকলে নফল সিয়াম ভেঙ্গে খাওয়াই উত্তম। এ ব্যাপারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ হল, "নফল সিয়াম পালনকারী নিজের আমীর। ইচ্ছা হলে সে সিয়াম থাকতে পারে, আবার ইচ্ছা না হলে সে তা ভাঙ্গতেও পারে।"[৭৪২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য খাবার তৈরী করলাম। তিনি তাঁর অন্যান্য সহচর সহ আমার বাড়িতে এলেন। অতঃপর যখন খাবার সামনে রাখা হল, তখন দলের মধ্যে একজন বলল, 'আমার সিয়াম আছে।' তা শুনে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের ভাই তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খরচ (বা কষ্ট) করেছে।" অতঃপর তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "সিয়াম ভেঙ্গে দাও। আর চাইলে তার বিনিময়ে অন্য একদিন সিয়াম রাখ।"[৭৪৩]

প্রকাশ থাকে যে, এই ভাঙ্গা সিয়াম কাযা করা জরুরী নয়।[৭৪৪]

৪. মেহমান এলে, তাকে দেখে খোলা মনে মেযবানের খুশী প্রকাশ করা এবং তাকে এমন কথা বলে স্বাগত জানানো উচিত, যাতে সেও খোশ হয় এবং সকল প্রকার দ্বিধা ও সংকোচ তার মন থেকে দূর হয়ে যায়। আসন ছেড়ে উঠে যাওয়া সুমহান চরিত্রের পরিচায়ক।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন।[৭৪৫]

---

৭৪২. আহমাদ ৬/৩৪১, তিরমিযী, হাকেম ১/৪৩৯, বাইহাক্বী ৪/২৭৬ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৩৮৫৪
৭৪৩. বাইহাক্বী ৪/২৭৯, ত্বাবারানী, ইরওয়াউল গালীল ১৯৫২
৭৪৪. আদাবুয যিফাফ ১৫৯পৃ.
৭৪৫. আবূ দাউদ ৫২১৭, তিরমিযী ৩৮৭২

৫. মেহমানের সাথে যদি কোন অনাহূত লোক অযাচিতভাবে এসে যোগ দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে মেযবানের কাছে অনুমতি নেওয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে ঐ বিনা দাওয়াতের অযাচিত লোকটির খাতির-তোয়ায করা মেযবানের জন্য ওয়াজেব নয়। বরং সে চাইলে ঐ ফাউ লোকটিকে অনুমতি নাও দিতে পারে।

একদা এক আনসারী আল্লাহর নবী ﷺ সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করলে রাস্তায় একটি লোক তাঁর সঙ্গ ধরে। তিনি সেই আনসারী সাহাবীর কাছে পৌঁছে বললেন,

إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ

“তুমি আমাকে নিয়ে মোট পাঁচ জনকে দাওয়াত দিয়েছিলে। কিন্তু পথিমধ্যে এই লোকটি আমাদের সঙ্গ ধরে। এখন তুমি ওকে অনুমতি দিলে দিতে পার। নচেৎ বর্জন করলেও করতে পার।” আনসারী বললেন, ‘বরং ওকে অনুমতি দিচ্ছি।’[৭৪৬]

৬. মেহমানের খাতিরে অতিরঞ্জন করবেন না।

মেহমানের খাতিরে বাড়াবাড়ি করা মেযবানের জন্য বৈধ নয়। স্বাভাবিকভাবে যতটা খাওয়াবার তার সাধ্য আছে তার থেকে বেশী খাওয়াবার চেষ্টা করা এবং তার জন্য নতুন নতুন দামী দামী ও নানা রকমের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এবং টক-মিষ্টি-ঝাল-লবণ জাতীয় নানা খাদ্য প্রস্তুত অথবা ক্রয় করা মেযবানীতে অতিরঞ্জন করার পর্যায়ভুক্ত। মহানবী ﷺ বলেন,

لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ

“কেউ যেন তার মেহমানের জন্য অবশ্যই সাধ্যাতীত কষ্টবরণ না করে।”[৭৪৭]

উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ‘আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।’[৭৪৮]

মেহমানকে সওয়াবের নিয়তে খাওয়ালে সওয়াব আছে। কিন্তু তাতে সুনাম

৭৪৬. বুখারী ৫৪৩৪, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯
৭৪৭. সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪৪০
৭৪৮. বুখারী ৭২৯৩

নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। নাম ছুটাবার উদ্দেশ্যে খরচে ঘাম ছুটানোর মাঝে কোন লাভ নেই। সওয়াবও হবে না, উপরন্তু কোন কিছুতে একটু ত্রুটি ঘটলে বদনাম থেকে রেহাইও পাওয়া যাবে না। আর নাম ছুটলেও তার দামই বা কী আছে?

দাওয়াতে কম্‌পিটিশন করাও বৈধ নয়। যেমন ঃ অমুক ভাতের সাথে গোমাংস ও মাছ খাইয়েছে, আমি খাসির মাংস ও মাছ খাওয়াব। পরবর্তীতে অমুক আবার তা দেখে খাসির মাংস ও মাছের সাথে মুরগীর মাংসও যোগ করে দিল। আর এইভাবে প্রতিযোগিতার ময়দানে অনেকেই চায় যে, খাওয়ানোর ব্যাপারে সেই প্রথম স্থান অধিকার করবে। অথচ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'প্রতিযোগীদের খানা খেতে নিষেধ করা হয়েছে।'[৭৪৯] যেহেতু তাতে রয়েছে লোকপ্রদর্শন ও পরস্পর গর্ব প্রকাশ করার প্রতিযোগিতা।

পক্ষান্তরে ইসলাম আমাদেরকে পানাহারে অপচয় করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[৭৫০]

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থাৎ, আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[৭৫১]

আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক হাদীসের মর্ম অনুযায়ী ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "যা ইচ্ছা খাও-পর, তবে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও গর্ব।"[৭৫২]

৭. কারো দাওয়াত পেলে খাওয়ার খুব আগেভাগে যাওয়া এবং খাওয়ার শেষে গল্প করতে থাকা বৈধ নয়। কারণ তাতে মেজবানের অসুবিধা হতে পারে। এই সুন্দর আদব বর্ণনা করে কুরআন বলে,

---

৭৪৯. আবূ দাঊদ ৩৭৫৪
৭৫০. সূরা আ'রাফ ৩১
৭৫১. সূরা ইসরা ২৬-২৭
৭৫২. বুখারী ৫৭৮৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ: سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা (ভোজন পূর্বে ও পরে) কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ, (অপ্রয়োজনীয় প্রতীক্ষা) নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) সংকোচ ও লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ হক বলতে সংকোচবোধ করেন না।[৭৫৩]

৮. মুসলিম ভাই দাওয়াত খাওয়ালে বা কোন খাবার পেশ করলে তাকে এ প্রশ্ন করা বৈধ নয় যে, সে খাবার হালাল, না হারাম? যেহেতু তাতে মুসলিম ভায়ের প্রতি কুধারণা হয় এবং তার বেইজ্জতি হয়। তাছাড়া তা হল এক প্রকার অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ، فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ

"যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভায়ের নিকট প্রবেশ করে এবং সে তাকে নিজ খাবার খাওয়ায়, তখন সে যেন তা খেয়ে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে। যদি সে নিজ পানীয় পান করায়, তাহলে সে যেন তা পান করে নেয় এবং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে।"[৭৫৪]

অবশ্য যদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সন্দেহ থাকে, তাহলে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া জরুরী।[৭৫৫]

৯. দাওয়াতের মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের অন্যান্যদের আগে খাতির হওয়া দরকার। যেহেতু ইসলামে ছোটদের তুলনায় বড়দের পৃথক মর্যাদা রয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না

৭৫৩. সূরা আহযাব ৫৩
৭৫৪. সহীহুল জামে' ৫১৮
৭৫৫. সিলসিলাহ সহীহাহ ২/২০৩

এবং আমাদের বড়দের অধিকার চিনে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৭৫৬]

খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করার সময় ডান দিক থেকেই শুরু করা উত্তম। একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। (অতঃপর সাহাবাগণকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন।) তাঁর ডানে ছিল একটি কিশোর এবং বামে ছিল বৃদ্ধরা। তিনি কিশোরটিকে বললেন, "তুমি কি অনুমতি দাও যে, এই পানীয় আমি ওদেরকে দিই?" কিশোরটি বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট থেকে পাওয়া ভাগ আমি অন্য কাউকে আগে দিতে চাই না।' সুতরাং তিনি তা তার হাতেই ধরিয়ে দিলেন।[৭৫৭]

১০. মেযবান যে খাবার পেশ করে, তাই সন্তুষ্টচিত্তে খাওয়া উচিত মেহমানের। 'এটা খাই না, ওটা খাই না, এটা আমাদের ছাগলে খায়, এ খাবার আমরা ফেলে দিই --' ইত্যাদি বলে নাক সিঁটকানো অহংকার প্রদর্শনের শামিল। রুচি না হলে, ডাক্তার কর্তৃক নিষিদ্ধ হলে অথবা পছন্দ না হলে এমন কিছু বলে জবাব দেওয়া উচিত, যাতে মেযবানের মনে কষ্ট না হয়। যেমন খাবারে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, মেহমানের উচিত নয়, মেযবানের বদনাম করা।

মহানবী ﷺ কখনো খাবারের ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। কিছু খেতে ইচ্ছা হলে খেতেন, না হলে তা বর্জন করতেন।[৭৫৮]

১১. পানাহারের পর মেহমানের উচিত, মেযবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার জন্য নির্দিষ্ট দুআ করা।

১২. মেহমান গিয়ে তিনদিনের বেশী মেহমানি করা উচিত নয়। উচিত নয় মেযবানকে গোনাহ অথবা কষ্টে ফেলা। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "মেহমানের পারিতোষিক হল এক দিন-রাত। মেহমান-নেওয়াযী তিন দিন। আর তার বেশী হল সদকাহ স্বরূপ। কোন মুসলিমের জন্য তার ভায়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "এ ওর কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের খাতির করতে পারে।"[৭৫৯]

---

৭৫৬. আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৩
৭৫৭. বুখারী ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০
৭৫৮. বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪নং প্রমুখ
৭৫৯. বুখারী ৬১৩৫, মুসলিম

অনেক অকর্মণ্য, বেকার ও কুঁড়ে লোক অযাচিত মেহমান হয়ে আত্মীয়, বিয়াই বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মেহমানী করে বেড়াতে ভালোবাসে। তিন দিনের বেশী বসে বসে সদকা খেতে আনন্দবোধ করে। কিন্তু সে এতটুকু অনুভব করতে পারে না যে, তার জন্য মেযবান কষ্ট পাচ্ছে। ভালো খাবার ও শোবার জায়গার ব্যবস্থা করতে তাকে বেগ পেতে হচ্ছে। বদনামের ভয়ে সে হয়তো ঋণ করেও মাছ-মুরগী-ডিম যোগাড় করে তার খাতির করে যাচ্ছে। এমন ছুঁচা ও বেহায়া মেহমান নিয়ে বাড়ির লোক সত্যই ফাঁপরে পড়ে। স্পেশাল রান্নার চাপ পড়ে স্ত্রীর উপর। তাতে অনেক স্ত্রী বিরক্ত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ বাধে। বাড়িতে ঐ মেহমান নিয়ে গীবত চলে। ঐ মেহমান সম্বন্ধে নানা কুধারণা করা হয়। মনে মনে মেযবান ও তার বাড়ির লোক তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। আর এ সবের ফলে তার সওয়াব বাতিল, বরং উল্টে সে গোনাহর শিকার হয়ে যায়। কষ্ট হয় অথচ তার ফলও মিলে না।

অবশ্য সব কুটুম যে সমান, তা নয়। অনেক কুটুম আছে যে সত্যই মন থেকে থাকতে ও বেড়াতে বলে। সে ক্ষেত্রে তিনদিনের বেশী থাকায় দোষ নেই। তবুও মেহমানের উচিত, সময় থাকতে নিজের মান বাঁচিয়ে নেওয়া।

উপরোক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মেযবানের উচিত, মেহমান এলে প্রথম একদিন ও একরাত তার ভালোরূপ খাতির করা; অতঃপর দুইদিন স্বাভাবিক খাতির করা। তারপরেও মেহমান থেকে গেলে তাকে সাধারণ খাবার দেওয়া এবং তার প্রতি বিরক্ত না হওয়া। কারণ, তাতে সে সদকার সওয়াব অর্জন করতে থাকবে।

১৩. মেহমানকে বিদায়কালে বাড়ির দরজা পর্যন্ত তার সাথে সাথে যাওয়া উচিত। গাড়িতে চড়ার সময় তার সহযোগিতা করা, ভারী কিছু থাকলে বয়ে দেওয়া ইত্যাদি কর্ম সুন্দর ব্যবহার ও চরিত্রের পরিচায়ক। যেহেতু এতে মেহমানকে পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যাপারে সালাফ কর্তৃক একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়।[৭৬০]

এ হল মেহমানের সাথে মুসলিমের সচ্চরিত্রতা। সচ্চরিত্রের মুসলিম অবশ্যই উক্ত সকল আদবের খেয়াল রাখে।

---

৭৬০. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২২৭ দ্রঃ

দাস-দাসীর সাথে সচ্চরিত্রতা

দাস-দাসী ব্যবহার না করাই উত্তম। তবুও প্রয়োজনে যাঁরা দাস-দাসী ব্যবহার করেন, তাঁদের উচিত, ইসলামী আদব খেয়াল রাখা।

১. দ্বীনদার ও আমানতদার দাস-দাসী নিয়োগ করুন।

২. খাদেম বা ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যদি আপনি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যে শ্রেণীর খান ও পরেন তাকেও সেই শ্রেণীর খেতে ও পরতে দিন।

৩. আপনার চাকর বা বাঁদীকে এমন কাজের ভার দিবেন না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। যদি দিতেই হয়, তাহলে আপনি চাকরের সহযোগিতা করুন এবং আপনার বাড়ির কোন মহিলা বাঁদীর সহযোগিতা করুক।

মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রুপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনোমতো হবে না, তাকে বিক্রয় ক'রে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।"[৭৬১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সময় আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেছিলেন, "নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।" আবূ যার্র বললেন, 'আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?' তিনি বললেন,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

৭৬১. *আবূ দাউদ ৫১৫৭*

সূচীপত্র

“হ্যাঁ। ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন ক’রে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।”[৭৬২]

৪. দাস-দাসীকে বিনা প্রমাণে কোন অপবাদ দেবেন না।

ঘরের ‘যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্ট বেটাই চোর’---এমন অভ্যাস মুসলিমের হতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

“যে ব্যক্তি কোন মুমিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে, যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।”[৭৬৩]

দাস-দাসীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তার শাস্তি ভুগতে হবে কিয়ামতে। তিনি বলেছেন,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

“যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়---অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র---সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।”[৭৬৪]

৫. আপনি যেমন ভুল করেন, ঠিক তেমনই দাস-দাসীরও কার্যক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে। সুতরাং আপনি যেমন চান, আপনার ভুল ক্ষমার্হ হোক, ঠিক তেমনই দাস-দাসীর ভুলকেও ক্ষমা ক’রে দিন।

এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চাকরকে কতবার ক্ষমা করব? উত্তরে তিনি বললেন,

اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

“তাকে প্রত্যহ ৭০ বার ক্ষমা কর!”[৭৬৫]

---

৭৬২. *বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১*
৭৬৩. *আবূ দাঊদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী ১৩২৫৪, বাইহাকী ১১৭৭৩, সহীহুল জামে’ ৬১৯৬*
৭৬৪. *বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০, তিরমিযী, আবূ দাঊদ*
৭৬৫. *আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ২২৮৯*

৬. দাস-দাসীকে আদেশ ও কথায় কষ্ট দেবেন না। মনে রাখবেন, তারও মর্যাদা আছে। অনেক সুচরিত্রহীন মানুষ বাড়ির দাসী বা চাকরকে ছোট জানে, তাইতো তাকে ঘৃণার স্বরে ডাক দেয়।

হীন ভাষায় কথা বলে।

মেজাজ দেখিয়ে আদেশ করে।

তাচ্ছিল্য সহকারে প্রদান করে।

নামের মন্দ খেতাব বের করে।

সামান্য দোষে লানতান ও গালাগালি করে।

তাকে সালাম দেয় না, সে সালাম দিলে তার জবাব দেয় না, দিলেও সঠিকভাবে দেয় না। অথবা অবজ্ঞার সাথে দেয়।

কাউকে সালাম দিতে দেখলে অথবা কোন প্রকারের স্নেহ প্রকাশ করতে দেখলে মুচকি হাসে অথবা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। মনে করে বাড়ির দাস-দাসী সালাম বা স্নেহ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আপনি নিজেকে বড় মনে করবেন না। হয়তো সে আল্লাহর কাছে আপনার থেকে অনেক বড়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

"হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।"[৭৬৬]

৭. মনে রাখবেন, আপনার দাস-দাসী কিন্তু কৃত বা ক্রীতদাস-দাসী বা অধিকারভুক্ত দাসী নয়। তা হলেও আপনি তাদেরকে মারধর করতে পারতেন না। সুতরাং বাড়ির কাজের লোককে কোন ব্যাপারে মারধর করতে পারেন কীভাবে? হাত বা চাবুক দ্বারা প্রহার ক'রে, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে, গরম পানি গায়ে দিয়ে বা আরো অন্যভাবে তাদেরকে আঘাত করা কোন চরিত্রবান লোকের কাজ হতে পারে না। সুতরাং আপনার মনে রাখা উচিত, নবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৭৬৬. *আহমাদ ২৩৪৮৯ , শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৫১৩৭*

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে চাবুক মারবে, কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।[৭৬৭]

পক্ষান্তরে ক্রীতদাস বা দাসীকে মারার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ ضَرَبَ غُلاَمَاً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

“যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত ক'রে দেবে।”[৭৬৮]

আবূ আলী সুয়াইদ ইবনে মুক্বার্রিন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুক্বার্রিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। তখন রসূল ﷺ আমাদেরকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ করলেন।'[৭৬৯]

আবূ মাসঊদ বাদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল, তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলছিলেন,

اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلاَمِ

'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, 'এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।'

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন ক'রে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ।

“শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ করত।”[৭৭০]

৭৬৭. *বায্যার, ত্বাবারানীর কাবীর ৪০৩, আউসাত্ব ১৪৪৫, সঃ তারগীব ২২৯১*
৭৬৮. *মুসলিম ৪৩৮৯*
৭৬৯. *মুসলিম ৪৩৯২-৪৩৯৪*
৭৭০. *মুসলিম ৪৩৯৬-৪৩৯৯*

তাহলে যে আপনার ক্রীতদাস বা দাসী নয়, তাকে মারধর করার প্রায়শ্চিত্ত কী হওয়া উচিত অনুমান করুন।

স্বাধীন মানুষদেরকে যারা পরাধীন ক্রীতদাস-দাসীর মতো ব্যবহার অথবা মারধর করে, তাদের উদ্দেশ্যে উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে,

(مَتَى اسْتَعْبَدتُّمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتُهُم أَحْرَارًا ؟)

অর্থাৎ, কখন মানুষকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছ, অথচ তাদের মাতৃগণ তাদেরকে স্বাধীনরূপে জন্ম দিয়েছে?[৭৭১]

৮. আপনার খানা যদি খাদেম প্রস্তুত করে, তাহলে সেই খাবারে খাদেমকেও শরীক করুন। যেহেতু সে ঐ খাবারের পিছনে মেহনত করেছে, তার সুগন্ধ তার পেটে গেছে এবং হয়তো বা তার মন ঐ খাবারের প্রতি লোভাতুর হয়েছে। এই জন্যই দয়ার নবীর নির্দেশ হল,

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক খাবল বা দু' খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু' গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।"[৭৭২]

৯. দাসীর ব্যাপারে আপনি ও আপনার বাড়ির পুরুষরা সতর্ক হন। জেনে রাখুন যে, তার সাথে বাড়ির পুরুষের অবাধ মিলামিশা, নির্জনতা অবলম্বন এবং বেপর্দায় খিদমত গ্রহণ বৈধ নয়। তদনুরূপ বাড়ির ভৃত্য ও ড্রাইভারের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যাতে আপনার বাড়ির কোন মহিলার সাথে তার কোন প্রকার গোপন সম্পর্ক গড়ে না ওঠে।

১০. বিশেষ উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপঢৌকন দিন। তাতে তারা আপনার কাজে আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে। আপনার খাদেম বা লেবারকে কাজের তুলনায় বেশী বেতন দেওয়া হচ্ছে মনে হলে তাতে সওয়াবের আশা রাখুন। ঈদ ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপহার দিন, বোনাস দিন। বেতন কম দিলেও দেখবেন তাতে আপনার উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

৭৭১. *আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব ১/১২৪*
৭৭২. *বুখারী ২৫৫৭*

১১. দাস-দাসী আপনার প্রতি দুর্বল থাকে। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া আপনার জন্য সহজ। এ ব্যপারে আপনার দায়িত্বও আছে। অতএব দ্বীন শেখানোর সে দায়িত্ব আপনি পালন করুন।

১২. খাদেম, কর্মচারী, ভৃত্য বা দাসীকে মাসের মাস যথাসময়ে বেতন মিটিয়ে দিন। নচেৎ যথাসময়ে বেতন না পেয়ে সে বা তার পরিবার যদি অর্থনৈতিক কষ্টে ভোগে, তাহলে তার জন্য দায়ী আপনিই। মজুর হলে তার মেহনতের ঘাম শুকাবার আগে আগেই তার মজুরী আদায় ক'রে দিন। মহানবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন,

أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।"[৭৭৩]

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খাজাঞ্চী তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?' খাজাঞ্চী বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।"[৭৭৪]

টাকা থাকতেও যারা তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে টালবাহানা করে, হাদীসের স্পষ্ট ভাষায় তাদের এ কাজ যুলম ও অন্যায়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা যুলম।"[৭৭৫]

১৩. খবরদার কাজ করিয়ে কারো বেতন, পরিশ্রম করিয়ে কারো পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক, ভাড়া খাটিয়ে কারো ভাড়া আত্মসাৎ করবেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয়

---

৭৭৩. বাইহাক্বী ১১৯৯৩, ইবনে মাজাহ ২৪৪৩, ইবনে উমার কর্তৃক, সহীহুল জামে' ১০৫৫
৭৭৪. মুসলিম ৯৯৬
৭৭৫. বুখারী ২২৮৭, মুসলিম ১৫৬৪

এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।"[৭৭৬]

তিনি আরো বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় ক'রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।"[৭৭৭]

দাস-দাসীর সাথে মালিকদের সদাচরণের কিছু নমুনা

দাস-দাসীদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয়, তার আদর্শ স্বরূপ কিছু নমুনা উল্লেখ্য।

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রকার সদাচরণের প্রকৃষ্ট নমুনা রয়েছে তাঁর চরিত্রে। দাস-দাসীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতার মতো, দয়াশীল ভাইয়ের মতো। তাঁর নিকট ক্রীতদাস, শ্রমিক, চাকর, সেবক বা স্বেচ্ছাসেবকের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকে সমান চোখে দেখতেন। সকলের সাথে বসে আহার করতেন। সকলের সাথে উঠাবসা করতেন, সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করতেন।

তাঁর একজন ক্রীতদাসের নাম যায়দ বিন হারিষাহ। তিনি ছিলেন কাল্ব গোত্রের আরবী শিশু। জাহেলী যুগে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় মক্কায় বিক্রীত হন। হাকীম বিন হিযাম তাঁর ফুফু খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র জন্য ক্রয় করেন। অতঃপর মহানবী ﷺ এর সাথে তাঁর বিবাহের পর তিনি স্বামীকে উপহার স্বরূপ যায়দকে প্রদান করেন। মহানবী ﷺ পরবর্তীতে যায়দকে এত ভালোবাসেন যে, একদিন তিনি তাঁকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন।

---

৭৭৬. *হাকেম ২৭৪৩, বাইহাকী ১৪৭৮১, সহীহুল জামে'* ১৫৬৭
৭৭৭. *আহমাদ ২/৩৫৮, বুখারী* ২২২৭ ও ২২৭০, *ইবনে মাজাহ* ২৪৪২

কাল্‌ব গোত্রের লোকেরা এক বছর হজ্জে এলে মক্কায় তাঁকে দেখে চিনতে পারে। তাঁর খবর নিয়ে তারা তাঁর পিতা হারিষাকে জানিয়ে দেয়। পিতা ও পিতৃব্য তাঁকে মুক্ত করার জন্য মক্কায় আসেন। অতঃপর মহানবী ﷺ এর নিকট আরজি জানানো হলে, তিনি যায়দকে এখতিয়ার দেন, 'সে চাইলে আপনাদের সাথে যেতে পারে।' কিন্তু যায়দ পিতার সাথে যেতে অস্বীকার করেন। পিতা বলেন, 'ধিক্ তোমাকে! তুমি স্বাধীনতার উপর পরাধীনতাকে এবং নিজের পিতা ও পরিবারের উপর অপরকে প্রাধান্য দেবে?'

যায়দ যা বললেন, তাতে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, মহানবী ﷺ ই তাঁর সব কিছু। সবার চেয়ে প্রিয় তিনিই। অতঃপর মহানবী ﷺ হারামের হিজ্‌রের কাছে ঘোষণা করেন, 'শুনুন উপস্থিতিগণ! যায়দ আমার ছেলে। সে আমার ওয়ারেস এবং আমি তার ওয়ারেস।'

এ ঘোষণা শুনে যায়দের পিতা ও পিতৃব্য খোশ হয়ে ফিরে গেলেন।

সুতরাং যায়দ, যায়দ বিন মুহাম্মাদ নামে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে পোষ্যপুত্রের প্রথা বাতিল ঘোষণা করা হয়,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর।[৭৭৮]

তবুও তিনি মহানবী ﷺ এর সাহচর্যে থেকে তাঁর নৈকট্য লাভ করেন।

মহানবী ﷺ এর অন্য এক খাদেম আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি উম্মে সুলাইমের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ মহানবী ﷺ এর খিদমত করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। তিনি দশ বছর তাঁর খিদমত করেন।

তিনি নিজ মখদূমের ব্যাপারে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন।'[৭৭৯]

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা

৭৭৮. সূরা আহ্‌যাব: ৫
৭৭৯. বুখারী ও মুসলিম

অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক'রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?'[৭৮০]

২. উমার বিন খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একজন লৌহপুরুষ ছিলেন। তবুও খাদেমদের কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। তাদের মাঝে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তাঁর খাস সঙ্গী ছিলেন আসলাম নামক এক খাদেম।

আসলাম বলেন, একদা রাত্রে তিনি নিজের সফরের উট প্রস্তুত করলেন এবং আমাদের সফরের উটও প্রস্তুত করলেন। আর তিনি বলতে লাগলেন,

لاَ يَأْخُذِ اللَّيْلُ عَلَيْكَ بِالهَمْ * وَالْبَسَنْ لهُ القَمِيْصَ وَاعْتَمْ

وَكُنْ شَرِيْكَ نَافِعٍ وَأَسْلَمْ * وَاخْدُمِ الأَقْوَامَ حَتَّى تُخْدَمْ

অর্থাৎ, রাত্রি যেন তোমাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে। তার জন্য কামীস ও পাগড়ী পরে নাও।

নাফে ও আসলামের শরীক হয়ে যাও। লোকেদের খাদেম হও, তাহলে তুমি মখদূম হতে পারবে।[৭৮১]

উক্ত খলীফা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে ফিলিস্তীন বিজয়ের সময় জেরুজালেম অবরোধ করা হল। কিন্তু জেরুজালেমের খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে প্রস্তাব দিল যে, তারা বিনা যুদ্ধে তাদের খলীফার হাতেই শহর সমর্পণ করবে। মুসলিমদের সেনাপতি তাই মেনে নিলেন।

কিন্তু খলীফা ছিলেন মদীনায়। তাঁর নিকট প্রস্তাব গেলে তিনি ফিলিস্তীনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে কোন সৈন্য নিলেন না, সওয়ারীর জন্য ঘোড়া নিলেন না। কেবল একজন খাদেম ও সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যাদি নিয়ে মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে একটা উটনীর পিঠে চলতে লাগলেন।

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সফর, যে সফরে তিনি কষ্টকে খাদেমের সাথে ভাগাভাগি ক'রে নিলেন। উটনীর যাতে কষ্ট না হয় অথবা ক্লান্ত না হয়ে পড়ে সেই মানসে কিছু সময় তিনি সওয়ার থাকলেন এবং খাদেম পায়ে হেঁটে পথ

৭৮০. বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১
৭৮১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৯৯

অতিক্রম করতে থাকল, অতঃপর কিছুক্ষণ খাদেমকে সওয়ার হতে দিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে সেই মরুময় কাঁচা পথ অতিক্রম করতে লাগলেন! খাদেমের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও খলীফার কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

প্রায় ২৪০০ কিলোমিটারের মরুময় দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে ফিলিস্তীনে অবস্থানরত ইসলামী সৈন্য দলের নিকট পৌঁছলেন। তখন তাঁরা সেনাপতি আবূ উবাইদাহ আল-জার্রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নেতৃত্বে জেরুজালেম শহরকে অবরোধ অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন।

জেরুজালেমের কাছাকাছির পথে কোন এক জায়গায় কাদা ছিল। তখন উমার উটনীর লাগাম ধরে হাঁটছিলেন। খাদেম অনুরোধ করল, এই কাদাময় পথটুকু তিনি সওয়ার হয়ে অতিক্রম করুন। কিন্তু তিনি কোন মতেই তা মেনে নিলেন না। নিজের পায়ের জুতা খুলে বগলে রেখে নিলেন, নিম্নাঙ্গের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে খলীফা নির্দ্বিধায় কাদায় নেমে পড়লেন!

কাদাময় পায়ে হেঁটে উটনীর লাগাম ধরা অবস্থায় আসতে দেখে সেনাপতি আবূ উবাইদাহ তাঁকে সওয়ার হতে অনুরোধ করলেন, যেহেতু অমুসলিমদের অনেকেই সে দৃশ্য অবলোকন করছিল এবং খলীফার বিশেষ আত্মমর্যাদা প্রদর্শনও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন,

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ

'আমরা ছিলাম সবার চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যে জিনিস দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা ছাড়া অন্য জিনিস দ্বারা যখনই আমরা সম্মান অনুসন্ধান করব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'[৭৮২]

আল্লাহু আকবার! খাদেমকে সহযোগিতা করার কত সুন্দর ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ! অবশ্য এ সুন্দর ব্যবহারের উত্তম নমূনা ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর খলীফা তো তাঁরই একজন ছাত্র। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, বদরের পথে যাওয়ার সময় সওয়ারী স্বরূপ প্রত্যেক তিন জনের জন্য একটি ক'রে উট ভাগে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সওয়ার-সঙ্গী হয়েছিলেন আবূ লুবাবাহ ও আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পালা এলে তাঁরা উভয়ে তাঁকে বললেন, 'আমরা দু'জনে আপনার হয়ে হাঁটি।' কিন্তু তিনি তা

---

৭৮২. হাকেম ২০৭-২০৮, ৪৪৮১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/১১৭

সূচীপত্র

প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন,

مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا

অর্থাৎ, তোমরা আমার চাইতে বেশি শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের চাইতে সওয়াবের বেশি অমুখাপেক্ষী নই।[৭৮৩]

৩. আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উপরে উল্লিখিত মা'রূর বিন সুয়াইদের হাদীস, একদা আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখা গেল, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

কিন্তু তিনি তা করেননি। যেহেতু মানবতা ও সাম্যের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, তুমি যে কাপড় পরবে, তোমার খাদেমকেও সেই কাপড় পরতে দাও।[৭৮৪]

৪. উমার বিন আব্দুল আযীয একদা রাত্রে উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক মেহমান ছিল। তিনি কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তেলের বাতি নিভুনিভু হল। মেহমানটি বলল, 'বাতিটা ঠিক ক'রে দিই।' তিনি বললেন, 'মেহমানকে কাজে লাগানো বা মেহমানের নিকট থেকে খিদমত নেওয়া আতিথেয়তা বিরোধী।' বলল, 'তাহলে চাকরকে জাগিয়ে দিই।' বললেন, 'ও এই মাত্র প্রথম ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাও না!' অতঃপর তিনি নিজে উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে ঠিক করলেন। মেহমানটি বলল, 'আপনি নিজে কষ্ট করলেন, হে আমীরুল মু'মেনীন!' তিনি উত্তরে বললেন, '(তেল ভরতে) গেলাম তখন আমি উমার বিন আব্দুল আযীয ছিলাম, আর এলাম তখনও উমার বিন আব্দুল আযীয। আমার মধ্যে কিছুই কমে যায়নি। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।'[৭৮৫]

৫. মাইমূন বিন মিহরান একদা তিনি মেহমানদের সাথে বসে গল্প করছিলেন। তাঁর দাসী তাঁদের জন্য এক পাত্রে গরম ঝোল আনতে গিয়ে কিছুতে পা লেগে পড়ে গেল। গরম ঝোলের কিয়দাংশ গিয়ে পড়ল তাঁর উপর। এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দাসী হলে কী

---

৭৮৩. আহমাদ ৩৯০১, নাসাঈর কুবরা ৮৮০৭, হাকেম ২৪৫৩, ইবনে হিব্বান ৪৭৩৩, সিঃ সহীহাহ ২২৫৭
৭৮৪. আবূ দাউদ ৫১৫৭
৭৮৫. আল-বিদায়াহ অন্‌নিহায়াহ ৯/২০৩

সূচীপত্র

হবে? সে ছিল কুরআন-জান্তা দাসী! তাঁর রাগ দেখে সে সভয়ে বলে উঠল, 'হে অধিপতি! মহান আল্লাহ (জান্নাতী মুত্তাক্বীদের গুণ বর্ণনায়) বলেছেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ "যারা ক্রোধ সংবরণ করে।"

সুতরাং নিমেষে তিনি তাঁর রাগকে পানি করে বললেন, 'আমিও তাই করলাম।'তারপর দাসীটি বলল,

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ "(যারা) মানুষকে মার্জনা ক'রে থাকে।"

তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মার্জনা করে দিলাম। সে আবারও বলল,

وَاللّٰه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"আর আল্লাহ অনুগ্রহশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৭৮৬]

তিনি বললেন, 'আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম। সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।'

অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে আহনাফ বিন ক্বাইসের ব্যাপারে।

৭৮৬

শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে সচ্চরিত্রতা

শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের পিতৃ-মাতৃতুল্য। তাঁদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর সুন্দর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সে মর্মে আমাদেরকে নিম্নের আদবসমূহ খেয়াল রাখা কর্তব্য।

১. শিক্ষকের নাম ধরে ডাকা বেআদবি। সুতরাং কোন উপাধি, পদবী বা ছেলের নাম জুড়ে 'আবূ অমুক' বলে ডাকবেন।

২. শিক্ষকের জন্য অনুগত হন। তিনি যা বলেন, তা পালন করা বিধেয় বা বৈধ হলে সত্বর পালন করুন।

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে একটি হরফও শিখিয়েছে আমি তার গোলাম। সে ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রয় করতে পারে। নচেৎ ইচ্ছা করলে আমাকে গোলাম ক'রে রাখতে পারে।'

৩. তাঁকে কোন প্রশ্ন করলে অথবা কোন অবুঝা পাঠ ফিরিয়ে বলতে বললে ভদ্রতা বজায় রেখে বিনয় ও আদবের সাথে করুন। তাঁকে সংকটে ফেলার জন্য অযথা প্রশ্ন করবেন না। যেমন কোন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নও করবেন না।

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, 'যে প্রশ্নকারী আটকানোর জন্য খামোখা প্রশ্ন করে, সে উত্তর পাওয়ার যোগ্য নয়।'

হাসান বাসরী বলেছেন, 'আল্লাহর সব চাইতে নিকৃষ্ট বান্দা তারা, যারা অপ্রয়োজনীয় মাসায়েল নিয়ে আল্লাহর বান্দাগণকে সংকটে ফেলে।'

এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াজূজ-মাজূজ কি মুসলমান?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি কি অন্যান্য ইল্‌ম শিখে ফেলেছ যে এই (অপ্রয়োজনীয়) বিষয়ে প্রশ্ন করছ?'

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'সবজির পানিতে উযূ হবে কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এটা পছন্দ করি না।' অতঃপর তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মসজিদ প্রবেশের সময় কী দুআ বলেছ?' লোকটি চুপ থাকল। তারপর তিনি তাকে বললেন, 'যাও, এটা শিক্ষা কর।' (অর্থাৎ, যা প্রয়োজনীয়, তা আগে শিক্ষা কর।)

একদা যিয়াদ বিন আব্দুর রহমান কুরতুবীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লা-দুটি সোনার হবে, নাকি রূপার?' উত্তরে তিনি বললেন, (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,)

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

সূচীপত্র

"মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার ভালো মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল, অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।"[৭৮৭]

মীযানের কাছে গেলে জানতে পারবে।'

৪. শিক্ষক কথা বললে তার মাঝে আপনি কথা বলে বা প্রশ্ন ক'রে তাঁর কথা কাটবেন না।

৫. প্রশ্ন করার সময় সুন্দর উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবেন। উত্তর পাওয়ার পর দুআ দেবেন।

৬. তাঁকে তাঁর কোন ব্যক্তিগত বিষয় জিজ্ঞাসা করবেন না।

৭. অন্য ছাত্র তাঁকে কোন প্রশ্ন করলে আপনি আগ বাড়িয়ে তার উত্তর দেবেন না। তিনি অনুমতি দিলে তবেই উত্তর দেবেন।

৮. তিনি পাঠ ব্যাখ্যা করলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন।

৯. তাঁর নিকট উঁচু গলায় কথা বলবেন না। তাঁকে সমীহ করবেন।

মুগীরাহ বলেন, 'যেমন আমীরকে ভয় করা হয়, তেমনি আমরা (আমাদের ওস্তায) ইব্রাহীম নখয়ীকে ভয় করতাম।'

আইয়ুব বলেন, 'কোন কোন তালেবে ইল্‌ম হাসানের নিকট তিন বছর ধরে (দর্সে) বসত। কিন্তু তাঁর ত্রাসে কোন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস করত না।'

ইসহাক বলেন, 'আমি ইয়াহয়্যা কাত্তানকে আসরের স্বলাত পড়ে মসজিদের মিনার গোড়ায় হেলান দিতে দেখতাম। তাঁর সম্মুখে আলী বিন মাদানী, শাযাকূনী, আম্‌র বিন আলী, আহমদ বিন হাম্বাল, ইয়াহয়্যা বিন মাঈন প্রভৃতি খাড়া হয়ে তাঁকে হাদীস বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁরা একই অবস্থায় মাগরেবের স্বলাত নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত পায়ের উপর ভর ক'রে দণ্ডায়মান থাকতেন। তবুও তিনি (কাত্তান) তাঁদের কাউকেও বলতেন না যে, 'বস।' আর তাঁরাও তাঁর ত্রাস ও সমীহতে বসতে সাহস করতেন না!'

ইবনুল খাইয়াত মালেক বিন আনাসের প্রশংসায় বলেন, 'তিনি কোন বিষয়ে উত্তর না দিলে তাঁর ত্রাসে দ্বিতীয়বার আর কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করত না। সমস্ত জিজ্ঞাসুরা চিবুক নত করে থাকত। তাঁর উপর উদ্ভাসিত হত প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভা এবং পরহেযগারীর মাহাত্ম্য। তিনি ভয়াবহ ছিলেন অথচ তিনি কোন শাসক ছিলেন না।'

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, 'আমি মালেক (রঃ) এর নিকট তাঁর ভয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে (বই বা খাতার) পাতা উল্টাতাম; যাতে তিনি উল্টানোর শব্দ না শুনতে পান।'

---

৭৮৭. আহমাদ; ১৭৩৭, তিরমিযী ২৩১৮, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৮৭

ছাত্রের কর্তব্য, তার ওস্তাযের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে তাকানো। সকল বিষয়ে তাঁর বিরক্তি ও বিরাগকে এড়িয়ে চলা। তাঁর সকল অবস্থা ও উপস্থিতিকে পরোয়া করে চলা। সালাফরা এরূপই করতেন। তাঁদের অনেকে মনে মনে দুআ করতেন, 'আল্লাহ! তুমি আমার দৃষ্টি হতে আমার ওস্তাযের ত্রুটিকে গোপন কর। আর আমার নিকট হতে তাঁর ইলমের বরকত তুমি ছিনিয়ে নিয়ো না।'[৭৮৮]

১০. তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন।

শা'বী বলেন, 'একদা যায়দ বিন সাবেত এক জানাযার স্বলাত পড়লেন। অতঃপর তাঁর প্রতি একটি অশ্বতরী পেশ করা হল; যাতে তিনি সওয়ার হন। তৎক্ষণাৎ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এসে সওয়ারীর পা-দানে ধরলেন। (যাতে তিনি সহজে চড়তে পারেন)। যায়দ তাঁকে বললেন, 'ছাড়ুন, হে রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিতৃব্যপুত্র!' ইবনে আব্বাস বললেন, 'ওলামাদের সাথে এইরূপ ব্যবহারই করতে হয়।'[৭৮৯]

১১. তাঁর নিকট বিনয়ী হবেন। উদ্ধত হবেন না।

আহমদ বিন হাম্বল খালাফ আহমারকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সম্মুখে ছাড়া বসি না, আমরা আমাদের শিক্ষকের নিকট বিনয়ী হতে আদিষ্ট হয়েছি।'

১২. তাঁর সাথে কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করবেন না, যদিও আপনি নিশ্চিত, তাঁর কথাটা ভুল।

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, 'তোমার চেয়ে যে অধিক জ্ঞানী তার সাথে তর্ক করো না। যদি তা কর, তবে সে তোমার উপর হতে তার ইল্‌ম রুখে নেবে এবং তার কোন নোকসান হবে না।'

যুহরী বলেন, 'সালামাহ ইবনে আব্বাসের সাথে তর্ক করত, যার ফলে বহু ইলম হতে সে বঞ্চিত ছিল।'[৭৯০]

১৩. তাঁর পিছনেও তাঁকে শ্রদ্ধা করবেন। সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম ও কথা উল্লেখ করবেন।

১৪. তাঁর শাস্তি ও কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করবেন। শেখ সা'দী বলেছেন, 'শিক্ষকের বেত্রাঘাত পিতার আদরের চাইতে অনেক উত্তম।'

সুফিয়ানকে বলা হল, 'কত লোক পৃথিবীর সারা দেশ হতে আপনার নিকট

---

৭৮৮. তাযকিরাতুস সামে' ৮৮পৃ.
৭৮৯. ত্বাবারানী,বাইহাক্বী, হাকেম
৭৯০. জামেউ বায়ানিল ইল্‌ম ১৭১পৃ.

আসছে তাদের উপর আপনি ক্রোধান্বিত হন? সম্ভতঃ ওরা আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাবে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তারা তোমার মতোই আহাম্মক তাহলে; যদি তারা আমার অসদাচরণের কারণে তাদের উপকারী বস্তু ছেড়ে চলে যায়।'[৭৯১]

ইবনে আব্বাস বলেন, 'ছাত্র হয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করেছি, তাই আজ শিক্ষক হয়ে সম্মান লাভ করছি।'

১৫. তাঁর সামনে ও পিছনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবেন।

১৬. শিক্ষক পিতৃতুল্য ও শিক্ষিকা মাতৃতুল্য হন, তাই তাঁর অনুগ্রহ বিস্মৃত হবেন না।

১৭. তাঁর জন্য দুআ করবেন, তাঁর জীবদ্দশায় ও মরণের পর।

১৮. লোকমাঝে তাঁর প্রশংসা করবেন এবং কেউ তাঁর বদনাম করলে প্রতিবাদ করবেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব তাঁদের প্রতি আমাদের কর্তব্য অনেক। সচ্চরিত্রতার সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার অধিকার তাঁদেরই বেশি।
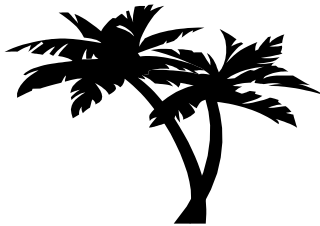
৭৯১. *তাযকিরাতুস সামে' ৯০পৃ., আল জামে'২২৩পৃ.*

ছাত্র-ছাত্রীর সাথে সচ্চরিত্রতা

ছাত্র-ছাত্রী ভবিষ্যতের নাগরিক। তারা শিক্ষিত হয়ে জাতির মেরুদণ্ড হবে। তারা নিজ বাড়ি ও পরিমণ্ডল ছেড়ে বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। তাদের প্রতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্য কম নয়। তারা তাঁদের মাথায় চাপানো আমানত, সেই আমানতে খিয়ানত করা তাঁদের জন্য আদৌ বৈধ নয়।

আসুন আমরা দেখি, কী সেই সকল দায়িত্ব এবং কী সেই সব আমানত।

১. ছাত্রের আকীদা ও বিশ্বাস স্বচ্ছ করুন। ইসলামী প্রকৃতি ও সালাফী আকীদায় শিশু-কিশোরকে বিশ্বাসী ক'রে তুলুন। সঠিক তরবিয়তের মাধ্যমে কুবিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস, অমূলক বিশ্বাস, কুফরী, শির্কী ও বিদআতী বিশ্বাস ও মতবাদ তার মন থেকে মুছে ফেলুন।

২. ছাত্রকে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান ক'রে তুলুন। সে যেন আদর্শবান মুসলিম ও আদর্শবান সমাজ-সদস্য, আদর্শবান নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

৩. শিক্ষক হয়ে ছাত্রের এবং শিক্ষিকা হয়ে ছাত্রীর আপনি আদর্শ হন। যেন তারা আপনাকে নমুনা বানিয়ে প্রত্যেক আদব, সচ্চরিত্রতা ও ইবাদতে অভ্যস্ত হতে পারে।

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার আম্মা যখন আমাকে ইল্ম অর্জনের জন্য পাঠালেন, তখন অসিয়ত ক'রে বললেন, "তুমি রবীআর কাছে যাও এবং তাঁর ইল্মের আগে তাঁর আদব শিক্ষা কর।"

শিক্ষা হয় কাজের জন্য, সুতরাং আপনি আগে কাজের কাজী হন, তাহলে ছাত্ররা আপনার অনুগামী হবে। নচেৎ জানেন তো, মহান আল্লাহর বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ - سورة الصف

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৭৯২]

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

"কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?"[৭৯৩]

৭৯২. *সূরা স্বাফ্: ২-৩*
৭৯৩. *সূরা বাক্বারাহ-২: ৪৪*

৪. আপনি ছাত্রের কাছে প্রমাণিত করুন যে, আপনি শিক্ষাদানে দুর্বল নন। এ জন্য আপনি ভালোভাবে অনুশীলন ক'রে ক্লাশ নিতে যান। নচেৎ ছাত্রদের নিকট একবার আপনার দুর্বলতা ধরা পড়লে তারা আপনার প্রতি আস্থা হারিয়ে আপনাকে হাল্কা ভাবতে শুরু করবে। সুতরাং আপনার যোগ্যতা থাকা ও প্রমাণ করা একান্ত জরুরী।

৫. এমন ত্রাস বা মেজাজ নিয়ে থাকবেন না, যাতে ছাত্র আপনাকে কোন দরকারি বিষয়ও জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায়। সরলভাবে সকল ছাত্রের কথা শুনলে আপনার তরবিয়তের প্রতি তাদের মন ও মগজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মুক্ত হবে।

৬. সদা-সর্বদা ছাত্রের সহযোগী হন, যাতে সে সহজভাবে তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও বিদ্যা প্রসারের অভিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম হয়। আপনার মাঝে ও ছাত্রের মাঝে শিক্ষার নব অনুভূতি ও আগ্রহ আবিষ্কার করুন। যাতে ছাত্র মাঝ পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়।

৭. আপনি ছাত্রের প্রতি সদয় হন, তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী হন। আমানতদারি প্রকাশ ক'রে তাকে শিক্ষাদান করুন এবং কোন বিষয় গোপন ক'রে অথবা পরিবেশনে কার্পণ্য ক'রে তাকে প্রতারিত করবেন না।

৮. আপনার উপর কোন প্রকারের চাপ যেন শিক্ষাদানের উপর প্রভাব না ফেলতে পারে, তেমন মানসিকতা তৈরি করুন। বেতন কম হওয়ার কারণে অথবা কর্তৃপক্ষের কোন দুর্ব্যবহারের কারণে আপনি ছাত্রদের প্রতি যুলুম করবেন না।

৯. ছাত্রদের মাঝে ঘটিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দুর্বল হবেন না। যতই প্রভাবশালীর সন্তান হোক, ইনসাফ যেন আপনার চিরসঙ্গী হয়। আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবেন না।

১০. ছাত্রদের শিক্ষা ও তরবিয়তদানে কেবল কোর্সের উপরে নির্ভর করবেন না এবং পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা-নোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। তাদেরকে পথ প্রদর্শন ক'রে উন্মুক্ত নীল আকাশে উড়তে শিখান, বড় হওয়ার বড় স্বপ্ন দেখান। তবে সমাজের বাস্তবতা ও তরবিয়তের মাঝে যোগসূত্র যেন অবশ্যই থাকে।

১১. ছাত্র আপনার ভুল ধরলে প্রশস্ত হৃদয়ে মেনে নিন এবং আলোচনা-সমালোচনা করার সুযোগ দিন। তার চিন্তাশক্তি বর্ধনে সহযোগিতা করুন। তার ভুল হলে সস্নেহে সংশোধন ক'রে দিন।

১২. এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করুন, যাতে সে বক্তৃতা করতে ও লেখালিখি করতে পারে। সমাজ সংস্কারে নানা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

১৩. তরবিয়তে এমন কিছু ব্যবহার করবেন না, যাতে ছাত্র-ছাত্রী সন্ত্রাসী বা গোঁড়া কট্টরপন্থী হিসাবে গড়ে না ওঠে। তাদের মনে-মগজে উদারতা ও মধ্যপন্থার বীজ বপন করুন।

১৪. সকলকেই প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের মাঝে তাদের আপোসে শিক্ষার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা সৃষ্টি করুন।

১৫. দর্স বা পাঠ দেওয়ার সময় অথবা ক্লাশ নেওয়ার সময় বাইরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আপনার মোবাইল ও ছাত্রদের মোবাইল বিলকুল বন্ধ রাখুন।

১৬. ছাত্রদের কোন অশোভনীয় আচরণের প্রতিবাদে আপনি কোন অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার করবেন না, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, কটাক্ষ বা গালাগালি করবেন না। এর ফলে আপনার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে যাবে অথবা শূন্য হয়ে যাবে। অতি প্রয়োজন ছাড়া মারধর করবেন না। তাতেও সীমাবদ্ধতা থাকা আবশ্যক।

১৭. দর্স দেওয়ার সময় কেবল আপনার লেকচার বা ব্যাখ্যাদানই যথেষ্ট নয়। ছাত্রদের সাথে মত-বিনিময় ও প্রশ্নোত্তর জারী রাখুন। তাতে শিক্ষায় বেশি ফললাভ হবে।

১৮. ছাত্র যে প্রশ্নই করে বিনয়ের সাথে উদার মনে তার উত্তর দিন। উত্তর জানা না থাকলে 'জানি না' বা 'জেনে বলব' বলা দোষের নয়। বরং মান বাঁচানোর জন্য অথবা দায় সারার জন্য ভুল উত্তর বললে এবং তারা সঠিকটা জানলে তাতে আপনার বেশি অপমান হবে।

১৯. এমন তরবিয়ত দিন, যাতে দ্বীনের সাথে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সাথে দ্বীনও তাদের কাছে সহজ হয়। দ্বীন মুসলিমকে শিখতেই হবে। তা বলে দুনিয়াকে উপেক্ষা করা যাবে না। যেমন কেবল দুনিয়া শিখে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করা যাবে না। অবশ্য খেয়াল রাখবেন, যাতে 'দু লায়ে দিয়ে পা, মধ্যখানে ডুবে যা'---এমন যেন না হয়।

২০. বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন, খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখুন, যাতে কোন ছাত্র বা ছাত্রী কোন প্রকার নৈতিক অধঃপতনের শিকার না হয়। তাদের আপোসে অথবা আপনার সাথে সেই ধরনের চারিত্রিক নোংরামি যেন দানা বেঁধে না ওঠে। নচেৎ আদর্শ শিক্ষার জায়গায় যদি আদর্শহীনতার কাজ হয়, চরিত্র গড়ার জায়গায় যদি চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মানুষ যাবে কোথায়? বিশ্বাস করবে কাকে? মাদ্রাসার মুদার্রিস, মসজিদের ইমাম, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে অন্য মানুষ কী হবে?

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দেবে তারে শিক্ষা?'

সূচীপত্র

নেতা বা ম্যানেজারের সাথে সদাচরণ

যে কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার প্রধান যে, অথবা আপনি যার নেতৃত্বাধীনে কোনও কাজ করেন, তার সাথে আপনার সুসম্পর্ক অবশ্যই জরুরী। আর সেটা তো আপনার নিজের ভালাইয়ের জন্য।

সুতরাং আপনি তার আনুগত্য করবেন।

তার কাছে বিনয়ী থাকবেন এবং উদ্ধত হবেন না। যদিও কোনভাবে সে আপনার থেকে ছোট।

সুন্দর সম্বোধনে ডাক দেবেন।

ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সাথে কথাবার্তা বলবেন।

আপনার ম্যানেজার, বস বা অফিসার আপনার আমীর। তাই সে আপনার আনুগত্য পাওয়ার অধিকার রাখে। আর মুসলিমদের জীবন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই তারা একই জামাআতে জামাআতবদ্ধ হয়ে একই রাষ্ট্রনেতার অধীনে বসবাস করে। যেখানেই থাকে, সেখানে তাদেরকে জমায়েতকারী জামে' ও জামাআত এবং তার ইমাম থাকে। এমনকি সফরে থাকলেও তাদের একজন আমীর থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِذا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سفَرٍ فليُؤَمِّرُوا أَحدهم

অর্থাৎ, তিনজন সফরে বের হলে তাদের উচিত, একজনকে আমীর নির্বাচন করা।[৭৯৪]

অবশ্যই প্রধান বা আমীর আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। তবে অবৈধ বিষয়ে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার নেই তার। বৈধ নয় অনুগত কারোর জন্য কোন অবৈধ বিষয়ে আনুগত্য করা। আমভাবে শরীয়তের নির্দেশ হল,

عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন তার কথা শোনা ও মানা ফরয নয়।"[৭৯৫]

---

৭৯৪. আবূ দাঊদ ২৬০৮-২৬০৯, সিঃ সহীহাহ ১৩২২
৭৯৫. বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ৪৮৬৯

সূচীপত্র

لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"স্রষ্টার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"[৭৯৬]

আপনার মালিক, প্রধান বা ম্যানেজারের আপনি হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন। এটা মুসলিম হিসাবে আপনার কর্তব্য। আর তার বেতন ভোগ করলে সে দায়িত্ব দ্বিগুণভাবে আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহ ও সন্তানের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৭৯৭]

যে কাজ করার চুক্তিবদ্ধ আপনি, আপনাকে তা করতে হবে এবং তাতে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। অন্যান্যের তুলনায় বেতন কম বলে সেই ওজরে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারেন না। কারণ আপনি সেই বেতনে সম্মত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আর চুক্তি পালন করা একটি সচ্চরিত্রতা।

সতর্ক থাকবেন, মালিকের ধন-সম্পদের ব্যাপারে এবং তার পরিবারের ব্যাপারে। তাতে যেন আপনার দ্বারা কোন প্রকার খিয়ানত না হয়ে বসে। যেহেতু খিয়ানত করা ও বিশ্বাস ভাঙ্গা দুশ্চরিত্রের কাজ। সংস্থা বা বাড়ির কোন রহস্য বাইরে প্রকাশ করাও এক প্রকার আমানতে খিয়ানত। সুতরাং সাবধান।

৭৯৬. *ত্বাবারানী ১৪৭৯৫, আহমাদ ২০৬৫৩*
৭৯৭. *বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯*

নেতৃত্বাধীন লোকেদের সাথে সদাচরণ

১. আপনি নেতা বা ম্যানেজার হলে আপনার অধীনে যে সকল লোক কাজ করে, তাদের প্রতি উদ্ধত হবেন না। কোনও ছোটখাট ব্যাপারে পদকে ব্যবহার ক'রে মশা মারতে কামান দাগবেন না। পদের অন্যায় ব্যবহার তো বৈধই নয়।

২. আপনি পদস্থ ব্যক্তি হয়ে ইসলামের আম উপদেশ মনে রাখুন। ইন শাআল্লাহ আপনি চরিত্রবান হবেন, আপনার নেতৃত্বাধীন লোকেরা আপনাকে শ্রদ্ধা করবে এবং আপনার কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

"আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রক্ষককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবককে তার তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যথার্থই কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে, অথবা অবহেলা হেতু তা বিনষ্ট করেছে?"[৭৯৮]

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : مَا مِنْ أميرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمينَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

"কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক'রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।"[৭৯৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।"[৮০০]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না

---

৭৯৮. নাসাঈ ৯১৭৪ , ইবনে হিব্বান ৪৪৯২, সঃ জামে' ১৭৭৪
৭৯৯. বুখারী ৭১৫১, মুসলিম ৩৮০, ৪৮৩৪
৮০০. বুখারী ৭১৫০

এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৮০১]

সুতরাং আপনি আপনার নেতৃত্বাধীন লোকেদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও হিতাকাঙ্ক্ষী হন। নচেৎ পরিণাম আপনি জানতে পারলেন।

৩. আপনার আদেশ ও নিষেধে নম্রতা সুশোভিত হোক। এতেও আপনার উপকার হবে এবং মহানবী ﷺ এর নেক দুআয় শামিল হবেন। নচেৎ নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে যদি আপনি কঠোর হন, তাহলে আপনার কাজের ক্ষতি হবে এবং মহানবী ﷺ এর এই বদ্দুআর শামিল হতে পারেন। তিনি বলেছেন,

اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارفُقْ بِهِ

"হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।"[৮০২]

আপনি আপনার আচরণ ও ব্যবহারে নিকৃষ্ট নেতা বা ম্যানেজার হবেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

"নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।"

সুতরাং আপনি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকুন।[৮০৩]

৪. আপনার নেতৃত্বাধীন লোকেদের অভাব-অভিযোগ দেখার দায়িত্ব আপনার। না দেখলে তার পরিণাম চরম মন্দ হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য

৮০১. মুসলিম ৩৮৩, ৪৮৩৬
৮০২. মুসলিম ৪৮২৬
৮০৩. আহমাদ ২০৯১৩, মুসলিম ৪৮৩৮

থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।” (তা পূরণ করবেন না।)[৮০৪]

৫. নেতৃত্বদান বা ম্যানেজার হওয়া বড় কঠিন কাজ। তাতে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকুন। সকল মানুষের মনস্তুষ্টি লাভ করা বড় দুরূহ কাজ। সুতরাং মানুষের মন যোগানোর ব্যাপারে আপনি মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কথা ধ্যানে ও মনে রাখবেন। নচেৎ ফল মন্দ হবে।

একদা মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে এই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দেন)। আর বেশী ভার দেবেন না।' সুতরাং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে চিঠিতে লিখলেন যে, 'সালামুন আলাইক। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاس

“যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।” অস্‌সালামু আলাইক্।'[৮০৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকেদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকেদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।”[৮০৬]

৬. আপনার অধীনস্থ ব্যক্তি যদি মহিলা হয়, তাহলে কর্তব্য আরো বেশি আপনার ঘাড়ে। তার নারীত্ব, সতীত্ব, পর্দা, শালীনতা এবং বেগানা পুরুষদের সাথে মেলামিশার ব্যাপার শরীয়ত অনুযায়ী আপনার মাথায় রাখা আবশ্যক। নচেৎ তার কুফল আপনার সর্বনাশ আনতে পারে।

৮০৪. আবূ দাঊদ ২৯৫০, তিরমিযী ১৩৩২
৮০৫. তিরমিযী ২৪১৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১
৮০৬. ইবনে হিব্বান ২৭৬নং প্রমুখ

৭. কর্মী বা কর্মচারীদের সাথে আপনিও কর্মে যোগ দিন, তাদের বোঝা হাল্কা করুন। তাতে আপনার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে এবং কর্মে বহুগুণ সাফল্য পাবেন।

এ ব্যাপারে নমুনা হলেন আমাদের মহানবী ﷺ।

একদা এক সফরে একটি ছাগল পাকাবার কথা হল। এক সাহাবী বললেন, 'ওটা যবেহ করার দায়িত্ব আমার।'

অন্য একজন বললেন, 'ওর চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার।'

অন্য একজন বললেন, 'ওটা রান্না করার দায়িত্ব আমার।'

তাঁদের আমীর মহানবী ﷺ বললেন, 'জ্বালানি সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার।'

তাঁরা বললেন, 'আমরাই যথেষ্ট। (আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।)'

তিনি বললেন,

" قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونِّي وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا عَنْ أَصْحَابِهِ

"আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখি। যেহেতু আল্লাহ তার বান্দার জন্য এটা অপছন্দ করেন যে, তিনি তাকে তার সঙ্গীদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্যবান দেখেন।"

সুতরাং তিনি উঠে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলেন।[৮০৭]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, বদরের পথে যাওয়ার সময় সওয়ারী স্বরূপ প্রত্যেক তিন জনের জন্য একটি ক'রে উট ভাগে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সওয়ার-সঙ্গী হয়েছিলেন আবূ লুবাবাহ ও আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পালা এলে তাঁরা উভয়ে তাঁকে বললেন, 'আমরা দু'জনে আপনার হয়ে হাঁটি।' কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন,

مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا

অর্থাৎ, তোমরা আমার চাইতে বেশি শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের চাইতে সওয়াবের বেশি অমুখাপেক্ষী নই।[৮০৮]

অনুরূপ উমারও করেছিলেন খাদেমের সাথে ফিলিস্তীনের পথে।

আপনার নিকট পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৮০৭. আর্রাহীকুল মাখতূম ৪৭৮পৃ.
৮০৮. আহমাদ ৩৯০১, নাসাঈর কুবরা ৮৮০৭, হাকেম ২৪৫৩, ইবনে হিব্বান ৪৭৩৩, সিঃ সহীহাহ ২২৫৭

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সাথে সদাচরণ

ইসলাম হল সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমমর্মিতার ধর্ম। ইসলাম উদারতা, করুণা ও মায়া-মমতার ধর্ম। ইসলামে আছে ন্যায়পরায়ণতা, অধিকারীর অধিকার প্রদান ও প্রত্যেকের স্ব-স্ব মর্যাদা প্রদানের বিধান। ইসলামী শরীয়তে আছে মানবাধিকার রক্ষার তাকীদ।

ইসলাম আমাদেরকে বৃদ্ধদের অধিকার পালনে অগ্রাধিকার দান করার নির্দেশ দেয়; যদিও সে অমুসলিম হয়। তাহলে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যদি মুসলিম হয়, তাহলে তার অধিকার কত?

তার পরেও সে যদি প্রতিবেশী হয়, তাহলে তার অধিকার কত?

তার পরেও সে যদি কোন আত্মীয় হয়, তাহলে তার অধিকার কত?

তার পরেও সে যদি মা অথবা বাপ হয়, তাহলে তার অধিকার কত?

একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, যার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শক্তি লীন হয়ে গেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে, কেশরাশি শুভ্র হয়ে গেছে, সে মানুষ কি রহমযোগ্য নয়? সে মানুষ কি দয়া ও শ্রদ্ধার পাত্র নয়?

আমরা অহরহ দেখে থাকি, বৃদ্ধ যেন আপন পরিবারে থেকেও একজন অপরিচিত কেউ, কেউ তাকে চেনে না, অচেনা মুসাফির।

বৃদ্ধ কথা বললে কিশোর-কিশোরীরা তাকে ধমক দিয়ে চুপ থাকতে বলে!

সে কোন আদেশ বা নিষেধ করলে তার প্রতি কর্ণপাত করা হয় না। যেন তার কথার আর কোনই মূল্য নেই।

আজ হয়তো সে বাড়ি হতে বের হতে পারে না, মনে আশা জাগলেও তাকে সহযোগিতা করা হয় না।

বিছানাগত হলে হয়তো বেটা-বউয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারে, তাদের কাবাবে হাড্ডি বা সুখের ও ফুলের বিছানায় কাঁটা হতে পারে। হয়তো বা তারা তাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে আরাম লাভ করতে চায়। আর সে সেখানে নিজের বার্ধক্যের কারণে কষ্ট পাবে, কষ্ট পাবে নিজের আপনজনকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখে।

অথবা বাড়িতে পৃথক বিচ্ছিন্ন কক্ষে তাকে রাখা হয়। তখন বাড়ির স্টোর-রুমে সমস্ত পুরনো আসবাব-পত্রের মধ্যে তারই দাম সবচেয়ে কম হয়। হয়তো তার দেহে কোন দুর্গন্ধ থাকে অথবা সে বিছানায় পেসাব-পায়খানা করে। আর তার ফলে তাকে খাবার অথবা ওষুধ দিতেও তার কাছে কেউ আসতে চায় না।

যখন গভীর রাতে বার্ধক্যের কাশি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে নিপীড়িত করে, ঘন ঘন

কাশি হয়, তখন কেউ দরদ না দেখিয়ে উল্টে বিরক্ত হয়ে বলে, 'এ বুড়োর রাতেও কাশি! এর জ্বালাতে কেউ স্বস্তিতে একটু ঘুমাতেও পাবে না!'

শেষ বয়সে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাড়ির একজন অবাঞ্ছিত মেহমান, যখন সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সে কখন এ বাড়ি ত্যাগ করবে এবং সকলের জানে বাতাস পাবে! মনে মনে বিরক্ত হয়ে অনেকে বদ্দুআ দিয়ে বলবে, 'খুসখুসে কাশি ঘুসঘুসে জ্বর, ফুসফুসে ছাঁদা বুড়ো তুই মর।'

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কোন ভালো কথা বললেও অনেকের পছন্দ হয় না। আর তখন সে বিড়বিড় করলে তারা বলে, 'ঘরের শত্রু বুড়ি, পেটের শত্রু মুড়ি, আর দেহের শত্রু ভুঁড়ি।' অথবা 'বাড়ির আপদ বুড়ি, দেহের আপদ ভুঁড়ি, আর পেটের আপদ মুড়ি।' স্ত্রী বুড়িও বলে, 'ও বুড়োর কথা বাদ দাও!'

বুড়ো মানুষ কোন রসের কথা বললে অথবা সাজগোজ করলে অথবা যুবকদের কোন জিনিস ব্যবহার করতে চাইলে বলে, 'বুড়ো বয়সে দুধ-তোলার রোগ।' 'আন মাগীর আন চিন্তে, বুড়ো মাগীর ভাতার চিন্তে।'

কোন কিছু চিনতে ভুল করলে বলে, 'বুড়ো হয়েও বক চেনে না।'

কোন দামী জিনিস খেতে বা পরতে চাইলে বলে, 'ভাত পায় না টঙ্কা বুড়ি, খাটা খেতে চায়।'

যখন কেউ বলে, 'তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।' (তিন মাথা = দুই হাঁটু ও মাথা মিলিয়ে বসা বৃদ্ধ, অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি ও পরামর্শ নেবে।) তখন অন্যেরা বলে, 'চ্যাংড়ার বুদ্ধি গলায়, বুড়ার বুদ্ধি তলায়।'

পাকা চুল দেখলে লোকেরা মস্করা করে। 'বুড়ো হয়ে গেলেন, মুরুব্বী কেমন আছেন?' ইত্যাদি কথা শোনা যায়। প্রবীণদের যে জিনিস মর্যাদা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধির, সে জিনিস নিয়ে নবীনরা ব্যঙ্গ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِنِ لاَيَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةٍ حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً

"শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।"[৮০৯]

কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিয়ে রহস্য করে। তখন তারা এ কথা মনেও আনে না যে, 'পাত পড়ে কলি হাসে, ওরে কলি তোরও এ দিন

৮০৯. বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৩৮৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩

আছে।' অথবা 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, ওরে গোবর তোরও এ দিন আছে।'

তাদের মনে বয়োবৃদ্ধদের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা থাকে না। তারা যে ইসলাম-বিরোধী কাজ করছে, সে কথা মুসলিম হয়েও মনে রাখে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।"[৮১০] তিনি আরো বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

"সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না।"[৮১১]

আবূ দাঊদের বর্ণনায় আছে ঃ "আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।"[৮১২]

চরিত্রবান মানুষের উচিত, বড়দের আপ্যায়ন ও সম্মান করা। কারণ তাদেরকে সম্মান করলে মহান আল্লাহকে সম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ تَعَالَى : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِط

"পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।"[৮১৩]

বড়দের সম্মানে তাদের খিদমত করা সচ্চরিত্র মানুষের লক্ষণ। শুধু বয়সে বড় নয়, কেউ সম্মানে বড় হলেও তার খিদমত করা কর্তব্য। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে সফরে বের হলাম। (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) তিনি আমার খিদমত করতেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি এমন করবেন না।' তিনি বললেন, 'আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে (অনেক) কিছু

৮১০. আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫
৮১১. তিরমিযী ১৯২০
৮১২. আবূ দাঊদ ৪৯৪৫
৮১৩. আবূ দাঊদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭

করতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই সঙ্গী হব, তাঁরই খিদমত করব।'[৮১৪]

সাক্ষাতে বড়কে আগে-ভাগে সালাম দেওয়া উচিত চরিত্রবানের। সেটাই হল ইসলামের রীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِي : وَالصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ

"আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।"[৮১৫]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ছোট বড়কে সালাম দেবে।"

সম্বোধনে শ্রদ্ধাসূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত ছোটদের। আর সে কথা মহানবী ﷺ এর সাথে সাহাবা رضي الله عنهم গণের ব্যবহারে স্পষ্ট। তাঁরা সর্বদা তাঁকে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ!' বলেই সম্বোধন করতেন। আর মহান আল্লাহও তাঁকে 'ইয়া আইয়্যুহার রাসূল! ইয়া আইয়্যুহান নাবী!' বলেই সম্বোধন করেছেন। আমাদেরও উচিত সমাজে প্রচলিত কোন শ্রদ্ধাসূচক শব্দ বেছে নিয়ে বড়দেরকে সম্বোধন করা।

বাঙ্গালী হলেও বড়কে 'তুম'-এর স্থলে 'আপ' বলা উচিত এবং অবাঙ্গালী হলেও বড়কে 'তুমি'র স্থলে 'আপনি' বলা কর্তব্য। ভাষা ভালো বোঝে না বা বলতে পারে না দেখে তার সাথে বেয়াদবের ভাষা প্রয়োগ করা সমীচীন নয়।

কোথাও কথা বলার সময় বড়কে বলতে দেওয়া উচিত। বড় থাকতে ছোটর মুখ চালানো উচিত নয়।

সাহ্ল ইবনে আবূ হাষমা আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্ল এবং মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও

---

৮১৪. মুসলিম ৬৫৮৪
৮১৫. বুখারী ৬২৩২, মুসলিম ৫৭৭২

সূচীপত্র

হুওয়াইয়িস্বাহ নবী ﷺ এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।" আর ওঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন।[৮১৬]

অনুরূপ বড় আলেম থাকলে ছোট আলেমদের ফতোয়া দেওয়া ঠিক নয়। ভুল হলে আদবের সাথে তাঁকে সতর্ক করা উচিত। নচেৎ বড়রা থাকতে ছোটদের কথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিত।

আবূ সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ ক'রে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি করত যে, সেখানে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ উপস্থিত থাকতেন।'[৮১৭]

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ

"বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যার পাতা ঝরে না। সেটা হল মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল তো, কী সেটা?"

সুতরাং লোকেরা মরু অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের কথা ভাবতে লাগল। আর আমার মনে উদয় হল, সেটা হল খেজুর গাছ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জা করলাম। অতঃপর সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, সেটা কী গাছ?' তিনি বললেন, "সেটা হল খেজুর গাছ।"

অতঃপর আমি আমার আব্বার কাছে আমার মনে উত্তর উদয় হওয়া এবং আমার লজ্জায় বলতে না পারা কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি যদি উত্তরটা বলতে, তাহলে তা আমার নিকট অমুক অমুক (সম্পদ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতো।'[৮১৮]

কিছু পরিবেশন করার সময় সম্মান ক'রে বড়কে সবার প্রথম দেওয়া কর্তব্য। নবী ﷺ বলেছেন,

---

৮১৬. বুখারী ৭১৯২, মুসলিম ৪৪৩৫, ৪৪৪১
৮১৭. বুখারী, মুসলিম ২২৮১
৮১৮. বুখারী ১৩১, মুসলিম ৭২৭৬

أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُما أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا

"আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে বলা হল, 'বড়জনকে দাও।' সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম।"[৮১৯]

ছোট ডান দিকে থাকলেও তার উচিত, পরিবেশনের সময় বড়কে আগে দিতে বলা বা অনুমতি দেওয়া। সাহল বিন সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। (অতঃপর সাহাবাগণকে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন।) তাঁর ডানে ছিল একটি কিশোর এবং বামে ছিল বৃদ্ধরা। তিনি কিশোরটিকে বললেন,

أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ

"তুমি কি অনুমতি দাও যে, এই পানীয় আমি ওদেরকে দিই?" কিশোরটি বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট থেকে পাওয়া ভাগ আমি অন্য কাউকে আগে দিতে চাই না।' সুতরাং তিনি তা তার হাতেই ধরিয়ে দিলেন।[৮২০]

ইমামতির জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বড়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাতে সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ানো উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله ، فَإنْ كَانُوا في القِراءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإذْنِهِ

"জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।"[৮২১]

মালেক বিন হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ

৮১৯. বুখারী বিনা সনদে ২৪৬, মুসলিম ৬০৭১
৮২০. বুখারী ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০
৮২১. মুসলিম ১৫৬১-১৫৬৬

সূচীপত্র

ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালাম। আর তিনি ছিলেন বিনম্র দয়াশীল। তিনি বললেন,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অতঃপর যখন স্বলাতের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।"[৮২২]

প্রথম কাতারে ইমামের কাছাকাছি বড়দেরকে জায়গা দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বলাত শুরু করার সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন,

اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার পশ্চাতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা।"[৮২৩]

বয়োবৃদ্ধের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং দয়া প্রদর্শন করা উচিত। কোন ব্যাপারে ছোটদের উচিত নয়, বড়দেরকে নিজের কাছে আসতে বাধ্য করা।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে তিনি আবূ বাকরের উদ্দেশ্যে বললেন,

---

৮২২. বুখারী ৬০৮,৭২৪৬, মুসলিম ১৫৬৭
৮২৩. মুসলিম ১০০০

هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ

অর্থাৎ, তুমি বৃদ্ধকে ঘরে থাকতে দিলে না কেন? আমিই উনার নিকট পৌঁছে যেতাম।

কিন্তু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাঁর নিকট যেতেন, এর চাইতে তাঁর জন্যই বেশি উচিত ছিল, আপনার নিকট আসা।'

যাই হোক, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিজ সামনে বসালেন এবং তাঁর বুক স্পর্শ ক'রে বললেন, "আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন।"

সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর তখনই তিনি আদেশ করলেন, যাতে তাঁর পাকা চুলগুলোকে কালো ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে রঙিয়ে দেওয়া হয়।[৮২৪]

ইমাম সাহেবের উচিত, বয়স্ক লোকেদের খেয়াল ক'রে স্বলাত হাল্কা ক'রে পড়া। যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে স্বলাত পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একাকী স্বলাত পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।"[৮২৫]

কবরে লাশ রাখার সময় বড়কে প্রাধান্য দেওয়ার বিধান রয়েছে শরীয়তে। জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি কবরে একত্র ক'রে জিজ্ঞেস করছিলেন, "এদের মধ্যে কুরআন হিফ্‌য কার বেশী আছে?" সুতরাং দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন।[৮২৬]

চরিত্রবান নবীন-নবীনাদের উচিত, প্রবীণ-প্রবীণাদের দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে উপদেশ নেওয়া ও উপকৃত হওয়া এবং তাদের জন্য দুআ করা। যেহেতু তারা যেমন শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি দুআ পাওয়ার যোগ্য।

---

৮২৪. আহমাদ ২৬৯৫৬, হাকেম ৪৩৬৩, ইবনে হিব্বান ৭২০৮
৮২৫. বুখারী ৭০৩, মুসলিম ১০৭৪
৮২৬. বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৭

ছোটদের সাথে সদাচরণ

ছোটদের সাথে সদাচরণ করা সচ্চরিত্রতার অন্যতম লক্ষণ। ছোট বলে তুচ্ছ না করা এবং বড় বলে ছোটদের সাথে ছেলেমি ও রসিকতা করা শোভনীয় নয় ধারণা করা সঠিক নয়।

আমরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবার সেরা ও সবার বড় মানুষের নিকট থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা নিতে পারি। যেহেতু তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা, আদর্শ দাদা এবং ছোটবড় সকলের শিক্ষাগুরু।

মহানবী ﷺ ছোটদের প্রতি স্নেহাদর করতেন। ছোটদের দুষ্টুমিতে কিছু মনে করতেন না, কোন প্রকার বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। উম্মে খালেদ বিন্তে খালেদ বলেন, একদা আব্বার সাথে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলাম। আমার গায়ে হলুদ জামা ছিল। তা দেখে তিনি আমাকে (হাবশী ভাষায়) বললেন, 'সানাহ-সানাহ' (সুন্দর-সুন্দর)। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের ওপরে নবুঅতের মোহর নিয়ে খেলতে গেলাম। তা দেখে আমার আব্বা আমাকে ধমক দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে।'[৮২৭]

উম্মে ক্বাইস বিন্তে মিহস্বান নিজ দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এলেন। সে তখন মায়ের দুধ ছাড়া অন্য খাবার খেতে শেখেনি। রসূল ﷺ তাকে নিজের কোলে বসালেন। পরক্ষণেই সে তাঁর কোলে পেসাব ক'রে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং কাপড় ধুলেন না।[৮২৮]

মহানবী ﷺ শিশুদের সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন। কখনো কখনো মুখে পানি নিয়ে বাচ্চার মুখে কুল্লি ক'রে দিতেন। মাহমূদ বিন রাবী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ির বালতি থেকে পানি মুখে নিয়ে আমার চেহারার উপয় একবার কুল্লি ক'রে দিয়েছিলেন, আমি তা মনে রেখেছি। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।'[৮২৯]

আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হয়। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন,

أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

'এই যে আবূ উমাইর! কী করেছে নুগাইর?"[৮৩০]

---

৮২৭. *বুখারী ৩০৭১*
৮২৮. *বুখারী ২২৩, মুসলিম ৬৯৩*
৮২৯. *বুখারী ৭৭, মুসলিম ১৫৩০*
৮৩০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪*

খাদেম আনাসকে তিনি কখনো কখনো রসিকতা ক'রে ডাকতেন, "ওহে দু' কান-ওয়ালা!"[৮৩১]

মহানবী ﷺ শিশুদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব দিতেন। কোনভাবে যাতে শিশুর মন ভেঙ্গে না যায়, তার মন যেন ব্যথিত বা প্রবঞ্চিত না হয়, তার খেয়াল রাখতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেও না, আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রসূল ﷺ বললেন,

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ

"জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার উপর একটি মিথ্যা লিখা হবে।"[৮৩২]

মহানবী ﷺ ছোটদেরকে শিক্ষা দিতেন। শিশু কোন ভুল ক'রে বসলে ডাঁট-ধমক না ক'রে সংশোধন ক'রে দিতেন।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।-----।"[৮৩৩]

উমার ইবনে আবী সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী ﷺ এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। একদা খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করছিল। নবী ﷺ আমাকে বললেন,

يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

"ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও।"[৮৩৪]

---

৮৩১. আহমাদ ১২১৬৪, আবূ দাউদ ৫০০৪, তিরমিযী ১৯৯২
৮৩২. আবূ দাউদ ৪৯৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৮
৮৩৩. তিরমিযী ২৫১৬
৮৩৪. বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ৫৩৮৮

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই ছোটদেরকে নিজ মজলিসে বসতে সুযোগ দিতেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার প্রমুখ ছোট ছোট সাহাবীগণ তাঁর মজলিসে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِى مَا هِىَ

"বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যার পাতা ঝরে না। সেটা হল মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল তো, কী সেটা?"

সুতরাং লোকেরা মরু অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের কথা ভাবতে লাগল। আর আমার মনে উদয় হল, সেটা হল খেজুর গাছ। কিন্তু কিশোর হওয়ায় তা বলতে আমি লজ্জা করলাম। অতঃপর সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, সেটা কী গাছ?' তিনি বললেন, "সেটা হল খেজুর গাছ।"

অতঃপর আমি আমার আব্বার কাছে আমার মনে উত্তর উদয় হওয়া এবং আমার লজ্জায় বলতে না পারা কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি যদি উত্তরটা বলতে, তাহলে তা আমার নিকট অমুক অমুক (সম্পদ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতো।'[৮৩৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটদের শরয়ী অধিকার রক্ষা করতেন। ছোট বলে অনীহা করতেন না।

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে শরবত পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। আর তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তখন নবী ﷺ বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই?" বালকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।' বর্ণনাকারী বলেন, 'নবী ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।'[৮৩৬]

লক্ষণীয় যে, মহানবী ﷺ দুটো দিক খেয়াল করলেন, বড়দের অগ্রাধিকার দান এবং ছোট হলেও ডান দিকের মানুষকে অগ্রাধিকার দান। এই জন্য ডান দিকে আছে বলেই তিনি বালকটির কাছে বড়দেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন? আল্লাহু আকবার! বালকের কাছে অনুমতি চাইলেন! অতঃপর বালক অনুমতি না দিলে তিনি তাকে ভর্ৎসনাও করলেন না। বরং তিনি তার শরয়ী অধিকার আদায় ক'রে দিলেন।

---

৮৩৫. বুখারী ১৩১, মুসলিম ৭২৭৬
৮৩৬. বুখারী ২৬০৫, মুসলিম ৫৪১২

মহানবী ﷺ শিশুদের ভালো নাম রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মন্দ নাম পরিবর্তন ক'রে দিতেন। তাদের দুধপানের অধিকার খেয়াল রাখতেন। যাতে শিশু সুন্দর ইসলামী পরিবেশে মানুষ হতে পারে, তার বিশেষ খেয়াল রাখতেন; বিশেষ ক'রে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটলে।

প্রত্যেক পিতামাতারই উচিত, শিশুদের অধিকার আদায় করা এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা, তাদেরকে কোন কাজে লাগিয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, তাদের প্রতি অবহেলা ক'রে নোংরা বা অপরাধের পথে তাদেরকে ঠেলে না দেওয়া, তাদেরকে বিক্রি বা তাদের নিয়ে ব্যবসা ও অর্থোপার্জন না করা।

মুহাম্মাদী বিধানে রয়েছে শিশুদের মীরাস ও অসিয়তের অধিকার। বিশেষ ক'রে অনাথ ও কন্যা শিশুদের ব্যাপারে রয়েছে বিশেষ নির্দেশ ও তার মাহাত্ম্য।

তিনি অনাথের তত্ত্বাবধায়নের ব্যাপারে বলেছেন,

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

"নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব।"

বর্ণনাকারী মালেক বিন আনাস তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৮৩৭]

তিনি শিশুকন্য পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ ؟

"যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব।"

অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মিলিত ক'রে (দেখিয়েছেন)।[৮৩৮]

মহানবী ﷺ সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

---

৮৩৭. মুসলিম ৭৬৬০
৮৩৮. মুসলিম ৬৮৬৪

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।"

সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।"[৮৩৯]

এমনকি আদর-যত্ন করার ব্যাপারেও ছেলে-মেয়েদের মাঝে ইনসাফ করতে হবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে বসে ছিল। ইতিমধ্যে তার এক ছেলে এলে তাকে চুম্বন দিয়ে নিজ কোলে বসাল। অতঃপর তার এক মেয়ে এলে তাকে ধরে তার সামনে বা পাশে বসাল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওদের মাঝে সমতা বজায় রাখলে না কেন?"[৮৪০]

দয়াল নবী ﷺ এর শিশুদের প্রতি দয়া

মহানবী ﷺ শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا

"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেকে শ্রদ্ধা করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না।"[৮৪১] তিনি আরো বলেছেন,

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

৮৩৯. বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ৪২৬২-৪২৭৪
৮৪০. সিঃ সহীহাহ ২৯৯৪, ৩০৯৮
৮৪১. আহমাদ ৬৯৩৭

“সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।”[৮৪২]

আবূ মাসঊদ বাদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি লম্বা স্বলাত পড়ায়, তার জন্য আমি ফজরের স্বলাত থেকে পিছনে থাকি।’ অতঃপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ

“হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে স্বলাত পড়ায়। কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে।”[৮৪৩] দয়ার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

“আমি স্বলাত পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক'রে স্বলাত সংক্ষিপ্ত করি।”[৮৪৪]

শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের স্বলাত পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে স্বলাত শুরু করলেন। স্বলাত পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাত শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি স্বলাত পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর

৮৪২. আহমাদ ২২৭৫৫, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫
৮৪৩. বুখারী ৭০২, মুসলিম ১০৭২
৮৪৪. বুখারী ৭০৭

ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।' তিনি বললেন,

« كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِن ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ »

"এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম।"[৮৪৫]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাত পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে মানা করলে তিনি ইশারায় বলতেন, "ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও।" অতঃপর স্বলাত শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন,

مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ

"যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে।"[৮৪৬]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামতি করতেন, আর তাঁর নাতনী আবুল আসের শিশুকন্যা তাঁর কাঁধে থাকত। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করতেন, তখন তাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। পুনরায় যখন সিজদাহ থেকে উঠতেন, তখন আবার কাঁধে তুলে নিতেন।[৮৪৭]

একদা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পড়ে-উঠে তাঁর সামনে আসতে লাগলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

(অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাই তো।) আমি এদেরকে পড়ে-উঠে চলে আসতে দেখে ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বরং খুতবা বন্ধ করে এদেরকে তুলে নিলাম।"[৮৪৮]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে চুমু দিলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্বরা' বিন হাবেস বসেছিলেন। আক্বরা'

---

৮৪৫. আহমাদ ১৬১২৯, নাসাঈ ১১৪১, ইবনে আসাকির, হাকেম ৪৭৭৫, ৬৬৩১
৮৪৬. ইবনে খুযাইমা ৮৮৭, বাইহাক্বী ৩২৩৭
৮৪৭. বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৮৪
৮৪৮. আহমাদ, সুনানে আরবাআহ

বলেলন, 'আমার দশটি ছেলে আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনদিন চুমু দিইনি।' নবী ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,

مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[৮৪৯]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি ক'রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন,

إنَّ اللهَ قَدْ أوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ ، أَوْ أعتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।"[৮৫০]

শিশুরা খেলা করতে পছন্দ করে, সুতরাং তাদেরকে একটু খেলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মহানবী ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে ছোট অবস্থায় খেলা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং মসজিদে বর্শা-খেলা দেখারও সুযোগ দিয়েছেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন ছোট ছিলেন, তখন কাপড়ের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। তার মধ্যে একটি ঘোড়া ছিল, যার দু'টি ডানা ছিল। একদা নবী ﷺ তা দেখে বললেন, 'এটা কী?' আয়েশা বললেন, 'ঘোড়া।' তিনি বললেন,

فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ

'ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা?' আয়েশা বললেন, 'আপনি কি শুনেননি,

৮৪৯. *বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ৬১৭০*
৮৫০. *মুসলিম ৬৮৬৩*

সুলাইমান (নবী)র ডানা-ওয়ালা ঘোড়া ছিল?' এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন এবং সে হাসিতে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেল।[৮৫১]

বলা বাহুল্য, আপনি খুব গম্ভীর বা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হলেও শিশুদের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য কখনো কখনো তাদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করবেন। এটাও সময়ে এক প্রকার সদাচরণ।

বাকী থাকল, পুরুষ হবে ছেলের আদর্শ এবং মহিলা হবে মেয়ের আদর্শ। তাদেরকে সঠিক শিক্ষা ও তরবিয়ত দান ক'রে সঠিক মানুষরূপে গড়ে তোলা সকলের কর্তব্য। আর মনে রাখা দরকার যে,

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'

দরিদ্র ও দুর্বলদের সাথে সদাচরণ

আপনি যদি ধনী ও সবল ব্যক্তি হন, তাহলে নিশ্চয় গরীব ও দুর্বল মানুষদের সাথে আচরণের পদ্ধতি শিখতে হবে। তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। নচেৎ এমন যেন না হয় যে, আপনি তাদের হক নষ্ট করছেন অথবা তাদের প্রতি যুলুম করছেন। আর তার ফলে তাদের বদ্দুআ ও অভিশাপ নিচ্ছেন, যাদের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল নেই। অথবা কিয়ামতের ময়দানে আপনার অন্ধকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহান আল্লাহ দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না।"[৮৫২]

তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদের অধিকার আদায় ক'রে দেওয়ার তাকীদ দিয়ে বলেছেন,

---

৮৫১. আবু দাঊদ ৪৯৩৪, মিশকাত ২/২৪১
৮৫২. সূরা নিসা: ৩৬

সূচীপত্র

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

"তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।"[৮৫৩]

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দান কর। এ যারা আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) কামনা করে, তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।"[৮৫৪]

যারা হকদার, তারা তো হক পাবেই। ওয়ারেসরা আপনার মীরাস অবশ্যই পাবে। আপনার বন্টন ক'রে মরার কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন ওয়ারেসের জন্য সম্পত্তি উইল করাও বৈধ নয়। আপনার প্রয়োজন হল তাদের জন্য উইল করা, যারা আপনার মীরাস লাভে বঞ্চিত হবে। যারা আত্মীয় অথচ আপনার ওয়ারেস হতে পারবে না। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই নৈতিক কর্তব্যের উপর তাকীদ করা হয়েছে আল-কুরআনে। আর তা হল, সাহায্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মীরাসের অংশীদার নয়, তাদেরকেও বন্টনের সময় কিছু দিয়ে দিয়ো। আর তাদের সাথে কথা বলো স্নেহ ও ভালবাসাজড়িত কণ্ঠে। ধন-সম্পদ আসতে দেখে ক্বারুন ও ফিরাউন হয়ে যেয়ো না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾

"সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে, তাদেরকে তা হতে কিছু দান কর এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।"[৮৫৫]

হ্যাঁ, দিতে না পারলে মিঠা কথা বলতে হবে। নচেৎ কটু কথা বলে তাদের মনে আঘাত দেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا﴾

"তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন প্রত্যাশিত করুণা লাভের সন্ধানে থাকো, তখন তাদেরকে যদি বিমুখই কর, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।"[৮৫৬]

---

৮৫৩. সূরা বানী ইস্রাঈল: ২৬
৮৫৪. সূরা রূম: ৩৮
৮৫৫. সূরা নিসা: ৮
৮৫৬. সূরা বানী ইস্রাঈল: ২৮

সূচীপত্র

আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে---যা দূরীভূত হওয়ার এবং রুযীর প্রসারতার তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আশা রাখ---যদি তোমাকে গরীব আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং অভাবী ব্যক্তিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ, (কিছু দিতে না পারার) ওজর পেশ করতে হয়, তবে তাও নরম ও উত্তম পন্থায় পেশ করবে। অর্থাৎ, (দিতে পারব না এ) উত্তরও যেন দেওয়া হয় মমতা ও ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিমায়। কর্কশ ভাষায় ও অভদ্রতার সাথে নয়; যা সাধারণতঃ ধনীরা ভিক্ষুক ও অভাবী মানুষদের সাথে ক'রে থাকে।

আর কঠোর হয়ে ধমক দিতে নিষেধ ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

"অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না।"[৮৫৭]

ভিক্ষুক হাত পাতলে কেমন আচরণ আপনার? নরম কথা, নাকি গরম কথা বলেন? যে পেটের ক্ষুধার জ্বালাতে আপনার বাসায় গিয়ে জ্বালাতন করে, তার সাথে আপনার ব্যবহার কী হওয়া উচিত?

আর যারা অপরের পেট ভরাবার জন্য হাত পাতে, যারা দ্বীন বা দ্বীনী ইল্ম বাঁচানোর জন্য হাত পাতে, তাদের সাথে আপনার আচরণ কেমন?

তাদের সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করেন কি, যেমন আচরণ করেন যারা পার্টির জন্য চাঁদা নিতে আসে, তাদের সাথে?

কেমন মুসলিম আপনি? কেমন চরিত্র আপনার? আপনি পেটপুরে খান, আর আপনার পাশে কোন লোক অনাহারে থাকে? আপনি কি মু'মিন? মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।"[৮৫৮]

মু'মিনদের গুণ বর্ণনায় আছে, তারা ক্ষুধার্থকে অন্নদান করে।[৮৫৯] আর পরকালে অবিশ্বাসী অমু'মিনদের জন্য বলা হয়েছে, তারা ক্ষুধার্থকে অন্নদানে অনুপ্রাণিত হয় না।[৮৬০]

---

৮৫৭. সূরা যুহা: ৯-১০

৮৫৮. বুখারীর আদাব ১১২, ত্বাবারানী ১২৫৭৩, হাকেম, বাইহাকী ২০১৬০, সহীহুল জামে ৫৩৮২

৮৫৯. সূরা দাহ্র: ৮

৮৬০. সূরা হা-ক্কাহ: ৩৪, সূরা মুদ্দাষ্যির: ৪৪, সূরা ফাজ্র ১৮, সূরা মাউন: ৩

সূচীপত্র

আর যারা লজ্জা ঠেলে আপনার কাছে হাত পেতে কিছু চায়, কিন্তু আপনার দেওয়ার মতো কিছু না থাকে, তাহলে কী করবেন?

উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমি তাকে দেওয়ার মতো কোন জিনিস পাই না।' মহানবী ﷺ বললেন,

إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ

"যদি একটি পোড়া খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছু না পাও, তাহলে তার হাতে তাই দিয়েই বিদায় দাও।"[৮৬১]

গরীব ও দুর্বলদেরকে রাগান্বিত করবেন না। কারণ তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলে তাঁকেই রাগান্বিত করা হবে।

আইয ইবনে আম্‌র মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়আতের পর) আবূ সুফিয়ান (কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবূ সুফিয়ানের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে) বললেন, 'আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর হক আদায় করেনি।' (এ কথা শুনে) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার সম্পর্কে বলছ?' অতঃপর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعَلَّكَ أَغْضَبتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبتَ رَبَّكَ

"হে আবু বাক্‌র! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।" সুতরাং আবূ বাক্‌র তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?' তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক ভাইজান!'[৮৬২]

আপনি চরিত্রবান। হ্যাঁ, আপনিই পারেন দুর্বলদের প্রতি সদাচরণ করতে। আপনিই পারেন বেদনাহতের বেদনা দূরীভূত করতে। আপনি না পারলে আর কে পারবে? আপনি না করলে আর কে করবে?

---

৮৬১. *আবূ দাঊদ* ১৬৬৯, *তিরমিযী* ৬৬৫
৮৬২. *মুসলিম* ৬৫৬৮

'যদি তুমি ওহে ধীর দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন,
তব অশ্রু নিরখিয়া দুখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ?'

আর তাতে পাবেন অজস্র সওয়াব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ ، كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ وَأحسَبُهُ قَالَ : وَكالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ

"বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, "সে ঐ নফল স্বলাত আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ সিয়াম পালনকারীর মত যে সিয়াম ছাড়ে না।"[৮৬৩]

দুর্বলরা তুচ্ছ নয়, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। দুর্বল হলেও তাদের যে বলটুকু আছে, তা দিয়েই সবলরা জয়ী হয়। দয়ার নবী ﷺ বলেছেন,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ ، بِضُعَفَائِكُمْ

"আমার জন্য তোমরা দুর্বলদেরকে খুঁজে আনো, কেননা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়।"[৮৬৪]

মহানবী ﷺ মিসকীন হয়ে বাঁচতে ও মরতে এবং মিসকীনদের সাথেই কিয়ামতে হাশর চেয়েছিলেন।[৮৬৫]

জেনে রাখুন, আপনি যদি দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা না করেন, পথ ও পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের অভাব অভিযোগ না দেখেন, না শোনেন, তাহলে আপনারও অভাব-অভিযোগ আছে, তা শোনা হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন,

৮৬৩. *বুখারী ৬০০৭, মুসলিম ৭৬৫৯*
৮৬৪. *আবূ দাউদ ২৫৯৬*
৮৬৫. *তিরমিযী ২৩৫২, ইবনে মাজাহ ৪১২৬, সিঃ সহীহাহ ৩০৮*

অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।” (তা পূরণ করবেন না।)[৮৬৬]

আপনার পাওনা ও অধিকার পেতে চান এবং তার জন্য আপনার বল ও পদ প্রয়োগ ক’রে দুর্বলদেরকে নিষ্পিষ্ট করতে চান? তা করবেন না। কারণ তা চরিত্রবানদের রীতি নয়। যেহেতু নববী নির্দেশ হল,

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

“যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য হক আদায় করতে চাইবে তার উচিত, সে যেন সংযম ও সাধুতার সাথে তা আদায় চায়। তাতে সে তার হক পূর্ণ আদায় পাক অথবা আদায় না পাক।”[৮৬৭]

বরং আপনার কাছে সাহায্য চাওয়া হলে দুর্বলদেরকে সাহায্য করুন। নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। আবূ উমারা বারা’ ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেন:

بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ

(১) রোগী দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির (ছিঁকের) জবাব দেওয়া, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা করা।’[৮৬৮]

আপনার ভোজ-অনুষ্ঠানে গরীবদেরকে বাদ দেবেন না। আপনি আমীর বলে ফকীরদেরকে অপাঙ্‌ক্তেয় করবেন না। অন্যেরা করতে পারে, কিন্তু আপনি যে চরিত্রবান।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেন, ‘সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার যার জন্য ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া হয় গরীবদেরকে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।’[৮৬৯]

আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৮৬৬. আবূ দাউদ ২৯৫০, তিরমিযী ১৩৩২
৮৬৭. ইবনে মাজাহ ২৪২১, ইবনে হিব্বান ৫০৮০, হাকেম ২২৩৮, সহীহুল জামে’ ৬৩৮৪
৮৬৮. বুখারী ২৪৪৫, মুসলিম ৫৫১০
৮৬৯. বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার; যাতে তাদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় (বা দাওয়াত দেওয়া হয় না), যারা তা খেতে চায় এবং যার প্রতি তাদেরকে আহবান করা হয়, যারা তা খেতে চায় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের না ফরমানী করে।”[৮৭০]

সুতরাং তাদের হক মারবেন না, তাদের হক মেরে নিজে খাবেন না। জানেন তো? যাকাত না দিলে, তাদের হক খাওয়া হয়।

অনুরূপ কুরবানী ও আকীকাতে গরীবদের হক হরফ করবেন না। আপনি আত্মীয়-সহ খেলেন। আর গরীবদের বেলায় ওজর দেখালেন, তা যেন কক্ষনোই না হয়। অথবা আপনি ও আপনার আত্মীয়রা ভালোটা খেলেন, আর খারাপ জুটল গরীবদের ভাগে, তা যেন আদৌ না হয়। কেননা, গরীবদের হক খেলেও তা হজম করতে পারবেন না। খুবই গুরুপাক গরীবমারা খাবার।

মহিলাদের সাথে সদাচরণ

মহিলা বলতে উদ্দেশ্য হল বেগানা মহিলা, যাদের সাথে কোনও কালে বিবাহ বৈধ। তাদের সাথে আপনার আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

১. মহিলা যদি ‘টোঁ-টোঁ’ কোম্পানির হয়, তাহলে আপনি আপনার চক্ষু অবনত রাখবেন। অনুরূপ করবে চরিত্রবতী মহিলা বেগানা পুরুষের ক্ষেত্রে।

২. পর্দানশীনদেরকে পর্দা করতে সহযোগিতা করবেন। যারা আপনাকে পর্দা করতে চায়, আপনি মাইণ্ড না ক’রে তাদের সে প্রচেষ্টাকে সহজ ক’রে দেবেন এবং টিটেমি করবেন না। কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল হতে চাইবেন।

৩. যে মহিলা পর্দা করতে চায় বা আপনাকে দেখে ঘর ঢোকে অথবা ঘোমটা টানে ও মুখ লুকায়, তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। বরং তাদেরকে সে কাজে উৎসাহিত করবেন।

৪. মহিলা আপনার আত্মীয় হলে, তার প্রতি কর্তব্য আরো বেশি। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আরো বেশি।

৫. মহিলা তার বাড়িতে একাকিনী থাকলে তাতে প্রবেশ করবেন না এবং

৮৭০. মুসলিম ৩৫৯৮

তাকে সংকোচে ফেলবেন না। এ ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ এর নির্দেশ মনে রাখুন, তিনি বলেছেন,

لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"তোমরা সেই মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামীরা বিদেশে আছে। কারণ, শয়তান তোমাদের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়।"[৮৭১]

৬. মহিলা বিধবা বা দরিদ্র হলে তার তত্ত্বাবধান করুন। তাতে রয়েছে অনেক সওয়াব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأحسَبُهُ قَالَ : وَكَالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ

"বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, "সে ঐ নফল স্বলাত আদায়কারীর মতো যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ সিয়াম পালনকারীর মতো যে সিয়াম ছাড়ে না।"[৮৭২]

তবে সাবধান! আপনার সচ্চরিত্রতা তার সাথে যেন এমন পর্যায়ের না হয়, যাতে সে আপনাকে ঘিরে নতুন ক'রে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

৭. প্রতিবেশীর মহিলার প্রতি আপনার দায়িত্ব বেশি। তার প্রতিও আপনি আপনার সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করুন। নচেৎ নিশ্চয় জানেন, ঘরের ভাবীর জন্য স্বামীর আত্মীয় হল মৃত্যুস্বরূপ। আর প্রতিবেশীর মহিলার মর্যাদা অন্যান্য মহিলার তুলনায় দশগুণ বেশি।

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা মহানবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা ব্যভিচার সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট।"

অতঃপর বললেন, "তোমরা চুরি সম্বন্ধে কী বল?" সকলে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন, অতএব তা হারাম।' তিনি বললেন,

---

৮৭১. আহমাদ ১৪৩২৪, সঃ তিরমিযী ৯৩৫, সঃ ইবনে মাজাহ ১৭৭৯

৮৭২. বুখারী ৬০০৭, মুসলিম ৭৬৫৯

لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

"প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি করা অধিকতর নিকৃষ্ট।"[৮৭৩]

৮. আর যে মহিলাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে, তার ব্যাপারে সতর্ক হন। বিশেষ ক'রে তার স্বামী যদি জিহাদে থাকে, তাহলে সে আপনার মায়ের মতো। মহানবী ﷺ বলেছেন,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى

"স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখা-শুনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত ক'রে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাদের ধারণা কী? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?)"[৮৭৪]

৯. বেগানা মহিলাকে সালাম দিয়ে মুখ খোলাবেন না। আর মুসাফাহাহ তো নয়ই। কারণ তাতে ফিতনার ভয় আছে। অনুরূপ নেট ইত্যাদিতে চ্যাট করা হতে সাবধান। নচেৎ আপনি হয়তো অজানা কোন ভুলের পথ চলতে শুরু করবেন, আর আপনি তার টেরও পাবেন না।

৮৭৩. আহমাদ ২৩৮৫৪, বুখারীর আদাব ১০৩, ত্বাবারানী ১৬৯৯৩, সহীহুল জামে ৫০৪৩
৮৭৪. মুসলিম ৫০১৭

সূচীপত্র

খরিদ্দারের সাথে ব্যবসায়ীর সদাচরণ

ক্রেতা আপনার রুযীর অন্যতম মাধ্যম। তার জন্য তাই পছন্দ করা দরকার, যা আপনি নিজের জন্য করেন। সুতরাং আপনি তাকে ধোঁকা দিতে পারেন না।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৮৭৫]

মহানবী ﷺ বলেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَاعَ من أَخِيهِ بَيْعًا يَعْلَمُ فيه عَيْبًا إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তার কোন ত্রুটি বয়ান না করে (গোপন করে রাখে)।"[৮৭৬]

আর ত্রুটি গোপন ক'রে কিছু বিক্রয় করলে তার মূল্যে বরকত থাকে না। সুতরাং চরিত্রবান ব্যবসায়ীর এটা ভাবা উচিত নয় যে, সে লাভবান হল। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتفَرَّقا ، فَإنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بيعِهمَا ، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما

"ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (বিক্রয়-স্থল হতে স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতত্ব) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বরকত রহিত করা হয়।"[৮৭৭]

---

৮৭৫. মুসলিম ২৯৪-২৯৫,, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২
৮৭৬. ইবনে মাজাহ ২২৪৬, সহীহুল জামে' ৬৭০৫
৮৭৭. বুখারী ২০৭৯,২১১৪, মুসলিম ৩৯৩৭, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬, নাসাঈ

সূচীপত্র

ব্যবসায় কথায় কথায় কসম খাওয়া বৈধ নয়। সৎ ব্যবসায়ীর আচরণ কসম ক'রে ক্রেতার মনে বিশ্বাস ধরানো নয়। এতে কাস্টমার ধোঁকা খেতে পারে। আর এমন ব্যবসায়ী মহান আল্লাহ পছন্দও করেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ

"চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; (আর তারা হল,) কথায় কথায় শপথকারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসক।"[৮৭৮]

আর মিথ্যা কসম তো আরো বড় ভয়ানক। সে ব্যাপারে মহানবী ﷺ একদা বললেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।"

তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন,

المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذِبِ

"তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম ক'রে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।"[৮৭৯]

ব্যবসার ব্যাপারে সরল হওয়া সচ্চরিত্রবান ব্যবসায়ীর কর্তব্য। তাতে ব্যবসায় লাভ হয়, খরিদ্দার বেশি হয়। আর মহান আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, ঋণ পরিশোধ কালে উদার এবং ঋণ আদায়কালেও উদার।"[৮৮০]

৮৭৮. নাসাঈ ২৫৭৬, ইবনে হিব্বান ৫৫৫৮, আবূ য়্যা'লা ৬৫৯৭, সহীহুল জামে' ৮৮০
৮৭৯. মুসলিম ৩০৬-৩০৭, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮
৮৮০. বুখারী ২০৭৬, ইবনে মাজাহ ২২০৩, সহীহুল জামে' ৩৪৯৫

সূচীপত্র

সুতরাং কেউ কেনার পর পণ্য ফেরৎ দিতে চাইলে সরল মনে ফেরৎ নিন। তাতে আপনার লাভ আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ

“যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেয়, (অর্থাৎ তার পছন্দ না হলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বস্তু ফেরৎ নেয়) আল্লাহ সেই ব্যক্তির অপরাধকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা ক'রে দেবেন।”[৮৮১]

ব্যবসায়ীর চরিত্র হওয়া উচিত একজন সহিষ্ণুর, একজন ধৈর্যশীলের ও একজন ক্ষমাশীলের। কারণ ক্রেতা আছে বহু ধরনের, বহু মনের ও মেজাজের। আপনি যদি তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন করেন, তাতেও আপনার ক্ষতি। আর সরল ভালো মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও আপনার ক্ষতি।

তার সাথে ভালোভাবে কথা না বললে অথবা কটু কথা বললে অথবা ব্যঙ্গ করলে, সে আপনার কাছে মাল নেবে না। পরন্তু সে অন্যায়ভাবে আপনার কথায় আঘাত পেয়ে আপনার উপর বদ্দুআ করবে। আপনার দুর্ব্যবহারের কথা সে চর্চা করবে। আর তার ফলে আপনার ব্যবসা চুলোয় যেতে পারে।

সে কথা আপনি না মানতে পারেন। কিন্তু এ বাস্তবকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কেউ কোন বিশেষ জিনিস খুঁজতে আপনাকে বারবার প্রশ্ন করল অথবা দাম কমাতে বারবার অনুরোধ করল, আর আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি বাংলা বোঝেন না?' অথবা 'সমঝদানী ছোটী হ্যায় কিয়া?'

কেউ হয়তো দাম জিজ্ঞাসা ক'রে তার পছন্দ না হলে সে ফিরে যাচ্ছে। আপনি তাকে কটাক্ষ ক'রে আপনার সাথীকে বললেন, 'আরে ও নেবে না। ভিখারী আছে।'

কেউ হয়তো আপনার নিকটে বেশি সময় নিচ্ছে। তা দেখে আপনি তাকে শুনিয়ে দিলেন, 'এক টাকার সামান নিতে এসে আপনি আমাকে বিরক্ত করেন কেন?'

কারো দাড়ি বা টুপি নিয়ে হয়তো 'দেড়েল, মোল্লা' ইত্যাদি বলে অথবা সরলতা দেখে 'গেঁয়ো ভুত' ইত্যাদি বলে যদি ব্যঙ্গ করেন, তাহলে মনে রাখবেন তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে।

---

৮৮১. আবু দাউদ ৩৪৬২, ইবনে মাজাহ ২১৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬১৪

মিষ্টি হাসি দিয়ে মানুষের মনজয় করা যায়। আপনিও আপনার ক্রেতার মনজয় করতে পারেন। নচেৎ যে মুচকি হাসতে জানে না, তার উচিত ব্যবসার দরজা বন্ধ করা। তবে হাসি দিয়ে কাউকে ফাঁসিতে ঝুলাবার চেষ্টা করবেন না যেন।

এক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ব্যবসায় তোমার পুঁজি কী?' উত্তরে সে বলল, 'আমার পুঁজি হল আমানতদারী, সত্যবাদিতা এবং আমার প্রতি লোকেদের আস্থা।'

হ্যাঁ, চরিত্রবান ব্যবসায়ী হলে আপনিই সফল ব্যবসায়ী। নচেৎ মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ ، وَبَرَّ ، وَصَدَقَ

"ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন ফাজের (পাপাচারী) হয়ে (কবর থেকে) উঠবে। তবে সে নয়, যে (তার ব্যবসায়) আল্লাহকে ভয় করে, (লোকের প্রতি) এহসানী করে এবং সত্য কথা বলে।"[৮৮২]

আপনার মুখাপেক্ষীদের প্রতি আপনার সদাচরণ

আপনি নেতা অথবা সরকারী অফিসার। তাই আপনার কাছে বহু লোক অভাব-অভিযোগ বা নিজের কাজ নিয়ে আসে। তাতে আপনার অহংকার বৃদ্ধি হতেই পারে। কিন্তু চরিত্রবান হলে আপনি বিনয়ী হবেন।

আপনি মানুষকে উপকৃত করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, অতএব আপনার উচিত, সে যোগ্যতা অনুযায়ী আপনি মানুষের উপকার ও সহায়তা করবেন। নচেৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।)[৮৮৩]

আর খবরদার উপকারের বিনিময়ে ঘুস নেবেন না অথবা বখশিশের নামে উৎকোচ খাবেন না অথবা অযৌক্তিক ওজর দেখিয়ে কাজ পিছিয়ে দেবেন না।

---

৮৮২. তিরমিযী ১২১০, হাকেম ২১৪৪, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৪
৮৮৩. আবূ দাউদ ২৯৫০, তিরমিযী ১৩৩২

সূচীপত্র

নচেৎ আপনি রেহাই পাবেন না। আপনি যা কিছু গোপনে করেন, তা মহান প্রতিপালক দেখছেন। তিনি ছাড়বেন না। আর সেও ছাড়বে না, যে আপনার শৈথিল্য অথবা অবজ্ঞার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

আমি কি ছাড়ব তাকে, যার কারণে আমার কর্ম-জীবনের একটা বছর নষ্ট হল?

আমি কি ছাড়ব তাকে, যার অসহযোগিতার কারণে আমাকে একটা বছর লাঞ্ছনা পোহাতে হল?

আমি কি ছাড়ব তাকে, যার কলম ব্যবহার না করার ফলে একটি বছর অপমানের রুযী খেতে হল?

আমি কি ছাড়ব তাকে, যার অফিসে কষ্টের সাথে বারবার গিয়ে ধাক্কা খেয়ে সফলতার পথে একটি বছর পিছিয়ে গেলাম?

আমি কি ছাড়ব তাকে, যার অবজ্ঞার ফলে আমার কত আপনজন ভুল বুঝে পর হয়ে গেল?

আপনি কি বিশ্বাস করবেন? আশি কিলোমিটার পথ বাসে যেতে আমার চোখে অবিরাম অশ্রু ঝরেছে। সে অশ্রুর মূল্য আদায় না করে কি আমি তাকে ছেড়ে দেব, যার তাচ্ছিল্যে সেই শ্রাবণের ধারাপাত আমার গণ্ডদেশে বয়ে গেছে? কক্ষনো না।

আপনি আমাকে ভুলে যেতে পারেন। আমি ছিলাম অজানা গাছের অচেনা ফুল। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি। আপনি ছিলেন মেঘলা আকাশের মিটিমিটি আলোর তারকা। আপনি ছিলেন সেই ঢেলা, যে ঢেলায় ঠেলায় পড়ে সালাম করতে যায় লোকে। যে আঘাত দেয়, সে হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু যে আঘাত খায়, সে কোন দিন ভুলে না। সুতরাং সাবধান!

আপনি যদি ডাক্তার হন, তাহলে আপনি সকল মানুষের শ্রদ্ধাভাজন। বরং আপনি দেবতা-ওয়ালাদের দেবতা। রোগীর সাথে আপনার ব্যবহার যত সুন্দর হবে, তত আপনি বড় হবেন। আর যত আপনি বড় হবেন, তত আপনি বিনয়ী হবেন। পয়সা-ওয়ালা রোগীর সাথে যেমন ব্যবহার করবেন, তেমনি করবেন গরীব রোগীদের সাথে। যত্নের সাথে রোগী দেখবেন। চিকিৎসায় দাওয়াতী কথা বলে দেহের সাথে তার মনেরও চিকিৎসা করবেন। রোগীর সাথে ভালোভাবে কথা বলবেন। সুন্দরভাবে কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করবেন।

ভালোভাবে বাদী-প্রতিবাদীর বক্তব্য না শুনে যেমন বিচারক বিচার করতে পারেন না, ভালোভাবে মসলা না শুনে যেমন মুফতী ফতোয়া দিতে পারেন না, তেমনি ভালোভাবে না শুনে না জেনে ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় তথা সঠিক

চিকিৎসা করতে পারেন না।

আপনার ব্যবহারে রোগী সন্তুষ্ট নয়। আপনার চিকিৎসায় রোগী ভরসা করতে পারছে না। দেহের সাথে সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত আপনার তাচ্ছিল্যে।

আপনি কথা কানে নেন না। আপনার নার্সের কাছে অভিযোগ করলে বলে, 'উনি ভগবান! উনি সব জানেন। উনাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, তোমার কী হচ্ছে?'

রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে গেলে আপনার প্রতি অভিযোগ আনলে আপনার সদম্ভ উত্তর হয়, 'তোমার কাছে আমাকে ডাক্তারি শিখতে হবে নাকি হে?'

না ডাক্তার সাহেব! ডাক্তারি হয়তো বহু পয়সা খরচ ক'রে আপনি বিদেশ থেকে শিখে এসেছেন। কিন্তু আপনার হয়তো বাকী আছে সচ্চরিত্রতা শেখা।

এটা সচ্চরিত্রতা নয় যে, আপনি রোগীর ব্যথা নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন। তার যন্ত্রণার আগুনে ঘৃতাহুতি করবেন। রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর আপনি তাকে দেখে হাসবেন অথবা গুন্‌গুন্‌ সুরে গান গাইবেন অথবা ধমক দিয়ে তাকে চুপ হতে বলবেন।

শুধু পেশাগত কর্ম নিয়ে থাকেন। চিকিৎসালয়েই কেবল জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন আছ?' আর বাইরের জগতে যেন ভুলেই যান, আমি একজন আপনার রোগী। আপনার কাছেই চিকিৎসা করাই। অপরিচিত নই, পরিচিত। কিন্তু মনে ইচ্ছা জাগে না, লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি, 'বর্তমানে কেমন আছো?'

ডাক্তারবাবু! ইহকালের জন্য অর্থোপার্জন তো করছেনই। পরকালের জন্যও কিছু পাথেয় সংগ্রহ করুন। সব রোগীর পশ্চাতে যে অর্থ আসবে, সে ধারণা মন থেকে মুছে ফেলুন।

অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ

আপনি এমন সমাজে বাস করতে বাধ্য হতে পারেন, যেখানে মুশরিক ও কাফের বসবাস করে। অতএব তাদের সাথে যে আদব খেয়াল রাখা দরকার তা নিম্নরূপঃ

১. আপনি সংখ্যালঘু হলে সম্ভব হলে সেখান থেকে হিজরত করে মুসলিম পরিবেশে চলে যান। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

مَنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

"যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দেশে বাস করবে, তার নিকট থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যাবে।"[৮৮৪]

لاَ تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ.

"তোমরা মুশরিকদের সাথে বসবাস করো না এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করো না। সুতরাং যে তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা সহাবস্থান করবে, সে তাদেরই মতো।"[৮৮৫]

২. হিজরত করা সম্ভব না হলে কুফ্র ও শির্কের মাঝে আপনার ঈমান বাঁচাতে শরয়ী আদব মেনে চলুন এবং জেনে রাখুন যে, মানবজাতির জন্য একমাত্র ইসলামই হল আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম পালন করে মানুষের পরিত্রাণ নেই। সুতরাং ইসলামকে যারা অস্বীকার করে, তারা নামে মুসলিম হলেও কাফের।

৩. অমুসলিমদের ধর্ম ইসলাম আসার পর বাতিল হয়ে গেছে---এ কথা মনে রাখবেন। আর জেনে রাখবেন, সব ধর্ম সমান নয়, বরং ইসলামই হল একমাত্র ধর্ম।

৪. অমুসলিমকে হেদায়াতের আলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এমন ব্যবহার প্রদর্শন করবেন, যাতে সে আপনার ও আপনার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খবরদার এমন ব্যবহার প্রদর্শন করবেন না, যার ফলে সে ইসলামকে ঘৃণা করে অথবা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। যেহেতু ইসলাম চির সত্য ও সুন্দর। অতএব আপনার নোংরা ব্যবহার দ্বারা সেই সত্য ও সুন্দরকে মলিন করবেন না।

আপনি এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনের মালিক হতে চাইলে একটি অমুসলিমকে ইসলামের পথ দেখান।

---

৮৮৪. ত্বাবারানী ২২১২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৩৭৩, সহীহুল জামে' ৬০৭৩
৮৮৫. তিরমিযী ১৬০৫, ত্বাবারানী ৬৯০৫, হাকেম ২৬২৭, বাইহাক্বী ১৮২০১

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।"

অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?' তিনি বললেন,

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم

"তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে, তাদেরকে সে ব্যাপারে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উটনী অপেক্ষাও উত্তম।"[৮৮৬]

৫. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু, তারা আপনার বন্ধু হতে পারে না। অতএব যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে, আপনি তাদেরকে ভালোবাসুন এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ঘৃণা করে, আপনি তাদেরকে ঘৃণা করুন।

৬. কোন শান্তিকামী অমুসলিমের সাথে অসদ্ব্যবহার করবেন না, কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করবেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

৮৮৬. বুখারী ৩০০৯, মুসলিম ৬৩৭৬

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।[৮৮৭]

৭. অমুসলিম হলেও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[৮৮৮] তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।"[৮৮৯] তিনি আরো বলেছেন,

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ

"প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী (কে পানি পান করানো) তে সওয়াব আছে।"[৮৯০]

৮. সংখ্যাগুরু দেশে থাকলে অমুসলিমের প্রতি যুলম করা যাবে না, তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া যাবে না। আপনি আপনার আচরণ ও ব্যবহারে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেবেন না।

আপনার উচিত আপনার সুন্দর ব্যবহার দ্বারা তাকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা। এমন যেন না হয় যে, আপনার ব্যবহারের ফলে কেউ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এক ব্যক্তি তার অমুসলিম লেবারকে মুসলিম বানাবার জন্য ইসলামিক সেন্টারে নিয়ে এল। ইসলাম যে কত সুন্দর ধর্ম তাকে বুঝানো হল। সে বলল, 'ইসলামে কি লেবারকে সঠিক সময়ে বেতন দেওয়ার কথা নেই? আমার ৬ মাসের বেতন দেয়নি। ওকে বলুন, আমার বেতনগুলো আদায় ক'রে দিক।'

সুতরাং সে ইসলামকে মেনে নিতে পারল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মালিকের ব্যবহারে সে চির সুন্দর দ্বীন লাভে বঞ্চিত থাকল।

অথচ ইসলাম বলে, "ঘাম শুকাবার পূর্বে মজুরের মজুরি মিটিয়ে দাও।"

---

৮৮৭. *সূরা মুমতাহিনাহ ৮*
৮৮৮. *বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ৬১৭০*
৮৮৯. *বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ৬১৭০-৬১৭২*
৮৯০. *ইবনে মাজাহ ৩৬৮৬*

সূচীপত্র

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"শোন! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিমের) প্রতি যুলম করবে অথবা তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করবে না অথবা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কর্মভার চাপিয়ে দেবে অথবা তার সম্মতি বিনা তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতিবাদী হব।"[৮৯১]

হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী?' বলা হল, 'ওদেরকে জমির কর (আদায় না দেওয়ার) জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'রাজস্ব (আদায় না করার) কারণে ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে।' হিশাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاس فِي الدُّنْيَا

"আল্লাহ তাআলা সেসব লোকেদেরকে কষ্ট দেবেন, যারা লোকেদেরকে কষ্ট দেয়।" অতঃপর হিশাম আমীরের নিকট গিয়ে এ হাদীসটি শুনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত ক'রে দিলেন।[৮৯২]

আর অমুসলিম বলেই তার রক্ত যে মূল্যহীন তা নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।"[৮৯৩]

---

৮৯১. আবূ দাউদ ৩০৫৪
৮৯২. মুসলিম ৬৮২৩-৬৮২৬
৮৯৩. বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, ইবনে মাজাহ ২৬৮৬

৯. অমুসলিমদের বাতিল মা'বূদকে গালি দেওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের (উপাসনা) আহবান করে তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা অন্যায়ভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে।[৮৯৪]

১০. কোন অমুসলিমকে খামাখা গালাগালি ও বদ্দুআ করবেন না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

'মৃত (অমুসলিমদের)কে গালি দিয়ে জীবিত (মুসলিমদেরকে) কষ্ট দিয়ো না।'[৮৯৫]

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের উপর বদ্দুআ করুন।' তিনি বললেন, "আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, বরং আমি কেবল রহমত (করুণা)রূপে প্রেরিত হয়েছি।"[৮৯৬]

এক ইয়াহুদী মহানবী ﷺ কে অভিশাপ দিলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রতিশোধ নিয়ে পাল্টা অভিশাপ করলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।"[৮৯৭] আর মহান আল্লাহ আমভাবে বলেছেন,

﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾

"তোমরা মানুষের সাথে সদালাপ কর।"[৮৯৮]

সুতরাং আমভাবে সকল মানুষের সাথে ভালো কথা বলা উচিত এবং সকলকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা উচিত।

অবশ্য প্রয়োজনে মুসলিম-বিদ্বেষী কাফেরকে অভিশাপ করা যাবে, যেমন মহানবী ﷺ কুনূতে নাযেলাহ পড়েছেন।

নিন্দার বদলে নিন্দা করা যাবে, যেমন কবি হাস্সান বিন সাবেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কবিতায় মুশরিকদের নিন্দা করেছেন।

---

৮৯৪. সূরা আনআম ১০৮
৮৯৫. আহমাদ ১৮২১০, তিরমিযী ১৯৮২, সহীহুল জামে' ৭৩১২
৮৯৬. মুসলিম ২৫৯৯
৮৯৭. মুসলিম ৬৭৬৭, আবূ দাঊদ ৪৮০৮
৮৯৮. সূরা বাক্বারাহ-২: ৮৩

সূচীপত্র

১১. অমুসলিম সমাজে বাস করলে কোন কাজে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন না। প্রত্যেক কাজে যেন আপনার স্বকীয়তা ও পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সেই ব্যক্তি সেই জাতির দলভুক্ত।"[৮৯৯] তিনি আরো বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى

"সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদ্দের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"[৯০০]

১২. বিশেষ করে ইবাদতের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে একাকার হওয়া থেকে সাবধান হন। আর মহান আল্লাহর শিখানো সূরা কাফেরূন পাঠ ক'রে তার উপর আমল করুন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।"

১৩. অমুসলিমকে আগে সালাম দেবেন না। যেহেতু সালাম ইসলাম-ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য। তবে সে আপনাকে স্পষ্ট ও সঠিক সালাম দিলে তার উত্তর দেবেন। কেউ কেউ বলেছেন, অমুসলিমদেরকে সালাম দিতে 'আস্-সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' বলা যায়।[৯০১]

অথবা 'আস্সালামু আলাইনা অআলা ইবাদিল্লাহিস স্বালিহীন'ও ব্যবহার করা যায়।[৯০২]

১৪. অমুসলিম হাঁচি দিলে তার জন্য দুআ ক'রে বলতে পারেন,

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *(য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়্যুসলিহ বা-লাকুম)*।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন।[৯০৩]

---

৮৯৯. আবূ দাঊদ ৪০৩৩, সঃ জামে' ৬১৪৯
৯০০. তিরমিযী ২৬৯৫, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪
৯০১. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২৫৯৮৮, মুসান্নাফ আঃ রায্যাক ১৯৪৫৯
৯০২. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২৫৯৮৯, মুসান্নাফ আঃ রায্যাক ১৯৪৫৯
৯০৩. বুখারীর আল-আদাব ৯৪০, আহমাদ ১৯৫৮৬, আবূ দাঊদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯

১৫. কাফেরের উপঢৌকন ও উপহার প্রদানে ও গ্রহণে যদি ইসলামী দাওয়াতের কোন উপকার থাকে তাহলে তা প্রদান ও গ্রহণ করতে পারেন। তদনুরূপ গ্রহণ না করাতে কোন উপকার বুঝলে তা গ্রহণ নাও করতে পারেন। তাদের কাচা কাপড় তাদের তৈরী করা হালাল খাবার আপনি খেতে পারেন। তাদের বৈধ দাওয়াতে বৈধ খাবারও মহান উদ্দেশ্যে খেতে পারেন। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াহুদীদের দাওয়াতও খেয়েছেন।

১৬. অমুসলিমদের হোটেল ও পাত্রে খাওয়া বৈধ নয়। অবশ্য তাদের হোটেল ও পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র না পাওয়া গেলে তা ভালোরূপে ধুয়ে তাতে খাওয়া যায়।

১৭. আপনার সকল কাজে এবং বিশেষ করে বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে রাখবেন। তিনি বলেন,

﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

অর্থাৎ, আর মুশরিক রমণী যে পর্যন্ত মুসলমান না হয় তোমরা তাকে বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদের পছন্দ হলেও নিশ্চয়ই মুসলিম ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। আর মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে কন্যার বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের পছন্দ হলেও মুসলিম ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।"[৯০৪]

তিনি আরো বলেন, "মু'মিন নারীগণ কাফের পুরুষদের জন্য এবং কাফের পুরুষরা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।"[৯০৫]

১৮. অবশ্য সঙ্গত কারণে বিশেষ করে মহান উদ্দেশ্য সাধন করার মানসে আপনি কোন ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান সতী নারীকে (মুসলিম না বানিয়েও) মোহর দিয়ে বিবাহ করতে পারেন। মহান আল্লাহ তা মুসলিমদের জন্য হালাল করেছেন,

---

৯০৪. সূরা বাক্বারাহ-২: ২২১
৯০৫. সূরা মুমতাহিনাহ ১০

সূচীপত্র

তিনি বলেছেন,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

“আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক’রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”[৯০৬]

জেনে রাখবেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মানে এই নয় যে, মুসলিম-অমুসলিমরা তাদের পালপার্বণে একাকার হয়ে যাবে অথবা একে অন্যের সাথে ইচ্ছামতো বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হবে। এমনটা না ক’রেও সম্প্রীতি বজায় রেখে সহাবস্থান করা যায়।

৯০৬. সূরা মায়িদাহ: ৫

পশু-পক্ষীর সাথে সদাচরণ

মহান আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্রে পশু-পক্ষীও আমাদেরই মত এক-একটা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং (বায়ুমণ্ডলে) নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রত্যেকটি পাখী তোমাদের মতই এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে।[৯০৭]

আর পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এই মানুষের জন্য। তিনি বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾

অর্থাৎ, তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৯০৮]

মহান আল্লাহ মানুষের কোন্ কোন্ উপকারের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশমণ্ডলী ও মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ - وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে; আর তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। আর যখন তোমরা সন্ধ্যায় ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর ওরা তোমাদের ভার বহন ক'রে নিয়ে যায় দূর দেশে; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই চরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তিনি সৃষ্টি

---

৯০৭. সূরা আন্আম: ৩৮
৯০৮. সূরা বাক্বারাহ-২: ২৯

করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।[৯০৯] উক্ত আয়াতগুলি থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সাথে পশু-পক্ষীর সম্পর্ক কাছাকাছি। সুতরাং মানুষের সাথে যে জিনিসের উপকারিতা জড়িয়ে আছে, সে জিনিসকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যেহেতু তাতে রয়েছে মানুষের রুযী, পোশাক, সৌন্দর্য ও বাহন।

এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নচেৎ অন্যান্য পশুতেও উপকারিতা বর্তমান।

পশু-পক্ষীর প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব চরিত্রবান মানুষের।

প্রাণরক্ষা মানুষের কাছে প্রাপ্য প্রাণীর অন্যতম অধিকার। মানুষের হাতেই পৃথিবীর ক্ষমতা। সকল প্রাণী তথা নিজেকে ধ্বংস করার সকল প্রকার হাতিয়ার সে তৈরী করেছে, আবিষ্কার করেছে। নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করতে পারে পৃথিবীর সকল জীবকে। তাই তারই দায়িত্বে রয়েছে সকল জীবের জীবন রক্ষার দায়িত্ব।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বাঁচার জন্য মারতে হবে। যে আমাকে মারতে চায়, আমি তাকে মারতে পারি। আমার ঘাতককে আমি শেষ করতে পারি। ন্যায়সংগত অধিকার সেটা। তা বলে অন্যায়ভাবে কাউকে মারতে পারি না। অকারণে কারো জীবন নাশ করতে পারি না। অহেতুক কোন প্রাণ নষ্ট করতে পারি না। অপ্রয়োজনে কারো প্রাণ নিয়ে অকরুণ খেলা খেলতে পারি না।

অকারণে প্রাণহত্যার জন্য মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে। "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।"[৯১০]

অপরের প্রাণ নিয়ে অকরুণ খেলা করা বৈধ নয়। যে খেলে, সে অভিশপ্ত। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই

৯০৯. *সূরা নাহ্‌ল: ৫-৮*
৯১০. *বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ৫৯৮৯*

সূচীপত্র

ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।'[৯১১]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।'[৯১২]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ

অর্থাৎ, আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে পশুর অঙ্গহানি ঘটায়।[৯১৩]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে পশুর অঙ্গহানি ঘটায়।[৯১৪]

কোনও পশুর অহেতুক প্রাণনাশ ঘটানো বিশাল গোনাহর কাজ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا

"আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে।[৯১৫]

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশী চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।" বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! অধিকারটা কী (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, "অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে (তার গোশ্ত) খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।"[৯১৬]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন, পিঁপড়ের গর্তসমূহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি তা দেখে বললেন, "কে এই

---

৯১১. *বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ৫১৭৪*
৯১২. *বুখারী ৫৫১৪, মুসলিম*
৯১৩. *নাসাঈ ৪৪৪২, ইবনে হিব্বান ৫৬১৭, বাইহাকী ১৮৬০০*
৯১৪. *বুখারী ৫৫১৫, দারেমী ১৯৭৩, বাইহাকী ১৮৫১৮*
৯১৫ *হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭*
৯১৬. *নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৬৬*

সূচীপত্র

(পিঁপড়েগুলি)কে পুড়িয়ে ফেলেছে?" আমরা বললাম, 'আমরাই।' তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আর অন্য কারো জন্য সঙ্গত নয়।"[৯১৭]

একদা একটি গাছের নিচে একজন নবীকে পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তিনি গর্তসহ পিঁপড়ের দল পুড়িয়ে ফেললেন। আল্লাহ তাঁকে অহী করে বললেন, "তোমাকে একটি পিঁপড়ে কামড়ে দিলে তুমি একটি এমন জাতিকে পুড়িয়ে মারলে, যে (আমার) তসবীহ পাঠ করত? তুমি মারলে তো একটিকেই মারলে না কেন, (যে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল)?"[৯১৮]

এইভাবে ইসলাম প্রাণীর প্রাণরক্ষায় তৎপর। তবে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তার প্রাণ সবার চাইতে মূল্যবান। সুতরাং তার প্রাণের শত্রুকে মেরে ফেলতে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে। যেমন এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে ইহরাম ও হালাল অবস্থায় (অথবা হারাম সীমানার ভিতরে ও তার বাইরে) হত্যা করা হবে; সাপ (বিছা), (পিঠে অথবা বুকে সাদা দাগবিশিষ্ট এক প্রকার) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।"[৯১৯]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।"[৯২০]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (বিষধর) সাপ দেখে এবং তার হামলার ভয়ে তাকে মেরে না ফেলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৯২১]

পানাহারে পশু-পক্ষীর অধিকার। সে অধিকার আদায়ে মানুষকে সদাচারীর পরিচয় দিতে হবে।

গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে নিয়মিত পানাহার করাতে হবে। তা না করালে আল্লাহর কাছে গোনাহগার হতে হবে। খাঁচায় বেঁধে রাখা পশু বা পাখিকেও খাওয়ানোর দায়িত্ব তার, যে বেঁধে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে

---

৯১৭. *আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫*
৯১৮. *বুখারী, মুসলিম ২২৪১নং প্রমুখ*
৯১৯. *মুসলিম, মিশকাত ২৬৯৯*
৯২০. *মুসলিম ২২৪০*
৯২১. *সহীহুল জামে' ৬২৪৭*

রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।"[৯২২]

একদা মহানবী ﷺ একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।"[৯২৩]

এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী ﷺ কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন, "তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত ক'রে ফেলো!"[৯২৪]

গৃহপালিত জন্তু তো নিজের সম্পদ, তাকে পানাহার করিয়ে সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আর খেতে না দিয়ে কষ্ট দিলে পাপী হতে হয়। পরন্তু নিজের পালিত পশু না হলেও তাকে পানাহার করালে সওয়াব আছে। প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে পুণ্য আছে।

রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।"[৯২৫]

---

৯২২. *বুখারী ও মুসলিম*
৯২৩. *আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব* ২২৭৩
৯২৪. *আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ* ২০
৯২৫. *বুখারী* ২৪৬৬, *মুসলিম* ২২৪৪

পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সচ্চরিত্রবান মানুষের কর্তব্য।

অহিংস্র প্রাণীকূল নিরীহ এবং মানুষের বাধ্য, বাধ্য না হলেও ক্ষতিকর নয়। সে ক্ষেত্রে তারা যেহেতু দুর্বল, সেহেতু দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার অধিকারী। এমনকি যে পশুর মাংস ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল, তাকে যবেহ করার সময়েও দয়া প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। এ নয় যে, যবেহ যখন করছিই, তখন তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে লাভ নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إنّ الله تَعالى كَتَبَ الإِحْسانَ على كلِّ شَيْءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ ولْيُحِدَّ أحَدُكمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।"[৯২৬]

এই দয়া প্রদর্শন করতে গিয়েই বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মকরূহ)। যেহেতু নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।"[৯২৭]

যবেহর বিভিন্ন হাদীস থেকে ইসলামের বিদ্বানগণ যবেহর বিভিন্ন আদব নির্ধারণ করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'যবেহযোগ্য পশুর প্রতি একটি অনুগ্রহ প্রদর্শন এই যে, যবেহকারীর কাছে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবে না।'

তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে একটি ছাগলকে যবেহ করার জন্য তার পায়ে ধরে টেনে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে বললেন, 'দুর্ভোগ তোমার! মৃত্যুর দিকে ওকে ভালোভাবে টেনে নিয়ে যাও।'[৯২৮]

রাবীআহ আর্রাই বলেছেন, 'অন্য পশুর দৃষ্টির সামনে পশু যবেহ না করা অনুগ্রহ প্রদর্শন করার অন্তর্ভুক্ত।'

যবেহর পশুকে শুইয়ে ফেলার পর তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলতে হবে। শুইয়ে ধরে রেখে তাকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি পশুকে শুইয়ে রেখে তার ছুরি শান দিচ্ছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ তাকে বললেন,

৯২৬. আহমাদ, মুসলিম ১৯৫৫, প্রমুখ
৯২৭. মুসনাদ আহমাদ ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২, সহীহ তারগীব ১/৫২৯
৯২৮. মুসান্নাফ আঃ রায্যাক

أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتُهَا مَوتَتَينِ هَلاَّ أَحْدَدتَّ شُفرَتَكَ قَبلَ أَن تُضجِعَهَا؟

"তুমি কি ওকে দুইবার মারতে চাও? ওকে শোয়াবার আগে ছুরিতে শান দাওনি কেন?"[৯২৯]

যাকে মারতে যাচ্ছি, তার প্রতিও দয়া? যেহেতু দয়াবান মানুষই প্রকৃত মানুষ। মহান করুণাময় দয়া প্রদর্শন করতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبارَكَ وَتَعَالى، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّماءِ

"দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) তাবারাকা অতাআলা দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।"[৯৩০]

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।"[৯৩১]

مَنْ رَحِمَ وَلَو ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللّٰهُ يَومَ القِيَامَة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করবে, যদিও যবেহযোগ্য পশু (বা চড়ুই)র প্রতি হয়, কিয়ামতে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন।[৯৩২]

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বকরী জবাই করতেও আমার দয়া হয়।' তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার বকরীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।"[৯৩৩]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, হত্যা করার সময়েও দয়াপ্রদর্শন করে হত্যা করতে হবে। পিঁপড়ে মারলেও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা বৈধ নয়। টিকটিকি মারা বিধেয় ও সওয়াবের কাজ হলেও এক আঘাতে মেরে ফেলাতে আছে বেশি সওয়াব।

অবোলা ও অবলা পাখীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন চরিত্রবান মুসলিমের কাজ। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেসাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা ছিল। আমরা তার

৯২৯. ত্বাবারানীর কাবীর, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৪
৯৩০. তিরমিযী, সহীহ আবু দাঊদ ৪১৩২, হাকেম
৯৩১. বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ২৩১৯, তিরমিযী
৯৩২. বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৭৯, সিঃ সহীহাহ ২৭
৯৩৩. হাকেম ৭৫৬২, সহীহ তারগীব ২২৬৪

বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদের) আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, “এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।”[৯৩৪]

পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করায় এত বড় মাহাত্ম্য আছে যে, তা করে একজন বেশ্যাও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

“একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের ক'রে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাঁটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, ‘পিপাসার তাড়নায় আমি যে অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই অবস্থায় পৌঁছেছে।’ অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।”

সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?’ তিনি বললেন,

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

“হ্যাঁ, প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।”

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।”

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তা (ওড়নায় বেঁধে কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।”[৯৩৫] সুরাক্বাহ বিন জু'শুম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে সেই হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। (ঐ) উটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন,

---

৯৩৪. *আবূ দাঊদ ২৬৭৫*
৯৩৫. *বুখারী ৩৩২১*

نَعَم ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أجرٌ

"হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী (কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।"[৯৩৬]

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى، مِنْ جِنٍّ، وَلاَ إِنْسٍ، وَلاَ طَائِرٍ، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন কুয়া খুঁড়বে, যে কুয়া থেকে কোন পিপাসার্ত জীব, জ্বিন, মানুষ অথবা পাখি পানি পান করলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সওয়াব দান করবেন।"[৯৩৭]

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।"[৯৩৮]

প্রাণীর প্রতিও কৃপা ও নম্রতা তিনি পছন্দ করেন। আমরা যে পশুকে সওয়ারীরূপে ব্যবহার করি, যখন তা দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে থাকে, তখন তার পানাহারের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। যদি কোন এমন জমির উপর সফর করা হয়, যাতে বেশ সুন্দর ঘাস আছে, তাহলে পশুকে সেখানে কিছুক্ষণ চরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ

অর্থাৎ, যখন ঘাসযুক্ত ভূমিতে সফর করবে, তখন ভূমি থেকে উটকে তার অধিকার প্রদান কর। (চরতে দাও।) আর যখন ঘাস-পানিহীন ভূমিতে সফর কর, তখন তা শীঘ্র পার হয়ে যাও।[৯৩৯]

তদনুরূপ পশুর উপর অধিক মাল বোঝাই করা বৈধ নয়, যাতে বহন করতে অথবা গাড়ি টানতে তার কষ্ট হয়। এত লোকের সওয়ার হওয়া বৈধ নয়, যাদেরকে নিয়ে পশুর পথ চলতেই কষ্ট হয়।[৯৪০]

বলা বাহুল্য, সওয়ার হওয়ার সময়, বোঝা বহনের সময়, ঘানি টানিয়ে তেল

---

৯৩৬. সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭২, বাইহাকী প্রমুখ
৯৩৭. বুখারীর তারীখ, ইবনু খুযাইমা, সঃ তারগীব ৯৬৩
৯৩৮. বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ২১৬৫
৯৩৯. মুসলিম ৫০৬৮, আবূ দাঊদ, তিরমিযী
৯৪০. ফাতহুল বারী ১২/৫২০

পেষানোর সময়, চাকি ঘুরিয়ে পানি তোলার সময়, শাল ঘুরিয়ে আখ পেষানোর সময় পশুকে কষ্ট না দেওয়া আবশ্যক।

পশুর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় অথবা গরু-মহিষের কাঁধে গাড়ির জোঁয়াল থাকা অবস্থায় থামিয়ে কোন কাজ করা বৈধ নয়। দরকার হলে বোঝ হাল্কা করে দিয়ে কাজ সারা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সওয়ারীর পিঠকে (বক্তীতার) মেম্বর বানিয়ে নেওয়া থেকে বিরত হও। যেহেতু আল্লাহ তা কেবল তোমাদেরকে দূর দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তিনি তোমাদের জন্য মাটি সৃষ্টি করেছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে প্রয়োজন সারো।[৯৪১]

তিনি আরো বলেছেন,

اِرْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَاتَّدِعُوها سَالِمَةً، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ

অর্থাৎ, এই পশুগুলি আরোহণ কর (কষ্ট) থেকে নিরাপদ রাখা অবস্থায় এবং (নেমে) বর্জন কর নিরাপদ করে। আর তাদেরকে চেয়ার বানিয়ে নিয়ো না।[৯৪২]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমরা যখন (সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান নামাবার পূর্বে নফল স্বলাত পড়তাম না।'[৯৪৩] অর্থাৎ, আমরা স্বলাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে স্বলাত পড়তে শুরু করতাম না।

তদনুরূপ সেই পশুর উপর সওয়ার হওয়া বৈধ নয়, যা জমি-চাষ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি হাদীসে আছে,

لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ

অর্থাৎ, কোন উটের গর্দানে ধনুকের তারের হার থাকলে তা যেন অবশ্যই অবশিষ্ট না থাকে। তা ছিঁড়ে ফেলা আবশ্যক।[৯৪৪]

---

৯৪১. আবূ দাঊদ ২৫৬৭, সিঃ সহীহাহ ২২
৯৪২. আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২১
৯৪৩. আবূ দাঊদ ২৫৫৩
৯৪৪. আবূ দাঊদ ২৫৫২, সঃ জামে' ৭২০৭

অনেক উলামা এই হাদীসের একটি ব্যাখ্যায় বলেছেন, ধনুকের তার বেঁধে রেখে উট বা অন্য পশুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু তা গলায় ফাঁস সৃষ্টি করতে পারে অথবা কোন গাছের ডালে বা বেড়ায় লেগে সে আটকে যেতে পারে। তাতে তার শ্বাসরোধও হতে পারে।

একই কারণে লাগাম যেন পশুর জন্য কষ্টদায়ক না হয়, তার খেয়াল রাখা জরুরী।

বৈধ নয় জুতার গোড়ালিতে পিন লাগিয়ে তার দ্বারা নির্মম আঘাত করে সওয়ারী হাঁকানো। যেহেতু এতে তার কষ্ট হয়।

বৈধ নয় জ্যান্ত থাকতে যবেহকৃত পশুর রগ কাটা, জ্যান্ত অবস্থায় মাছকে তেলে ছেড়ে ফ্রাই করা। মারা তো যাবেই, তবুও তার আগে একটু দয়া পাওয়ার অধিকার কি রাখে না অবোলা ও অবলা জীব-জন্তুরা?

পশু-পক্ষীর প্রতি যুলম করা বৈধ নয় চরিত্রবানের জন্য।

পশুর প্রতি কোন প্রকার যুলম করা যাবে না, তাকে গালি বা অভিশাপ দেওয়া যাবে না।

যুলম সকল শরীয়তে সকল জীবের প্রতি হারাম। আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার।"[৯৪৫]

যুলম মানে অন্যায়-অত্যাচার। কোন পশু-পক্ষীর প্রতি কোন অন্যাচারণ করা যাবে না।

কোন পশুকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া যাবে না। অকারণে তাকে মারধর করা যাবে না।

কোন পশুকে দেগে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হলে তার চেহারায় দাগা হবে না। কোন পশুকে প্রয়োজনে মারতে হলে তার মুখমণ্ডলে মারা যাবে না।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি ওর চেহারা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। (আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।)" অতঃপর তিনি নিজ গাধা সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি (গাধার) পাছা দেগেছিলেন।[৯৪৬] জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

৯৪৫. মুসলিম ২৫৭৮
৯৪৬. মুসলিম

নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।"[৯৪৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।'

দুই পশুর মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেওয়াও এক প্রকার অন্যায়াচরণ। এই আচরণে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু পশুরা খামোখা কষ্ট পায়।

যে পশু যে কাজের জন্য নয়, সে কাজে তাকে ব্যবহার করা এক প্রকার যুলম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ

"এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর মাল রেখে চালাতে চাইল। গরুটি তার দিকে ফিরে বলল, 'আমি এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমি তো চাষের জন্য সৃষ্টি হয়েছি।'[৯৪৮]

উচিত নয়, সাধ্যের অতীত মাল বোঝাই করা এবং মারের চোটে তা টানতে বাধ্য করা। মানুষের মনে প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া থাকা দরকার। মানুষই তো সবচেয়ে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান জীব।

পশুর অঙ্গহানি ঘটানো অবৈধ।

পশুর অধিকার হরণের একটি অপকর্ম হল তার অঙ্গহানি ঘটানো। জীবিতাবস্থায় এ কর্মে অহেতুক কষ্ট পায় পশু। যার ফলে এমন বর্বরোচিত কর্ম শয়তানী বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

যে পশুর মাংস হালাল নয়, সে পশুকে খাসি করা বৈধ নয়। অবশ্য যেটা প্রয়োজনে করতে হয়, সেটা অবৈধ নয়। যেমন গোশ্ত ভালো নেওয়ার জন্য হালাল পশুর খাসি করা, যাকাত বা মক্কার হারামের কুরবানী চিহ্নিত করার জন্য চেহারা ছাড়া অন্যত্র দাগ দেওয়া ইত্যাদি।

হালাল পশুর জীবিতাবস্থায় কোন জায়গার মাংস কেটে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তাতে পশুর কষ্ট হয়। আর সেই জন্য সেই কাটা মাংসকে মৃত পশুর মাংসের সাথে তুলনা করে হারাম বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

৯৪৭. মুসলিম
৯৪৮. বুখারী ৩৬৬৩, মুসলিম ৬৩৩৪

অর্থাৎ, পশুর জীবিতাবস্থায় যা কেটে নেওয়া হয়, তা মৃতাবস্থায় কাটার মতো।[৯৪৯]

ইসলামে পশুহত্যা বৈধ। মানুষের খাদ্যস্বরূপ হালাল পশু নিয়মিত যবেহ করে তার মাংসকে হালাল করা হয়েছে। কিন্তু তাকে অযথা কষ্ট দেওয়াকে হালাল করা হয়নি।

জী, চরিত্রবান মানুষের সাথে তো বটেই, পশু-পক্ষীর সাথেও সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করবে। তবেই না হবে আসল চরিত্রবান।

গাছপালার সাথে সদাচরণ

মহান আল্লাহ গাছপালাকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে আমাদের জীবনোপকরণ ও রুযী, তাতে রয়েছে আমাদের পশু-পক্ষীর খোরাক। তাতে রয়েছে আমাদের অক্সিজেন তৈরির কারখানা, যা নিরন্তর ব্যবহার ক'রে আমরা জীবনধারণ করছি। আর তার ছায়াতে রয়েছে প্রাণীর আরাম-বিশ্রাম।

সুতরাং তার সাথে সদাচরণ মানে নিজের জীবনের সাথে সদাচরণ। তাকে বাঁচানো মানে নিজের জীবনকে বাঁচানো। সুন্দর জীবনযাপন করার জন্য পরিবেশ সুন্দর করতে হলে গাছপালার প্রতি যত্নবান হওয়া চরিত্রবানের একটি সচ্চরিত্রতা।

গাছ লাগানোর গুরুত্ব আরোপ ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ (تقوم) حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

"কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন ক'রে ফেলে।"[৯৫০]

গাছ লাগানোর মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

"যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অতঃপর তা হতে যা (পাখী,

---

৯৪৯. আহমাদ, আবূ দাউদ ২৮৫৮, তিরমিযী ১৪৮০, ইবনে মাজাহ ৩২১৬, দারেমী, দারাক্বুত্বনী, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৫৬৫২

৯৫০. আহমাদ ১২৯৮১, বুখারীর আদাব ৪৭৯, সহীহুল জামে' ১৪২৪

মানুষ অথবা পশু দ্বারা তার ফল ইত্যাদি) খাওয়া হয়, তা তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়। তার মধ্য হতে যা চুরি হয়ে যায়, তাও তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়, হিংস্র প্রাণীরা যা খায়, তাও তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয় এবং যে কেউ তা (ব্যবহার) দ্বারা উপকৃত হয়, তাও তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।"[৯৫১]

কিন্তু আপনার যদি বৃক্ষরোপনের ক্ষমতা না থাকে অথবা অবসর না থাকে অথবা জায়গা না থাকে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে এতটুকু সচ্চরিত্রতা তো প্রদর্শন করতে অবশ্যই পারবেন যে, আপনি কোন গাছ অপ্রয়োজনে নষ্ট করবেন না, করতে দেবেন না অথবা কোন মরতে যাওয়া গাছ সামান্য পানি দিয়ে সঞ্জীবিত করবেন।

নচেৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সতর্কবাণী শুনুন, তিনি বলেছেন,

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি (খামোখা) কোন কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে ব্যক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"[৯৫২]

৯৫১. মুসলিম ৪০৫০, গায়াতুল মারাম ১৫৮
৯৫২. আবূ দাঊদ ৫২৪১

দুশ্চরিত্রের সাথে সচ্চরিত্রতা

এটা একটি কঠিন বিষয়। কেউ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করল, আর আপনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

কেউ আপনার প্রতি বিদ্বেষভাব রাখে, আপনি তার সেবা করুন, তার রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যান, তার বিপদে-আপদে সাহায্য করুন, তাকে একটা চাকরি ক'রে দেন, তারপর দেখুন মজা। তবে একান্ত ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৯৫৩]

কেউ আপনার হিংসা করে, আপনার ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালোভাবে চলা পছন্দ করে না। সমর্থ হলে তার জন্য অর্থ ব্যয় করুন। তার বিপদে তাকে সাহায্য করুন, তাকে ঋণদান করুন, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপহার দিন, তারপর পরিণাম দেখুন। তখন নিন্দা প্রশংসায় পরিণত হবে। ঘৃণা ভালোবাসায় বদলে যাবে। যত দিতে পারবেন, তত ভালো হবেন আপনি। আর যে ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে হয়, সে ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়া বন্ধ হলেই অচল হয়ে যাবে। ঠিক একটি ইঞ্জিনের মতো, জ্বালানি শেষ, তো গতিও শেষ।

তবে মন্দলোকের মন্দ থেকে, অনিষ্টকারী লোকের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে আপনি দিয়ে যান। দেখবেন, আপনার উপকার করতে না পারলেও অপকার করছে না, প্রশংসা না করলেও আপনার প্রশংসায় তার গায়ে জ্বালা ধরছে না। তবে একেবারে নেমকহারাম হলে আলাদা কথা।

যে আত্মীয় আপনাকে চায় না, তাকে আপনি চান। যে আপনার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তা অটুট রাখার চেষ্টা ক'রে যান। আপনার সাথে সে দুর্ব্যবহার করলে আপনি সদ্ব্যবহার ক'রে যান। আপনি মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

---

৯৫৩. *সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬*

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন,

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ

"যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল থাকবে।"[৯৫৪]

অভদ্র ব্যক্তি মূর্খ হলে তাকে বর্জন করুন। এড়িয়ে চলার চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার ক্ষতি করলে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করুন। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[৯৫৫]

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।"[৯৫৬]

অসভ্য লোক হলে তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করুন। সে অসভ্য বলে তার সাথে অসভ্যতা করবেন না। কারণ তাতে আপনার সম্মান বাঁচানো দায় হবে।

---

৯৫৪. মুসলিম ৬৬৮৯
৯৫৫. সূরা আ'রাফ: ১৯৯
৯৫৬. বুখারী ২২০, ৬১২৮

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, "বাজে লোক!" তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

"হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।"[৯৫৭]

শত্রুর সাথে সচ্চরিত্রতা

আপনি আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ক'রে বিজয় লাভ করার চাইতে ভক্তি প্রয়োগ ক'রে মন জয় করা বেশি উপকারী। যদিও সেটা কঠিন, তবে সহিষ্ণুদের জন্য অতি সহজ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান।[৯৫৮]

শত্রুর সাথে ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ করুন, তাহলে আপনি নিশ্চয় সৎকর্মশীল সুচরিত্রবান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও

৯৫৭. বুখারী ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ৬৭৬১
৯৫৮. সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬

সূচীপত্র

অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।[৯৫৯]

আর ক্ষমা করতে পারে ধৈর্যশীলই। ধৈর্যধারণ ক'রে ক্ষমা করা বড় দৃঢ় সংকল্পের কাজ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।[৯৬০] আর ইসলামের এক মহান নীতিই হল,

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[৯৬১]

শত্রুর সাথে উক্ত সচ্চরিত্রতা প্রয়োগ করলে তার সুফল লক্ষ্য করুন।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সঙ্গে নাজ্‌দের (বর্তমানে রিয়ায অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (বাড়ী) ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং (সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি বাবলার গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, "আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারি খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে আমাকে বলল, 'আমা হতে তোমাকে (আজ) কে বাঁচাবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ!' এ কথা আমি তিনবার বললাম।" তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে বসে গেল।)

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা 'যাতুর রিক্বা'তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন

---

৯৫৯. সূরা আলে ইমরান ১৩৪
৯৬০. সূরা শূরা ৪৩
৯৬১. সূরা আ'রাফ: ১৯৯

ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে এলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের ক'রে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।"

আবূ বাক্‌র ইসমাঈলীর 'সহীহ' গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিখানি তুলে নিয়ে বললেন, "(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" সে বলল, 'তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল?" সে বলল, 'না। কিন্তু আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথ দেবো না, যারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে।' সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, 'আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এলাম।'[৯৬২]

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না।[৯৬৩]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসুলুল্লাহ ﷺ 'নাজদ' অভিমুখে এক অশ্বারোহী দলকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁরা বনূ হানীফা বংশের একজন লোককে ধরে আনলেন। যার নাম, 'সুমামাহ বিন উসাল।' য়্যামামা (বর্তমানে রিয়ায) শহরবাসীর তিনি ছিলেন একজন নেতা। তাঁকে মসজিদের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভে সাহাবীরা বেঁধে দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে বের হলেন। তিনি বললেন,

مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟

অর্থাৎ, হে সুমামাহ! আমাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? উত্তরে তিনি বললেন,

---

৯৬২. বুখারী ২৯১০, মুসলিম ৬০৯০, মিশকাত ৫৩০৪-৫৩০৫
৯৬৩. আহমাদ ১৪৩৩৫, বুখারী ৪১৩৯, মুসলিম ১৯৮৬, নাসাঈ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৫৩০৫

عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ

অর্থাৎ, আমার কাছে আপনার সম্পর্কে ধারণা খুব উত্তম। যদি আমাকে আপনি হত্যা করেন, তবে আমি তার যোগ্য (অর্থাৎ, আমার মত অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন। অথবা আমাকে খুন করলে সে খুনের বদলা নেওয়া হবে।) আর যদি হত্যা না করে সৌজন্য প্রদর্শন করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। আর যদি মাল-ধন চান, তাহলে আপনি যতটা চাইবেন, আপনাকে দেওয়া হবে। এই উত্তর শুনে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (আর কোন কথা বললেন না।)

আবার আগামী কাল নবী ﷺ এসে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে তাই বললেন, যা তিনি প্রথম দিনে বলেছিলেন। এ দিন নবী ﷺ আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার নবী ﷺ এসে প্রথম দু'দিনের মত প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে প্রথম দু'দিনের উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন। আজকে মহানবী ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন, সুমামার বাঁধনটা খুলে দাও।

সুতরাং বাঁধনমুক্ত হয়ে সুমামা মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ (পূজ্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল। অর্থাৎ, তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর মন্তব্য করলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আপনার মুখমণ্ডল আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার মুখমণ্ডল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন আমার নিকটে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার দ্বীনই সব থেকে প্রিয় বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার শহর আমার নিকট সব থেকে বেশী অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার শহর আমার নিকটে সব চেয়ে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছে। আপনার অশ্বারোহী দল যখন আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমি উমরা উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? নবী ﷺ তাঁকে শুভ সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে

গেলেন এবং যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন, তখন একজন ব্যক্তি বলল, আপনি শেষ কালে বিধর্মী হয়ে গেছেন? উত্তরে বললেন, না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর শোনো! আল্লাহর কসম! আগামীতে আমার এলাকা থেকে গমের একটা দানাও তোমাদের এখানে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে অনুমতি না পাওয়া যাবে।[৯৬৪]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) একদা নবী ﷺ কে বললেন, 'আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোন দিন এসেছে?' তিনি বললেন, "আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর 'ক্বারনুস সাআলিব' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া ক'রে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম) রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার কউম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।' অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।' (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, "(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।"[৯৬৫]

৯৬৪. বুখারী ৪৩৭২, মুসলিম ৪৬৮৮
৯৬৫. বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪

ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ।"[৯৬৬]

আর শত্রুপক্ষের জন্য এই ক্ষমাশীলতা প্রয়োগের ফলে ফল কত সুন্দর হয়েছে তা ইসলাম প্রসারের ইতিহাসে কারো অজানা নয়।

আর ক্ষমা করার ফলশ্রুতিতে ক্ষমা লাভ করা তো আছেই। ক্ষমাশীল চরিত্রবান তার আঘাতকারী দুশমনকেও ক্ষমা ক'রে মহান প্রতিপালকের ক্ষমালাভ করতে পারে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

"যে ব্যক্তির দেহ (কারো অত্যাচারের ফলে) ক্ষতবিক্ষত হয়, অতঃপর তা সে সদকা করে দেয়, (অর্থাৎ, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়) আল্লাহ তাআলা অনুরূপ তার পাপ খণ্ডন করে দেন যেরূপ সে (ক্ষমা প্রদর্শন করে যে পরিমাণে) সদকা করে থাকে।"[৯৬৭]

শত্রু বলেই তার প্রতি অন্যায়াচরণ করা বৈধ নয় ইসলামে। ইসলামী সচ্চরিত্রতা হল, দুশমন হলেও তার সাথে ইনসাফ করতে হবে। এ ব্যাপারে মহান প্রতিপালকের নির্দেশ হল,

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ

"তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে বাধা দেবার ফলে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।"[৯৬৮]

অর্থাৎ, মুশরিকরা তোমাদেরকে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছিল। সুতরাং তাদের বাধাদানের কারণে তোমরা তাদের সাথে সীমালংঘনমূলক ও অন্যায় আচরণ করবে না।

শত্রুদের সাথেও ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বনের সবক ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে উক্ত আয়াতে। মহান আল্লাহ আরো স্পষ্ট ক'রে বলেছেন,

---

৯৬৬. *বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ৪৭৪৭*
৯৬৭. *আহমাদ ২২৭০১, ২২৭৯২, সহীহুল জামে' ৫৭১২*
৯৬৮. *সূরা মায়িদাহ: ২*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।"[৯৬৯]

উক্ত সদাচরণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নের কয়েকটি ঘটনায় ঃ

(১) দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের যুগ। পুত্র আব্দুর রহমান আসেম ইহুদীর ও তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে হত্যা করে ফেলেন। তদানীন্তন মিসরের গর্ভনর আম্‌রুবনুল আ'সের নিকট বিচারের জন্য মোকাদ্দামা পেশ করা হল। তিনি আমীরুল মু'মেনীনের পুত্র বলে বিচারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করলেন।

খবরটি চলে গেল মদীনা নগরে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে। খবর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চিঠি লিখলেন, আম্‌রুবনুল আস! তুমি আসেম ইহুদী ও আব্দুর রহমানের মধ্যে কি বিচার করেছ? তুমি ইনসাফের সঙ্গে কাজ করনি। তুমি কি জানো না যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ অবশ্যই ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।[৯৭০]

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করতে ও সৌজন্য প্রদর্শন করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন।[৯৭১]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

অর্থাৎ, তোমরা ইনসাফ করো, ইনসাফ করা হচ্ছে তাক্বওয়াহ ও পরহেযগারীর জন্য বেশী নিকটবর্তী বস্তু।[৯৭২]

তুমি আল্লাহ তাআলার এই সব নির্দেশবাণীগুলি ভুলে গেছ?! এ জন্য তোমাকে

---

৯৬৯. সূরা মায়িদাহ: ৮
৯৭০. মায়েদাহ ৪২
৯৭১. সূরা নাহ্‌ল ৯০
৯৭২. সূরা মায়েদাহ ৮

ইহ-পরকালে জবাবদিহী করতে হবে। তুমি এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, এ যুগ সততা ও ন্যায়তার যুগ। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু বলে কোন ভেদাভেদ নেই।

পত্র পেয়ে (আপীলনামা) মিসর গভর্নর পুনর্বার সুনিশ্চিতভাবে সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে সমুচিত বিচার করলেন।[৯৭৩]

(২) সন ১৯ হিজরী। মুসলিমরা ইস্কান্দারিয়া জয়লাভ করলেন। ঘটনাচক্রে সেখানে রাজগির্জালয়ে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মূর্তির চক্ষুতে জনৈক মুসলিম সিপাহীর তীর গিয়ে লাগে। খ্রিষ্টানরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের গভর্নর আম্‌রুবনুল আসের নিকটে মোকাদ্দামা নিয়ে উপস্থিত হল। তারা সমস্বরে বলল, তোমাদের নবীর মূর্তি দাও। আমরাও তীর মেরে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। উত্তরে গভর্নর বললেন, আমাদের নবীর তো মূর্তি নেই ভাই সব! যখন ভুলক্রমে ঘটনাটা ঘটেই গেছে, তখন আমাদের মধ্যে একজন জীবিত সাহাবীর চক্ষুতে তীর মেরে প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

একজন খৃষ্টান তৈরী হয়ে গেল। এখন চক্ষু দেবে কে? গভর্নর ভাবলেন আমিও তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবী। আমার চক্ষুতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবয়ব, তার আকৃতি আঁকা আছে। তাই তিনি অন্য কোন সাহাবীকে কিছু না বলে তিনি নিজেই বললেন, আমার চক্ষুতে তীর বিদ্ধ কর।

এই অভূতপূর্ব নির্দেশে তারা বিস্মিত হল। তীর মারতে পারল না। বরং তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল।[৯৭৪]

যুদ্ধে মুসলিমদের যেমন কিছু লোক আহত-নিহত হয়েছেন, খ্রীষ্টানদেরও তেমনি বহু লোক আহত ও নিহত হয়েছে। যুদ্ধের পরে যখন অভিযোগ দায়ের করা হল, তখন গভর্নরের উদারতার কাছে আবার তারা পরাজয় স্বীকার করল। সকলেই কলেমা পাঠ করে মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল।

(৩) বাদশাহ হারুন রশীদ। পুত্র আমীন। বয়স ১৪ বছর। একদা শিকারে গিয়ে ভুলক্রমে তার তীর একজন ইহুদী পুত্রের হাতে লেগে জখম করে দেয়। ইহুদী বিচারের জন্য বাগদাদ নগরে পৌঁছল বাদশাহর দরবারে। বাদশাহ অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে, ব্যাপারটা ভুলক্রমেই হয়েছে। কিন্তু ইহুদীর বিবরণ সত্য। খলীফা মীমাংসা দিলেন যে, আমার কিম্বা পুত্রের হাতে তীর মেরে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার তোমাদেরকে দিচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা ---। এতে ইহুদী বিমোহিত হল।[৯৭৫]

---

৯৭৩. *জামেউল মানাক্বেব ১৪৪পৃ.*
৯৭৪. *তারীখে মিস্‌র, মুআল্লিফ আব্বাস আলী, কায়রোর ছাপা ৯৪পৃ.*
৯৭৫. *ঘটনাগুলি মাসিক উর্দু পত্রিকা তথা উস্তায আব্দুর রঊফ শামীম সাহেবের 'বক্তৃতা-সম্ভার' থেকে সংগৃহীত*

পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ মুসলিমদের রক্তপিয়াসী হলে, তাদের সাথেও যথার্থ সদাচরণ রয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের সাথে ব্যবহারের সুন্দর রীতি রয়েছে ইসলামে।

জিহাদ মানেই মানুষ খুন নয়। জিহাদ এক সংগ্রাম, যার দ্বারা মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু যারা সঠিক পথের বিরোধিতা ক'রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে মুসলিমরা। আর সে জিহাদেও রয়েছে ইসলামের বিভিন্ন মানবিক সদাচরণ ঃ

১. যাকে হত্যা করা হবে, রাগ মিটাবার জন্য তাকে নিয়ে নানা অত্যাচারের খেলা খেলা যাবে না। রয়ে-বসে দগ্ধে দগ্ধে নানা কষ্ট দিয়ে তাকে মারা হবে না। মৃত্যুর আগে শত্রুর কোন অঙ্গ কেটে তাকে কষ্ট দেওয়া অথবা মৃত্যুর পরে তার কোন অঙ্গ কেটে গায়ের ঝাল ঝাড়া বৈধ কর্ম নয়।

খুন করতে হলে, তাকে আরামসে খুন করতে হবে। মৃত্যুই যদি বাঞ্ছিত হয়, তাহলে সরাসরি মৃত্যুর দরজাতে সত্বর পৌঁছে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়।" (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।)[৯৭৬]

২. জিহাদে বৃদ্ধ, নারী, শিশু, ভৃত্য, অন্ধ, পাদরী, প্রভৃতি অসামরিক নিরপরাধ মানুষ খুন করা যাবে না।

৩. অপ্রয়োজনে গাছ-পালা, ফল-ফসল নষ্ট ও পশু হত্যা করা যাবে না।

৪. কোন ঘর-বাড়ি ও উপাসনালয় ধ্বংস করা যাবে না।

৫. চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

৯৭৬. *মুসলিম ৫১৬৭*

﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

অর্থাৎ, তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদেরকে ভালোবাসেন।[৯৭৭] আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।"[৯৭৮]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

"যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।"[৯৭৯]

---

৯৭৭. সূরা তাওবাহ ৪
৯৭৮. বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, ইবনে মাজাহ ২৬৮৬
৯৭৯. আহমাদ ৭৯৪৪, মুসলিম ৪৮৯২

৬. শরণার্থীকে হত্যা করা যাবে না।

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। তা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক।[৯৮০]

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানী একজন কাফেরকে আশ্রয় দিলে এবং তাঁর ভাই আলী ল তাকে হত্যা করতে চাইলে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরা তাকে আশ্রয় দিলাম হে উম্মে হানী।"[৯৮১]

৭. জিহাদ শুরু করার পূর্বে শত্রুকে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া আদায় দেওয়ার প্রতি আহবান জানাতে হবে।

৮. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ তথা দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করতে হবে।

বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কোন সেনাদল বা অভিযানের কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে আল্লাহভীতি ও তার মুসলিম সঙ্গীদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত করতেন; বলতেন, "অভিযান শুরু কর আল্লাহর নামে, যুদ্ধ কর কাফের দলের বিরুদ্ধে। অভিযান কর; কিছু আত্মসাৎ করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, কারো নাক-কান কেটো না, শিশু হত্যা করো না ।

তোমার কোন মুশরিক শত্রুদলের সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাদেরকে তিনটি আচরণের প্রতি আহবান কর। এর যে কোনটিও মান্য করলে তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয়ে যাও ; তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হও । অতঃপর তাদেরকে তাদের স্বদেশ হতে মুহাজেরীনদের দেশে স্থানান্তরিত হতে আহবান কর। তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যদি তারা এরূপ করে তবে মুহাজেরীনদের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, তাদেরও সেই সুযোগ-সুবিধা হবে এবং মুহাজেরীনদের যে কর্তব্য আছে, তাদেরও সেই কর্তব্য হবে । যদি তারা স্থানান্তরিত হতে অসম্মত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা মরুবাসী মুসলিমদের মত হবে । তাদের উপর আল্লাহর হুকুম (শাসন-ব্যবস্থা) চলবে, যা মুসলিমদের উপর চলে।

---

৯৮০. সূরা তাওবাহ ৬

৯৮১. বুখারী ৩১৭১, মুসলিম ১৭০২

মুসলিমদের সপক্ষে যুদ্ধ না করে গনীমত বা 'ফাই'-এর (যুদ্ধলব্ধ) কিছু মালও তারা পাবে না । তাতে (ইসলাম গ্রহণ করতে) যদি তারা অসম্মত হয়, তবে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া চাও । তাতে যদি তারা সম্মত হয়, তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাক। কিন্তু তাতে যদি তারা রাজি না হয় তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর যখন তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করবে, তখন যদি তারা চায় যে, তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা (সংরক্ষণের দায়িত্ব) প্রদান কর তাহলে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা দিয়ো না, বরং তাদেরকে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের যিম্মা প্রদান করো । কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মা প্রত্যাহার করার চেয়ে তোমাদের যিম্মা প্রত্যাহার করা অধিক সহজ। আর যখন কোন দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করবে, তখন তারা আল্লাহর ফায়সালায় অবতীর্ণ হতে চাইলে তাদেরকে আল্লাহর ফায়সালায় অবতীর্ণ করো না । বরং তাদেরকে তোমার নিজের ফায়সালায় অবতারণ কর । যেহেতু তুমি জান না যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা সঠিকভাবে দিতে পারবে কি না।"[৯৮২]

এ হল ইসলামী সচ্চরিত্রতা, যার ফলে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। যার পরশে এসে ভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়। আর এটাই চরম প্রাপ্য। মানুষের নিকট এটাই কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

সমাপ্ত

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

৯৮২. *মুসলিম ৪৬১৯, প্রমুখ*

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এর প্রকাশিত বইসমূহ

wahidiyalibrary@gmail.com ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/সম্পাদক/অনুবাদ	মূল্য
০১	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার সহজ ***আরবী কায়দা*** ও **১৫১** টি দু‘আ (১)	**সম্পাদনায়:**	৫০
০২	সোনামণিদের সহজ **আরবী কায়দা (২)**	আব্দুল খালেক সালাফী	২৫
০৩	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার **মুহাম্মাদী কায়দা** ও ১৫১ টি দু‘আ (৩)	**রচনায়:**	৩৫
০৪	বিষয়ভিত্তিক **“হাদীস সম্ভার”** ১ম খণ্ড	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল	৪৫০
০৫	বিষয়ভিত্তিক **“হাদীস সম্ভার”** ২য় খণ্ড	ঐ	৪৫০
০৬	**“মুখতাসার যাদুল মা‘আদ”**	মূল: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী	২৬০
০৭	**সালাতুন নাবী □ ও বিধান সূচী**	সম্প: আব্দুস সামাদ সালাফী	৪৭
০৮	সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড	**মূল:** আবূ মালিক সায়্যিদ সালিম	২৬০
০৯	সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড		৩০০
১০	সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড	**আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায়**	২৫০
১১	সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড		২০০
১২	পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল	৩০০
১৩	জ্বিন ও শয়তান জগৎ	ঐ	১২৫
১৪	ফিরিশ্তা জগৎ	ঐ	৬০
১৫	ইসলামী জীবন ধারা	ঐ	১৩০
১৬	হৃদয় দর্পণ	ঐ	১৫০
১৭	ছেলে-মেয়েদের নাম অভিধান	ঐ	৬০
১৮	আদর্শ ছাত্র জীবন	ঐ	৩৫
১৯	মণিমালা	ঐ	৪২
২০	মরণকে স্মরণ	ঐ	৫২
২১	অযাহাক্বাল বাতিল	ঐ	৬০
২২	ছোটদের ছোট গল্প	ঐ	৩০
২৩	ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান	ঐ	৫২
২৪	সংক্ষিপ্ত স্বলাতে মুবাশশির	ঐ	৩০
২৫	নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতায় অনৈসলামিক আক্বীদা	ঐ	৬০
২৬	সফল মানব	ঐ	৫৭
২৭	প্রেম রোগ	ঐ	১৩০
২৮	সচ্চরিত্র	ঐ	২০০
২৯	সহীহ হাদীসের আলোকে কুরআনের **শানে নুযূল**		৩০০
৩০	উম্মতে -মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্যাবলী		১৫০
৩১	জীবন দর্পন		১৩০
৩২	তাফসীরে জালালাইন একটি সমীক্ষা		১৫০
৩৩	“সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান”	শায়খ মতিউর রহমান মাদানী	১৭
৩৪	সুরক্ষিত দূর্গ	ঐ	৪০
৩৫	সরল হজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত	ঐ	৪০

বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

প্রকাশের পথে ১.সহীহ্ ফাযীলাত, আ'মাল ও শানে নুযূলসহ সহজ ভাষায় অনূদিত 'কুরআনুল মাজীদ'।
২. সহজ ভাষায় শব্দার্থে 'কুরআনুল মাজীদ'

আমাদের সেবাসমূহ ঃ

- সহীহ নির্ভরযোগ্য ইসলামী বইয়ের সমাহার।
- কওমী-আলিয়া এবং স্কুল-কলেজ বইয়ে সমৃদ্ধ।
- উন্নতমানের আতর-সুরমা, মিসওয়াক-টুপি, জায়নামায প্রভৃতি।
- ইসলামী কালেকশন ডাউনলোড ও মেমোরী কার্ড বিক্রয় করা হয়।
- কম্পিউটার কম্পোজ ও বই প্রকাশের সু-ব্যবস্থা।
- পাইকারী ও খুচরা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।